মেরী প্রাইস্।

বিলাতী সমাজচিত্র

(তৃতীয় পর্ব্ব)

বঙ্গানুবাদ

কালকাতা
২৯।৩ নং নন্দকুমার চৌধুরির লেন,
আর্য্য সাহিত্য-সমিতি কর্ত্তৃক
প্রকাশিত

কলিকাতা
২৩নং যুগলকিশোর দাসের লেন,
কালিকা যন্ত্রে
শ্রীঅনুকূলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী দ্বারা মুদ্রিত।

আষাঢ় ১৩০৮। আষাঢ়

মেরী প্রাইস্।

বিলাতী সমাজচিত্র

তৃতীয় পর্ব্ব।

সপ্ত অশীতিতম লহরী।

কিংষ্টন নিকেতন।

কিংষ্টন নিকেতন ডিল নগরের তিন মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত। নবেম্বর মাস। আকাশ বেশ পরিষ্কার, পথ ঘাট দিব্য শুষ্ক, প্রভাতেই শুভ যাত্রা কোল্লেম। ভোরেই বেরিয়েছি কি না, নিকেতনে পৌছিতে অধিক সময় অতীত হলো না। নিকেতনটি পুরাতন, কিন্তু দৃঢ়। এই পুরাতন অবস্থাতেও সুখসমৃদ্ধির পরিচায়ক। প্রকাণ্ড ফটক, তার পাশেই চাকর লোকদের থাকার ছোট ছোট ঘর। বাড়ীর সম্মুখেই পুষ্পোদ্যান। তারই মধ্য দিয়ে প্রশস্ত রাস্তা। প্রবেশ কোত্তেই দেখ্‌লেম, চার পাঁচ জন সইস, চার পাঁচটা ঘোড়ার অঙ্গ শেবা কোচ্ছে। একজন বৃদ্ধ দ্বারবান এক বিরাট কাঠের চৌকীতে বেশ কেতাদুরস্ত ভাবে উপবেশন কোরে, সাপ্তাহিক কৌতুক-পত্রিকা পাঠ কোচ্ছে। আমি ধীরে ধীরে দ্বারবানের সমীপবর্ত্তী হতেই, আমার আগমন কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লে। যথা উত্তর

দানে দ্বারবানকে পরিতুষ্ট কোল্লেম। দ্বারবান দরজার দিকে আনন্দে দৃষ্টিপাত কোরে বোল্লে "কর্ত্তা গৃহিনী আধ ঘণ্টার মধ্যেই এসে উপস্থিত হবেন। তাঁদের বাল্য ভোজনের সময় আগত প্রায়। তুমি বরং ঐ ঘরে ততক্ষণ অপেক্ষা কর।"

দ্বারবানের উপদেশ মত দরজার পাশেরই একটি ঘরে অপেক্ষায় রইলেম। চেয়ে দেখ্‌লেম, অল্পক্ষণ পরেই তিনটি ছোট ছোট পনী ঘোড়ায় তীনটি বালিকা বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লে। অনুভবে বুঝলেম, এসব গৃহিণীর গর্ভরত্ন। অশ্বারোহিণী বলিকাত্রয়ের বয়স যথাক্রমে বার, দশ ও আট বৎসর; কিন্তু এই বয়সেই বালিকা তিনটি আশ্বারোহণ বিদ্যায়, ঘোড় দৌড়ের সওয়ারদেরও হারিয়ে দিয়েছে।

সইস সাহায্যে অশ্ব হতে অবতরণ কোরেই, বড় মেয়েটি বেশ ভারী ভারী কথায়— গম্ভীরতর শব্দে সইসের প্রতি আদেশ প্রচার কোল্লে, "জন, আমার পক্ষীরাজকে একটু হাওয়া না খাইয়ে যেন আস্তাবলে তুলোনা! আর দেখ, বেশ ঠাণ্ডা না হলে বুঝেছ, যেন ঘাস জল দিও না, স্মরণ থাকবে ত?"

"আমারও নেপ্‌চুন ভারি ছুটেছে। বাতাসের আগে আগে দৌড়! দেখ, পাঁচ মিনিট পরে এক পেয়ালা মাত্র জল দিও, কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে বুঝতে পেরেছ, এক বিন্দুও না।" তদ্রূপ গম্ভীর বদনে মধ্যম কন্যার সইসের প্রতি এই হুকুম।

কনিষ্ঠ কন্যার আর চুপ কোরে থাকা ত ভাল দেখায় না! সে বোল্লে "আমারও ঐ কথা। খাবার বন্দোবস্ত ভালরূপ চাই। অমার ঘোড়ার দানা সব চুরী যায়। আমি কিন্তু ভবিষ্যতে এর জন্য বিশেষ যত্ন নিতে বাধ্য হব। সাবধান।" এই প্রকার উপদেশ প্রচার কোরে মাননীয় কর্ত্তাগৃহিণীর এই ঘোড়া-বাই গ্রস্থ কন্যাত্রয় উপরে এলেন। বৃদ্ধ দ্বারবান সম্মানের অভিবাদনে বালিকাত্রয়ের সম্মান রক্ষা করার পর, বড় কন্যাটি জিজ্ঞাসা কোল্লেন, আমার কথা। দ্বারবান আমার বিষয় নিবেদন কোল্লেই, বড় মেয়েটি একবার গম্ভীর দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বোল্লেন "বেশ হবে। বস তুমি।" কন্যাত্রয় চাবুক ঘুরাতে ঘুরাতে উপরে উঠে গেলেন।

দ্বারবান বোল্লে "তিনটি মেয়েই সমান ঘোড় সওয়ার। কর্ত্তাগৃহিণীও দিবারাত্রি কেবল ঘোড়া নিয়েই আছেন। বড়কন্যা কুমারী হরিতার পাড়া শুনাও শেষ হয়ে গেছে।"

বিস্মিত হয়ে বোল্লেম "বাস্তবিক! বয়স বোধ হয় বার বৎসরের অধিক হইবে না?"

"না। তার অধিক নয়। কর্ত্তা গৃহিণীর মত, পাঁচ বৎসর হতে দ্বাদশবর্ষ কালই বিদ্যার্জ্জনের কাল। তার পরেই বাহিরের কাজ কর্ম্ম খেলা ধূলা শিখতে হয়। এই বড় মেয়েটি বিলিয়ার্ড খেলায় অনেক সময় কর্ত্তাকেও হারিয়ে দেয়। দ্বিতীয় কন্যা যশী ঘোড়া-চড়া বিদ্যায় যেমন পরিপক্ব, কচি ছোট মেয়ে মেরীয়াও তেমনি। এদের

ধাত্রীর দরকারে হবে না। তবে চতুর্থ কন্যা ক্যাথারিণের জন্যই তোমাকে নিযুক্ত করা হবে। তুমিও বোধ হয় বেশ ঘোড়ায় চোড়তে জান ?"

সর্ব্বনাশ! তবেইত চাকরী কোরেছি। লজ্জিত হয়ে কাতর ভাবে বোল্লেম, "না ত, আমি তা জানি না ত!"

কথাবার্ত্তা বন্ধ হলো। কর্ত্তাগৃহিণী বড় বড় ঘোড়ায় কদম্ দিয়ে সদর দরজায় এসে উপস্থিত হ'লেন। চাকর নকরদের ছুটাদৌড়ী লেগে গেল। শুটস্থ হয়ে বোস্‌লেম।

কর্ত্তা সুপুরুষ। বয়স অনুমান কোল্লেম, চল্লিশ। দিব্য পরিণত গঠন, মোটাও নন, রোগাও নয়, মাঝারী; বেশভূষা ভদ্রজনের অনুমোদিত। গৃহিণীর বয়স কর্ত্তার বয়সের পাঁচ শাত বৎসরের কম, দেহ কিছু লম্বা, কিন্তু বেমানান নয়। তবে আর একটু শরীরে পুষ্টি থাকলে মানাত ভাল।

গৃহিণী সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বোল্লেন "তোমার ঘোড়া চেয়ে আমার ঘোড়া দৌড়ে জিতেছে। কেমন না ?"

ঈষৎ হাস্যবদনে কর্ত্তা বোল্লেন "তাতে আর সন্দেহ কি ? সওয়ারেরই যখন পরাজয়, তখন আর কথা কি ?"

কথায় বার্ত্তায় স্বামী স্ত্রী প্রাসাদের দরজায় এলেন। দ্বারবানকে লক্ষ্য কোরে কর্ত্তা বোল্লেন "হটন! খবর কি ?"

করযোড়ে নিমকের ভৃত্য হটন বোল্লে "মাননীয় সন্দেশের প্রেরিত সেই উমেদারটি এসেছেন।"

"সত্য সত্য ?" গৃহিণী আমার দিকে চাইলেন। উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদনে কোল্লেম। গৃহিণী বোল্লেন "বেশ মেয়েটি, ভদ্রঘরের মেয়েদের মত চেহারা। কেমন, নয় প্রিয়তম ? এস উপরে এস।" কর্ত্তা গৃহিণী উপরে চোল্লেন, অনুমতি ক্রমে আমিও তাঁদের পশ্চাতে।

অশ্বারোহণের পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কোরে গৃহিণী সভাগৃহে উপবেশন কোল্লেন। দাসী কিঙ্করী নিযুক্ত করার ভার গৃহিণীর উপর, সুতরাং কর্ত্তা অন্য দিকে প্রস্থান কোল্লেন। আমি তখনও দূরে দণ্ডায়মান। গৃহিণী সস্নেহ বচনে বোল্লেন "বোসো না ? দাঁড়িয়ে কেন ? তুমি যে সব ভাল ভাল স্থানে কর্ম্ম কোরেছ, তোমার শিষ্টাচার নম্রতা তার দেদীপ্যমান প্রমাণ, আমিও তোমাকে তাঁরা যেমন আদর যত্নে রেখেছিলেন, সেইরূপ রাখবো। কাজ তোমাকে কিছু বেশী কোত্তে হবেনা। কেবল আমার ছোট মেয়ে ক্যাথারিণের তত্ত্বাবধান। তার জন্যও ঘোড়া কেনা হয়েছে। চার বৎসর বয়স, দুর্ভাগ্য বশতঃ আজও সে স্বয়ং হয়ে ঘোড়ায় চোড়তে শিখে নাই। তাকে ঘোড়ায় চড়িয়ে তুমি তার পাশে পাশে, তাকে ধোরে নিয়ে বেড়াবে। ছেলে মেয়ে দিন রাত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে

যত ঘরের বাইরে থাকে, ততই তারা স্বাস্থ্যলাভ করে। অনেক বড় বড় ডাক্তারদেরও এই মত। তুমি আমার এই উপদেশটি মাত্র সর্ব্বদা মনে রাখবে। তুমিও অবশ্য বেশ ঘোড়ায় চোড়তে জান? তোমার জন্যও ঘোড়া থাকবে।”

লজ্জিত হয়ে—কাতর হয়ে বোল্লেম, “না মা, আমি জানি না। ঘোড়ায় চড়া আমার অভ্যাস নাই।”

দুঃখিত হয়ে গৃহিণী বোল্লেন “আক্ষেপের বিষয়, সন্দেহ নাই। আচ্ছা, তা না জান, নাইই জান্‌লে। তোমাকেই আমি নিযুক্ত কোল্লেম। ঠিকানা বোলে যাও, কাল বৈকালে তোমার জন্য গাড়ী যাবে। আর তাতেই বা কাজ কি, তোমাকে রেখেই আসুক। বাড়ীর ঠিকানাটা স্বচক্ষেই চিনে অসুক না হয়।”

প্রবেশদ্বারে প্রধান সইস করযোড়ে দণ্ডায়মান। একটু বঙ্কিম ভাবে সইসের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে গৃহিণী জিজ্ঞাসা কোল্লেন, “কি খবর?”

“আজ্ঞা, পল্‌টুর আবার পায়ে দরদ।”

“দরদ! এমন ঘোড়া—বাতাসের আগে ছুট্‌তে পারে সে, তার পায় দরদ! ডাক্তার ডাক।

কর্ত্তা কোথায়?”

“আজ্ঞা তিনি আস্তাবলে। ঘোড়ার লেজ ছাঁটা হ’চ্ছে, সেই খানে আছেন।”

“হুঁ। ওকাজটা শিখে নাও গে যাও। বারম্বার লোক ডাকার চেয়ে, এক জন বরং শিখে রাখ গে যাও। লুককে বল, মেরীকে বাড়ী রেখে আসুক।”

তৎক্ষণাৎ গাড়ী প্রস্তুত। অভিবাদন কোরে, জলযোগে অনুরুদ্ধ হয়ে গাড়ীতে এসে উঠলেম। গাড়ীতে বোসতেই একশ চাবুকের পর গাড়ীর যে গতি আছে, সেটা জানা গেল। চাবুকের আগায় গাড়ী বাড়ীর বাইরে—সদর রস্তায় এসে উপস্থিত হলো। অশ্বরথ মৃদুমন্দ গতিতেই অগ্রসর। সইস লুক বোল্লে, “জান্‌লে গা, এ ঘোড়াটা বড় তেজী ঘোড়ার জাত। জান কবুল, সওয়ার ঝাড়ে না। এটা নিতান্তই যুদ্ধের ঘোড়া। বেঘোরে পোড়ে আমাদের হাতে এসে ছুট্‌কে পড়েছে। তা না হলে কিংষ্টন ত কিংষ্টন, স্বয়ং খোদ রাজা যে, যার দরজায় এমন বিশ ঘোড়া বাঁধা, সেও কিন্‌তে পেত না। বোলে যাও, এ সব কথা সত্যি কি না, ভেবে বুঝে যাও।” ভাবনা চিন্তার অবসর না দিয়েই অশ্বরথ ডিল সহরে ক্ষদী রার বাটির সম্মুখে এসে উপস্থিত। লুককে আদর অপেক্ষা কোরে বিদায় দিলেম।

আমাকে দেখেই বিবি ক্ষদীরা কেঁদে উঠলেন। অতি নির্ঘাত সংবাদ। তাঁর পুত্র টম কোনও অপরাধে নৌ-বিভাগের বিচার অনুসারে এক শ বেতের শাস্তি পেয়েছে! সেই বিষম শাস্তি লোয়ের পর, হয় ত অভাগিনীর সন্তান বিদেশে বিনা শুশ্রূষায় মারাই যাবে!

মায়ের প্রাণ ; আকুল হয়ে উঠেছে ! নানা কথায় প্রবোধ দিয়ে, বিধবার অশ্রুজল বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়ে দিয়ে আহার করালেম। সমস্ত দিন প্রাণের আকুলতায় আহারই করেন নাই। আহারাদির পর আমার বর্ত্তমান অবস্থাপরিবর্ত্তনের কথা জানালেম, ভাড়া পত্র চুকিয়ে দিলেম। যত দিন পুত্রের নিকট হতে খরচ পত্র না আসে, তত দিন যদি অভাব হয়, এই ভেবে আরও কিছু দিলেম। জেনকে মাননীয় সন্দেশের বাড়ী এনে রাখলেম। আপাততঃ জেন সেই খানেই প্রতিপালিত হবে। পরের আশ্রয় ভিন্ন এ জগতে আমাদের ত আর অন্য আশ্রয় নাই !

সমস্ত ঠিক ঠাক রেখে নিদ্রা গেলেম। পরদিন প্রভাতেই কয়েকখানি পত্র পেলেম্। প্রথম পত্র, প্রাণাধিক কান্তিন লিখেছেন। সেই পূর্ব্বকথা, সেই সুখময় সুষুপ্তি স্বপ্ন, সেই ভালবাসার জ্বলন্ত বৈতরণি, সেই ভালবাসার সুখ স্মৃতি। দ্বিতীয় পত্র, সারা লিখেছে। সারা তালবৎ কুঞ্জে বেশ সুখে আছে। উইলিয়মের পত্রও পেলেম। সেখানকার সার্ব্বাঙ্গিণ কুশল। শ্রীমতী নিশিতারার পত্রও পেলেম, তিনি সেই পূর্ব্বস্নেহ পূর্ব্ব অনুগ্রহ পত্রের প্রতি ছত্রে চিত্রিত কোরেছেন। আর পেলেম, সেলিনার পত্র। সেলিনা তার বিবাহের বিষয় লিখেছেন, নিমন্ত্রণ এসেছে, আর সুখস্মৃতির চিহ্ন স্বরূপ সেলিনা একটি বহুমূল্য অঙ্গুরী উপহার পাঠিয়েছেন। অঙ্গুরীর পৃষ্ঠে লিখিত আছে,—

"পার্শ্ববল ও সেলিনার জীবনবন্ধু, মেরীপ্রাইস্"

এই সমস্ত পত্রের উত্তর দিতেই বেলা হয়ে গেল। উত্তর দিয়ে আহারাদি সেরে গমনের আয়োজন কোল্লেম। লুক আবার গাড়ী নিয়ে হাজীর অগত্যা বিবি ক্ষদিরাকে শান্তনা কোরে অভিবাদন কোরে—স্নেহ আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোরে শুভযাত্রা কোল্লেম।

অষ্টাধিক অশীতিতম লহরী।

আমার অষ্টম চাকরী।

কিংষ্টন পরিবার আধুনিক বিলাসিতা শূন্য। প্রাচীন যোত্রশালী বনেয়াদী লোকেরা যে ভাবে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ কোত্তেন, এখানে আজিও সেই নিয়ম। শতাব্দির সভ্যতায় সহরের সর্ব্বত্র যে সব বনেয়াদী বিধিব্যবস্থা তাড়া খেয়ে কে কোথায় সরে গেছে, সেই প্রাচীন বিধিব্যবস্থা, পল্লির বনেয়াদী বড়লোকের কোনও কোনও বাড়ীতে আজিও বেশ সমাদরে পূজা পাচ্চে কিংষ্টন পরিবার সেই শ্রেণীর অন্তর্গত। কি প্রভু গৃহিনী. কি দাস

"সংক্রামক্ জ্বর? তবে আর দাঁড়াব না। কাজ কি তবে রোগটাকে নিমন্ত্রণ করে?" বলীন পাছে জ্বরে ধরে—এই ভয়ে যথাসাধ্য দ্রুতপদে রওনা দিলেন।

কর্ত্তা এসে বোল্লেন "জন, কোল্লে কি তুমি? এখনি যে চারদিকে রাষ্ট্র হয়ে যাবে, এ পল্লিতে—আমার বাড়ীতে ঐ সংক্রামক জ্বর দেখা দিয়েছে! কি সর্ব্বনাশ! এখন উপায়?"

মিথ্যার সাধনায় স্বয়ং সিদ্ধপুরুষ জন, আশা দিয়ে বোল্লে "চিন্তা কি হুজুর। সব ঠিক কোরে দিব এখন।"

তৎক্ষণাৎ ক্যাথারিণকে নিয়ে বেরুলেম। কিংষ্টনদম্পতিও অশ্বারোহণে যাত্রা কোল্লেন। সম্মুখেই ডাক্তার। ডাক্তার মহাব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেন, "তোমাদের গৃহকর্ত্রী তরলা নাকি পীড়িত? কি ভয়ানক!—সে সংবাদ দিতে বিলম্ব কোল্লে কেন? বলীনের মুখে শুনে আমি ত ছুট্‌তে ছুট্‌তে আস্‌ছি। তরলা এখন আছে কেমন?"

অপ্রস্তুত হয়ে—লাজ্জার চড় যেন গাল পেতে নিয়ে, কর্ত্তা বোল্লেন "সব মিথ্যা কথা। আমার সেই চাকরটা—বড় পাজী—হাড়ে হাড়ে তার বজ্জাতি; সেইই বলীনের কাছে এই মিথ্যা কথাটা রটিয়েছে।"

"তবু রক্ষা পাই। তবে আর আমি বিলম্ব কোর্ব্ব না—চোল্লেম আমি। এখনি বলীনকে ডেকে পাঠাও—ভ্রমটা বুঝিয়ে দাও; নতুবা একটা সাংঘাতিক রকম বদ্‌নাম ধাঁ কোরে রটনা হয়ে যাবে। সামান্য একটা কথার প্রসঙ্গে তখন হবে, মুখ দেখান ভার।" এই উপদেশ দিয়ে ডাক্তার প্রস্থান কোল্লেন।

ডাক্তারের উপদেশ কর্ত্তার বেশ মনে ধরেছে। তখনি আমার প্রতি আদেশ প্রচারিত হলো, "যাও মেরী, নিমন্ত্রণ কোরে এস, ১টার পর যেন তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করেন। ১টার মধ্যেই আমরা ফিরে আস্‌বো।" দম্পতি ভ্রমণে নির্গত হলেন। মেয়েটিকে বাড়ী রেখে ভক্তিভাজন বলীনের নিকট কর্ত্তার অভিপ্রায় জানিয়ে এলেম।

বেলা চারটা বেজে ত্রিশ মিনিট, প্রকাণ্ড বাঁশের লাঠি নিয়ে আবার সেই দীর্ঘ প্রস্ত সমান বলীন, দালানে এসে উপস্থিত। জনকে বোল্লেন "কৈ হে জন, তোমার হাড় ভাঙা মনিব গেলেন কোথা?"

রহস্যবিদ্রূপে জনের ভ্রূক্ষেপ নাই। জন ঈষৎ উষ্ণ হয়ে বোল্লে "হাসবেন না মশায়; গরীব লোক আমরা—অত মিথ্যা কথা বুঝিনা। তিলকে তাল করা আমাদের প্রভুর অভ্যাস। হাতে হলো একটা চুল্‌কুনী, ত্রাহি মা মধুসূদন! যান আর কি! ভাব ভক্তি দেখে, কাজেই অনুমান কোত্তে হলো, ঘোড়া হতে হয় ত পোড়ে গেছেন!"

এমন সময় গৃহকর্ত্রী তরলা এলেন। বৃদ্ধ বলীন স্বস্নেহ বচনে বোল্লেন "তবে তরলা, বেশ বল পেয়েছ — বড় কঠিন ব্যাধি!"

তরলা ত অবাক! বিস্ময়পূর্ণ স্বরে বোল্লে "আমি ত পীড়িত হই নাই! এক বৎসরের মধ্যে আমার মাথাটিও ত ধরে নাই?"

বলীন বিরক্ত হয়ে জনের প্রতি দৃষ্টিপাত কোল্লেন। জন বোল্লে "তরলা পীড়িত হবে কেন মশায়?—রাঁধুনী মাগী।"

"হা হতভাগা! একেবারে মিথ্যার অবতার হয়ে উঠেছ?"

আর কথা হ'লো না। কর্ত্তা গৃহিণী—এসে উপস্থিত। ভক্তিভাজন বলীনের কর-মর্দ্দন কোরে উপরে গেলেন। সওয়াল জবাবের বিষমপীড়ন হতে জনের অব্যাহতি হলো। একটা যেন ধাঁদা কেটে গেল।

উন নবতীতম লহরী।

বিবি মলদা।

দীল নগরের এক মাইল মাত্র দূরে, দোবর যাবার সদর রাস্তার পার্শ্বে, বলমার নামে এক ক্ষুদ্র পল্লি। পল্লিটি দৃশ্যতঃ অতি সুন্দর। নৌ-বিভাগের যে সব বয়স্ক কর্ম্মচারী অধুনা আধাবেতনে সংসারের কর্ম্মস্থলী হতে মুক্তিলাভ করেছেন; তাঁরাই এই পল্লির প্রধান অধিবাসী। ঐরূপ পেন্‌সন্ প্রাপ্ত নাবিকগণ অল্প আয়েও ভদ্রলোকের মত সুখে সচ্ছন্দে বসবাস করেন, এই পল্লির গুণে। পল্লিতে সকল প্রকারে দ্রব্যই সুলভ, অপরিমিত। এইরূপ পল্লিবাসই মধ্যবিত্ত গৃহস্থের পক্ষে প্রশস্ত। সকল দেশেরই এই একই নিয়ম।

অনির্দ্দিষ্ট আয় শত সহস্র হলেও উপার্জ্জন যে করে, তার পরিশ্রম ফুরায় না; আর নির্দ্দিষ্ট সামান্য আয়ও যার, সেও অনায়াসে নিষ্কর্ম্মা হয়ে দুই চার মাস থাকৃতে পরে। এখানকার প্রায় প্রত্যেক পরিবারেরই, একটা বাধা আয় আছে কি না, তাই প্রত্যেক নরনারী কাজকর্ম্মে বড় উদাসীন। তবে কি তাঁহারা নীরবে ঘরে বোসে কাটান? তা নয়। যে যত কর্ম্মহীন, সে তত কথার পুঁটুলী। এখানকার লোকের সর্ব্ব প্রধান বৃত্তি, বকামী। সকল নরনারীই এই বৃত্তির অনুশীলনে সমান তৎপর। তবে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ প্রশংসা পত্র পেতে পারেন, শ্রীমতী মলদা। শ্রীমতীকে যদি ক্রিয়ানু-সারে উপাধি দিতে হয়, তবে শব্দশাস্ত্রে চড়া পোড়ে যায়। শ্রীমতী পল্লিগেজেট! কে কেমন লোক, কার মেয়ের সঙ্গে কার ছেলের কেমন ভাবালাপ; লণ্ডনের প্রধান ভূমি-

দারের তেমন দামী কুকুর সহসা কেন কুকুর-লীলা সঙ্গে কোল্লে, তেমন রাজার মেয়ে এমন জঘন্য পাড়াগেঁয়ে পোষাক পরে কি করে; এসব তত্ত্বের সঠিক তত্ত্ব শ্রীমতীর কণ্ঠে গাঁথা। শ্রীমতী এই বলমার পল্লির সর্ব্বসরবরাহকারিণী। তোমার চাকর নাই, শ্রীমতীর নোটবুক এক শত চাকরের নাম প্রকাশ কোল্লে; পোষাক নাই, শ্রীমতী ত্রিশজন দরজীর মেয়েকে সুপারিশ করে দিলেন, আবার তারা সকলেই সুন্দরী এবং যুবতী! কারও রাঁধুনীর অভাব আছে, শ্রীমতীর খাতায় তার নামও এক ডজন লেখা না আছে এমন নয়। শ্রীমতীর কাজের সীমা নাই।—গল্পের বাঁধুনী শুনে বড় বড় বুদ্ধিমান লোকও হতবুদ্ধি হয়ে যায়। কোনও ব্যক্তি নূতন বাসা নিতে এসেছে, মলদা তারও সমস্ত ব্যবস্থা করে থাকেন। কারও ছেলেকে বিদ্যালয়ে দিতে হলে, মলদার তাতে সম্মতি চাই; ফল মলদা একজন সর্ব্বকর্ম্মনিপুণা দিগ্‌গজ পরোপকারব্রতধারিণী। বিবির আর একটি গুণ আছে। তুমি বিবিকে রজত পাত্রে মূল্যবান খাদ্যভোজ্য উপহার দাও, বিবি তা কথনই গায়ে রাখ্‌বেন না। সপ্তাহ মধ্যে তুমি টিনের দিব্য কলাই করা পাত্রে বিবির "স্বহস্তে প্রস্তুত" খাবার প্রতি-উপহার পাবে। সে যতই কেন দামী উপহার দিক্ না কেন, বিবি তার প্রচুর সম্মান রক্ষার জন্য "স্বহস্ত প্রস্তুত" উপহার প্রতি দান দিয়ে থাকেন। জিনিসের দামে কি হয়, সে সব দ্রব্য যে বিবির "স্বহস্ত প্রস্তুত।"

এক দিন সকালে ছোট মেয়েটিকে ঘোড়ায় চড়িয়ে নিয়ে আমি তার পাশে পাশে চোলেছি। কর্ত্রীও আজ পদব্রজে চোলেছেন। মেয়ের স্বয়ং হয়ে অশ্বারোহণ কোত্তে আর কত দিন বাকী, সেইটা পরীক্ষা লওয়াই উদ্দেশ্য।

কতক দূর এসে, কর্ত্রী দূরের দিকে ইঙ্গিত কোরে বোল্লেন, "বিবি মলদা আস্‌ছেন! কি বিপদ! স্বামীও যে তাঁর সঙ্গে! লোকের জ্বালায় একটু শান্তি পাবার উপায় নাই।"

বোল্‌তে না বোল্‌তে বিবি মলদা এসে সন্মুখেই হাজির। আনন্দে করমর্দ্দন কোরে বিবি মলদা বোল্লেন "আজ যে, নূতন দেখ্‌ছি। অশ্বারোহণে না বেরিয়ে আজ যে পদব্রজে?"

"একটু আবশ্যক আছে।"

"এইটি বুঝি তোমার ছোট মেয়ে? চমৎকার দেখ্‌তে ত? কিন্তু সেকেলে পোষাকে সোণার চাঁদ মেয়েটিকে বড়াই বুড়ী সাজিয়ে রেখেছ কেন? এতে তোমার সম্ভ্রম নষ্ট হবে যে? কাল আমি স্বয়ং একটা প্রসিদ্ধ দেশবিখ্যাত দক্ষ পরিপক্ক দরজীকে পাঠিয়ে দিব।"

"তত কষ্টস্বীকার আর কেন?"

"নানা, কষ্ট নয়। বন্ধুবান্ধবের এ সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম। চল, তোমাদের ঐ দিকেই যাই তবে। বেশ পরিষ্কার দিন। এমন দিনেই ত বেড়াতে হয়।"

কর্ত্রী করেন কি, অগ্রসর হ'লেন। একটু অবসর পেয়ে বোল্লেন "যাও মেরী, তোমাদের কর্ত্তাকে এ সংবাদ জানাওগে যাও। পারেন যদি, তিনি এর প্রতিবিধান কোর্ব্বেন। কি জ্বালাতন!"

তখনি অগ্রসর হলেম। কর্ত্তাকে এই বিপদের সংবাদ জানাতে, তিনি ত মহা ব্রিব্রত হয়ে উঠ্‌লেন। আসন ত্যাগ কোরে উচ্চকণ্ঠে ডাক্‌তে লাগ্‌লেন, জন! জন! হতভাগা গেল কোথা? জন! বজ্জাতটা গেল কোথা? আঁ—"

জন হাজির হলো। চঞ্চল হয়ে কর্ত্তা বোল্লেন "জন! বিষম বিপদ। মলদা সস্ত্রীক আসচেন। আজ এ বেলাটা হয় ত থাক্‌বেন তাঁরা। পাঁচ জনে পোড়ে আমার শান্তিভঙ্গ কোত্তে আড়ে হাতে লেগে গেছে। উপায় কি?"

মূর্ত্তিমান কৌশল জন বোল্লে, "আপনি কেন চুপ কোরে থাকুন না। যা কোত্তে হয়, আমিই তা কোচ্ছি।"

জন দরজায় গিয়ে দাঁড়ালো। মেয়েটিকে ঘোড়া হতে নামিয়ে নিতে আমিও দরজায় এলেম। বিবিরাও দরজায় এসে উপস্থিত হলেন। জন বোল্লে "মা, সহরের সর্ব্বপ্রধান ধর্ম্মযাজক স্বদলে এসেছেন। তাঁদের আহারাদির ব্যবস্থার ভার, কর্ত্তা আপনার উপর দিয়েছেন।"

মলদা আশ্চর্য্যজ্ঞান কোরে বোল্লেন "কঙ্কণা! প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয় কি সর্ব্বদাই এখানে এসে থাকেন?"

কর্ত্রীর উত্তরের অবসর না দিয়ে, জন বোল্লে "নিত্য নিত্যই। আমাদের কর্ত্তার সঙ্গে ধর্ম্মকথা—বিষয় কার্য্যের কথা, যুক্তি পরামর্শের কথা, সকল কথাই হয়। সে জন্য সর্ব্বদাই তাঁকে আস্‌তে হয়।"

"তোমাদের সৌভাগ্য। চল কঙ্কণা, দেখা করিগে যাই।"

জন অম্লানবদনে বোল্লে "গোপনে এসেছেন।—আবার গোপনে যাবেন। অন্য লোকের সঙ্গে দেখা করা তাঁর ইচ্ছা নয়।"

"যাও জন, আমাদের নামলিপি নিয়ে যাও। দেখ্‌লেই এখনি, ধর্ম্মযাজক মহাশয় সাদরে আমাদের সন্দর্শন আদেশ প্রদান কোর্ব্বেন। আমরা তাঁর বিশেষ পরিচিত, অনুগৃহীত।"

করে কি, জন নামের কার্ড নিয়ে প্রস্থান কোল্লে। পুস্তকালয়ের দ্বার, সদর দরজার সঙ্গে রুজু রুজু! জন সেই দরজার সাম্‌নে দাঁড়িয়ে, একটি বত্রিশ গণ্ডী সেলাম কোরে

হাত বাড়িয়ে যেন ঘরের মধ্যে যিনি আছেন, তাঁর হাতে সেই নামলিপি দিলে। অপেক্ষায় যেন দাঁড়িয়ে থাক্‌লো! ঘরের মধ্যে আদেশ যেন শুন্‌তে পায় নাই, এই ভাবে বড় কোরে একটা জিজ্ঞাসার স্বরে বোল্লে "আজ্ঞে—?" তারপর হাত মুখ নেড়ে অঙ্গভঙ্গি কোরে, বিদায় কালে আবার পূর্ব্ববৎ দীর্ঘ সেলাম দিয়ে দরজায় ফিরে এল।

উৎফুল্ল হয়ে বিবি মলদা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "কি বোল্লেন জন? অনুমতি দিলেন কি?"

"তিনি আজ গোপনে এসেছেন। বিশেষ গোপনের কাজ। তিনি আপনার নাম কোত্তেই চিন্‌লেন। প্রশংসা সুখ্যাতি কোল্লেন, শেষে দুঃখিত হয়ে সাক্ষাৎ সন্দর্শনে অনভিমত প্রকাশ কোল্লেন।"

বিবি মলদা প্রধান ধর্ম্মযাজকের মুখের প্রশংসায় আত্মহারা হয়ে বোল্লেন "আচ্ছা, থাক। দেখা করার তেমন কিছু বিশেষ নাই। আর একদিন বরং তাঁর বাড়ীতে গিয়া দেখা সাক্ষাৎ করা যাবে। কঙ্কণা! তবে এখন আমরা আসি। যেও না একদিন, এইত, পাঁচ মিনিটের পথ; বেড়াতে বেড়াতে গেলেই বা? যেও।" এই বোলে দম্পতির প্রস্থান। সকলেরই যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে গেল। সকলেই হাঁপ ছেড়ে বাচলেন।

কর্ত্রী বোল্লেন "জন, কোল্লে কি? প্রধান ধর্ম্মযাজকের সঙ্গে আমাদের ত কোনই পরিচয় নাই। ভাবে বোধ হলো, মলদার সঙ্গে তাঁর খাতির পসার আছে। যদি মলদা জিজ্ঞাসা করেন, কি সর্ব্বনাশ, এক বারে মুখ দেখাবার পথ গেল যে।"

জন বোল্লে "করি কি মা, তত তাড়া তাড়ি একটা উপায় করা চাই ত? কর্ত্তা বোলেছেন, জুর জাড়ি, কি অন্য কোনও তেমন ধরণের কথা বলা হবে না। তবে করি কি?"

কর্ত্তা কিছু না বোলে গৃহ প্রবেশ কোল্লেন। জনের অস্পষ্ট স্বর কাণে গেল, "থাক দুদিন, এবার কলেরার প্রসঙ্গ তুল্‌বো। মজা দেখ্‌বে তখন। তাই স্বীকার কোত্তে বাধ্য হতে হবে তখন।"

নবতীতম লহরা।

প্রেমের অশ্রু—বিষাদ।

এক বৎসরের অদর্শন—কিন্তু অদর্শনের যন্ত্রণা পীড়াদায়ক নয়। কান্তিন যথানিয়মে প্রতি পক্ষে এক এক খানি পত্র লেখেন। আবশ্যক হলে, তারও মধ্যে দুই একখানা

অতিরিক্ত পত্রও পাই। সে পত্র অপূর্ব্ব—মধুর। স্কুলে পড়া মেয়েদের প্রতি স্কুলের ছেলেদের যে প্রণয়লিপি, যে সকল পত্রের শিরোদেশে প্রণয়গাথার ছিন্ন অংশ উদ্ধৃত থাকে; যে সকল পত্রের অধিকাংশ প্রেম-কবিতায় পূর্ণ, যে পত্র রচনায় ডজন ডজন প্রাণেশ্বরি, জীবন সর্ব্বস্ব, হৃদয়ের হৃদয় ইত্যাদি সম্বোধন থাকে, এ পত্রে সে সকল কিছু নাই। এ পত্রে যা লেখা থাকে, তা সাধারণ, প্রয়োজনীয় মধুর।

ডিসেম্বর মাস।—এক দিন সকালের ডাকে এক খানি পত্র পেলেম। শিরোনাম লেখা দেখেই চিন্‌লেম, কান্তিনের পত্র! পত্রের উপরে 'জুরুরী' শব্দ লেখা!—চঞ্চল হস্তে আবরণ উন্মোচন কোরে পাঠ কোল্লেম। পত্রের প্রথম অংশ পাঠেই দেখ্‌লেম, সর্ব্বনাশ! প্রথম পংক্তি পাঠ কোরেই বুঝ্‌লেম, এ পত্র সুসংবাদ আনে নাই। পত্রখানি পাঠ কোল্লেম। প্রধান সেনাপতির আদেশে কান্তিন ভারতবর্ষে যাত্রা ক'ত্তে বাধ্য হয়েছেন। তিনি এ প্রবাস যাত্রা পরিবর্ত্তন কোত্তে পাত্তেন, অন্য সৈন্যদলের সেনাপতির সহিত পদ পরিবর্ত্তন কোল্লে, যাত্রা পরিবর্ত্তন হতে পাত্ত; কিন্তু কান্তিন তা কোর্ব্বেন না। তিনি লিখেছেন যে, এই ভাবে পদ পরিবর্ত্তন কোল্লে, যারা যারা তাঁকে সেনাবিভাগের একজন সাহসী অমিতবিক্রমশীল সেনাপতি বোলে জানে, তারা দুঃখিত হবে!—হয়ত কান্তিনের এই ভীরুতা বা হৃদয়ের দুর্ব্বলতা দেখে তারা ঘৃণা কোর্ব্বে! এই ভেবে কান্তিন ভারতবর্ষ যাত্রায় প্রস্তুত হয়েছেন।

এমন আকস্মিক পদ পরিবর্ত্তন হলো কেন? তা বুঝ্‌তে কিছু বাকী নাই। কান্তিনের পিতা যে অনুরোধ কোরে—যত্নচেষ্টা কোরে কান্তিনকে ভারতবর্ষে বদলী করিয়েছেন, তা নিশ্চয়। কান্তিনও একথা তাঁর পত্রে স্বীকার কোরেছেন। সুদূর ভারতবর্ষে গেলে, দুই চারি বৎসরে কোন মতেই ফিরে আসা হবে না। সুদূরে অবস্থান কোরে, এই বহুদিনের অদর্শন যন্ত্রণা সহ্য কোরে, যদি কান্তিন ভুলে যান, তা হলেই মঙ্গল। বৃদ্ধ উলবর্দ্ধন এই জন্যই তাঁর সন্তানকে ষড়যন্ত্র কোরে, অনুরোধ প্রার্থনা কোরে নির্ব্বাসন দিলেন; কিন্তু সে আশা কি তাঁর সফল হবে? তিনি যে আশায় পুত্রের এই নির্ব্বাসনদণ্ড বিধান কোল্লেন, তাতে তাঁর মনস্কামনা কি পূর্ণ হবে? কখনই না। কখনই কান্তিন আমাকে ভুলে যাবেন না। তবে পিতার ব্যবহারে তাঁর যন্ত্রণার পরিমাণ যেমন বেড়ে গেল, যন্ত্রণা ভোগের কালও তেমনি বৃদ্ধি হলো। এই পর্য্যন্ত!

কান্তিনের পত্রে কেবল মাত্র কি এই পদ পরিবর্ত্তনের সংবাদ লেখা ছিল, তা নয়। আরও সংবাদ ছিল। তিনি তিনদিন পরে লণ্ডনে পৌছাবেন। দু এক দিন সেখানে তাঁর থাকারও সম্ভাবনা। কোনও হোটেলের নামে ঠিকানা দিয়েছেন;

সেই খানে তাঁর পত্রের উত্তর দিতে অনুরোধ কোরেছেন। বলা বাহুল্য যে, সে অনুরোধ, কখনই বিফলে যাবে না। যাবও আমি, কিন্তু কি বোল্‌বো? কান্তিন তাঁর পত্রে যে প্রস্তাব কোরেছেন, তার উত্তর কি দিব? কান্তিন প্রস্তাব কোরেছেন, যদি আমার সম্মতি হয়, যদি আমি স্বীকার করি, তা হলে আরও তিনি দুই এক দিন লণ্ডনে অপেক্ষা কোত্তে পারেন।—লণ্ডনেই বিবাহ ক্রিয়া সমাধা কোরে, তিনি আমাকে নিয়ে ভারতবর্ষে যাত্রা কোর্ব্বেন। আমি যদি তাঁর সঙ্গে যাই, তা হলে ভারতবর্ষ যাত্রা তাঁর বরং অতি সুখজনক হবে। তিনি একথাও বারম্বার স্বীকার কোরেছেন। পিতা যতই কেন শত্রুতা করুন, যতই বিপদের ঘূর্ণাবর্ত্তে নিক্ষেপ করুন, তিনি কিছু মাত্র বিচলিত হবেন না, কষ্টই অনুভব কোর্ব্বেন না, যদি আমি তাঁর সঙ্গে থাকি! একথার একবর্ণও মিথ্যা নয়। আমি সঙ্গে থাক্‌লে, কান্তিন কোন বিপদই যে গ্রাহ্য করেন না: অথবা সকল বিপদের গভীর তরঙ্গে আত্মসমর্পণ কোত্তে পারেন, তা আমি জানি! কিন্তু এখন উপায়? তাঁর প্রস্তাবে কি সম্মত হব? তাঁর সঙ্গে তবে কি ভারত বর্ষে যাব? চিন্তার বিষয় বটে!

সম্মতি হলো না। চিন্তা কোরে, মনে মনে বিবেচনা কোরে দেখ্‌লেম, সম্মত হতে পাল্লেম না। আত্মসুখের দিকে চাইলে, এখনি এখনি আমার এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়া উচিত, কিন্তু পরিণামে? পরিণাম ভেবে অসম্মত হলেম। তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎ করার সম্মতি জানিয়ে, নির্দ্দিষ্ট লণ্ডন হোটেলের ঠিকানায় পত্র লিখ্‌লেম।

ছুটি চাইতে হলো না। পরদিন রবিবার। রবিবার সাধারণ ছুটি। সোম বারের এক বেলার মাত্র ছুটি নিলেম। জন, তার বুড়া ঘোড়া যুতে আমাকে যথা স্থানে পৌছে দিতে প্রস্তুত ছিল, অনুরোধও কোরেছিল, আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে অসম্মতি জানালেম। কোথায় যাব, কেন যাচ্ছি, শ্রীমতী তার কিছুই জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। ভাই আছে, ভগ্নী আছে, তাদের আমিই এখন তত্ত্বাবধান নেবার এক মাত্র পাত্রী, তাই ভেবেই কোন কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেন না। শুভযাত্রা কোল্লেম। ঈশ্বরের নাম চিন্তা কোরে, কায়মনে মঙ্গলের জন্য প্রার্থনা কোরে, তৎক্ষণাৎ বিদায় নিলেম।

যথাসময়ে সরকারী ডাক গাড়ীতে লণ্ডন সহরে পৌছিলেম। যে সময় যে স্থানে আমাদের পরস্পরের সাক্ষাতের জন্য কান্তিন স্থির কোরে দিয়েছিলেন, সে স্থান একটি পাহাড়ের উপত্যকা। যে সময় দেখাসাক্ষাতের জন্য স্থির কোরে দিয়েছিলেন, এখনও সে সময় আসে নাই। হোটেলে গিয়ে দেখা করার আদেশ নাই, সুতরাং সেখানে গেলেম না। এখনো অনেক সময় আছে, হার্লিসদনউদ্যান দেখ্‌বার জন্য ইচ্ছা হলো।

দেখ্‌তে চোল্লেম। যথাসময়েই উদ্যানে পৌছিলেম। উদ্যানের দিকে চেয়ে চক্ষু জল সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না। চারদিক ভ্রমণ কোরে, পুরাতন ভৃত্য মাত্র এখন এ উদ্যানের রক্ষক, তার সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণ কোরে, শূন্যমনে বিদায় নিলেম। কি ছিল, আর এখন কি হয়েছে! বিধাতার রাজ্যে এমনি ভয়ানক পরিবর্ত্তনই সর্ব্বদা ঘটে বটে!

এদিকে সময়ও হয়ে এসেছে। প্রাণের মধ্যে একটা কর্ত্তব্যের ভার আছে, নির্দ্দিষ্ট স্থানের উদ্দেশে যাত্রা কোল্লেম। যথাস্থানে পৌছেই দূরে দেখ্‌লেম, এক সেনাপতি মূর্ত্তি! দেখেই চিন্‌লেম! প্রাণের মধ্যে যেন একটা আনন্দমাখা বিষাদের রেখা পতিত হলো! চিন্তার অবসর পেতে না পেতে দ্রুতপদে কাস্তিন এসে, আমাকে বাহুপাশে আবদ্ধ কোরে প্রেমপূর্ণ কণ্ঠে ব্যগ্রতাপূর্ণ ভাষায় বোল্লেন, "প্রিয়তমে! আজ কি শুভদিন!"

বাস্তবিকই শুভদিন।—বহুদিনের পর প্রিয়জনের দর্শন, সে দিন শুভদিন। মুখে কিন্তু সে কথা প্রকাশ কোত্তে পাল্লেম না। কণ্ঠরোধ হয়ে এল।

কাস্তিন বোল্লেন "মেরি, ধন্য তোমার চরিত্র। একবার যদি মনে করি, অশেষ গুণে ভূষিতা, রমণী সৃষ্টির আদর্শ, মেরী আমার; তখন প্রাণে যে কি আনন্দ ভোগ করি, তা মুখে বোল্‌তে ভাষা নাই! যথার্থই তুমি সুন্দর! গুণের ভাণ্ডার তুমি।"

"কাস্তিন! প্রিয়তম! আমি যে তোমার মত হতে পেরেছি; তুমি যে আমাকে সেই চক্ষে চেয়েছ, যে চক্ষে তুমি নিজেকে নিজে দেখ; তাতেই আমার অপার আনন্দ!"

"দেখ মেরী, এক বৎসর পূর্ব্বে সেই আসফোর্ডে যখন দুজনে বিদায় হই, সেই আস্‌ফোর্ড এখন যেন কতদূর—দূরান্তর, যেন দুশ তিনশ মাইল দূর বোলে বোধ হ'চ্ছে। কেমন, নয় কি তাই?"

"ঠিক বোলেছ। দূরই বোধ হয়। আবার এবার হয় ত তা চেয়েও অনেক দূর, অতি দূরান্তর বোলে বোধ হবে। কেমন কাস্তিন, ঠিক তাই কি হবে না? তুমি যে অভিপ্রায় প্রকাশ কোরেছ, তা ঠিক! যে পদবী পেয়েছ তুমি, তার গৌরব রক্ষা করা চাই। কত দিন বা বিদেশ বাস; দুটি তিনটি বৎসর দেখ্‌তে না দেখ্‌তে কেটে যাবে। কেমন তাই নয় কি? এমন যার উদার হৃদয়, তার কি এতে দুঃখ কোত্তে আছে।" দৃঢ়তার সহিত একথা গুলি বোল্লেম। ক্রমে চক্ষের জলে বুক ভেসে গেল! কণ্ঠ রোধ হলো! নিরব হলেম! আর কত পারা যায়?

কাস্তিন বোল্লেন "দুঃখ নয় প্রিয়তমে; কিন্তু এই সুদীর্ঘ অদর্শন—ততদিন কি জীবন থাক্‌বে মেরী? তোমার পবিত্রমূর্ত্তি হৃদয়ে ধারণ কোরেছি বেশ জানি, আমার সকল বিষাদে সেই মূর্ত্তিই সান্ত্বনা। যাব আমি; কিন্তু যদি দুর্দ্দিন হয়, যদি তোমার

ভগ্নীদের কুশলে রাখ্তে পারি, এমন তোমার বিশ্বাস হয়; তখন মেরী, তখন তুমি নিশ্চয়ই আমার হবে! তখন তুমি অবশ্যই ভারতবর্ষে যাবে ?"

"আনন্দের সহিত তোমার এ প্রস্তাব গ্রহণ কোল্লেম। যদি তেমন শুভ সুযোগ ঘটে, তবে নিশ্চয়ই আমি তোমার অনুগামী হব।"

কতক্ষণ দুজনেই নিরব রইলেম। দুজনেরই প্রাণে শত সহস্র—কোটী কোটী প্রশ্ন, কিন্তু একটি প্রশ্নেরও ভাষা পাইনা, শব্দ পাইনা! কাজেই কতক্ষণ নিরব। কান্তিন বোল্লেন "মেরি, আমার এই অদর্শন কালে তুমি হয় ত বড়ই শীর্ণ হয়ে যাবে। হয়ত ভেবে ভেবে শেষে দারুণ পীড়িত হয়ে পোড়বে; কেমন তাই কি হবে না ?"

নিরবে অশ্রুজল বর্ষণ কোরে, ভাগ্যের প্রতি সহস্র ধিক্কার দিয়ে বোল্লেম "তাও কি আবার জিজ্ঞাসা কোত্তে হব; কাতর হব, পীড়িত হব, কিন্তু জীবন থাক্‌বে। আশার উপর নির্ভর কোরে, সেই শুভদিন সুসংযোগের আশাকে অবলম্বন কোরে, ততদিন আমি জীবিত থাক্‌বো।"

"তবে আর চিন্তা নাই। তোমার মুখের কথা, স্বয়ং ঈশ্বরের বাণী বোলে বিশ্বাস করি; কিন্তু আবার বলি, দুই তিন বৎসর পরে, যদি ঈশ্বর তেমন দিন দেন, যদি ভারতবর্ষে গিয়ে আমি যোগ্যপদে উন্নতি লাভ কোত্তে পারি, তখন যাবে তুমি ? আরও দুই তিন বৎসর; ততদিন সারা ও উইলিয়ম, নিজেরাই স্বাধীন হয়ে উঠ্‌বে, তখন তোমার কর্ত্তব্য অনেক কমে যাবে। আমি ততদিন সেই আশাতেই থাক্‌বো। জেনকে নিয়ে তুমি অবশ্যই ভারতবর্ষে আমার সঙ্গে মিলিত হ'য়ো! এতদিন আমি যা বেতন পাব, পিতা আজিও আমার প্রতি কৃপাপরবশ হয়ে যে বার্ষিক দিচ্ছেন, এসব একত্র কোল্লে অনেক হবে। লণ্ডনের ব্যাঙ্কের প্রতি আমি আদেশ দিলেই, তাঁরা তোমাকে প্রচুর অর্থ দিবেন। সে অর্থ তোমার ভারতবর্ষ গমনের পক্ষে যথেষ্ট হবে। অবশ্য অবশ্য আমার একথা পালন কোত্তে প্রিয়তমে, তুমি কি ভুলে যাব ?"

"কখনই না। তাও কি কখন ভুল হয় ? যাব আমি। যখন অবস্থা অনুকূল হবে, তখনই যাব আমি।"

কতক্ষণের জন্য দুজনে নিরবে অতিবাহিত কোল্লেম। পদচারণ কোত্তে লাগ্‌লেম। সন্ধ্যা হলো! বেলাটুকু অলক্ষ্যে কেটে গেল। কান্তিন বোল্লেন "তবে প্রিয়তমে, বিদায়! অভাগা আমি, তাই বারম্বার বিদায় নিতে হ'চ্ছে; কিন্তু কি করি প্রিয়তমে!" থাক্‌তে পাল্লেম না। মনের বেগ ধৈর্য্য দিয়ে বাঁধ্‌তে পাল্লেম না, কেঁদে ফেল্লেম। কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বোল্লেন "হতভাগিনী আমি। আমিই তোমার এ সব যন্ত্রণার মূল। অতি দুর্ভাগ্য-জীবন আমার।"

"কেঁদনা প্রিয়তমে। দৈব যার প্রতিকূল, দেবতা যাদের প্রতি অসন্তুষ্ট, কে তাদের রক্ষা করে? এই বিদায় কালে তোমার বিষণ্ণ বদন—হায় আর যে পারিনা!"

বড় বিষম সময়! প্রাণের মধ্যে যেন বিষম ঝটিকা প্রবাহিত হলো। শত সহস্র প্রশ্ন, শত সহস্র উত্তর, হৃদয়ের মধ্যে উত্থান পতন; শত শত আশার মনোমোহন ছবি, শত শত হতাশার দারুণ দংশন, অসমর্থ হলেম।—আত্মহারা হোয়ে পোড়লেম। ক্রমেই বিদায়ের সময় সমাগত!—সময়! তুমি বুঝি লোকের প্রাণের কথা বুঝ না? ছি! তুমি ত বড় নির্দয়!

আর ত সময় নাই! বিদায় কাল উপস্থিত; আর এক মিনিট, সে কতক্ষণ? আর এক মিনিট পরেই বিদায়! ফাঁসির আসামীর প্রাণ, ডাক্তারের ইঙ্গিত মাত্র দেখেই যেমন দেহে থেকেও বার হয়ে যায়, একি তদপেক্ষাও যন্ত্রণা দায়ক নয়? অনুভব কোত্তেই পাল্লেম না। পরস্পর পরস্পরের উদ্দেশে কতই যে অশ্রুবর্ষণ কোল্লেম, তাও কি আর বোল্‌তে হয়। বিদায় দিলেম। পাষাণে প্রাণ বেঁধে, ছার কর্ত্তব্যের শাসনে পাষাণে প্রাণ বেঁধে প্রিয়তম কান্তিনকে বিদায় দিলেম। দেখ্‌তে দেখ্‌তে দুজনে কতই না অন্তর। এখনো কান্তিন অভাগিণীর দৃষ্টিপথের অতীত হন নাই, এখনও ছুটে গিয়ে তাঁকে বলা যায় "প্রাণাধিক! আর কাজ নাই, চল, তোমার সঙ্গে আমি ভারতবর্ষে যেতে প্রস্তুত।" কিন্তু তা ত পাল্লেম না। কেন যে পাল্লেম না, কেন যে সাধে এমন বিসম্বাদ, কেন যে সাধে সাধে এমন যন্ত্রণার আগুণে দগ্ধ হতে বাসনা কোল্লেম, তার ঠিক উত্তর আমি ত এখন দিতে পারি না।

দৃষ্টির অতীত! কতদিনের জন্য, জানি না। যুগযুগান্তরের জন্য কি না, ভগবান তা জানেন; কিন্তু কান্তিনের মূর্ত্তি আমার দৃষ্টি পথের অতীত! অবসন্ন হৃদয়ে, ভগ্ন মনে এক প্রাণ যাতনা নিয়ে উঠে এলেম! বিধাতা, তোমার খেলার জিনিস আমরা; আমাদের নিয়ে তোমার সে ক্রিড়া চোলেছে ত ভাল?—তাতেই আমরা সুখী।

কাঁদতে কাঁদতে—ভাবতে ভাবতে আস্‌ছি, অঙ্গুলিতে দেখ্‌লেম, একটি সুদৃশ্য অঙ্গুরী! দেখেই বুঝ্‌লেম, এ অঙ্গুরী প্রাণাধিকের নিদর্শন উপহার। আশায় আশায় খুল্‌লেম। ভিতরে দেখ্‌লেম, রং চং নাই, লতা পাতা নাই, সাদা অক্ষরে লেখা, কান্তিন ও মেরী। কি সুন্দর নির্ব্বাচন।—কি চমৎকার রুচী। চক্ষের জল একটু নিবারণ হয়েছিল; আবার শত ধারে প্রবাহিত হলো। নেত্রজল ভিন্ন অভাগিনী আমি, আমার আর কি আছে, যা আমি অবাধে প্রিয়জনের উদ্দেশে উৎসর্গ কোত্তে পারি!

ডিল সহর এখান হতে তিন মাইল। সন্ধ্যা হয়ে এসেছে, আর বিলম্ব কোত্তে পাল্লেম না, দ্রুতপদে চোল্লেম। আস্‌ছি, পথিমধ্যে এক প্রস্তর স্তম্ভ। যাবার সময়ও এই

পথ দিয়ে গিয়েছিলেম, তত লক্ষ্য করি নাই। এখন বেশ কোরে প্রস্তর স্তম্ভ নিরীক্ষণ কোল্লেম। প্রস্তর গাত্রে যা লেখা আছে, তা পাঠ কোরে প্রাণ যেন কেঁপে উঠ্‌লো। প্রস্তর স্তম্ভের গাত্রে বড় বড় অক্ষরে লেখা আছে,—

এ ই স্থা নে

২৫এ আগষ্ট ১৭৮২ সালে

ত্রয়োবিংশ বর্ষীয়া অনূঢ়া

মেরী ব্লিক্ষ

একজন বিদেশী কর্ত্তৃক নিহত হন।

হত্যাকারী

মার্টিন ল্যাস

আদালতের বিচারে প্রাণদণ্ডের আদেশ প্রাপ্ত হয়।

স্থানটি নির্জ্জন, চারদিকে অন্ধকারের স্রোত; আকাশে নক্ষত্ররাজি এখনও উঠে নাই, পর্ব্বতের নিকট একাকী! এই হত্যার ঘটনা পাঠ কোরে রোমাঞ্চ হলো। সভয় দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে দৃষ্টিপাত কোরে, দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেম।

ডিল সহরে ডাক্তার স্নন্দেসের বাড়ী পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হলো না। রাত তখন ৮টা মাত্র। উইলিয়ম ও জেন, আমার আগমন প্রতীক্ষায় ছিল, সাক্ষাৎ সন্দর্শনের পর বিশ্রাম কোল্লেন। সমস্ত দিন অনাহার; কিছু আহারাদি কোরে শয়ন কোল্লেম। পর দিন প্রভাতে কিংষ্টন-নিকেতনে, আমার নূতন কর্ম্মস্থানে উপস্থিত হলেম।

দিন যেমন পূর্ব্বেও অতিবাহিত হতো, এখনও ঠিক তদ্রূপ ভাবে অতিবাহিত হতে লাগ্‌লো। সেই চব্বিশ ঘণ্টায় দিন রাত, তার আর কিছু হ্রাস বৃদ্ধি নাই। আমিও সুখে দুঃখে তত বড় বড় দিন রাত, কান্তিনের প্রণয়-স্মৃতি মাত্র অবলম্বনে অতিকষ্টে অতিবাহিত কোত্তে লাগ্‌লেম।

এক নবতীতম লহরী।

গল্প সল্প।

এক সপ্তাহ অতীত!—কান্তিন এক সপ্তাহ কাল বিদায় নিয়ে ভারতবর্ষের উদ্দেশে যাত্রা কোরেছেন। এই এক সপ্তাহ পরে, এক দিন শ্রীমতীর সঙ্গে বেড়াতে বেরুলেম। আমরা দুজনই পদব্রজে, কনিষ্ঠ মেয়েটি মাত্র ঘোড়ায়। যেতে যেতে শ্রীমতী বোল্লেন "মেরী, আর এক সংবাদ শুনেছ?—আমার এক ভগ্নী আস্‌ছেন। তুমি যেমন পোড়তে শুন্‌তে ভালবাস, সেও তেমনি। সর্ব্বদাই সে কাব্যকবিতা অধ্যয়ন করে। চরিত্রটাকে সে যেন কবির কবিতাময় কোরে তুলেছে। আহা! লুরা অল্পবয়সে পিতৃহীন হয়েছে; মাতৃহীন হয়েছে ত গর্ভে বোল্লেও বলা যায়।—সকলেই সেইজন্য তার আদর অপেক্ষা করা যায়। থাকে এখন সে আমার পিসির কাছে। ধনের আভাব নাই; লুরা অতুল পিতৃসম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছে, কিন্তু আমার সেই পিসির ব্যবহারে তার সেখানে সুখ নাই। পিসি সেকেলে মানুষ; তাঁর ইচ্ছা, যুবতী কন্যার নিকট নিত্য নিত্য নূতন নূতন ধনাঢ্য যুবকেরা যাতায়াত করুক, মূল্যবান সম্মান-উপঢৌকনে সম্মান বৃদ্ধি করুক; লুরা তাতে বড়ই নারাজ। কাজেই দুজনে বিবাদ। বিবাদের আরও এক কারণ আছে। পিসির ইচ্ছা, লুরা তথাকার এক বৃদ্ধ ধনবান, যার জীবন কেবল পাপনাটকের অভিনয় ভিন্ন আর কিছুই জানে না, অথবা যে স্বয়ংই পাপের মূর্ত্তি, তারই সঙ্গে বিবাহিত হয়। লুরা তোমারই সমবয়সী, সে তার ঠাকুরদাদার বয়সী, যার এক পা সমাধীতে, কেন তাকে বিবাহ কোর্ব্বে? হৃদয়ে তার নূতন তেজ, লেখা পড়া শিখেছে সে, এসব সেকেলে পুরাতন প্রীতিপ্রণয়ে তার ইচ্ছা হবে কেন? তাই বিরক্ত হয়ে লুরা আমাদের বাড়ীতে আস্‌তে চায়। আমরা তাতে মত দিয়েছি। পিসি অবশ্য তাতে রাগ কোর্ব্বেন; তিনি হয়ত আমাদের উদ্দেশে নানাকথা নানা গ্লানী রটনা কোর্ব্বেন; রাগের মাথায় হয়ত এমন সব কথা বোল্‌বেন, যাতে লুরারও তাতে ভবিষ্যতে অনিষ্ট ঘটে যাবে, কিন্তু কি করি, লুরার এ ন্যায় প্রস্তাবে আমরা কি অমত দিতে পারি?"

উত্তর প্রতীক্ষায় কর্ত্রী আমার মুখের দিকে চাইলেন। আমিও উত্তরে বোল্লেম "কখনই না। তাঁর এ প্রস্তাবে কোন মতেই অমত করা যায় না।"

অদূরেই দেখ্‌লেম, পল্লির বিখ্যাত বচন-পসারিণী বিবি ফ্রেঙ্ক ও পপ্‌কিন্‌স। কর্ত্রী দেখেই ত ভীত হলেন! সভয়জড়িত কণ্ঠে বোল্লেন "মেরী, উপায়!"

মৃদু হাস্যবদনে উত্তর দিলেম, "জন আছে। আজ কলেরার প্রসঙ্গে সে সকলকেই তাড়াতে পার্ব্বে!"

বোল্‌তে বোল্‌তে বিবিদ্বয় আমাদের সম্মুখিন হলেন। লাল লাল মুখ দুখানির চার চারটা মিট্‌ মিটে্ চক্ষু, আমার দিকে পাতিত কোরে, একটা তীব্র ঘৃণার ভাব প্রকাশ কোরে বিবি পপ্‌কিন্‌স বোল্লেন "শ্রীমতী কঙ্কণা! আমরা তোমার সঙ্গে দেখা কোত্তে যাচ্ছিলেম। বিশেষ কথা আছে আমাদের। ভ্রমণের পর অবশ্যই আমরা তোমার সঙ্গে যাব।"

শ্রীম[illegible] [illegible]ন, "এখনও আমার অবসর আছে। ইচ্ছা হলে এখানেও বোল্‌তে পার।"

বি[illegible] [illegible]য় যেন মারা গেলেন! বিকট মুখভঙ্গীতে আপনাদের রুচীর প্রাধান্য প্র[illegible] [illegible] বিবি পপ্‌কিন্‌স বোল্লেন "সে কি কথা! চাকরদের সম্মুখে গোপনীয় কথ[illegible] [illegible]বে আর চাকর মনিবে তফাৎ রইল কি? আমরা কখনও এই জন্যে চাকরদের [illegible]ড়াই না। সম্মানে অঘাত পড়ে এতে।"

[illegible]বি ফ্রেঞ্চ বোল্লেন "বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গে নির্জ্জন কথোপকথনের অসুবিধা হয় বোলে, [illegible]ত চাকরদের সব জবাবই দিয়ে দিয়েছি। চাকর লোকেরা সর্ব্বদাই মনিবদের কুৎসা রটনা করে।"

বিবি পপ্‌কিন্‌স উৎফুল্ল হয়ে বোল্লেন "তাদের ওটা স্বভাব, কি বল?"

কতই বহুদর্শীতার ভঙ্গীতে—গম্ভীর হতেও অতি গম্ভীর বদনে সুরুচীর ধ্বজা বিবি ফ্রেঞ্চ উত্তর দিলেন, "নিশ্চয়ই।"

"এই হাতে হাতে দেখ না। কত সব মারাত্মক মারাত্মক সংবাদ আমরা জানি। সে সব ঘৃণালজ্জার সংবাদ চাকরদের কর্ণগোচর হলে কি আর রক্ষা থাকে? মনে কর, ষ্টিফেনের সঙ্গে কুমারী মেরীগোল্‌ডের যে প্রসঙ্গ, যার জন্য পার্কিন মানহানীর দাবীতে নালিশ চড়াতে উকিলবাড়ী যাতায়ত কোচ্ছেন, সেটা কি তা হলে এত দিন অপ্রকাশ থাক্‌তো?"

"এত অতি সামান্য কথা। তার চেয়ে সেই—সেই কথাটা? তাঁর মেয়ে যে কারণে আজ কয়েক মাস হতে গা ঢাকা দিয়েছে, সেই চরুলতা, সে কথাটা কি কলঙ্কজনক, একবার ভেবে দেখ দেখি?"

"এর চেয়েও শক্ত শক্ত কথা আছে। মনে কর রিচার্ডসন; যার তত টাকা, সেও শুন্‌লেম, গত খ্রীষ্টের জন্মোৎসব উপলক্ষের বাজার দেনা শোধ কোত্তে পারেন নাই। বড়লোক, একদম পথের ভিকারী হয়ে পোড়েছেন। এও কি প্রকাশের কথা? কীটসন, তেমন ধনী, তেমন ধার্ম্মিক, তার ছেলেটা সেই রজিনন্দ, সেটা একদম বকাট বোম্বেটের শিরোমণি হয়ে উঠেছে। কীটসন তার জন্য আর লোকালয়ে মুখই দেখাতে পাচ্ছেন না।"

"আর সেই গ্রীগ্‌স্‌?—লণ্ডন সহর হতে ব্যবসা কোত্তে এসে এখানে মুদীর দেনা পর্য্যন্ত পরিশোধ না কোরেই চম্পট।"

"সেই যে স্তর তবিয়স্‌ স্কফিংঠন, যিনি কীটসনের কন্তা অলনার পাণিপীড়ন কোত্তে গিয়েছিলেন, অলনা তাঁর মদ খাওয়ার ধুম দেখে বিবাহ প্রস্তাব না মঞ্জুর কোরে দিয়েছে। একি কম অপমান? এসব কথা চাকরদের কানে উঠ্‌লে, নিস্তার থাকে কি?"

পাঠক! নিস্তার থাকে না সত্য, কিন্তু চাকরদের মনিবদের কর্ণগোচর হয়েছে বোলেই কি নিস্তার থাক্‌লো? এ কথার বিচার ভার তোমাদের উপর।

বিবিদের কথা অবশ্য আমি অগ্রে অগ্রে শুন্‌তে শুন্‌তে আস্‌ছি। চাকরলোক আমি, তাই আমাকে গোপন। শ্রীমতীর কথা স্মরণ হতেই আমি দ্রুতপদে বাড়ী এলেম। তাড়াতাড়ি মাননীয় কিংষ্টনের নিকট ঐ দুইজন ধাড়ী-বচস্বিনীর আগমন সংবাদ নিবেদন কোল্লেম। শুনেই ত কর্ত্তা মাথায় হাত দিলেন। উচ্চকণ্ঠে চিৎকার কোরে আহ্বান কোত্তে লাগ্‌লেন "জন!—জন! কোথা গেল সে হতভাগা? মেরী, যাও যাও, ডাক। গাধাটা গেল কো—এই যে। জন! শুনেছ?—উপায়?"

"এই আমি চোল্লেম। কোন চিন্তা নাই কর্ত্তা।" জন সাহাস্য বদনে প্রস্থান কোল্লে। উপস্থিত বুদ্ধিতে পরিমাণাতীত বুদ্ধিমান জন এবার কি কৌশল অবলম্বন করে, জান্‌বার জন্য সদর দরজার পাশে গিয়ে দাঁড়ালেম, বিবিরাও ততক্ষণ দরজার সম্মুখে এসে উপস্থিত।

কর্ত্রী জনকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "জন! সংবাদ কি?" জন ম্লানমুখে বোল্লে "আর সংবাদ! বড়ই বিপদ! আমি সবুজ হয়ে গেছি!"

বিবি পপ্‌কিন্‌স বোল্লেন "সবুজ? লোকটা মদ খেয়েছে বুঝি?" প্রতিধ্বনি কোরে বিবিফ্রেঞ্চ বোল্লেন "পাগল বুঝি?"

কর্ত্রী বোল্লেন "জন! ব্যাপারটা কি?"

"আর দেখ কি মা, সর্ব্বনাশ; নীলে ব্যথা! যেখানে যেখানে ব্যথা, সেই সেই খানে নীলবর্ণ সবুজবর্ণ হয়ে গেছে! ও একটা নূতন পীড়া! লুকের পায়ে ব্যথা, হরির পাশে, ডিকের কোমরে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় বৃদ্ধি।"

শ্রীমতী তাঁর হাস্যমুখ বিমুখ কোল্লেম। বিবিরা ত হেসেই খুণ! এমন সময় দ্বারবান্‌ হটন যায় সেই দিকে। গলায় একটা কালা গলাবন্ধ ব্যবহার করা বৃদ্ধ হটনের অভ্যাস। জন তাকেই লক্ষ্য কোরে বোল্লে "এই রে, সর্ব্বনাশ! তোকেও ধোরেছে বুঝি? তোরও বুঝি গলায় ব্যথা ধোরেছে? দেখ্‌ছিস্‌ কি, এই বার তুই গেলি!"

হটন কিছুই জানেনা। বুড়া মানুষ, থতমত খেয়ে বোল্লে "কি হয়েছে, কি?—"

"আরে বুড়ো চুপ। কথা কইলেই মারা যাবি। ডাক্তারের কথা মানিস্ না? এখনি মারা যাবি যে?"

হটন যেন কেমন তর হয়ে গেল। কাজ কি গোলে ভেবে প্রস্থান কোল্লে। বিবিদ্বয় গতিক মন্দ জ্ঞান কোরে, সে দিনকার মত বিদায় নিলেন। এক রকম কোরে উপস্থিত বিপদে পরিত্রাণ, কিন্তু পরিণামে?

পরদিন প্রাতে কর্ত্রী এলেন। হাতে একখানা পত্র। কর্ত্রীর মুখের ভাব দেখেই বুঝ্লেম, তিনি বড় চিন্তাকুল। বিবি পত্রখানি আমার হাতে দিয়ে বোল্লেন "জান তুমি মেরী, সে দিন তুল প্রধান ধর্ম্মযাজকের নাম কোরে মলদা-দম্পতিকে গৃহ প্রবেশ কোত্তে দেয় নাই। সেই মিথ্যা চাতুরীর পরিণামটা কি ভয়ানক, দেখ।"

পত্রের শিরোনামে,কর্ত্রীর নাম লেখা। থামের মধ্যে দুখানি পত্র। একখানি এইরূপ;—

মহাশয়া! বলমার, ২০এ ডিসেম্বর, ১৮৩০

আপনার মিথ্যার প্রতিমূর্ত্তি সেই চাকরটি যে মিথ্যার অভিনয় করিয়াছে, তাহার প্রমাণ আমি এই পত্রের সহিত পাঠাইলাম। মিথ্যাবাদী চাকর যে কেবল এক পক্ষেরই অনিষ্ট করে, তা নয়; উভয় পক্ষেরই ইহাতে সম্মানের হানী আছে। আপনাদের চাকরের এইরূপ ব্যবহার যে আপনাদিগের অনুমোদিত, তাহাতেই বা সংশয় কি আছে। পরন্ত এরূপ মিথ্যাবাক্যে আত্মগৌরব বৃদ্ধি যে সমূহ নিন্দাজনক, তাহা আপনারা হয় ত বুঝেন না। অধিক আর কি বলিব,— মলদা!

অন্য পত্রখানি প্রধান ধর্ম্মযাজকের কর্ম্মসম্পাদক লিখেছেন। সে পত্র খানি এই,—

লোমবাৎ প্রাসাদ, ১৯এ ডিসেম্বর ১৮৩০

মহাশয়!

মহামাননীয় প্রধান ধর্ম্মযাজক মহাশয়ের আদেশ অনুসারে আপনাকে জানাইতেছি যে, আপনার ১৫ই তারিখের পত্র যথাসময়েই হস্তগত হইয়াছে, এবং তদুত্তরে তিনি জনাইতেছেন যে, গত তিন বৎসরের মধ্যে তিনি বলমার পল্লিতে গমন করেন নাই, এবং কিংষ্টন নামে তথাকার কোনও ব্যক্তিকে চিনেন না; সুতরাং তিনি কখনই তাঁহার বাড়ীতে আতিথ্য স্বীকার করেন নাই। বোধ হয়, আপনারা কোনও প্রবঞ্চকের প্রবঞ্চনায় মুগ্ধ হইয়া থাকিবেন। আপনারা যে তাঁহার পরিচিত, তাহা তাঁহার স্মরণ হয় না, সুতরাং আপনাদিগের নিমন্ত্রণও তিনি দুঃখের সহিত প্রত্যাক্ষাণ করিতে বাধ্য হইতেছেন।

আপনাদের চিরবিশ্বাসী ভৃত্য

হারবার্ট ফিজ্জারবার্ট

কর্ম্মসম্পাদক।

সবই বুঝতে পাল্লেম। জনের সেই দিনকার ব্যবহারে মলদা বড়ই আঘাত প্রাপ্ত হয়েছিলেন, অবিশ্বাসও হয়েছিল, অনুসন্ধান নিয়ে এখন সবই জান্‌তে পেরেছেন। এটা বড়ই লজ্জার কথা।

"কর্ত্রী বিষন্নবদনে বোল্লেন "মেরী এখন তার উপায় ?"

"উপায় চিন্তার আর সময় নাই। যা হবার, তা হয়ে গেছে ; এখন এ সব ব্যাপারে মন না দেওয়াই ভাল। বরং ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হওয়াই উচিত।"

"গিন্নি !—গিন্নি !—থেকে থেকে কোথায় নিরুদ্দেশ হয়ে যায় যে।" মাননীয় কিংষ্টনের সক্রোধ কণ্ঠস্বর। কর্ত্রী দ্রুতপদে যেতে না যেতে কর্ত্তা এসে উপস্থিত। ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ত্তা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "তুমি কি আজ জনকে ছুটি দিয়েছ ?"

বিস্মিত হয়ে কর্ত্রী উত্তর দিলেন "কৈ, না ! চাকরদের মধ্যে কেহই ত অবকাশের প্রার্থনা করে নাই ?"

"তবে সবই তার দোষ। হতভাগা মিথ্যাবাদী সর্ব্বনাশ কোরেছে। দামী ঘোড়া, কাল সমস্ত দিন দানা ঘাস পায় নাই,—জিজ্ঞাসা কোত্তেই হতভাগ বোল্লে, "আমি নিজে দিয়েছি।" একদিন পরিশ্রম কোরে সাত আটখানা পত্র লিখলেম ; জরুরী পত্র, দরকারী পত্র, গাধাকে দিলেম ডাকে দিতে ;—এক সপ্তাহ অতীত হয়ে চোল্লো, এক খানারও উত্তর নাই। উত্তর না পেয়ে বারম্বার জিজ্ঞাসা কোরেছি, বারম্বার ডাকে দিয়ে এসেছে বোলে প্রতিজ্ঞা—দিব্যি দিলেসা পর্য্যন্ত কোরেছে, আজ হটন তার কেদারার নীচে হতে সে সব পত্র বার কোরেছে। স্যাক্‌রার দুশ টাকার চেক্, সে কত দিন, চেক্ বইয়ের তারিখ দেখে জান্‌লেম, প্রায় দু মাস আগে ব্যাঙ্কে চেক্ দেওয়া হয়েছে ; আজ আবার তার তাগাদা! হতভাগা দুষ্ট সে চেক্ ভাঙ্গিয়ে সাবাড় কোরেছে! আজ বাবুর মত সেজে গুজে মুখে চুরট গুঁজে. বড় মানুষীর চাল চলোনে চোল্‌ছে ; জিজ্ঞাসা কোল্লেম, বোল্লে, কাল যে কাজ সে দক্ষতার সহিত সম্পন্ন করেছে, গিন্নী এই তার পুরষ্কার দিয়েছেন। এ সব কি ?"

"তা তুমি তাকে কি বোলেছ ?"

"আমি আর তাকে বোল্‌বো কি ? তাকে আমি চোলে যেতে বোলেছি। তেমন চাকর রেখে আমাদের দরকার কি ? তবে ছিল বেচারা, কাজের লোক ছিল, বিশ্বাসের লোক ছিল, তা এমন গর্হিত কাজ কোল্লে কি ক্ষমা পাওয়া যেতে পারে ? তা না হয় আমার নিজের দু শ টাকা গেল, তা গেল গেল! লোক তবুও একটা থাক্‌ তো।"

"না টম, তাতে কাজ নাই। মেরী যা বোলেছে, তাই করা ভাল। কেমন মেরি, তাই করা কি ভাল নয় ?"

আমি অকপটে প্রাণের সঙ্গে উত্তর দিলেম "হাঁ মা ; আমার অন্তরের অভিপ্রায়ই ঐ রকম।"

স্নেহেরদৃষ্টিতে আমার দিকে একবার দৃষ্টিপাত কোরে কর্ত্তা কর্ত্রী বোল্লেন "এ প্রবৃত্তি ত্যাগ করাই মঙ্গল। নিত্য নিত্য এমন সাজানে মিথ্যা কথা গুলি বোলে, শেষে অশেষ লাঞ্ছনা গঞ্জনা সহ্য অপেক্ষা, যদি কেহ দেখা কোত্তে আসে, চাকর দিয়ে বোলে পাঠান যাবে, "কিংষ্টন ও তাঁর স্ত্রী আজ বড়ই ব্যস্ত আছেন। তাঁরা আপনার কাছে অনুগ্রহ প্রার্থনা কোচ্ছেন।" তা হলেই তিনি বুঝবেন। এমন রীতি বড় বড় ঘরের সর্ব্বত্রই প্রচলিত। আর ঘরে থেকে যে চাকর দিয়ে ঘরে নাই বলা, এ প্রথা মেরী বলে, বড় বড় ঘরে আরও বেশী বেশী।

অনুমোদন কোরে মাননীয় কিংষ্টন বোল্লেন "আমিও তাই বলি। চাকরটা, তা আমি মনে কোরেছি, এখনি ডিল সহরে যাই। যেখানে যেখানে জন টাকা নেওয়া দেওয়া করেছে, তাদের হিসাব দেখে আসি। সে সকলে যদি গোল না থাকে, তবে হতভাগা থাকে, থাক।"

দ্বি নবতীতম লহরী।

জন!

ঘটনাটা প্রকাশ পেয়েছে প্রাতঃকালে!—মাননীয় কিংষ্টন ডিল সহরে গেছেন প্রাতঃকালে।—প্রত্যাগত হ'লেন, বৈকালে। জন কি প্রকার কার্য্য কোরেছে; সরল হৃদয় কিংষ্টনকে দেন্দারদের কাছে খোলসা রেখেছে, কি তলে তলে দেনায় ডুবিয়ে রেখেছে, জানবার জন্য ব্যাকুল হলেম। ব্যাকুল হলেম বটে, কিন্তু ব্যাকুলতায় অধিক্ষণ কষ্ট পেতে হলো না। মাননীয়া কর্ত্রি বিরস বদনে আমার নিকট এসে দেখা দিলেন। মুখের ভাব দেখেই চিন্‌লেম, জন তাঁদের সর্ব্বনাশ কোরেছে! কর্ত্রীর মুখে প্রকাশ হলোও তাই, এ পর্য্যন্ত যত টাকা জমা দিতে, দেনা শোধ দিতে, কিংষ্টন দিয়েছিলেন, জন তার অতি সামান্য মাত্রই সেই সেই স্থানে জমা দিয়েছে। বাকী সবই আত্মসাৎ। সুতরাং কিংষ্টনের নামে তাদের খাতায় হাওলাত দেন। লেখা আছে। কিংষ্টন মাথায় হাত দিয়েছেন। দেনা শোধ না দিলেও সর্ব্বনাশ, শোধ দিতে গেলেও যথাসর্ব্বস্ব নাশ! জন কোল্লে কি তবে।

কথাবার্ত্তা হচ্চে, এমন সময় দরজায় একখানা গাড়ী এসে লাগ্‌লো। বোধ হয় লুরা এসেছে; এই বোলে শ্রীমতী বেরিয়ে গেলেন। তখনি সংবাদ পেলেম, কেট (ছোট কন্যা) যদি এখনও ঘুমিয়ে না থাকে, তবে সভাগৃহে তাকে নিয়ে যাওয়া হোক। কেট তখন জেগে আছে, তখনি আদেশ পালন কোল্লেম। লুরা সস্নেহবচনে কেটকে

আদর কোল্লেম।—সোহাগ কোল্লেন, কোলেনিলেন। মাননীয় কিংষ্টন বোল্লেন "এখন তুমি যাও মেরী। আধ ঘণ্টা পরে এসে, কেটকে নিয়ে যেও।"

বেরিয়ে এলেম। আস্‌ছি, বারান্দায় মদের খেয়ালে ভাঙা ভাঙা স্বরে কে যেন একটা অতি পুরাতন কবির গান গাচ্ছে। লক্ষ্য কোত্তেই চিন্‌লেম, জন। চলে এলেম।

সভাগৃহে গিয়ে কুমারী লুরাকে দেখে এসেছি। সুন্দরী! সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গ গুলিই প্রশংসার। চেহারায় দিব্য লালিত্য আছে,কথাতেও দিব্য মাধুর্য্য আছে। সন্তুষ্ট হলেম।

আধ ঘণ্টা পূর্ণ। সভাগৃহে প্রবেশ কোল্লেম। গৃহিণীর কন্যা তিনটি তখনও বেশ গম্ভীর ভাবে যেন কতই প্রাচীন, এমনি ভাবে বোসে আছে।

আমি যেতেই, সাতবৎসরের মেরিয়া কেটকে লক্ষ্য কোরে বোল্লে "ঐ ছুঁড়ি! অত হাত পা নাড়িস্‌নে! ঢিপ্ কোরে পড়ে যাবি।"

যশী বোল্লে "আচ্ছা খেল্‌তে দাও! ছোট ছেলেদের অঙ্গ চালনা খুব আমোদের জিনিশ। বলও হয় এতে।"

লুরা একটু হেসে বোল্লেন "দিদি! তোমার মেয়েরা যে পঁচিশ বছরের ধাড়ী মেয়েদের মত কথা কইতে শিখেছে।"

"চুপ চুপ! ঐ রকম হওয়াই আমার ইচ্ছা। মেয়েরা যে ছেলেমানুষ, এ তাদের জান্‌তে দিতে নাই।"

আমি আর অপেক্ষা না কোরে, কেটকে নিয়ে শয়ন ঘরে চোলে এলেম।

প্রভাতেই কুমারী লুরা এলেন। প্রকাশ, যে তিনি মেয়েদের দেখতে এসেছেন, কিন্তু অভিপ্রায় বুঝলেম, আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ। অনেক কথা বার্ত্তা হলো। খবরের কাগজে দর্বির কাণ্ড ইনিও পোড়েছেন, সে কথার প্রসঙ্গে অনেক সুখ্যাতিও কোল্লেন। এমন সময় কর্ত্রী এসে উপস্থিত। কর্ত্রীকে দেখে সহাস্য বদনা লুরা বোল্লেন "মেরীর স্বভাব অতি সুন্দর। মেরী আমার সহচরী হবে।"

ভঙ্গিতে অনুমোদন আনন্দ জানিয়ে কর্ত্রী বোল্লেন "মেরি, জনকে বিদায়ই দেওয়া হয়েছে। তোমাদের কর্ত্তার সঙ্গে তাঁর যা কথা হয়েছে, শুন্‌বে তা? কর্ত্তা বোল্লেন, "জন! তুমি আমার জামা নিয়ে ছিলে?" সে কি হুজুর, এযে অতি অসম্ভব কথা!' 'রুমাল?' আজ্ঞা তাও না। তবে বুঝি ধোপানি কাপড় সব মিশিয়ে দিয়েছে। 'আমার টুপী?' 'কি সর্ব্বনাশ! ধোপা বেটীকে তবে এখনি বিদায় কোরে দিন।' আচ্ছা, সে সব থাক্, তুমি স্পৃংকিন্‌ডের বিল শোধ কোরেছ?' সে কি তা অস্বীকার করে?' 'করে। সত্যবল, তার টাকা তুমি দিয়েছ?'—'কড়ায় গণ্ডায়।' 'গিন্‌সের টাকা দিয়েছ?' আজ্ঞা

হাঁ হুজুর।' 'গ্রীনের টাকা?' 'আজ্ঞা হাঁ কর্ত্তা। 'হোয়াইট?'—হাঁ। তবে তারা দাবী করে কেন?' 'কি জানি কর্ত্তা! 'তবে তুমি নিশ্চই এক পয়সাও দাও নাই?' আজ্ঞে হুজুর তবে এক পয়সাও দিই নাই। এ টাকা নিয়ে কোল্লে কি? আজ্ঞে মিশে গেছে! মিশে গেছে কিরে হতভাগা? আজ্ঞে আমার টাকা, আর আপনার টাকা, বোকামি আমার; আমি এক জায়গায় রেখেছিলেম; শেষে চিনে তফাৎ কোত্তে পাল্লেম না, কাজেই আমার টাকাও যে দিকে গেল, সে টাকাও সেই দিকে! আর সব টাকা? এক দিন আর এক জনের টাকা নিয়ে যেতে চার পাঁচজন মুখোস পরা ডাকাতে কেড়ে নিয়েছে। আর? আর এক দিনের টাকা চাঁদা দিয়েছি। চাঁদা? কিসের চাঁদা? আমাদের মত ভদ্র লোকের একটা সভা আছে। সে না তাড়ী খানা? আজ্ঞা হা কর্ত্তা। 'দেখ জন, তুমি এখনি চোলে যাও।' 'প্রশংসা পত্র না নিয়ে?' 'সে প্রশংসা পত্র তোমার শুভ হবে না।" 'বেতন? পাঁচ পউণ্ড পাওনা।' কর্ত্তা তখনি মিটিয়ে দিতে জন চোলে গেছে? এখন মনে মনে স্থির কল্পনা কোরেছি, এবার আর তেমন মিথ্যা কথা না বোল্লে, কেহ যদি দেখা কোত্তে আসেন, বলা যাবে, "বিবি ও শ্রীযুক্ত কিংষ্টন বড় ব্যস্ত আছেন।" কেমন মেরি, এই কি ভাল নয়?"

সম্মতি জানালেম। এটাও মিথ্যা কথা, তবে আকার ভেদ আছে। সম্মতি শুনে, কন্যা, ভগ্নী সঙ্গে নিয়ে স্বামীর সঙ্গে কর্ত্রী অশ্বারোহনে প্রস্থান কোল্লেন।

পরদিন কাস্তিনের পত্র পেলেম। জীর্ণদেহে যেন জীবন সঞ্চার হোলো। কাস্তিন্ কোন শুভ অবসরে আমি যে তাঁর সঙ্গে ভারতবর্ষে গিয়ে মিলিত হব, তিনি সেই শুভ-ক্ষণের প্রতীক্ষায় আছেন। এদিকে কর্ত্রীর মুখে শুন্‌লেম, কুমারী লুরা নাকি সর্ব্বদাই আমার সুখ্যাতি করেন। এদিকে খ্রীষ্টের জন্ম দিন উপলক্ষে উৎসব। কুঞ্জ নিকেতনে মহাধুম। দুই চারিটি বন্ধুবান্ধবও নিমন্ত্রিত হবেন, কথা আছে।

এক দিন কথা প্রসঙ্গে শ্রীমতী জিজ্ঞাসা কোল্লেন "আচ্ছা মেরি, বিদেশী বিবাহে তুমি কি মত দাও? আমিত বলি, তাতে কোন দোষ নাই। আমার ভগ্নীরও সেই মত, তোমাকে আর বোলতে কি, লুরা একজন ইতালীবাসীর প্রতি আশক্ত হয়েছে।"

ধাঁ কোরে মনের মধ্যে একটা নষ্টস্মৃতি জেগে উঠলো! উৎকণ্ঠিত হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "ফরাসী ত নন তিনি?"

"কেন মেরী, এ জিজ্ঞাসার কারণ?"

সমস্ত ব্যাপার, সেই দস্যুর সর্দ্দার, লোকের সর্ব্বনাশ করাই যার ব্রত, সেই কউণ্ট মন্দবল, চার্লস লিরক্ষ, প্রিন্সেস্ ডি চাটুলী, আরও নানা নামধারী সেই পাপাত্মার ইতিহাস বর্ণনা কোল্লেম।

কর্ত্রী সহাস্য বদনে বোল্লেন "লুরার জন্য তুমি যে এতটা যত্ন নিয়েছ, তাতে সন্তুষ্ট হলেম, কিন্তু সে ভয় আর কোর না। এ ব্যক্তি ফরাসী। বড় লোকের সন্তান। নেপলসের রাজার সম্মানটিত পার্শ্বচর ছিলেন ইনি। নাম মার্কইস বিষকণ্ঠ। ইতালির একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তিনি। অল্প বয়সেই খ্যাতি যশঃ, নাম সম্ভ্রম, পদ মর্য্যাদা তাঁকে ভূষিত কোরেছে। কেবল কুচক্রী লোকের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে, বিষকণ্ঠ ইতালি ত্যাগ কোত্তে বাধ্য হয়েছেন। জর্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ সখের খেয়ালে পরিভ্রমণ পরিদর্শন কোরে, গত বসন্তের প্রারম্ভে ব্রাউটন পল্লিতে আগমন করেন। লুরার বাস বাটীর নিকটেই বাসা গ্রহণ করেন। সদাশয় যুবক, কে না তাঁকে দেখে প্রীতি করে? লুরা সেই হতেই মোহিত হয়। পিসির আমার তাতে জাতক্রোধ! বিষকণ্ঠ এই সহরেই একটা বড় দরের ফলাও ব্যবসা চালাবার জন্য চেষ্টায় আছেন। টাকার ত আর অভাব নাই?— অভাব, কেবল সুযোগ সন্ধানের। আমি ত বলি, লুরা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই হৃদয় দান কোরেছে। মনোমত পাত্রই মনোনিত কোরেছে। মার্কুইস সম্ভবতঃ এই জন্মতিথি উৎসবের সময়ই আমদের এখানে শুভাগমন কোর্ব্বেন।" এই প্রকার পরিচয় দিয়ে, কর্ত্রী প্রস্থান কোল্লেন। মার্কুইস বিষকণ্ঠ লোকটা যে কে, তা জান্‌বার জন্য বড় ব্যাকুল হলেম, অতি কষ্টে প্রতীক্ষায় রইলেম।

ত্রিনবতীতম লহরী।

যাচাক! তুমি কে?

নূতন বৎসর! শ্রীমতী কঙ্কনা, আমাদের সদাশয়া কর্ত্রী সস্নেহবচনে বোল্লেন "মেরি, আজ তোমার অবকাশ! তোমার ভ্রাতা ভগ্নীর সঙ্গে সাক্ষাৎ সম্ভাষণ কোরে এস। নূতন বৎসর, নূতন বৎসরের আশীর্ব্বাদ আদান প্রদান একটা শুভ চিহ্ন!" কর্ত্রীর বাক্যে সন্তুষ্ট হলেম। তখনি বস্ত্র পরিবর্ত্তন কোরে, প্রস্তুত হলেম। লুক তার অতিপ্রিয় সেই বৃদ্ধ অশ্বের অচল গাড়ী নিয়ে যেতে প্রস্তুত হলেন। ভালবাসে কি না, স্নেহ করে কি না, আমার সঙ্গে যেতে তার বড়ই আনন্দ। লুক আবার সেই পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভূমিকায় বৃদ্ধ অশ্বের কতই প্রশংসা কোল্লে। ইতিপূর্ব্বে এই অশ্ব যে তিন চারিবার ঘোড় দৌড়ে বাজি জিতেছে, এ কথা পুনঃ পুনঃ স্মরণ করিয়ে দিতে লুক বিস্মিত হলোনা।

তিন মাইল মাত্র পথ, দেখতে দেখতে এলেম। আমাদের অসময়ের বন্ধু অসহায়ের সহায় মাননীয় ডাক্তার সন্দেশের বাড়ীতে এসে দেখা সাক্ষাৎ কোল্লেম। বৃদ্ধ ডাক্তারের সর্ব্বান্তঃকরণের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ কোল্লেম। জেন ও উইলিয়ম বেশ আছে, সকালে উইলিয়ম ডাক্তারখানার কাজে ব্যস্ত, আমি জেনকে নিয়ে বেড়াতে বেরুলেম। যাব আর কোথায়? বিধবা মাতৃকল্পা বিবি খদিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম।

বিবি ঘরেই ছিলেন, দ্রুতপদে এসে দরজা খুলে দিলেন। নূতন বৎসরের আশীর্ব্বাদ কোরে বোল্লেন "বেশ সময়ে এসেছ। দেখা কোত্তে চেয়েছিল টম, দেখা হবে।"

বোলতে বোলতে বিবির ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। পঁচিশ বৎসরের একটি নাবিক যুবক ঘরের মধ্যে উপবিষ্ট আছেন। দেখেই চিন্‌লেম, বিধবার এক মাত্র পুত্র টম। টম সমাদরে বোল্লে "আজ বড়ই আনন্দিত হলেম। মা তোমাদের অনেক সুখ্যাতির কথা বোলেছেন, সেই সব শুনে দেখা সাক্ষাৎ কোত্তে বড়ই ব্যাগ্র হয়েছিলেম। ভাগ্যক্রমে দেখা হয়ে গেল।"

বিবি খদিরা বোল্লেন "এই মেরী এসেছে। এদের সাম্‌নে স্বীকার কর তুমি, আর তেমন কাজ কোর্ব্বে না?"

"এ মা তোমার অন্যায়!" মাতার স্নেহের তনয়, ঈষৎ বিরক্ত হয়ে বোল্লেন "এমা তোমার অন্যায় অনুরোধ। আচ্ছা বলি আমি, সব কথাই খুলে বোলি আমি, সমস্ত ব্যাপার শুনে, মেরীপ্রাইস নিষেধ করেন যদি, আমি স্বীকার কোচ্ছি, আর সেদিকে যাবনা। সে সব কথা আমি একবারে ভুলেই যাব।"

"তবে তাই বল, প্রাণাধিক! যাতে আমি কষ্ট পাই, যাতে তোমার জীবনের আশঙ্কা, কেন তুমি সে কাজ ইচ্ছায় কত্তে চাও?"

"শোন তবে মেরী। আমার দুর্ভাগ্য জীবনের জীবনচরিত শোন তবে। তুমি অবশ্য জান, আমি একজন নাবিক। জ্যাক্ নামে একজন নাবিক, তার নামের বিশেষণ আবার হনুমান জ্যাক্; মাস্তলে উঠতে সে বড় মজবুত। সেই জ্যাকের সঙ্গে সামান্য কারণে আমার বিবাদ হয়। সে বিবাদে সেইই দোষী। বচসাটা ঘটনা ক্রমে শেষে হাতাহাতিতে গিয়ে দাঁড়ায়। জাহাজের উপর হাতাহাতি, বিশেষ লোকটার গায়ে বল এক কড়ারও ছিলনা, কিন্তু চেহারাটা ছিল খুব মোটা, ধাক্কা খেয়ে লোকটা জলে পোড়ে গেল। অন্যান্য মাজীরা দড়ী ফেলে জ্যাককে তুল্লে। জ্যাক কোল্লে নালিশ। বিচার ত বিচার! তাতে আবার মাজী মাল্লার বিচার; বেতের হুকুম হলো! সে যে কত, কেমন যন্ত্রণাদায়ক বেত, সে যে কেমন লক্‌লকে তক্‌তকে বেত, তা আর আমি কি বোল্‌বো। অকাতরে সহ্য কোল্লেম! রক্তের স্রোতে সমস্ত কাপড় ভেসে গেল, দ্বিরুক্তি কোল্লেম না।"

সরোদনে তনয়ের এই দুঃখ আখ্যায়িকায় বাধা দিয়ে মর্ম্মাহত বিবি খদিরা বোল্লেন "আর কাজ নাই প্রিয়তম !—আর কষ্ট দিস্‌নে বাবা !"

"না, শুনে যাও।—না জেনে না বুঝে একটা কথা বোল্লেত আর হয় না, শুনে যাও। সহ্য কোল্লেম। বিচারকের হুকুমে বেতের আঘাত অকাতরে সহ্য কোল্লেম, কিন্তু মনে থাক্‌লো। যে আমাকে বিনাদোষে দোষী কোল্লে, যে আমার নাম রেখেছে কাপুরুষ, যার জন্য আমি বেতের দাগ গায়ে নিয়েছি, যার মিথ্যা অভিযোগে দোষীর খাতায় আমার নাম লেখা পোড়ে গেছে, তাকে কি আমি ভুলে যেতে পারি ? এ জাতক্রোধের প্রতিশোধ না নিয়ে, আমি কি থাক্‌তে পারি ?"

অনেক প্রকার বুঝিয়ে—প্রবোধ দিয়ে বিদায় নিলেম। সে দিন মাননীয় সন্দেশের সুখের সংসারে যাপন কোরে, পর দিন আবার কর্ম্ম স্থানে এলেম। পরদিন প্রাতে শ্রীমতী কল্পনার মুখে শুন্‌লেম, মার্কুইস বিষকণ্ঠ আজিই হয় ত আস্‌বেন। তাঁর পত্রে যে দিন স্থির করে দিয়েছেন, আজিই সেই দিন। শ্রীমতী ভাবী ভগ্নিপতির শুভাগমনের সংবাদে কতই না আনন্দিত। প্রিয়তমা প্রণয়িনীর আনন্দে, পত্নিবৎসল মাননীয় কিংষ্টন, ততোধিক আনন্দিত ; প্রভু প্রভুপত্নির আনন্দে দাসদাসী চাকরনফরেরা ত আনন্দ স্রোতে ভাসমান !

আমাদের কথাবার্ত্তা হোচ্ছে, এমন সময় স্বভাবসুন্দরী কুমারী নুরা এসে যোগ দান কোল্লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন "বোল্‌বে দিদি ? তোমরা কি কথার প্রসঙ্গ তুলেছ, বোল্‌বো আমি ? আমারই কথা ! কেমন, তাই কি না ?"

স্নেহের অপাঙ্গদৃষ্টিতে ভগ্নীর প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে কর্ত্রী বোল্লেন "হাঁ ভগ্নী, ঠিক অনুমান কোরেছ। তবে এ প্রসঙ্গে আরও এক জনের নাম আছে ; সে নামটা আমিই বোল্‌বো কি ?"

ব্রিড়া-বতী-কুমারীর গোলাপ গণ্ড একটু রক্তাভ একটু যেন চঞ্চল হলো।—কর্ত্রী বোল্লেন "নাম তাঁর বিষকণ্ঠ ! আমার ভগ্নীর ভাবিপতি !"

লজ্জা আর কতক্ষণ ? প্রিয়প্রসঙ্গ উত্থাপন হলো লজ্জা আর কতক্ষণ কণ্ঠরোধে সমর্থ হয় ? কুমারী বোল্লেন "আচ্ছা দিদি, তুমি কি তাঁর একটা মূর্ত্তি কল্পনা কর নাই ! তুমি হয় ত, তিনি যেমনটি নন, তেমন একটা ছবি মনের মধ্যে এঁকে ফেলেছ। আচ্ছা বল দেখি, অনুমান কর দেখি, তিনি দেখ্‌তে কেমন ?"

"বোল্‌বো তবে ? বয়স তাঁর পঁয়ত্রিশ,—কি তারও দুই এক বৎসর, দু এক মাস, কি দুই এক দিনেরও বড় । ফলে চল্লিশের মধ্যেই। তেমন লম্বাও নন, বেঁটেও নন, মাঝারী। কেমন ?—চেহারাটা ঠিক ঠিক আঁকা হোচ্ছে ত ? গোঁপ আছে কি নাই,

ঠিক কোত্তে পাচ্ছিনা! হয় ত গোঁপ আছে, কিন্তু দাড়ী নাই; অথবা হয় ত দাড়ী আছে গোঁপ নাই!„

"সে কি দিদি! দাড়ী আছে, গোঁপ নাই, সে আবার কি!"

রহস্যের হাসি হাস্‌তে হাস্‌তে শ্রীমতী কঙ্কণা বোল্লেন "ওটা ভাই তুলির দোষ! চেহারা যারা আঁকে, তাদের এমন ভ্রম পদে পদেই কি হয় না?"

কৃত্রিম স্নেহের অভিমানভরে কুমারী বোল্লেন "অমন কর যদি, তা হলে আমি তোঁতার এক শেষ একটা তুলি নিয়ে মাননীয় কিংষ্টনের চেহারা আঁকতে বোস্‌বো!"

রহস্য বিদ্রূপ সহসা গাড়ীর শব্দে ভঙ্গ হয়ে গেল। সুপরিচ্ছদধারী সইসের উচ্চ চিৎকার শুনে—বড় বড় ঘোড়ার পদশব্দ শুনে দুই ভগ্নীতেই বাইরে গেলেন, এদিকে মাননীয় কিংষ্টন বেরুলেন, বাড়ীতে একটা সম্মান শিষ্টাচারের ঘটা পড়ে গেল। ইচ্ছা ছিল, ভাল কোরে দেখি, কিন্তু সে আশা পূর্ণ হল না। তবে চেহারাটা যতটুকু দেখলেম, তাতে ইতালীবাসী বোলেই বোধ হলো! সে দিন মনের আশা মনেই দমন কোত্তে বাধ্য হলেম। কেননা, বিনা আহ্বানে সভাগৃহে আমাদের প্রবেশ নিষেধ। যিনি যতই কেন ভালবাসুন না, আমরা চাকর যে!

চতুর্ব্বিংশতিতম লহরী।

সইস! তোমাকে চিনি যে।

কিংষ্টন দম্পতি তাঁদের কন্যাদের বড়ই বেশী বেশী ভাল বাসেন। ঘণ্টায় ঘণ্টায় স্বয়ং মেয়েদের তত্ত্বাবধান করেন, তারই মধ্যে আবার কুশল সংবাদ নেওয়া আছে। কাল হতে কেটের একটু অসুখ ছিল, সন্ধ্যার সময় তার সুস্থ সংবাদও দেওয়া হয়েছে, এখন একবার স্বচক্ষে দেখ্‌তে চান্। সংবাদ পেয়েই কেটকে নিয়ে উপরে গেলেম। সকলেই উপস্থিত আছেন। মার্কুইস বাহাদুর তখন দরজার বিপরীত দিকে উপবিষ্ট আছেন; ইচ্ছাসত্বেও মুখখানি দেখ্‌তে পেলেম না। কেটের কুশল সংবাদ দিতেই বিষকণ্ঠ আমার দিকে দৃষ্টিপাত কোল্লেন। দৃষ্টি দেখেই মনের মধ্যে একটা ভয়ানক সন্দেহ জন্মাল; বড় বিষম সন্দেহ! মুখ খানা যেন চেনা চেনা! যা সন্দেহ কোরেছি, তাই ত নয়? মার্কুইস বিষকণ্ঠ, কউণ্ট মন্দবল ত নয়? সন্দেহ হলো।—ভাল কোরে আর এক

বার মুখ খানা দেখ্‌বো,—সুবিধা হলো না। চেষ্টা কোরেও কৃতকার্য্য হতে পাল্লেম না! যত্ন চেষ্টা বিফল হলো, চিন্তা কোত্তে কোত্তে ফিরে এলেম।

প্রভাতেই আবার সভাগৃহের তলব! আমি ত তারই অপেক্ষায় ছিলেম। কর্ত্তা গৃহিণী, মার্কুইস বাহাদুরের সঙ্গে প্রভাত-ভ্রমণে গিয়েছিলেন, এই মাত্র ফিরে এসেছেন। এসেই তলব। কেটকে নিয়ে সভাগৃহে উপস্থিত হলেম। যার জন্য আমার এত দ্রুত আগমন, সে তথায় নাই। কুশল সংবাদ জানিয়ে ফিরে আস্‌ছি, বারান্দায় মার্কুইস আর কুমারী লুরাকে দেখ্‌তে পেলেম। কুমারী সমাদরে কন্যাটিকে গ্রহণ কোল্লেন। অবকাশ পেলেম। যা দেখ্‌লেম, তাতে সন্দেহের মীমাংসা হলো না, বরং ক্রমেই বৃদ্ধি। চেহারার সমস্ত একে একে মিলিয়ে দেখ্‌লেম, ঠিক মিলে গেল। অতি সামান্য মাত্র তফাৎ বাদ! সন্দেহের প্রাণ কিনা, সে গরমিল্‌ মনেই হলো না। তবে ত সর্ব্বনাশ; যে নৃশংস নর-পিশাচ তেমন সরলাকে কুঞ্জনিকেতনে অতি নির্দ্দয় ভাবে নির্যাতন কোরেছে; লোকের সর্ব্বনাশ করা, সরলা ভদ্রঘরের কামিনীদের সতীত্ব নাশ করাই যার ব্রত; সেই জেল-খাটা দাগী আসামি মন্দবলই যে এই, বারম্বার সেই কথাই মনে উঠ্‌তে লাগলো। দারুণ সন্দেহের বোঝা নিয়ে ফিরে এলেম।

আস্‌তে আস্‌তে আর এক কথা মনে পোড়ে গেল! ন্যায় বিচারে—রাজার বিচারে পাপাত্মা স্বদলবলে বিষম শাস্তি ভোগ কোরেছে। প্রকাশ্য স্থানে—শত শত লোকের সম্মুখে বদমায়েস দস্যুদের বাহুতে "চোর" এই শব্দ লিখে দেওয়া হয়েছে। মন্দবলের মন্দকার্য্যের সেই এক আজীবন চিহ্ন। যদি এই মার্কুইস, মন্দবলই হয়, তবে সেই চিহ্ন-তেই ধরা পোড়বে। সমস্ত দিন ঐ চিহ্ন দেখ্‌বার জন্য গোপনে গোপনে অনুসন্ধান কোল্লেম, ফল হলো না।

চাকরটির প্রতিও সন্দেহ হয়েছে। দামী পোষাক পোরে, উর্দ্দি চাপ্‌রাস্‌ বেঁধে যে লোকটি মার্কুইস বাহাদুরের সখের সইস সেজে এসেছে, সেটির প্রতিও বিশেষ সন্দেহ হয়েছে। তাড়াতাড়ি কেটকে ঘুম পাড়িয়ে চাকরদের বিশ্রাম ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। সইস লোকটিও সেখানে আছে।—নীরবে অগ্নিসেবা কোচ্চে। যথাসম্ভব অলক্ষ্যে চেয়ে চেয়ে দেখ্‌লেম, সন্দেহ ক্রমেই বৃদ্ধি। সইসটির মুখ খানা খুব কাল। কাফ্রি সইস না কি?—বুঝতে পাল্লেমনা। পাচিকা দুঃখিত হয়ে বোল্লে "মার্কুইস বাহাদুরের খানসামা লোকটি ভাল ইংরেজি জানে না। সকল কথা বুঝেওনা। কিন্তু এর প্রভু অতি সদা-শয়! এমন হাবা বোবা সইস আবার তাঁর পেয়ারের খানসামা!" সন্দেহ লেগেই আছে!—ফিরে এলেম।

মাননীয় আপেল্‌টন সকলই জানেন। আমি ভাল চিন্‌তে পাচ্ছিনা; হয় ত একটা-

ভয়ানক ধাঁদার মধ্যে পোড়ে গেছি; কিন্তু বৃদ্ধ তিনি, বয়সের পরিপক্কতায় জ্ঞানের পরিপক্কতা জন্মেছে; তিনি এর একটা সদুপদেশ দিবেন। তাঁর ঠিকানাও আমি জানি। তখনি পত্র লিখে—সমস্ত ঘটনা আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কোরে;—উপদেশ কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রার্থনা কোরে, পত্র লিখ্‌লেম। যদি সত্য সত্যই এই জাল মার্ক্‌ইস সেই দুর্দ্দান্ত দাগী আসামী মন্দবল হয়, তবে ত লুরার সর্ব্বনাশ! জেনে শুনে—আমি থাকৃতে সরলহৃদয়া লুরা শেষে নিরাশ প্রণয়ে দগ্ধ হবেন; সরল প্রাণ তাঁর, চিরজীবনের জন্য মর্ম্মদাহে দগ্ধ হবেন তা কখনই সহ্য হবেনা। জেনে শুনে এমন পাপ কার্য্যে প্রশ্রয় দিলে, তাতে পাপ আছে। চিঠি লিখে রাখ্‌লেম। প্রভাতেই কেটকে নিয়ে প্রমাণে চোল্লেম। যাবার সময় যে স্থানে চিঠি পত্র রাখার নিয়ম, যে স্থানে হতে পত্র সকল ডাকে দিবার ব্যবস্থা আছে, সেই খানে পত্র খানা রেখে গেলেম। দেখ্‌লেম, বৃদ্ধ দ্বাররক্ষক হটন, তার সেই বিরাট কেদারায় উপবেশন কোরে সাপ্তাহিক সংবাদপত্র পাঠ কোচ্ছে; অদূরে মার্ক্‌ইসের সেই সকের খানসামা বোসে আছে! পত্র দিয়ে বেরিয়ে এলেম। বিন্দু বিন্দু বৃষ্টি পোড়ছে, ছাতা নিতে আবার ফিরে এলেম। এসে দেখি, খানসামা সেই পত্র খানার শিরোনাম পাঠ কোচ্ছে! যা ভেবেছি, তাই! আমাকে দেখেই খানসামা যেন থতমত খেয়ে—অপ্রস্তুত হয়ে বোল্লে "উঁহুঁ—আম্ব ত পতর ন দেখিল বিবি সাব।"

উত্তর দিলেম না। একবার বিরক্তিপূর্ণ রোষকটাক্ষে চেয়ে, ছাতা নিয়ে আবার বেরিয়ে গেলেম। পথি মধ্যে অশ্বারোহী দলের সহিত সাক্ষাৎ। আর একবার ভাল কোরে মার্ক্‌ইস বাহাদুরকে দেখ্‌লেম। তখনও সন্দেহ গেল না! বাড়ী ফিরে এলেম। অনুসন্ধানে জান্‌লেম, পত্র ডাকে দেওয়া হয়েছে।

দুদিন অতীত, মাননীয় আপেল্‌টনের উত্তর পেলেম না। আজ যদি পত্র না পাই, আবার আর একখানি পত্র লিখ্‌বো স্থির কোরে, অপেক্ষায় রইলেম। মার্ক্‌ইস বাহাদুরের সকের সেই খানসামা ব্রাউটনে যাত্রা কোরেছে। তার প্রভু কোনও প্রয়োজনীয় জিনিস ভুল ক্রমে সঙ্গে আনেন নাই, প্রয়োজনীয় জিনিস, তাই আন্‌তে সে আজ প্রভাতেই মার্ক্‌ইস বাহাদুরের বাসা বাড়ীতে রওনা হয়েছে।

সকালের ডাকেও মাননীয় আপেল্‌টনের পত্র পেলেম না। তিনি কি তবে লণ্ডনে নাই? চিন্তিত হলেম। সন্ধ্যা ৬ টার সময় এক পত্র পেলেম। উৎফুল্ল হয়ে পত্র গ্রহণ কোরে দেখি, অতি কদর্য্য হাতের লেখায় শিরোনাম লেখা। এ ত তবে আপেল্‌টনের পত্র নয়! তাড়াতাড়ি সন্দেহ কৌতুকে পত্রাবরণ উন্মোচন কোরে পাঠ কোল্লেম। পত্রে লেখা আছে;—

কিং-সো হড, অয়লয় গলি,

প্রীওতমে মেরি,

অমী তুমর সোংগে দিখা কোরিতে অধীয়া হত ভঙ্গিয় পড়য় য়াছী। ইকীবার দয়া কয়ত অসীয় অমাকে তমি দেকিয়া যাইবা। অর্ণত্তা করিবা নাই। একানকার লোক সব অমকে তেমন ভাল করিয়া টিকিচ্ছা কি সুস্তশা করিব নাই। হত্তো ভংগাইয়াচে, সে কয়ণ একিটা ছোরা দিয়া এ পতরো লিখিয়া দিলাম যানিবা। কোপীরাযে বোলে এ ভংঙ্গিয়া হাত তিমন সংগাতীখ্ হই নাই। তুমি আসীতে বেলম্ করিলে বোর কস্টো পাইব ঈবং জানিবা।

তমর ত্রেত্রা রাবট পাঈস্,

বুঝ্‌তে বাকী থাক্‌লো না। হতভাগা হয় ত মাতলামী কোরে কি তদপেক্ষা কোন গুরুতর পাপকার্য্য কোরে মারামারি দাঙ্গা হাঙ্গামায় হাত ভেঙ্গে, কিংস্‌হেডের আড্ডা থানায় পোড়ে আছে। বিলম্ব কোত্তে পাল্লেম না। দ্রুতপদে কর্ত্রীকে সমস্ত কথা জানালেম। তখনি লুককে গাড়ী প্রস্তুত কোত্তে আদেশ দিলেন। যদি তেমন কঠিন পীড়া বিবেচনা হয়, তবে রবার্টকে এখানে সঙ্গে কোরে আন্‌তেও অনুমতি দিলেন। কৃপার আদেশ শিরোধার্য্য কোরে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। লুককে যথাসম্ভব দ্রুত গাড়ী হাঁকাতে আদেশ দিলেম। রাত যখন ৮টা, তখন আমরা সেই নির্দ্দিষ্ট আড্ডা থানায় পৌছিলেম। লুক্‌কে এক ঘণ্টা কালের জন্য অপেক্ষা কোত্তে অনুরোধ কোরে, আড্ডার মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। ছোট একটি ছেলে, অতি মলিন পোষাক পরিধান কোরে দরজায় দাঁড়িয়ে আছে। জিজ্ঞাসা কোত্তেই বোল্লে "তিনি অন্যস্থানে বাসা নিয়েছেন। চলুন আপনি, আমি সে বাড়ী চিনি।" এই বোলে পিতলের বোতাম গাথা জামার আস্তিন্ গোটাতে গোটাতে বালক ভৃত্য অগ্রগামী হলো, আমি পশ্চাতে। এ গলি সে গলি, যে সব গলিতে কখনও একটিও সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বলে না, তেমন অন্ধকার অন্ধকার গলি দিয়ে ঘুরে ফিরে এক অতি পুরাতন বাড়ীর দরজায় এসে দাঁড়ালেম। বালকের কণ্ঠস্বর শুনে দরজা উন্মুক্ত হলো। দরজা উন্মুক্ত হতেই দেখ্‌লেম কি?—প্রাণ আতঙ্কে কম্পিত, তৃষ্ণায় কণ্ঠ শুষ্ক,—পড়ি আর কি?—দেখ্‌লেম কি!—সেই নরপিশাচ দ্বয়, সেই আমার আজন্মশত্রু বুলডগ আর সত্রিজ!

কথা কইতে পাল্লেম না।—পলায়নের অবকাশ পেলেম না!—বুলডগ এসে ধাঁ কোরে আমার মুখ বেঁধে ফেল্লে। একখানা গাড়ী নিকটেই, গলির মোড়েই ছিল;—সেই গাড়ীতে নিয়ে গিয়ে তুল্লে। সত্রিজ হলো গাড়ী চালক, বুলডগ আমার সম্মুখের বেঞ্চে উপবেশন কোরে, সেই ভাঙা ভাঙা চেরা চেরা আওয়াজে বোল্লে "কথা কইবি যদি, মাথার খুলি উড়িয়ে দেব।" সামর্থ থাক্‌লে ত কথা কইব! এমন বিপদ, এমন শরীরের

অবস্থা, খোলা মুখেই হয় ত কথা সরে না!—এ ত মুখ বাঁধা! কথা কইবার সাধ্য কি?

বুলডগ আমার প্রতি শাসন বাক্য প্রয়োগ কোরে, প্রাণের বন্ধুর—জীবিকার সহচর সব্রিজকে বোল্লে "নিক্! জোরে জোরে গাড়ী খানা হাঁকিয়ে দে! তাড়াতাড়ি, ১২ ক্রোশ রাস্তা—পাড়ী জমান চাই!—বুঝ্তে পেরেছিস্ ত?"

গাড়ী খুব জোরেই ছুট্লো! বার ক্রোশ রাস্তা, সে তবে কোথা? এখান হতে আস্ফোর্ড বার ক্রোশ!—তবে কি আমাকে আবার এরা আস্ফোর্ড পল্লিতে নিয়ে যাবে? সেখানে এদের কি প্রয়োজন? আস্ফোর্ডে অভাগিনীর জন্ম, আস্ফোর্ড আমার জন্ম স্থান; যে জন্মস্থানের নাম শুন্লে জগতের প্রাণী মাত্রেরই মন আনন্দে নৃত্য করে; মানুষ ত দূরের কথা, ইতর জীবজন্তু যারা, তারাও যে জন্মস্থান, জন্মভূমি, জন্মকুলায় সহজে ত্যাগ করে না, আসফোর্ড আমার সেই জন্মস্থান! কিন্তু অভাগিনী আমি, আমার সেই জন্মস্থানের নামে হৃদয় কম্পিত হলো! ভগবান; এমন দুর্ভাগ্য চক্রে কেন আমাকে বারম্বার নিক্ষেপ কর! এ তোমার কি কৌতুক!

হায়! এতক্ষণ লুক্ কি ভাবছে! শূন্য গাড়ী নিয়ে সহৃদয় লুক্ যখন আমার জননীর সমান স্নেহময়ী শ্রীমতী কল্পনার সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত হবে; যখন বোল্‌বে "নাঃ—মেরীর অনুসন্ধান পাওয়া গেল না!" তখন তিনি মনে মনে কি ভাববেন! অভাগিনীর চরিত্র বিষয়ে ত তিনি সন্দেহ কোর্ব্বেন না! এ চিন্তা যে আমার বড়ই সাংঘাতিক! এ যন্ত্রণা যে আমার একান্ত অসহ্য।

পথের মধ্যে একবার গাড়ী দাঁড়ালো। লোকালয়ে নয়; সরাই চটির সম্মুখে নয়; রাস্তার মধ্যে গাড়ী একবার দাঁড়ালো। দূরের ধর্ম্মঘড়ির আঘাত গণনা কোরে বুঝ্লেম, রাত তখন ১১টা! দস্যুদের নিকটেই অতি জঘন্য বা খাবার ছিল, দয়া পরবশ হয়ে, তারই কিঞ্চিৎ আমাকে দান কোল্লে!—আহারে অসম্মতি দেখে—দু কথা মিষ্টও বোল্লে। আহার কোল্লেম।—ঘোড়া দুটাও এই আহারের অবকাশে একটু জিরিয়ে নিতে অবকাশ পেলে! আবার গাড়ী ছুট্লো!

রাত আর অধিক নাই! সমস্ত রাত্রি জেগে জেগে অতিবাহিত হলো! অনুমান রাত ৩টার সময় গাড়ীখানা একটা বাড়ীর সম্মুখে এসে দাঁড়ালো। গাড়ী হতে অবতরণ কোরেই শুষ্কমুখ আরও শুষ্ক হয়ে গেল! এ যে ভয়ানক বাড়ী।—কাতর হয়ে বোল্লেম "দয়া কর! এ বাড়ীতে আমাকে তোমরা কয়েদ কোরো না! দয়া কর তোমরা।"

সব্রিজ একটা ধমক্ দিয়ে বোল্লে "আবার, ফের্ প্যান্ প্যান্ কচ্ছিস্? মুখটা খুলে দিয়ে ভাল হয় নি। বাঁধ বেটীকে আবার!" নীরব হলেম, এদের কাছে সাধা কাঁদা, অনুনয় বিনয় বৃথা, তা অনেক দিনই জানি, কিন্তু মন যে বুঝেনা।

সব্রিজের সঙ্কেত ধ্বনিতে একটি স্ত্রীলোক আলো নিয়ে এসে দরজা খুলে দিলে! এ স্ত্রীলোকটিও যে আমার পরিচিত। দু বৎসরের মধ্যে স্ত্রীলোকটির চেহারা বিস্তর পরিবর্ত্তন হয়ে গেছে, তবুও দেখেই চিন্‌লেম।

দু বৎসর পূর্ব্বে পাষণ্ড ক্লাভারিং যখন আমাকে সেই ধবল কুটিরে বন্দী করে, যখন আমার রক্ষার জন্য সেই পাপ-পসারিণী বদমায়েসী বিদ্যার ধাড়ীকালোয়াৎ বুড়ী ভূগুসেনা নিযুক্ত হয়, তখন এই স্ত্রীলোকটি ছিল, সেই ধবল কুটিরের দাসী।—সেই আনী এসে দরজা খুলে দিলে। সংসারে সর্ব্বদাই বুঝি এই প্রকার মণিকাঞ্চনের সুসংযোগ হয়? বিধাতার বিধানকে শতধন্যবাদ!

আনী বোল্লে "এই যে, মেরী এসেছ। আহা, অনেক দিন পরে সাক্ষাৎ। আছ ত ভাল? শরীল গতিক ভাল ত মেরী?"

উত্তর দিলেম না। দস্যুদ্বয়ের সঙ্গে সঙ্গে একটা ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। ঘরটি অতি জঘন্য! দেওয়ালে আল্‌কাৎরা দেওয়া! ছোট ছোট জানালা, তাতে এক খানিও পর্দ্দা নাই! দ্বার জানালা সমস্তই অতি পুরাতন! বাড়ীটি যেন যম রাজার একটি কিঙ্কর রূপে দাঁড়িয়ে আছে। সময় হলেই, এতে যারা আশ্রয় নিয়ে বসবাস করে, তাদের পরমায়ু শেষ হয়ে এলেই, এই পুরাতন বাড়ী আপনি স্বয়ং সঙ্গে কোরে নিয়ে তাহাদের যমের ঘরে পৌঁছে দিবে! সেই ঘরের মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম, বেত হীন কেদারা অতি পুরাতন তক্তা দিয়ে মোড়া! তাতেই উপবেশন কোল্লেম। আনী খাবার এনে উপস্থিত কোল্লে। রাত আর অধিক নাই, তাতে সেই জঘন্য, শুষ্ক খাদ্য, আবার তার উপর চার দিকে তিব্র স্পিরিটের গন্ধ! খেতে পাল্লেম না।

বুলডগ বোল্লে "খাশা থাক্‌বে এখানে। তবে নিজে ভেবে ভেবে নিজেকে যদি অসুখী কর, তাতে আমাদের অপরাধ নাই! আনী এখন বিবি সুব্রজা! সব্রিজ একে বিবাহ কোরেছেন। ইনিই তোমার সেবা কোর্ব্বেন। থাকবে ভাল।"

এবার আর কি বোল্‌বো? মণিকাঞ্চনে যোগ ত হয়েইছে, এবার আর [illegible] বর্ণন বা উপমার কথা নাই! এখন তবে আনী, বিবি সুব্রজা! অন্য একটি ঘর নির্দ্দেশ কোরে দিতেই শয়ন কোল্লেম, দরজা দিলেম! আমাদের সাড়া পেয়ে একটা কুকুর অতি ভয়ঙ্কর রবে ডেকে উঠলো; কুকুরটা যে ভয়ানক, তা তার রা শুনেই বুঝলেম।

ক্লান্ত হয়েছি, কিন্তু নিদ্রা আসছে না। বুঝতে কিছু বাকী নাই। মার্কুইস্ বিষকণ্ঠ যে সেই পাপাত্মা মন্দবল, সেই কয়েদ খালাসী—অগণ্য লোকের সর্ব্বনাশ ব্রতধারী দুরাচার লিরক্ষ, তা আর জান্‌তে বাকী নাই। আত্মপ্রকাশ ভয়ে, আপনার ইষ্টসাধনে বাধা পোড়তে দেখে, সেইই যে আমার এই দুর্দ্দশা কোরেছে, তা আর বুঝতে বাকী নাই, কিন্তু

এখন উপায়! আমি আজীবন এই দস্যুকারাগারে অতিবাহিত করি, ক্ষতি নাই; কিন্তু সরলা লুরার উপায়? তাকে রক্ষা করার উপায়? লুরা যে বিঘোরে পড়ে ধন জন, সহায় সম্পদ, আর সকলের উপর তার জীবন স্বরূপ যে সতীত্ব রত্ন হারাবে, তা যে দিব্য চক্ষে দেখতে পাচ্ছি! এখন রক্ষার উপায়?

রক্ষার যত ভাবনা ভাবলেম, একটিও কাজের নয়! সব চিন্তাই অসার, সকল ভাবনাই অনর্থক! রক্ষা তবে আর হোল না! মন্দভাগিনী লুরা তবে এসংসারে আর সুখের আশ্রয় পেলে না! সরলতায় ঈশ্বর বাদী, পবিত্রতা ত সংসার রাজ্যের নয়, তা না হলে আর কি এমন হয়! পাপাত্মা যারপরনাই শাস্তি, যে শাস্তির কথা মনে হলে আমরাই ঘৃণায় মরে যাই, তেমন সাংঘাতিক জ্বালা জনক শাস্তি পেয়েও যখন আবার লোকের সর্ব্বনাশের জন্য নূতন ভেক ধারণ কোরেছে, তখন আর নিস্তার নাই!

লুরা! বিধাতা তোমার সুখ সাধে বাদী; স্বয়ং ভগবান তোমার বিপক্ষতাচরণে হয় ত আনন্দিত, আমি কি কর্ব্বো, বল!

পঞ্চ নবতীতম লহরী।

আমি বন্দী!

আজন্ম-সহচরী চিন্তাকে নিয়ে প্রভাতেই শয্যা ত্যাগ কোল্লেম। যে দিন সেণ্টগিনিতে অজেতার বাড়ী গিয়ে সেই পাণ্ডাশ মূর্ত্তি দর্শনে অচেতন হই, অজেতা গাড়ী কোরে সরাই খানায় এনে সুস্থ করেন, সেই রাত্রে অসংখ্য স্বপ্ন দেখেছিলেম। সেই স্বপ্নের মধ্যে একটা স্বপ্ন আজ হাতে হাতে—অক্ষরে অক্ষরে ফোলে গেল। স্বপ্নে দেখেছিলেম, সব্রিজ আর বুলডগ আঁমাকে এইখানে যেন বন্দী কোরেছে! আজ প্রভাতে শয্যা ত্যাগ কোরে দেখলেম, সত্য সত্যই সব্রিজ আর বুলডগ এই স্থানে আমাকে বন্দী কোরেছে। তবে কি আর উদ্ধারের উপায় আছে।

আশা নাকি দুরাশার মধ্যেও একবার বিদ্যুতের মত আত্মপ্রকাশ কোত্তে ছাড়ে না! আশা হলো, ধীরে ধীরে ভাঙা জানালার কপাট খুলে ফেল্লেম। এই বাড়ীর দক্ষিণ ধারে দেখলেম, খুব বড় একটা বাড়ী। বাড়ীটা ভাবেই বোধ হলো, পোড়বাড়ী! দেওয়ালটা উচ্চ হবে ত্রিশহাত, তার মধ্যে একটি-জানালা দরজাও নাই! উত্তরে জলের চৌবাচ্চা! পশ্চিমে একটা কথঞ্চিৎ নীচু প্রাচীর, কিন্তু তার উপর খুব মজবুৎ কোরে বোতল ভাঙ্গা

দিয়ে গাথা! পূর্ব্ব ধারে চিম্‌নী! তার নীচে এক প্রকাণ্ড আকারের কুকুর! আস্ত একটা মানুষ টুকরো টুকরো কোর্ত্তে তার এক মিনিটও লাগে না। বেশ কোরে বিবেচনা কোরে, অবস্থা ব্যাপার আলোচনা কোরে দেখলেম, উপায় নাই! তবে যদি দৈব উপায় হয়! হয়ও ত এমনতা আশা যেন আমার নিরাশ কাতর প্রাণকে একটু সবল করবার জন্য স্মৃতিকে জাগিয়ে দিলে। মনে হলো, হয়ও ত এমন। বেলা যখন চুরি যায়, তখন ত দৈবকৃপা-তেই তাকে উদ্ধার কোত্তে পেরেছিলেম,ক্লাভারিং যখন ধবল কুটিরে বন্দী কোরে রেখেছিল, তখন সে উদ্ধারও ত দৈব কৃপায়! এই শত্রুরাই দৈবকৃপায় তখন যেন পরম উপকারী মিত্র হলো! উদ্ধার পেলেম। এবার কি দেবতার দৃষ্টি অভাগিনীর প্রতি পতিত হবে না! আমার প্রতি না হোক, অভাগিনী লুরা!—তার প্রতিও কি দেবতা চাইবেন না! প্রার্থনা কোল্লেম।

বিবি সুব্রজা এসে দেখা দিলেন। সংবাদ দিলেন, বুলডগ প্রভাতেই স্থানান্তরে গেছে। সব্রিজ আর বিবি, ঘরে আছেন। বাল্য ভোজ্য প্রস্তুত। গাত্রোত্থান কোল্লেম। বুলডগ নাই, একটু যেন সাহস হলো। এরা দুইজনেই বদমায়েস, দুইজনেই দুষ্টের শিরোমণি; কিন্তু সব্রিজ তার মধ্যে একটু যেন নরম। কাল শেষ রাত্রে যে ঘরে এসে আহারাদি কোরেছিলেম, সেই ঘরে এলেম, চা মাত্র খেলেম। আর কিছু খেতে রুচী হলোনা। চা খেয়ে আনী, এখন তিনি বিবি সুব্রজা, তাঁকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "শ্রীমতী সুব্রজা, কোন কেতাব পত্র আছে কি?"

সুব্রজা তার ভাঙা আলমারী হতে অতি জঘন্য ছেঁড়া খোঁড়া খান দুই বিলাতী বট-তলার নাটক এনে উপস্থিত কোল্লে, ফিরিয়ে দিলেম। সব্রিজ আপনার অর্দ্ধাঙ্গিনীর প্রতি প্রেমতিরস্কার কোরে বোল্লে "আরে ধাড়ী মাগী, এত জানিস, এটা জানিস না? এরা সব পড়িয়ে মেয়ে, ও সব পুঁথি এরা কি পড়ে! যা,দুখানা ভাল কেতাব ভাড়া কোরে নিয়ে আয়।" পরম পতিপ্রাণা বিবি সুব্রজা তৎক্ষণাৎ স্বামীর আদেশ পালন কোত্তে গৃহত্যাগ কোল্লেন আত্মবুদ্ধি ও আত্মবহুদর্শনে উৎফুল্ল হয়ে সব্রিজ তখন কড়া তামাকের চুরোটে একটা খুব কসে দম লাগালে। আপন মনে ভাবছি, হটাৎ আশার সঞ্চার! এমন অসম্ভব অলৌকিক ঘটনা, যে চেঁচাই আর কি! আনন্দে অধীর হয়ে চিৎকার করি আর কি, সামলে গেলেম! ভগবানের কৃপা, খুব শীঘ্র শীঘ্র প্রকৃতস্থ হলেম! দরজার পাশে দেখলেম, সেই পাগলা টমী! দুজনে ইঙ্গিত অভিনয় কোল্লেম। পাগলা আশা দিয়ে, অন্তরের আশীর্ব্বাদ গ্রহণ করে, অলক্ষে বিদায় হলো।

সব্রিজ আপনার মনে বেশ কোরে ততক্ষণ চুরটের আস্বাদন নিয়ে শেষে চুরটের কুণ্ড-লিত ধূমপুঞ্জ ফুৎকারে আমারই দিকে ত্যাগ কোরে বোল্লে "মেরী,সবই জান ত তুমি, বুড়ীর

টাকা গুলি বেশ হজম করা গেছে, কি বল! ডাক্তারও কবরে, পাঁড় বজ্জাৎ সেই বেটে উকিলটে, ব্যাটাকে, দেখ্‌লেই রাগ হতো, সে ব্যাটাও কবরে; সব গোল,একদম কাবার। চার দিকই ফর্সা! পাহারাওলা ব্যাটাদের সঙ্গে দাঙ্গাটা হয়েছিল, বেশ রকম সই গোছ! মরিয়া হয়েই কাজটা করা কিনা, মার ত মার, একবারে নির্ঘাৎ মার! এক ব্যাটার ত তাতেই কর্ম্ম রফা! কি বল, বেশ কাজটা হয়ে গেছে।"

টনীর দর্শনে প্রাণের যন্ত্রণা আর তত নাই। উত্তর কোল্লেম "তোমরা কিন্তু আমাদের উপর অন্যায় সন্দেহ কোরেছিলে। তোমাদের সে গুপ্ত কথার আমি এক বর্ণও উচ্চারণ করি নাই। তোমরা মিথ্যা সন্দেহে আমাদের যথাসর্ব্বস্ব লুটপাট কোল্লে, পথের ভিকারী কোল্লে, সে যে কি কষ্ট, তা এখন বোলতেও আমার কান্না পায়। বোন্‌টিকে নিয়ে আমি বিব্রত হয়ে পোড়ে ছিলেম। দুদিন আমাকে আনাহারে——" আর বোল্‌তে পাল্লেম না, কণ্ঠ রোধ হলো। চক্ষে জল ধারা প্রবাহিত হলো।

সব্রিজ একটু যেন সদয় হয়ে বোল্লে "অ্যাঁ!—বল কি তুমি? অনাহারে ছিলে? দু দু দিন অনাহার? মদ্‌টদ্‌, এক ফোটাও না? তবেত বড় মুস্কিল ঘটেছিল! ওটা আমাদের বড় বোকামী।"

"তার পর আর এক কাণ্ড! বদমায়েস লম্পটের শিরোমণি কাউণ্ট মন্দবল, যে এখন ইতালী দেশের মার্কুইস বিষকণ্ঠ সেজে একটি সরল প্রাণা কুমারীর সর্ব্বনাশ কোর্ত্তে বোসেছে, তোমার সহচর যার কাছে আজ হয় ত পুরস্কার নিতে গেছে, এ সব কি তোমাদের?"

চুরটে আর একটা দম্‌ মেরে, সহাস্য বদনে সব্রিজ মুখ ফিরালে। ভাবে বুঝলেম, আমার, অনুমান সত্য। কথা বার্ত্তা হোচ্ছে, এমন সময় বিবি সুব্রজা এক প্রকাণ্ড ঝুড়ী বগলে হাজীর। বিবি সহাস্য বদনে বোল্লেন "মেরী, তোমার যদি কিছু আবশ্যক থাকে, বল। টাকা বার কর। মনে কিছু সন্দেহ রেখনা। তোমার সে পয়সার আমি একটিও চুরী কোর্ব্বো না।"

স্ত্রীর নির্লোভ বাক্যের পোষকতায় সব্রিজ প্রতিধ্বনি কোরে বোল্লে "না না,তা আমরা চাই না। তেমন চুরীর পয়সা আমরা ঘৃণা করি।"

দিলেম। নিত্য প্রয়োজনীয় যেসব জিনিশ,সে সব কিন্‌তে দিলেম। আয়না ব্রস,কেতাব, কিছু পশম, সূচ, রুমাল, কিছু কাপড়, এসব কিনতে দিলেম। তা ছাড়া, আমার নিজের খাবার আমি নিজে রন্ধন করার অভিপ্রায়ে, রন্ধন পাত্র, ভোজন পাত্র, ছুরি কাঁটা, রুটি মাখন, ডিম, এসবই কিন্‌তে দিলেম। এই সব জিনিস কিনে আনার পারিশ্রমিকও কিছু দিলেম। বিবি প্রস্থান কোল্লেন।

যে ঘরে ছিলেম, দুঃখের বিষয় সে ঘরটা এখন আমারই বোলে পরিচয় দিতে হোচ্ছে, সেই ঘরে এসে, আবার ভাবনা চিন্তার হিসাব নিকাশ নিয়ে বোস্‌লেম। একঘণ্টার মধ্যেই বিবি বাজার বেসাতী শেষ কোরে ফিরে এলেন। রাত্রের আহারাদি সমাধা কোরে শয়ন কোল্লেম।

রাত যখন ১টা, তখন ভূলো বড় ডাকতে লাগলো। সব্রিজ ছুটে গিয়ে কৃতান্তদূত পোষা কুকুর টিকে আদর কোরে শান্তনা ঠাণ্ডা কোরে এল।

তিন চার দিন অতীত, টমীর আর সাক্ষাৎ পেলেম না। যে একটু আশা হয়েছিল, ক্রমে ক্রমে সে আশা দূর হতে লাগলো। এদিকে বুলডগও কৃতকার্য্যের উপযুক্ত পুরস্কার নিয়ে ফিরে এল, দেখতে দেখতে এক পক্ষ অতীত।

নিত্য নিত্যই ভূলোর গগণভেদী রব, নিত্য নিত্যই বুলডগ ও সব্রিজের কুকুর শান্তনা, নিদ্রাতেও সুখ নাই। নিত্য নিত্যই সুব্রজা, বুলডগ, সব্রিজের ক্ষমা প্রার্থনা! ভূলো মহারাজের প্রতি ইঁদুরের উৎপাৎ কিছু বেশী বেশী হয়েছে, এই জন্যই সে ব্যাটা চিৎকার করে! বাস্তবিকই কি তাই? বিশ্বাস হয় না। আমার যেন বিশ্বাস, এর ভিতর কোনও একটা গুপ্ত ব্যাপার প্রচ্ছন্ন আছে। টমী যে এই কাণ্ডর মধ্যে আছে, তা যেন বেশ বুঝতে পাল্লেম।

দস্যুদের মেজাজ বুঝে, একদিন প্রস্তাব কোল্লেম "আর কতদিন আমাকে এ অবস্থায় থাকতে হবে? আমি আর কতদিন বন্দী হয়ে থাকব?"

বুলডগ বোল্লে "বেশী দিন নয়, খুব বেশী দিন হলেও আর এক সপ্তাহ। বড় যদি হয়, আরও তার উপর দুচার দিন, কি বলিস্ নিক্!"

সব্রিজ সম্মতি জানিয়ে, ঘাড় নেড়ে নেড়ে বোল্লে "তা বই কি! ঐ বেশী বেশী।"

দিন তবে সংক্ষেপ। এক সপ্তাহ কি দশ বার দিনের মধ্যেই কার্য্য শেষ হয়ে যাবে। অভাগিনীর অদৃষ্টে দুঃখের জোয়ার বইতে আর দশ দিন মাত্র বাকী। এখন উপায়? টমী আজও কোন উপায়ই কোত্তে পারে নাই। নিশ্চেষ্ট নাই, হয় ত এ কড়াকড় পাহারায় কিছু সুযোগ সন্ধান পেয়ে উঠছে না। করি কি তবে!

আবার সেই রোজ রোজ কুকুরের শ্রবণ ভৈরব রব! আবার ব্যাপারটা কি, বুঝতে পাচ্ছি না।

এক পক্ষ কাল ঘোরতর অন্ধকারের মধ্যে দেশটা যেন ডুবে ছিল, সহসা আলোক রেখা! চন্দ্রের কিরণ রেখা সম্পাতে যেন নবজীবন লাভ কোল্লেম! চার ধারে যেন একটা প্রকৃতির স্তব্ধ হাস্য!—অতি সুন্দর! জীর্ণ বাড়ীর কীটজীর্ণ জানালা দিয়ে চন্দ্রমার শোভা দেখছি, আর চিন্তা কোচ্ছি!—দিন আর নাই! হয় ত বিবাহ হয়ে গেছে; হয়ত

হতভাগিনীর মাথায় এতদিন দারুণ বজ্রাঘাত হয়ে গেছে,হয় ত রক্ষার পথে এতদিন কাঁটা বন জন্মে গেছে! হতাশ হয়ে পোড়লেম। ভাবছি, একটা যেন ছায়া! চাঁদের আলোকে মানুষের অবয়বের ছায়া! চম্‌কে উঠ্‌লেম। শব্দ হলো "চুপ! চুপ! প্রাইস্! বেরিয়ে এস, দৌড়! দৌড়!—একটুও—এক মিনিট কি এক সেকেণ্ডও না। এস এস!"

আর কে? কে এমন মধুর সরল ভাষায় আহ্বান করে? কে আর আমার এমন বিপদে বন্ধু?—টমী এসেছ! টমীকে ধন্যবাদ দিতে যাব,কৃতজ্ঞতা জানাতে যাব, টমী তার অবসরই দিলেনা। হাত ধোরে টেনে নিয়ে চোল্লেন। যে দিকে কুকুর থাকে, টমী নিয়ে চোল্লো সেই দিকে! ভয়ে ভয়ে বোল্লেম, "টমী, যাও কোথা? প্রাণ হারাতে তুমি কোন্ দিকে যাও? দারুণ দুরন্ত কুকুর ও দিকে যে।"

ইঙ্গিতে অভয় দিয়ে টমী সেই দিকেই অগ্রসর হলো। চাঁদের আলোকে চেয়ে দেখলেম, দশহাত জুড়ে বুলডগের সদাশয় বুলডগ ভুলো মহারাজ পোড়ে আছে। পাশের গেটকাটা দরজা খুলে বেরিয়ে এলেম। একজন লোকও ছিল সেখানে, টমীর ইঙ্গিতে লোকটা প্রস্থান কোল্লে। দুজনে খানিক খুব ছুটলেম। তোলা তোলা পা ফেলে, পাছে জুতার শব্দ হয় এই ভয়ে তোলা তোলা পা ফেলে, খুব খানিক বেদম ছুটলেম, অনেক দূর এসে একটু ঠাণ্ডা হলেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "ধন্য তোমার সাহস। অভাগিনীর জীবন দিতেই তোমার জন্ম। টমি, কি কোরে আমাকে তুমি উদ্ধার কোল্লে?"

"আমি?—তা বেশ! উদ্ধার আর কি!—কুকুরটা কেবল মারা, কাজ ত এই, তা আর, হুঁ এমন বিষম কাজটা কি কোরেছি? রোজ রোজ কুকুরটাকে মাংস দিতেম। নিকটে গিয়ে নয়! বাপরে বাপ! তাওকি পারা যায়! তফাৎ থেকে ফেলে ফেলে দিতেম। অভ্যাস হয়ে গেলে, আজ তারে দিয়েছি, বিষ মাখা মাংস; কম নয়, এক ভরি আর সিকি ভরি টাট্‌কা বিষ! তাতেই না কুকুরটা মারা গেছে।"

"চল টমী, তুমি আমার সঙ্গে চল তবে। চিরদিন তুমি আমার কাছেই থাক্‌বে চল। ভাইয়ের মত তোমাকে যত্ন কর্ব্বো আমি! যাবে না?"

"তাতে আর হয়েছি কি? বেশ আছি আমি। জ্যাক্‌সনের কাছে আছি আমি। ভালবাসে সে! বড় বড় সব ঘোড়া গরু! বেশ লোক; মারে না, ধরে না, উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত বলে না! ভাল ভাল কাপড়—তিন আনা চার আনা কোরে গজ, এমন দামী দামী কাপড়!—ভাল বিছানায় একটা খুব পুরু কম্বল,—দুটো চিম্‌নী চেয়েও গরম, আর এক দেখেছ?—এই বোলে সরল হৃদয় টমী পকেট হতে একটা থোলে বার কোরে বোল্লে "এই দেখ মোহর, আবার টাকাও দেখ! কিছুরই আর আমার অভাব নাই। যাই তবে আমি? যে লোকটা দরজার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল, ঐ সেই জ্যাক্‌সন;—বুঝেছ! দেখ মেরী, কথাটা

যেন প্রকাশ কোরো না! প্রাণ অন্তেও না!—তা হলে কিন্তু বুলডগ্ এক ঝলেই আমার মাথার ঘেণুটা বার কোরে দেবে! বুঝেছ?"

"না টমী!—তাও কি পারি? প্রণান্তেও—একথার একবর্ণও আমি জনসমাজে প্রকাশ কার্ব্বো না।"

"সেই ভালই ভাল।" টমী বিদায় গ্রহণ কোরে—সিস্ দিয়ে একটা গান ধোরে প্রস্থান কোল্লে। আমিও দ্রুতপদে সারাকান সরাইয়ের দিকে চোল্লেম। দশ মিনিটও লাগ্‌লো না। সময়ের সংকেত ধ্বনি গণনা কোরে জান্‌লেম, রাত ২টা!—সেই সময়ই গাড়ী ভাড়া। ভগবানের লীলা, যেতেই গাড়ী পেলেম, তৎক্ষণাৎ রওনা। গাড়ী পেতেই আবার মনে আশার সঞ্চার!—আবার আশায় প্রাণ বাঁধলেম।

দ্রুতগামী গাড়ীই ভাড়া নিয়েছি।—দুবার মাত্র ঘোড়া বদল কোরেই বেলা ৮টার সময় গাড়ী দিল সহরের সরাইখানায় এসে উপস্থিত! মুহূর্ত্ত মাত্র বিলম্ব না কোরে দ্রুতপদে ডাক্তার থানায় গেলেম। উইলিয়ম দরজাতেই দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখেই ছুটে এসে আমার হাত ধোরে বোল্লে "মেরি, প্রিয়তমে ভগ্নী আমার, এসেছ?—এসেছ তুমি? ধন্য ঈশ্বর! মেরি, ব্যাপারটা কি? তিন সপ্তাহ কোথা গিয়েছিলে তুমি?"

অতি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা প্রকাশ কোরে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "জান কি উইলিয়ম, বিবাহের দিন স্থির হয়েছে কি না!—রক্ষা কোত্তে পার্ব্ব কি? অভাগিনী লুবার এ দারুণ পতন হতে রক্ষা কোত্তে পার্ব্ব কি? বিবাহের দিন কি স্থির হয়েছে?"

"আজই বিবাহ!"

"আজিই!"

"আজিই। ডাক্তারও গেছেন। সাদর নিমন্ত্রণ পেয়ে ডাক্তার এক ঘণ্টা হলো, নিমন্ত্রণ রক্ষায় গেছেন।"

"তবে আর না! এক তিলও বিলম্ব কোত্তে পারি না, এখুনি আমি চোল্লেম। জেনকে সকল সংবাদ তুমিই জানিও তবে।" তৎক্ষণাৎ রওনা হলেম। সরাইখানা হতে যে গাড়ীতে এসেছিলেম, সেই গাড়ীতেই তৎক্ষণাৎ রওনা! ঈশ্বর! অভাগিনীকে রক্ষা কোরো! তোমার কৃপার ভাণ্ডারে যেন শূন্যতা না ঘটে!

তেজী ঘোড়া—একজন মাত্র আরোহী, কিংষ্টন নিকেতনে আস্‌তে আধ ঘণ্টাও লাগ্‌লো না! দ্রুতপদে অবতরণ কোরেই সদর দরজার সাম্‌নে এলেম; চঞ্চল কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "হটন!—বরযাত্রীরা কি গেছে?"

"মেরী যে! তিন সপ্তাহ পরে আজ এসে হাজির! ছিলে ত ভাল?"

"সে বিপদের কথা পরে শুনবে। এরা সব গেছে কি?"

"হাঁ। গেছে। বলমার—ধর্ম্মমন্দিরে আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে বর যাত্রীরা গেছে।"

ছুটে এসে আবার গাড়ীতে বোস্‌লেম। গাড়ীবানকে বোল্লেম "চালাও। বলমার ধর্ম্মমন্দিরে জোরে জোরে গাড়ী হাঁকাও। পুরস্কার পাবে।" গাড়ী যথাসম্ভব দ্রুত-বেগেই হাঁকান হলো।

গির্জ্জার সম্মুখেই দুখানি গাড়ী। দেখেই চিন্‌লেম, একখানা মাননীয় কিংষ্টনের, আর একখানি সেই নরকুলের গ্লানী মন্দবলের। গ্রাহ্য কোল্লেম না। গাড়ী হতে লম্ফ দিয়ে নাম্‌তে পায়ে আঘাত পেলেম, গ্রাহ্য কোল্লেম না। প্রবেশ কোত্তেই জাল মার্কুইসের সেই জাল খানসামা সইসটি, সেই মন্দবলের পুরাতন ভৃত্য আপেল্‌টনের পুরস্কার লোভী উইলসন্ এখন পরিস্কার ইংরাজিতে বোল্লে "এই, কে তুমি? প্রবেশের হুকুম নাই।"

রাগ হয়েছে, কষ্ট হয়েছে, চীৎকার কোরে ধমক দিয়ে বোল্লেম "তফাৎ যা নরকের কীট! বাধা দিবি যদি—"

ভয় পেয়ে পাপিষ্ঠ উইলসন সরে দাঁড়ালো। দ্রুতপদে—যেন এক নিশ্বাসে বিবাহ স্থলে উপস্থিত হলেম। ধর্ম্মযাজক তখন বোল্‌ছেন, "লুরা! তুমি মার্কুইস বিষকণ্ঠকে বৈধপতি-রূপে গ্রহণ কোত্তে ধর্ম্ম সাক্ষীমতে প্রস্তুত হয়েছ?"

লুরাকে উত্তর দিতে অবকাশ না দিয়ে পশ্চাৎ হতে আমিই উত্তর কোল্লেম "না, না। কখনই না।"

সকলের দৃষ্টিই তখন আমার দিকে। আমার এই আকস্মিক আগমনে সকলেই বিস্মিত! মাননীয় কিংষ্টন ব্যাপারটা যে কি, তাই জিজ্ঞাসা কোত্তেই আমি অতি সংক্ষেপে সমস্ত ঘটনা বিবৃত কোল্লেম। মার্কুইস বিষকণ্ঠ কোন কালেই ইতালীর মুখ দেখেন নাই। তিনি ফরাসী রাজ্যের একজন নামজাদা বদমায়েস্। ভদ্র ঘরের কুমারীদের এই রকম সর্ব্বনাশ করাই এর ব্যবসা।"

এই সব কথা শুনেই ত লুরা অজ্ঞান! এ দিকে গতিক অসুবিধা বুঝে, বদমায়েসী বুদ্ধিতে আজন্ম বুদ্ধিমান মন্দবল, ধাঁ কোরে গাড়ীতে উঠেই রওনা! এ দিকে হাহাকার! লুরা মূর্চ্ছিত হয়ে পোড়েছেন! তাঁকে নিয়েই তখন সকলে বিব্রত!—মার্কুইসের যখন অনুসন্ধান হলো, মার্কুইস তখন হয় ত সহর ছেড়ে গেছে! হতাশ-অন্তঃকরণে লুরাকে নিয়ে তখন সকলেই কিংষ্টন-নিকেতনে ফিরে আস্‌তে হলো। সকলের প্রাণেই তখন হাহাকার! সকলেরই হৃদয়ই তখন ভগ্ন, চিন্তিত, মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ।

ষষ্ঠবত্তীতম লহরী।

মাতা পুত্রে।

জগতের দুঃখ তালিকায় যতগুলি দুঃখ ব্যাপার তালিকা বদ্ধ আছে, এই বৈবাহিক ব্যাপার তার অন্যতম! মানবের ভাগ্য যে অতি চঞ্চল, মানব যে ভাগ্য দেবতার খেল্না পুতুল, মানব যে একটা কিছুই না; এই বৈবাহিক ব্যাপারে ভগবান তার একটা সুন্দর সুদৃষ্টান্ত প্রদর্শন কোল্লেন। এমন উদাহরণ তিনি নিত্য নিত্যই প্রদর্শন করেন; মানবকে তিনি এমন সাবধান সতর্কতার চিহ্ন পদে পদেই প্রদর্শন করেন, কিন্তু ভ্রান্ত মানব তাকি খেয়ালে আনে? তাই যদি হবে, তবে এ সংসারে এত নেত্রজল কেন?—এত মর্ম্মভেদী হাহাকার কেন? এমন হিংসাবিদ্বেষের কুটিল প্রবাহ কেন? মানবের ন্যায় অবোধ জীব আর কোনও জগতের কোনও জীব শ্রেণীতে আছে কি?

লুরা অত্যন্ত অসুস্থ! মাননায় ডাক্তারের সযত্ন চিকিৎসায় তিনি শারীরিক আছেন ভাল, কিন্তু মানসিক অসুস্থ তিনি খুব বেশী বেশীই হয়েছেন! সভা গৃহে আমার আহ্বান ধ্বনি বেজে উঠ্‌লো!—যথা স্থানে পেস্ হলেম, সকলেরই মুখ হতে আশীর্ব্বাদ সুখ্যাতি লাভ কোল্লেম।

শ্রীমতী কঙ্কণা সস্নেন বচনে বোল্লেন "মেরী, লুক এসে যে সংবাদ দিয়েছিল, আমি তা বিশ্বাসই করি নাই। সে এসে যখন বোল্লে যে, মেরী, বালক ভৃত্য দিয়ে সংবাদ দিয়েছে যে, সে আজ আর ফিরবে না। কাল নিজেই অন্য গাড়ী কোরে আস্‌বে! তখন এ সংবাদটা আমার বিশ্বাসই হয় নাই। যা আশঙ্কা কোরেছিলেম, তাই ঘোটে গেছে। অভাগিনী লুরা, বড়ই মন্দভাগিনী, তা না হলে এমন নির্ঘাতও কি হয়? এমন যন্ত্রণাও কি সে পায়? অভাগিনী কত দিনে যে প্রকৃতিস্থ হবে, তা ভগবানই জানেন। এই পর্য্যন্ত বোলে ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "ভাল ডাক্তার, তুমি কি বিবেচনা কর? লুরার প্রকৃতিস্থ হতে হয় ত এক বৎসর দু বৎসর লেগে যাবে। কি বল?"

গম্ভীর ভাবে চিন্তা কোরে ডাক্তার বোল্লেন "চিন্তিত হ'ওনা। ঈশ্বর আছেন। বিচারকর্ত্তা উপরে আছেন।"

এ দিকে লোক ফিরে এল। যে লোক পুলিশ নিয়ে সেই আড্ডাখানার দুষ্ট বালককে গেরেপ্তার কোত্তে বলমার গিয়েছিল, সে ফিরে এল। সংবাদ দিলে, আজ

কয়েকদিন পূর্ব্বে বালক কর্ম্মত্যাগ কোরে কোথায় প্রস্থান কোরেছে। অনুসন্ধান অভি-যোগ, এই পর্য্যন্ত।

সারাকান সরাইয়ের অধিকারিণীর নিকট হতে পত্র পেলেম, বুলডগ আর সব্রিজ আমার অনুসন্ধান নিতে সেই রাত্রেই,·যে রাত্রে আমি পালিয়ে আসি; বোল্‌তে ভুলে গেছি, যে রাত্রে সারাকান সরাইখানা অধিকারীণী আমাকে গাড়ীর ভাড়া হাওলাত দিয়ে ছিলেন, সেই রাত্রেই দস্যুরা আমার অনুসন্ধানে এসেছিল। এখন জেনে রাখ্‌লেম, এই বার আমি দস্যুদ্বয়ের পূর্ণ শত্রু! এত দিন বরং দয়া অনুরোধ চোল্‌তো, কিন্তু আর না। এই বার নিশ্চয়ই জীবন গেল! যতদিন আত্মরক্ষা কোত্তে পারি, সাবধানে সাবধানে রইলেম।

কুমারী লুরা একদিন বোল্লেন "মেরি, আমি তোমার কাছে এক প্রস্তাব কোত্তে চাই। তুমি যে কাজ কোরেছ, এমন অসীম দয়া আর কেহ করে না। আপনার প্রাণকে বিপদের চরণে সঁপে দিয়ে এমন কোরে কেহ পরের প্রাণ রক্ষা করে না। তার কি আর প্রতিদান হয়? আমার একান্ত ইচ্ছা, তুমি সঙ্গে সঙ্গে থাক। আর ত আমি বাঁচবো না! ভগ্ন আশা, ভগ্ন প্রাণ নিয়ে, কে কত দিন বেঁচে থাকে! আর আমি অধিক দিন এ জগতে ত থাক্‌বো না। যে ক দিন বাঁচি, আমি নির্জ্জনে বাস কোত্তে ইচ্ছা করি। গুরু-ণশী-দ্বীপে আমার বাড়ী আছে, আমার এক ভগ্নীর সেথানে দাতব্য ডাক্তার থানা আছে, আমি সেই থানে যাব। সকলেরই সম্মতি হয়েছে, তোমার কি সম্মতি হবে না? তুমি তবে কি দয়া কোর্ব্বে না?"

কি উত্তর দিব? এখন আমার কর্ত্তব্য কি? মুহূর্ত্তকাল চিন্তিত হলেম। কর্ত্রী বোল্লেন "আমারও মত আছে। যদিও মেরী, তুমি আমাদের ত্যাগ কোরে যাও, তাতে অবশ্য আমরা দুঃখিত, কিন্তু প্রণাধিকা লুরার জন্য আমরা সে কষ্ট সে দুঃখ সহ্য কোত্তে প্রস্তুত হয়েছি।"

কোন মতেই অস্বীকার কোত্তে পাল্লেম না। বাধ্য হয়ে বিদায় নিয়ে, পর দিন দিল সহরে ডাক্তার সন্দেশের বাড়ী চোল্লেম। ডাক্তার থানার নিকটেই দেখি, সেই দারুণ বচস্বিনী কামিনী শ্রীমতী পপকিন্স আর ফ্রান্স। আমাকে দেখেই এক বিবি বোল্লেন "কে এ? কিংষ্টনের সেই চাক্‌রাণীটে নয়?" অপর বিবি বোল্লেন "ঠিক অনুমান! সেই মাগীই বটে। নামটা ওর মেরী প্রাইস।"

এক বিবি আমার হাতখানা ধোরে—একটা ধাক্কা দিয়ে গতি নিবারণ কোরে বোল্লেন "বল্‌ ত সব। লুরার প্রেমিক নাকি গা ঢাকা হয়েছে?"

উত্তরের অবসর না দিয়ে অপর বিবি বোল্লেন" ছুঁড়ি নাকি আবার তার জন্যে কেঁদে কেটে মারা যেতে বোসেছে?"

অন্য বিবি—"তাতে নাকি তার জ্বর—বিকার—বাঁচে না ?"

অপর বিবি—"তিন জন নাকি ডাক্তার দেখেছে ?" এমন প্রশ্ন অসংখ্য। ধীর ভাবে উত্তর দিলেম "বিবি, আমি বড় ব্যস্ত !"

এদিকে মোশয় এসে হাজীর। প্রকাণ্ড বাঁসের লাঠিতে আপনার দেহভার অন্যূন পাঁচমন রক্ষা কোরে-হাঁপাতে হাঁপাতে মোশয় বলীন এসে হাজির। বিবি-পপ্‌কিন্‌স্‌ আগু-বাড়িয়ে মোশয়কে গ্রহণ কোল্লেন।—মোশয় বোল্লেন "ব্যাপারটা কি ?—কাণ্ডটা ?" বচন রচনায় দুই বিবিই তুল্য ! দুই বিবিতে পোড়ে ঘটনাটা বুঝাতে গিয়ে তেমন মোশয়, তাঁকেও হাবুডুবু খাইয়ে ছাড়লেন। মোশয় একটা হুঙ্কার ছেড়ে বোল্লেন "বল তবে।—ব্যাপারটা কি, চিরে বল তবে !"

বিরক্ত হয়ে বোল্লেম "তার একবর্ণও আমি প্রকাশ কোত্তে ইচ্ছা করি না।"

"আরে মোলো ছুঁড়ি, এত সাহস তোর ? দাসী বাঁদি চাক্‌রাণী ! সমান উত্তর !"

দ্বিরুক্তি না কোরে ডাক্তার খানায় প্রবেশ কোল্লেম। একটু বিশ্রাম কোরে, উইলিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে, জেনকে নিয়ে বিবি খদিরার বাড়ীতে গেলেম। আমার সমস্ত দুর্ঘটনাই তিনি শুনেছেন।—আমি ও বোল্লেম, দুঃখিত হলেন। তাঁর পুত্রের সংবাদও তত ভাল নয় ! পুত্রের চিন্তায় বিবি কেঁদেই সারা।

বিষাদিনীর বিপদের কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেম। দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বিবি খদিরা বোল্লেন "ছেলে আমার বড়ই বদরাগা। রাগের মাথায় যে কি করে, তাই ভেবেই মোর, আমি দিন রাত সারা হয়ে যেতে বোসেছি। আর কত সহ্য হয় ? তাঁর মৃত্যুর পর হতেই আমি টমের ভাবনা একমুহূর্ত্তের জন্যও ভেবে শান্তি পাই নাই। ফুলমার নামে একজন নাবিক সরকারী কুৎঘরের রক্ষক হয়েছে। জান ত তুমি, টম একখানা বোট কোরেছে। কুৎঘরের মাশুল নিয়ে কি কি, একটা বচসা হয়।—তাতে নাকি, টমের পিতার—মনে কষ্ট হয় ; তাতে তাঁকেই নাকি উপলক্ষ্য কোরে ফুলমার কি গ্লানীর কথা বোলেছে। ছেলের এখন প্রাণপন চেষ্টা, এই গ্লানীর প্রতিশোধ নেবেই নেবে। টম বলে, "সকল প্রতিশোধ অপেক্ষা প্রহারই দুষ্টুলোকের দুষ্টুমী নিবারণের উত্তম ঔষধ।" বোল্‌তে না বোল্‌তে টম এসে উপস্থিত। মুখে তীব্র দিশি মদের দুর্গন্ধ ! টম মত্ততায় অধীর হয়ে বোল্লে "এই দেখ মা ! তুমি কেবল শান্তি আর ক্ষমা নিয়ে থাক। আমার আর কিছুতেই কাজ নাই। এদেশ ছেড়েই আমার যাওয়া উচিত। যেখানে মান থাকেনা, একজন যেসে লোক অপমান কোল্লে যখন তার নিয়মিত ওষুদ দেওয়া যায় না, তখন কি সেখানে বাস করা চলে ?"

মদের মদশাগ আক্ষেপে-দুঃখে টম তাঁর মাতৃ সন্নিধানে পাপের ব্যাথা প্রকাশ কোল্লে।

কথা বার্ত্তা হ'চ্ছে, এমন সময় ফুলমার যায় সেই পথে! আর কি রক্ষা থাকে?—"দস্যু! পাষণ্ড"! "বদমায়েস্! সয়তান"—টম এক প্রকাণ্ড রুল হাতে কোরে দ্রুতপদে একবারে ফুলমারের সম্মুখে গিয়ে উপস্থিত। বিপদ আসন্ন দেখে দুজনেই সঙ্গে সঙ্গে নিবারণ কোত্তে ছুটে দরজায় গেলেম।—দুজনের চীৎকার শুন্‌তে শুন্‌তে নেমে এলেম। এসেই দেখি, ফুলমার রক্তাক্ত কলেবরে পতিত! জ্ঞান আছে, কিন্তু আঘাত গুরুতর! তখনি পথের পাহারাওলা আহতকে থানায় নিয়ে চোলে গেল। বিধবা ত কেঁদেই ব্যাকুল। প্রবোধ দিলেম। সামান্য আঘাত; বড় জোর জরিমানা পাঁচ টাকা। ইংরাজ আইনে এই রকম বদমায়েসী মারামারী দণ্ডে যে কেবল বেত্রেরই ব্যবস্থা, তা আমার জানা ছিল, কিন্তু সে কথা তখন প্রকাশ কোল্লেম না। বিধবাকে বুঝিয়ে ডাক্তারের বাড়ীতে এলেম। সেই দিনই কিংষ্টন নিকেতনে প্রস্থান কোল্লেম।

মাননীয় কিংষ্টনের নিকট বিধবা খদিরার এই বিপদের কথা জানালেম। আশা পেলেম। কিংষ্টন স্বয়ং গিয়ে বিচারপতিকে অনুরোধ কোর্ব্বেন, এমন আশ্বাস দিলেন। বিচারপতির সঙ্গে দহরম্ মহরম্ থাক্‌লে অনেক বড় বড় মকর্দ্দমাও ফেঁসে যায়, এত অতি সামান্য মারপিট্!—আশা পেলেম। আশ্বস্ত হলেম।

বিষাদিনী লুরা কথঞ্চিৎ সুস্থ হয়েছেন। আমার সঙ্গে সর্ব্বদাই তাঁর দুঃখের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেন, মনের মত শান্ত্বনা পান, সন্তুষ্ট হন। এদিকে প্রবাস গমনের দিন সংক্ষেপ হয়ে এসেছে, আর দিন নাই, কালই সেই দিন। প্রভাতে উইলিয়মের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে যাত্রা কোল্লেম। জেন কি উইলিয়মের জন্য কোনও চিন্তা নাই। তারা যে বেশ সুখসচ্ছন্দে থাক্‌তে পার্ব্বে, তাতে আর এখন কোনও সন্দেহ নাই। তবে প্রবাসে গমন, কতদিনে যে আবার ফিরে আস্‌বো. কতদিন পরে আবার যে সাক্ষাৎ ঘোট্‌বে, তা ঈশ্বর জানেন। সেইজন্য এ সাক্ষাৎ সন্দর্শন।

সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোরে, দুঃখিনী-বিধবা খদিরার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম। বিধবা আমাদের আপন পুত্র কন্যার মত যত্ন করেন, স্নেহ করেন, ভালবাসেন। পুত্রের বিপদ চিন্তায় নিয়ত কাতরা কাঁদ্‌ছিলেন, আমাকে দেখে হাস্য কোল্লেন।—মুহূর্ত্তের জন্য যেন শোক তাপ সব ভুলে গেলেন।—সাদর সম্ভাষণে উপবেশন কোত্তে অনুরোধ কোরে বোল্লেন "ঈশ্বর তোমাকে আমার শান্ত্বনার জন্যই যেন সৃজন কোরেছেন। যখন ভাবনা চিন্তায় বড়ই কাতর হই; আসন্ন বিপদের বিকট মূর্ত্তি দেখে প্রাণের মধ্যে যখন কম্প উপস্থিত হয়, টমের চিন্তায় মন যখন অধীর হয়ে উঠে; তখনই মেরী, ঠিক সেই সাংঘাতিক যন্ত্রণার সম্মুখে তুমি যেন শান্তিরূপে এসে দাঁড়াও। আজও আমি বড় ভাব্‌ছি; কিন্তু তোমার সদাশয় প্রভু—সেই মাননীয় কিংষ্টন, তিনি কি দয়াময়!

বিচারের দিন স্বয়ং এসেছিলেন তিনি।—নিজের পকেটের টাকা ব্যয় কোরে একজন বড় নামজাদা উকিল পর্য্যন্ত নিযুক্ত কোরেছিলেন, টমের সে বিচারে কিছুই হয় নাই!—সুখের বিষয়।

টমের সে চরিত্র কিন্তু বড়ই বেড়ে গেছে। নিত্য নিত্য দেশীমদ—তেজী তেজীমাংস, টমের চরিত্র দিন্ দিন যেন তেরিয়া হয়ে উঠেছে। সর্ব্বদাই গরম!—সর্ব্বদাই বিবাদ কলহ! বিধুবার সে জন্য দিবারাত্রিই উৎকণ্ঠা!

কথায় কথায় টম এসে উপস্থিত! সেই উগ্রমূর্ত্তি! সেই তীব্র মদের গন্ধ!—সেই ভয়ঙ্কর মেজাজ! এসেই টম একখানা কেদারার উপর শুয়ে পোড়লো! বেহুঁস্ মাতাল! খদিরা বড়ই দুঃখিত হলেন। আমার আর কি আছে? বচনের প্রবোধে শান্ত কোরে চোলে এলেম। ভয়ানক অন্ধকার! দুহাত তফাতের লোকও দেখা যায় না! বেরুলেম। টম সঙ্গে আস্‌তে ইচ্ছা কোল্লেও সঙ্গে নিলেম না। তেমন মাতাল সঙ্গে নিলে বিপদের কথা পদে পদে! ভয়ানক অন্ধকার! খাল ধার দিয়ে পথ! যদি একটু এদিক ওদিক হই, অমনি খালের ভিতরে পোড়ে যেতে হবে। খুব সাবধানে সাবধানে চোল্লেম। খালের ধার নির্জ্জন। খালের মধ্যে খান কতক ছোট ছোট জেলে ডিঙি! তার মধ্যে একটা শব্দ! ভয় হলো। একটু চমকিত হয়ে দাঁড়ালেম। স্থিরকণ্ঠে শব্দটা শুনেই বুঝ্‌লেম, মানুষের কণ্ঠস্বর! লক্ষ্য কোত্তেই প্রাণ কেঁপে উঠ্‌লো!—কণ্ঠস্বর সেই কৃতান্তের অনুচর বুলডগ্! তার গলায় সেই ভাঙ্গা কাঁশরের শব্দ তুলে বোল্লে, "কি বলিস্ নিক্!—টাকার এখন বড় অভাবই হয়ে দাঁড়ালো!"

"নিশ্চই! টাকার অভাবই এখন আমাদের বেশী বেশী। পুলিশ ব্যাটারা বড়ই লেগেছে! মেরীই বোধ হয় এসব ব্যাপারের গোড়া! কেমন বেন্! তাই নয় কি?"

"আরে দূর! মেরী ফেরী এখন আমার ভাল লাগেনা। কাল আসফোর্ডে গিয়ে সেই বাড়ীটে একবার তদন্ত কোরে দেখ্‌তে হবে। টাকা সেখানে যা ছিল, পুলিশের চোর ব্যাটারা তা হয় ত হাত কোরেই সেরেছে। তবু একবার চেষ্টা চাই!"

"তোর বুদ্ধিতে কাজ কোল্লেই প্রতুল! সে বাঘের মুখে আবার আমি যাব? তোর কথা শুনে বুঝি প্রাণটা খোয়াব? আমাকে দিয়ে তা হবেনা। এখন চল, এদিকে লোক জন যাতায়াত কোত্তে পারে। বরং খাল্‌টার ওধারে চল।"

দুজনে খালের ধারের ভাঙ্গা পাথরের উপর দিয়ে খালের অন্যদিকে প্রস্থান কোল্লে। পদশব্দ লক্ষ্য কোরে যতক্ষণ বুঝ্‌লেম, দস্যুরা অনেক দূর গেছে, তখন হাঁপ ছেড়ে বাঁচি। প্রাণটাই গিয়েছিল আর কি! অনেকক্ষণ পরে প্রকৃতিস্থ হয়ে ডাক্তারখানার দিকে চোল্লেম।

এখনি পুলিশে সংবাদ দিতে পারি, দস্যু দুজনকে এখনি হাতে হাতে ধরিয়ে দিতে পারি, কিন্তু হলোনা। সময় নাই। গির্জ্জার প্রকাণ্ড ঘড়ির লৌহমুদ্গর লোহার তারে আঘাত কোল্লে, সাতবার। আর আধ ঘণ্টা মাত্র সময়। সাড়ে সাতটার সময় লুক গাড়ীনিয়ে আস্‌বে। পুলিশের হাঙ্গমা আরম্ভ কোল্লে, সময় হবেনা। কালই এদেশ ত্যাগ কোত্তে হবে, কতদিন পরে আবার দেখা হবে, এই আধ ঘণ্টা সময় আমার পক্ষে আজ মূল্যবান। তাই ত্যাগ কোল্লেম। দ্রুতপদে ডাক্তারখানায় প্রবেশ কোল্লেম। ডাক্তার আমার প্রবাস বাসের সংবাদ জানেন। তিনি সে সম্বন্ধে পুনরায় সম্মতি জানালেন। দেখা সাক্ষাৎ কোরে, জেনকে উপদেশ দিয়ে উইলিয়মকে সর্ব্বদা সংবাদ লিখতে অনুমতি দিয়ে জলযোগ কোল্লেম! এদিকে সময়ও ফুরাল!—লুকএসে উপস্থিত। কাল বিলম্ব না কোরে তৎক্ষণাৎ প্রস্থান কোল্লেম।

সপ্ত নবতীতম লহরী।

কলের জাহাজ!

প্রভাত! ৭ টা! গমনের সমস্ত আয়োজন প্রস্তুত!—গাড়ী প্রস্তুত।—কুমারী লূরা সুসজ্জিত হয়ে বারান্দায় আমার অপেক্ষা কোচ্ছেন। মর্ম্মাহত ভগ্নীর পার্শ্বে শ্রীমতী কর্ত্রী;—সজলনয়নে ভগ্নীর প্রতি স্নেহ-উপদেশ দিচ্ছেন।—আমি উপস্থিত হলেম। বাল্য ভোজন সমাপ্ত কোরে, মেয়েদের সাদর চুম্বনে বিদায় নিয়ে, ক্যাথারিণ, যাকে আমি এই কয়েক মাস প্রতিপালন কোরেছি, তাকে সোহাগে আদরে নেত্রজলে অভিনন্দন আশীর্ব্বাদ জানিয়ে বারান্দায় এলেম!—বেলা হয়েছে। বহুদূরের যাত্রী আমরা,—আর বিলম্ব করা উচিত নয়। বিদায় নিয়ে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। গাড়ীর নিকটে এসে নেত্রজলে ভাস্‌তে ভাস্‌তে কর্ত্রী আমার হাতে একটা ছোট হাতির দাঁতের কৌটা দিলেন। সস্নেহ বচনে বোল্লেন "আমি বোলেছি ত মেরী, তুমি আমার সংসারের সকলেরই আনন্দের পাত্রী ছিলে! তোমার অভাবে আমরা সকলই দুঃখিত। জেনে রেখ মেরী, যতদিন আমরা এই সংসারে জীবিত থাক্‌বো, সে যত মাস যত বৎসরই কেন হোক না; আমরা সর্ব্বদাই তোমার শুভাগমনের প্রার্থী। এ তোমারই বাড়ী বোলে জেন।—আমি দিব কি?—এই আমার সামান্য উপহার!—দাম এর কিছুই নয়। বেশী দামী দামী জিনিস উপহার দিলে, তোমার যেন চরিত্রের একটা মূল্য স্থির করা হয়। তোমার ভক্তিভাজন

প্রভু তাতে মত করেন নাই। তোমার যে চরিত্র, তার মূল্য নাই। তাই এই অতি সামান্য উপহার।—গ্রহণ কর।" এই বোলে নেত্রজলের সঙ্গে আমাকে সেই বাক্সটি উপহার দিলেন। নতশিরে গ্রহণ কোল্লেম। গাড়ী রওনা হ'ল।

তিন দিন ক্রমাগতই প্রায় গাড়ীতে গাড়ীতে এসে আমরা সাউদম্‌টন সায়রে উপস্থিত হলেম। সহরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সরাইখানার সর্ব্বোচ্চ শ্রেণীর ঘর ভাড়া নিলেম। তিন দিনের শ্রান্তি, অবিলম্বে আহারাদি ক'রে শয়ন কোল্লেম।

সকালেই গুরুণশীর কলের জাহাজ ছাড়ে।—সকালেই জলযোগ সেরে নদী তীরে উপস্থিত হলেম। কুমারী পীড়িতা, নির্জ্জনে বাসই তাঁর ইচ্ছা, জাহাজের ভিতরের কামরা ভাড়া নিলেম। উপরে যত ইতর লোকের গোল!—ভিতরে যাত্রীও কম, ভাড়া বেশী। তেমন সৌখিন বড় লোক ভিন্ন ত আর ভিতরের কামরা ভাড়া হয় না। আমরা ভিতরের কামরাই ভাড়া নিলেম। ভিতরে যাঁরা আছেন, অবশ্যই তাঁরা ভদ্র লোক,—সংখ্যাও তাঁদের খুব কম।

যথা সময়ে ঘণ্টা ধ্বনি; ধ্বনির সঙ্গে সঙ্গে জাহাজের বাঁশী বেজে উঠ্‌লো!—জাহাজ খুলে দেওয়া হলো। দুঃখিনীর প্রাণে সুখ নাই। তিনি চিন্তার স্রোতে অঙ্গ ঢেলে দিলেন, আমি একখানা কেতাব পোড়তে লাগ্‌লেম। কামরার ভিতর যে কয়েকটি ভদ্রলোক ছিলেন, তারই একজনের কণ্ঠস্বর শুনতে পেলেম। পরিচিত বোলে বোধ হলো। চেয়ে দেখ্‌লেম, চিন্‌লেম, কাপ্তেন বর্গমঠ ও লবন্দার। বন্ধুদ্বয় বিলাস ভূষণে ভূষিত হয়ে—সহাস-বাক্যালাপে নিমগ্ন! দৃষ্টি থাক্‌লো পুস্তকের দিকে কর্ণ থাক্‌লো, বন্ধুদ্বয়ের রহস্য কথায়।

বর্গমঠ বোল্লেন "বুঝেছ লবন্দার! সংসার যে কত দিন আর এমন অসভ্য থাক্‌বে, তা বলা যায় না। বড়ই আক্ষেপের কথা।"

বন্ধুর বাক্যে প্রতিধ্বনি কোরে লবন্দার বোল্লেন "নিশ্চই। আজও লোকে গ্রীষ্ম কালে বুনানী মোজা পায় দিতে চায়! একি কম কষ্টের কথা? লোকদের একটুও কি দৃষ্টি আছে!"

"আর কাল রাত্রে, সেই ব্যাটা?—লোকটা নিশ্চই বণিক ব্যবসাদার!—তার সেই জঘন্য রুচির আহার দেখে বুঝেছ, আমার আহার ত একদম্ বন্ধ! রাত্রিকাল,—সে সময় বিয়ার?—বিয়ারটা একদম্ বন্ধ হয়ে যাওয়াই উচিত। কি বল! আমি ত বলি, বিয়ারের মাল্ মস্‌লা পর্য্যন্ত জ্বালিয়ে দেওয়া উচিত।"

"নিশ্চই! আমার এতে যদি রুকে দাঁড়াতে হয়, আছি তাতে আমি। দেশটাকে সভ্য না কোল্লে, আমরা যে কতটুকু সভ্য হয়েছি, দেশের লোক তা বুঝবে না। সংসারটার রুচী ফিরিয়ে দিতে হয়েছে; কি বল?"

"তাতে যদি আমাকে কিছু মোটা চাঁদা দিতে হয়, আমি তার জন্য এখনি ব্যাঙ্কে লিখ্তে পারি।"

তার পর চুরোট ধরান। এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডের কোথায় কি চুরোট জন্মায়, দেশের ছোট লোকে কোন্ চুরোট ব্যবহার করে, তাঁদের মত উন্নত রুচি সভ্যমহাশয়েরা কোন্ চুরোট ব্যবহার করেন, এ সংসারে কি রকম সব চুরোট চলিত হওয়া উচিত, তার সমালোচনা হলো।—তার পর একটু বিশ্রাম। বকামীতে একটু বিরাম। কামরা কিছুক্ষণের জন্য নীরব—নিস্তব্ধ।

লবন্দার আবার সে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ কোল্লেন। বন্ধুর প্রতি সুরুচির প্রশংসা কুসুম বর্ষণ কোরে বোল্লেন "দেখ কাপ্তেন! এই দেশের যে সব টাকাওয়ালা বড়লোকের ছেলে; যারা চিরদিন মুদীগিরীতে লালিত হয়ে জোর কপালে এখন হাতে দু পয়সা কোরেছে, তাদের স্পর্দ্ধাটা, বুঝেছ, আমার কিন্তু ভাই বড়ই অসহ্য বোলে বোধ হয়! সেই সব অসভ্য লোকের অসভ্য ছেলেরা যেন সংসারকে তাদের পায়ের নীচে বোলে জ্ঞান করে। খেতে জানে না, কিন্তু তারা প্রায়ই বড় বড় হোটেলে যায়; অর্থও ব্যয় করে প্রচুর, কিন্তু সুরুচির অভাবে, আহার বিহারের কেতা কায়দা না জানার দরুণ বুঝেছ, তারা খানসামাদের পর্য্যন্ত ঘৃণার পাত্র হয়ে দাঁড়ায়। দেখ্‌লে না?—সেই মোটা ভুঁদো লোকটা. সেটা নিশ্চয়ই কোনও ব্যবসাদারের ছেলে, নেহ্য পয়সা দিয়েই সে অবশ্য হোটেলে খেতে এসেছে, কিন্তু রাত্রের ভোজনে যেমন সে পোর্ট চেয়েছে, অমনি সেই খানসামাটা একটু যেন হেসে ছিল, মনে পড়ে? আমি হলে বুঝেছ, তখনি ত মরমে মোরে যেতেম! হয় ত আমি আমার এ সকের কাপ্তেনী ছেড়ে দিয়ে নির্জ্জনে বাসা নিলেও সে অপমান মন থেকে দূর হতো না।"

"নানা, সেটা দোকানী নয়। লণ্ডনের কোনও পল্লির মোশায় সে। কটা সভার কাজ তাঁর হাতে বোলে তিনি মোশায় উপাধী পেয়েছেন। আসল হিসাবে ধোত্তে গেলে, পদটা পঞ্চয়তী।"

"ঠিক বোলেছ। পঞ্চায়ৎ কি না, পঞ্চায়তী বুদ্ধিতে আর কত সভ্যতা আসবে।"

হটাৎ জাহাজের জাহাজী ঘড়ীতে ১টা বেজে গেল। যে দেশে ঘড়ী ধোরে কাজ, সে দেশে ঘড়ীর বাজনায় ক্ষুধা তৃষ্ণা আসে। ঘড়ী বাজ্‌তেই বন্ধুদ্বয় ক্ষুধা বোধ কোল্লেন। জাহাজের খাবার ওয়ালার তলপ হলো। তলপ মাত্রেই খাবারওয়ালার বালক ভৃত্য—চোকে মুখে কথা নিয়ে এসে, দশ হাত দীর্ঘ এক সেলাম দিয়ে দাঁড়ালো! বর্গমট পকেট হতে সোনা বাঁধা চস্‌মা নাকে দিয়ে বালকের আপাদ মস্তকের প্রতি কাপ্তেনী দৃষ্টিতে চেয়ে বোল্লেন "ওহে ছোঁক্‌রা! তোমার দোকানে আছে কি?"

"আজ্ঞে হুজুর সবই আছে। বাছুরের জীব, ভ্যাড়ার মাথা, শূয়ারের ঠ্যাং, মুর্গীর সুরুয়া, সব টাট্‌কা, সব ঠাণ্ডা। এদিকে বীয়ার, সেম্পেন, পোর্ট, ধেনো, নাই কি কর্ত্তা? বড় বড় লোকের খাবার যোগ্য ভাল ভাল তাজা তাজা জিনিস্ ভিন্ন মুটে মজুরের খাবার আমরা রাখি না।"

বিরক্তহয়ে বর্গমঠ প্রিয় বন্ধু লবন্দারকে বোল্লেন "এ ছোক্‌রা বলে কি? এ হিব্রু বলে, না গ্রীক বলে! এর কথাই যে আমি একদম্ বুঝতে পাল্লেম না।"

দোকানীর পছন্দকরা বালক, শতবিদ্রূপেও তার ভ্রূক্ষেপ নাই সে তৎক্ষণাৎ খৈ ফোটা কথায় আবার আর একবার খাদ্যের তালিকা বন্ধুদ্বয়ের হুজুরে মুখস্থ বোলে গেল। শেষে বোল্লে "আরও আছে, উৎকৃষ্ট—যা সহরের বাজা রাজড়া—আমীর ওম্‌রারা ব্যবহার করেন, তেমন মূল্যবান মুর্গীর বাচ্ছার চপ্ আর সুগন্ধযুক্ত ক্লারেট মদ।"

বর্গমঠ যেন হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন!—সস্মীত বদনে বোল্লেন "হাঁ।—এতক্ষণে তোমার কথা বুঝ্‌তে পাল্লেম। ঐ সব জিনিসই আমরা খেয়ে থাকি।"

দোকানীর বেতন দেওয়ার স্বার্থকতা প্রদর্শনের জন্য, বালক ভৃত্যটি পুনঃ পুনঃ অভিবাদন কোরে বোল্লে "আপনারা ভিন্ন সে সব চিজ্ আর খায় কে?—পয়সার তেমন সদ্ব্যবহার আপনারা ভিন্ন আর জানেই বা কে?"

বন্ধুদ্বয় সন্তুষ্ট হলেন। তদ্দণ্ডে চপ্ আর ক্লারেটের ফরমাস্ হয়ে গেল। আহারাদির শেষে দোকানী স্বয়ং দেখা দিলেন। অভিবাদন কোরে, আপনার দোকানদারীর মহিমা কীর্ত্তন কোরে, শেষে সাড়ে সাত শিলিঙের এক মৌখিক বিল দাখিল কোল্লেন। বর্গমঠ তৎক্ষণাৎ একটা মোহর ফেলে দিলেন। দোকানী বোল্লে "ভাঙানীটা এখনি পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বাধা দিয়ে বর্গমঠ বোল্লেন "নানা। আমি রুপার টাকা স্পর্শও করি না। সে সব তোমার ছোক্‌রা চাকরটিকে পুরস্কার দাও গে যাও।" দোকানী প্রস্থান কোল্লে।

রাত যখন ৮ টা, তখন গুরুণশীর একমাত্র বন্দর সেণ্ট পিটরে জাহাজ পৌঁছিল। পূর্ব্বে পত্র লেখা হয়েছিল। কুমারীর গৃহকর্ত্রী চাকর গাড়ী নিয়ে হাজির ছিলেন। আমরা পৌঁছিতেই গাড়ী পেলেম। তৎক্ষণাৎ গাড়ীতে উঠে রওনা হলেম।

অষ্ট নবতীতম লহরী।

আমার নবম আশ্রয়।

গুরুণশী দ্বীপ ইউরোপের দক্ষিণ উপকণ্ঠে অবস্থিত। যদিও এই চল্লিশ মাইল পরিধি বিশিষ্ট দ্বীপ ইংরাজ শাসন বিধিরই অধীন, তথাপি তাদের নিজের শাসনেই অধিকতর শাসিত হয়। স্থানটি বড় রমণীয়।—বিশেষ লুরার এই উদ্যান মধ্যস্থ প্রাসাদটি বড়ই মনোরম। প্রাসাদ, নগরের কোলাহলের বহুদূরবর্ত্তি। বাড়ীটি বেশ। লুরার পিতা মধ্যে মধ্যে এই বাড়ীতে এসে শান্তি লাভ কোত্তেন। পিতার মৃত্যুর পর প্রতি বৎসর পিতৃব্যপত্নীর সঙ্গে কুমারী এই দ্বীপ বাসে আস্‌তেন। বনেদী বড় মানুষ, বৎসরের মধ্যে দু এক মাসের জন্য বাস, তথাপি সর্ব্বদার জন্য প্রয়োজনীয় দাস দাসী সব নিযুক্ত। প্রভুর সঙ্গে তাদের দেখা সাক্ষাৎ অতি কম; সুতরাং তারা যে এক রকম সরকারী পেনসন বৃত্তি প্রাপ্ত লোকের মত অলসেই সময় কাটাবে, তার আর বিচিত্র কি? দুই দিনের মধ্যেই সমস্ত দাসদাসীদের স্বভাব চরিত্র বেশ কোরে জেনে নিলেম! গৃহ-কর্ত্রী, যাঁর উপরে বাড়ীর সকল বিষয়েরই তত্ত্বাবধানের ভার নাম তাঁর বিবি থর্ণটন! বয়স হয়েছে, অতি রোগা, সর্ব্বদাই গম্ভীর। খানসামা মতী, সর্ব্বদাই সে খোস্ মেজাজী; যেন বড়ই গর্ব্বিত,—সকল বিষয়েই তার অগ্রাহ্য। এক বৃদ্ধমালী আছে, সে লোকটা অতি বৃদ্ধ! বয়সের দোষে বেচারা শ্রবণশক্তি এমন ভাবে হারিয়েছে যে, একটি কথা তার কর্ণ গোচর করার আবশ্যক হলে, বক্তার ফুস্‌ফুসের পীড়া হয়ই হয়। দাসীর নাম জয়ন্তী। অল্প দিন সে নিযুক্ত হয়েছে। এখনও সে অন্যান্য চাকরদের মত কাজে কুড়ে, হয় নাই, তবে আশা আছে, অচীরে সে অন্যান্য চাকরদের মত, স্বভাবটাকে গড়ন পিটন কোরে নিতে পার্ব্বে!

ঘর স্থির হয়েছে, উপরে। কুমারী যে ঘরে শয়ন করেন, পার্শ্বচারিণী সহচরী আমি, আমার ঘর তার পাশেই নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। চাকরদের তাতে ক্রোধের সীমা নাই, হিংসায় যেন তারা একটা দল বেঁধে ফেলেছে। আমি কিন্তু যথাসাধ্য তাদের মন যুগিয়েই চলি। দল বলে পুষ্ট তারা, একটু ভয় রাখ্‌তে হয়। কুমারী তা বেশ বুঝ্‌তে পেরেছেন। তিনি প্রকাশ্য ভাবে—বোধ হয় আমার সন্তোষের জন্য প্রকাশ্য ভাবেই বোলেছেন, তবে অনেক দিনের—কুমারীর পিতার আমলের লোক তারা, সহসা জবাব দেওয়া উচিত নয়। আমারও তা ইচ্ছা নয়। তারা যে সন্দেহ

কোরেছে, সেই সন্দেহটা ভঞ্জন হয়ে যায়, আমি যে তাদের অনিষ্ট কারী নই এইটেই যাতে তারা বুঝ্‌তে পারে, তা হলেই হলো।

কুমারী এসেছেন।—পল্লিতে কুমারীর আগমন সংবাদ আগমন মাত্রেই ঘোষণা হয়ে গেছে , দলে দলে নরনারীরা কুমারীর সহিত সাক্ষাৎ সন্দর্শন কোত্তে আস্‌ছে।—হতাশ হয়ে হয়ে সকলে ফিরে যাচ্ছে। কুমারীর একে ত ভয়ানক প্রাণের অসুখ, তার উপর আবার পথশ্রম। কাজেই তিনি সাধারণ লোকের সঙ্গে মিশ্‌তে পাচ্ছেন না।

আমাদের এখানে আস্‌বার এক সপ্তাহ পরে, এক দিন সন্ধ্যাকালে চাকরদের ঘরে বোসে চা খাচ্ছি, দাস-দাসী সকলেই সেই ঘরে উপস্থিত আছে। আমার পানভোজনের জন্য ঘর নির্দ্দিষ্ট ছিল, কিন্তু সত্য কথা বোল্‌তে কি, তাদের সন্তুষ্ট রাখ্‌বার জন্য আমি তাহাদের মধ্যেই একত্রে পান ভোজন কোত্তেম। সন্ধ্যার সময়টা দাসদাসীদের বিশ্রাম! মদটা কিছু অধিক মাত্রায় চোলেছে। সকলেই একটু প্রকৃতি বিরুদ্ধ ভাবে আছে। থেকে থেকে জয়ন্তী বোল্লে "আমাদের কুমারীর না জানি কি কাণ্ডই ঘটেছে। হাঁ, নিশ্চয়ই বোল্‌ছি, আমি জান্‌তে পেরেছি, ব্যাপারটার ভিতরে বেশ—একটা গুরুতর রহস্য আছে।"

মতী বোল্লে "নিশ্চয়ই!—বেশ—খুব বড়র হস্যটাই আছে এর ভিতরে।"

বিবি থর্ণটন, যিনি এই বাড়ীর গৃহ কর্ত্রী তিনি গম্ভীর বদনে যথাসম্ভব স্বীয় পদ ও সেই পদের ক্ষমতা প্রদর্শন কোরে বোল্লেন "তা অত চিন্তার কি প্রয়োজন! মেরীকে কেন জিজ্ঞাসা কর না। মেরী নিশ্চয়ই বোল্‌বে।"

মতী একবার ভাল কোরে মাথানাড়া দিয়ে বোল্লে "অবশ্যই মেরী বোল্‌বে। বোল্‌বে না কেন? মেরীও চাকর, আমরাও চাকর। কমটা আমরা কিসে?"

মনের মত কথাটা মতীর মুখ হতে যেন উধাও কোরে নিয়ে, টক্‌টকে লাল নাসিকা ফুলিয়ে জয়ন্তী বোল্লে "কমটা কিসে আমরা? আমার পিতা একজন গ্রামের বিচারপতি ছিলেন।" মতী বোল্লে "আরে সে কথা কও কি? আমার পিতা একজন বিখ্যাত মুটের সর্দ্দার ছিল। পাঁচ পাঁচ মন, তুলা দাঁড়ীতে মাপ করা পাঁচ মন এক মাথায় নিতে পাত্ত সে। লোকটা ছিল ভারি হুসিয়ার। মদ খেত কি?—সেরি, সেম্পিন, আর বীর সরাব। খাবার বন্দেজ ছিল কি?—তাজা তাড়া দশ আলু, এক ছিটে লবণ, আর আস্ত গরুর এক খানা আস্ত ঠ্যাং!"

গম্ভীর বদনে গৃহকর্ত্রী গম্ভীর ভাবে বোল্লেন "আর আমার পিতা যে এক জন বহুদর্শী বিনামা প্রস্তুত কারক ছিলেন।—তাঁর আপন হাতের জিনিস ব্যবহার কোরে, লণ্ডনের প্রধান বিচারপতি বলেছিলেন,—চমৎকার!"

মতী আসল বিষয়ের খেঁই ধোরে বোল্লে "বল তবে মেরী। ঘটনাটা খোলসা বল।"

আমি অবশ্য অতি নম্র ভাবেই উত্তর দিলেম। আমি বোল্লেম "যদি কুমারীর নিষেধ থাকে, তা হলে আমি কথনই তাঁর সে বিশ্বাস ভঙ্গ কোত্তে পার্ব্বনা। আর আমি নিজে যদি কোনও বিষয় প্রকাশের অযোগ্য বোলে মনে করি, তাহলেও সে কথাও অবশ্য আমি প্রকাশ কোর্ব্বনা। বোধ হয়, এই উত্তরেই তোমরা সন্তুষ্ট হবে।"

জয়ন্তী ক্রোধের তরঙ্গ সহ্য কোত্তে পাল্লে না। চীৎকার কোরে বোল্লে "আস্পর্দ্ধাও কম নয়! কি এত ভয়? আমি স্বয়ং গিয়ে জেনে আস্‌বো।"

গৃহ কর্ত্রী সহযোগীতা কোরে বোল্লেন "আস্‌বোই ত। কুমারীর কথাও যা, আমাদের কথাও তা। আমরা সে কথা জান্‌বো না?"

আর অপেক্ষা কোল্লেম না। ভয়ে ভয়ে আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঘরে এসে শয়ন কোল্লেম। এত গুলি শত্রুর শত্রুতা হ'তে আত্ম রক্ষা করা, বড়ই বিষম!

সর্ব্বদাই প্রায় কুমারীর সঙ্গে সঙ্গে থাকৃতে হয়। কেতাব পড়ি, তিনি শোনেন, কিন্তু শুন্‌তে শুন্‌তে যেন আত্মহারা হয়ে যান, আধ ঘণ্টা যেন অচেতনে ছিলেন, ঠিক এমনি ভাবে যেন জাগরিত হলেন; কি পোড়েছি, কতদূর পোড়েছি, এক বর্ণও স্মৃতিতে আন্‌তে পারেন না। ক্রমেই মানসিক অবস্থার অবনতি।

একটু একটু বেড়ালে অনেক অসুখ নিরাময় হয়। গাড়ী ছিল, এক জোড়া ঘোড়া ভাড়া কোরে এনে, নিত্য নিত্য বৈকালে ভ্রমন কোত্তে আরম্ভ করা গেল। ফলও হলো ভাল। কুমারী যেন ততক্ষণের জন্য একটু শক্তি পান, যেন প্রাণের দুর্ভর বোঝাটা তখন যেন একটু নেমে যায়; তাই বুঝেছি ফল, হয়েছে। বিশেষ বেড়াতে গেলে, লোক সংঘর্ষও ঘটে। যারা যারা বিশেষ আত্মীয়, চোকে চোকে পোড়লে কথা না কয়ে কখন থাকা যায় না, কুমারীও তা পারেন না। লোকের সঙ্গে কথার প্রসঙ্গেও একটু আরাম বোধ কোত্তেন; কিন্তু কোন নিমন্ত্রণ গ্রহণও কোত্তেন না, নিমন্ত্রণ কোত্তেনও না।

এক দিন উপকূল ভ্রমণে গেলেম। যদি কুমারী লুরা সমুদ্রের প্রশান্ত ভাব দর্শনে শান্তি পান, এই ভেবে উপকূল ভ্রমণে গেলেম।—ফিরে এলেম যখন, বেলা তখন তৃতীয় প্রহর অতীত। বস্ত্র পরিবর্ত্তন কোরেই রন্ধনশালায় গেলেম। দেখ্‌লেম, জয়ন্তী বোসে আছে। বড়ই ক্ষুধা হয়েছে, জয়ন্তীকে বোল্লেম "জয়ন্তি! কিছু খাবার আছে কি?"

জয়ন্তী পূর্ব্ববৎ গম্ভীর ভাবে বোল্লে "আমি তার কি জানি?"

"ভাণ্ডারের চাবী তোমার কাছে আছে কি? চাবিটা পেলে আমি নিজেই দেখে শুনে নিতেম।"

"চাবি নাই। চাবি টাবির বড় খোজ খবর আমি রাখি না।"

হতাশ হয়ে গৃহকর্ত্রীর নিকট গেলেম। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "ভাণ্ডারের চাবি কোথায় ?"

"তুমি অবশ্য গৃহকর্ত্রী নও। তোমাকে চাবি দিয়ে বিশ্বাস কি ?"

"তবে তুমিই কিছু খাবার দেবে এস। বড়ই ক্ষুধা পেয়েছে আমার।"

"আমি তোমার হুকুমের চাকর নই। ক্ষুধা পেয়েছে তোমার ? পেয়েছে ত পেয়েছে। আমার তাতে কি ? চাকর লোকদের খাবার সময় হাজীর হও নাই কেন ?"

"আমি কুমারীর সঙ্গে গিয়েছিলেম, তা বোধ হয় জান তুমি।"

বিদ্রূপ কোরে গৃহকর্ত্রী বোল্লেন "সমুদ্রের হাওয়া খেয়ে কেন পেট ভরিয়ে এলে না! ঐ খাও।" বাম হস্তের তর্জ্জনী হেলায়ে গৃহকর্ত্রী এক ঝুড়ি ঢাকা পাত্র দেখালেন। ক্ষুধা হয়েছে, অধৈর্য্য হয়ে পোড়েছি, বিদ্রূপ রহস্য গ্রাহ্য না কোরে ঝুড়ির নিকট গেলেম, চঞ্চল হস্তে ঝুড়ীর ঢাকা অপসারিত কোরে দেখি, সে খাদ্য কুকুরেও হয়ত খায়না। হতাশ হয়ে প্রস্থান কোল্লেম। আপনার ঘরে পাঁচ মিনিট কাল অপেক্ষা কোল্লেম। যদি এই সময়ের মধ্যে গৃহকর্ত্রী নিজের অন্যায় ব্যবহারের ফলাফল চিন্তা কোরে দেখে; আমার এই অবস্থার কথা যদি তার মনে পড়ে; এই অভিপ্রায়ে অপেক্ষা কোল্লেম। একবার ঘণ্টা ধ্বনিও কোল্লেম। কারও সাক্ষাৎ পেলেম না। বড় কষ্ট হয়েছে—কেঁদে ফেল্লেম। কুমারী এসে উপস্থিত!—থাকৃতে পাল্লেম না।—আমার অবস্থা তিনি বুঝ্‌তে পাল্লেন। সস্নেহ বচনে দুঃখিত হয়ে কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন। গোপন কোত্তে পাল্লেম না। বোলে ফেল্লেম।

কুমারী বড়ই দুঃখিত হ'লেন। কুমারী তখনি চাকরদের সব ডেকে পাঠালেন!—সকলেরই প্রতি অনুযোগ কোল্লেন। এক কালেই অস্বীকার। পরস্পর পরস্পরের সাক্ষী দিয়ে কথাটা একবারে উড়িয়ে দেবারই চেষ্টা। সফল হতে পাল্লে না। কুমারী বিশেষ কোরে চাকরদের ধমক দিয়েদিলেন!—ভবিষ্যতে এমন কাজ হলে তিনি তাদের বিদায় দিতে বাধ্য হবেন, এমন পর্য্যন্ত তাদের জানিয়ে দিলেন।—চাকরদের রাগ বরং বৃদ্ধি বই হ্রাস হলো না। তখনি তখনি তারা আমার প্রতি যে ভাবে দৃষ্টি দিলে, তাতেই বুঝ্‌লেম, শত্রুতা সাধনে এরা কখনই ক্ষান্ত হবে না। বাড়ীর চাকর সকলে আজ এক যোগ!

নব নবতীতম লহরী।

চিরহরিৎ মাধবী-কুঞ্জ।

আমাদের বাড়ীর নিকটেই একটি মনোরম চিরহরিৎ মাধবীকুঞ্জ। বৃক্ষ লতারা পরস্পর পরস্পরকে আলিঙ্গন কোরে স্থানটিকে যেন অন্ধকার কোরে রেখেছে। চন্দ্রসূর্য্যের কিরণ সেই মাধবীকুঞ্জের ভিতর প্রবেশ কোত্তে পারে না। বৃক্ষসকলের তলদেশ বেশ পরিষ্কার। চাকরেরা আমাকে অপমানিত লাঞ্ছিত—যারপরনাই অপদস্থ কোত্তে প্রাণপণে চেষ্টা কোচ্ছে। সর্ব্বদাই সেই জন্য বড় মনের অসুখ! একটু অবকাশ পেয়েছি, তাই নির্জ্জন স্থানে আপনার মন্দভাগ্যের অবিরাম চিন্তা কর্ব্বার জন্য ঐ মাধবীকুঞ্জে প্রবেশ কোল্লেম। একটি বৃক্ষতলে উপবেশন কোরে আমার জীবনসহচরী চিন্তাকে আহ্বান কোল্লেম। আপন মনে ভাব্ছি, বৃক্ষ সংঘাতের পাশে দুটি মানুষে খুব সতর্কতার সঙ্গে কথোপকথন, একটু মনোযোগ দিয়ে শুন্তে লাগ্লেম।

মতী বোল্লে "যদি তুই পারিস্, তা হলে আর তোকে এক ফোটা ধেনো মদের জন্য ডা ডা কোত্তে হবেনা। যে দিন কায শেষ, বুঝ্লি, সেই দিনেই একবারে লণ্ডনে!—দিন কতক বাবুগিরি যা কর্ব্বি, তা, হঁ—যেন একজন রাজপুত্তুর!—পার্ব্বি তুই! আমি বুক ঠুকে বোল্তে পারি, নিশ্চয়ই তুই পার্ব্বি।"

দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্লে "তা পারি, কিন্তু টাকাটা দেবে ত? কাজ হাত কোরে শেষে লম্বা দেবে না ত? উইলসন্ লোকটা কে?" এ লোকটাকেও চিন্লেম। বৃদ্ধ মালীর পৌত্র।—নাম এডগার।

মতী বোল্লে "তবে তুই কথাটা আগা গোড়া শোন্। বোলে যাই তবে আমি। বুঝলি?—শুঁড়িখানায় উইলসনের সঙ্গে আমার প্রথম সাক্ষাৎ। লোকটা যেন কি এক কথা বলে, আবার বলে না। বেশ চালাক আছি কি না; ভাবটা পোড়তে না পোড়্তে ধাঁ কোরে এঁচে নিলেম। হাত ধোরে, আড্ডাখানার বাইরে আনলেম। সব কথাই প্রকাশ কোল্লে। উইলসনের মনিব একজন ফরাসী, খুব বড় লোকের সন্তান। আর ভাবিস্ কি, তার চাকরের পকেটে যখন দুহাজারের দুকেতা নোট্, তখন মনিবটাকে কেন এঁচেই নে না! বুঝ্লি!—তিনি আমাদের লুরাকে ভাল বেসেছিলেন!—দুজনেই বুঝলি, ভালবাসায় ডুবু ডুবু হয়েছিল, শেষে

ঐ ধাড়ী মাগি! বুঝ্তে পাল্লি ত, কারে বোল্লেম!—সেই মেরী না! মেরী প্রাইস।—বজ্জাতের এক শেষ! ঐ বেটী কি এক কথা লাগিয়ে বিয়েটা পণ্ড কোরে দিয়েছে!—এখন ভালবাসার খাতিরে লুরা—যেমন মর মর বুঝ্লি, ফরাসী বাবু-টিও তেমনি মর মর! তাই প্রাণের টানে তিনি এখানে এসে হাজির!—গোপনে বাড়ী ভাড়া নিয়েছেন!—কেবল এক দিন রাত্রে পোড়ে বাইরে আনা, আর গাড়ীতে বোঝাই কোরে দেওয়া। তার পর এমন উধাও কোরে নিয়ে যাবে, এমন গোপনে রাখ্বে যে, আকাশ আর নদীর তরঙ্গ, এরা ভিন্ন তার একটি কথারও কেহ উত্তর দিবে না। তার পর নগদ নগদ টাকা চুকিয়ে নেওয়া, আর জাহাজের টিকিট ঘরে হাজির হওয়া।"

এডগার বোল্লে "দেখ ভাই, স্পষ্ট কথা বলি। তোমাকে আমাদের তেমন বিশ্বাস নাই। আমি যদিও করি, ভাই আমার তা কোর্ব্বে না। জান ত?—সে একটা বদ্ধ গোঁয়ার। কাল তোমার উইল্‌সন্‌কে নিয়ে এসো। সকলের সাম্‌না সাম্‌নী সব দেনা পাওনার কথা হবে।"

মতী সম্মতি জানিয়ে——দুজনে কাল সন্ধ্যার সময় এই খানে দেখা সাক্ষাৎ হবার প্রস্তাব ঠিক কোরে, প্রস্থান কোল্লে।

সর্ব্বনাশ!—এত বড় বিষম বিপদের কথা! চোল্লেম, খুব দ্রুতপদে এক রকম হাঁপাতে হাঁপাতে দালানের সাসীর কাছে দাঁড়ালেম। লুরা একাই সেই স্থানে তখন ছিলেন। আমার ভাব দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি। ব্যাপার কি?" ইঙ্গিতে নীরব হতে বোলে সাসী খুলিয়ে নিয়ে ভিতরে প্রবেশ কোল্লেম। একটু বিশ্রাম কোরে, সমস্ত কথা খুলে বোল্লেম।

দুঃখিনী বড়ই দুঃখিত হ'লেন। অশ্রুজলে প্লাবিত হয়ে মর্ম্মোচ্ছাসের দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "জানইত মেরী, আমি তাঁকে ভাল্‌বাসতেম! ভালবাস্‌তেম কি, এখনও আমি তাঁকে ভুল্‌তে পারি নাই। পারি এখনি, পুলিসের হাতে দিয়ে তাঁর যদি কোনও পাপ থাকে, সে পাপের প্রতিফল দিতে পারি আমি, কিন্তু সে ত হয় না। যে কলঙ্ক ঘুচাতে মেরী, এই সুদূর দ্বীপে প্রবাসে এসেছি, তাই আবার বৃদ্ধি কোর্ব্বো? যে দেশে যে যেখানে সংবাদ পত্র পড়ে, তাদের কি এ সংবাদ জান্‌তে বাকী থাক্‌বে?—আর তাও যদি হয়, কিন্তু এই অতি অল্প দিন পূর্ব্বে, যাকে হৃদয়ের মধ্যে বাসা দিয়েছিলেম, তাকে কারাবাসে দেওয়া, তাও কি পারি মেরী?" কুমারী মর্ম্মদাহে যেন অধীর হয়ে উঠ্‌লেন। অনেক ক্ষণ নীরব থেকে আবার বোল্লেন "তবে আর উপায় কি আছে?—আমার আর জ্ঞান বুদ্ধি ত কিছু

নাই। তুমিই যা হয় কর কিছু! কাল তারা সন্ধ্যার সময় মাধবীকুঞ্জে আবার মিলিত হবে, কেমন?”

কাল সন্ধ্যার সময় ঐ মীমাংসার দিনস্থির হয়েছে। যাব আমি!—গোপনে থেকে—পাপাত্মাদের সকল কথাই আমি শুনে আস্‌বো!—কিন্তু যদি কালই পাপ ঘটনাটা ঘটে? কাল রাত্রেই যদি দিন স্থির হয়? তা হলে ত সময় পাব না!”

“তবে আর আশা নাই মেরী। চল, কালই আমরা চোলে যাই। অন্য একটা দেশে কালই পালাই চল, কাজ কি আর এখানে।”

“না, তাতে প্রয়োজন নাই। কাল দুজনে এক ঘরেই শয়ন কোর্বো। পুলিশে সংবাদ দিয়ে রাখা যাবে, কাল রাত্রে এক দল চোর পোড়বে, আমরা কোনও সূত্রে তার সন্ধান পেয়েছি। তা হলেই রাত্রে পুলিশের পাহারা পাওয়া যাবে। যদি আসে, ধরা পোড়বে, চুরী করার অপরাধে শাস্তি পাবে।”

“যদি তিনি থাকেন?” দুঃখিনীর প্রাণে আর কত সহ্য হয়! বিসাদিনী বাল্লেন “যদি তিনি আসেন? তিনিও ত তবে চোর বোলে গেরেপ্তার হবেন! হায়! অভাগিনী—”

“তিনি কখনই আসবেন না! ডাকাত যে, সে কখন চোর সাজেনা। তাতে কোন ভাবনা নাই।”

“তবে তাই কর মেরী। কাল আমি নগরের শান্তিরক্ষককে পত্র দিব।—তুমিই এব একটা ব্যবস্থা—কর।”

বিদায় নিলেম। রাত্রে নিদ্রা হলোনা। বিষম কার্য্য ভার গ্রহণ কোরেছি,—আসন্ন বিপদ! নিদ্রা হলোনা। কোন কোন উপায় অবলম্বন কোল্লে কি প্রকারে ফল হবে, সেই সকলের মীমাংসা কোত্তেই রজনি প্রভাত।

প্রভাতে নগরে গেলেম শান্তিরক্ষককে পত্র দিয়ে মুখে মুখে অবশিষ্ট ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণন কোরে কি ভাবে কার্য্য কত্তে হবে যথাসাধ্য তার একটা বিবরণ দিয়ে ফিরে এলেম কুমারীকে সমস্ত ঘটনা জানালেম।

কুমারীর পত্র নিয়ে বৈকালেই বাজারে গেলেম কুমারি এখানকার অপরিচিত নন! এদেশে তাঁর মান সম্ভ্রম আছে।

এদিকে সমস্ত আয়োজন ঠিক কোত্তে সন্ধ্যা হয়ে গেল। সামান্য মাত্র জলযোগ কোরে মাধবীকুঞ্জে প্রস্থান কোল্লেম। সুকার্য্যে গমন, ভগবান যেন বিপদে না ফেলেন! খুব সাবধানে সাবধানে, প্রতিপদ বিক্ষেপে সতর্কতা অবলম্বন কোরে, মাধবীকুঞ্জের এক অন্ধকার ছায়া তলে গিয়ে দাঁড়ালেম। মতী আর উইলসন, দুজনে তখন কথা বার্ত্তা হোচ্ছে। মালীর পৌত্রদ্বয় এখনও এসে যোগ দান করে নাই।

মতী বোল্লে "তা তোমার মনিব টাকাটা দেবেন কিনা, হরি আর এডগারের এই ভয়। তোমার মনিব অবশ্য তাতে খুবই রাজি আছেন? কিন্তু আর এক কথা। কুমারী লুরা বড় তেজী মেয়ে। এমন ভাবে গোপনে হাত কোত্তে গেলে, শেষে তিনি তোমার মনিবের জ্বলন্ত ভালবাসার আগুণে ঠাণ্ডা জল ঢেলে না দেন।"

উইলসন্ ব্যাঙ্গ কোরে বোল্লে "আর তাতে তুমি নিশ্চিন্ত থাক, মেয়ে লোকের তেজ আর আমার তেজ, তাদের বিক্রম আর আমার বিক্রম। তবে তেজ যদি বল, ত সেই ছুঁড়ীর। সেই মেরী প্রাইসের!"

"হাঁহাঁ। কথায় কথায় বেশ কথাটা মনে কোরে দিয়েছ হে! সে দিন যে বোলেছিলে আপেল্টনের ভয়ে তুমি মেরীকে আটকে ফেলেদিলে! তবে সে আবার মুক্তি পেলে কি কোরে?"

"রক্ষকের দোষে! যে দিন মেরী সেই বুড়া সাহেব খুড়া আপেল্টনকে পত্র লেখে, তখনি ত আমার প্রাণ উড়ে যায়। ব্যাটা আমাদের প্রভুকে আর আমাকে ঘরের মধ্যে একদিন বেঁধে রেখেছিল, আবার সেই বিপদ। তখনি ব্রাউটনে গিয়ে বন্দোবস্ত সব ঠিক ঠাক কোল্লেম। ফন্দিমত কাজও হলো, রক্ষকের গাফিলতীতে ছুঁড়ীটা ছোট্‌কে গেল, গেল সে কেমন, ঠিক একবারে সময় সময়। আর পাঁচ মিনিট হলেই কাজটা হাত হয়ে এসেছিল আর কি!"

"চুপ চুপ! ঐ যে তারা এসেছে।" বোলতে না বোলতে এডগার আর হরি এসে উপস্থিত। সাক্ষাৎ পরিচয় হয়ে গেল। তার পর কাজের কথা উত্থাপন হলো। হরি লোকটা কিছু ঘাগী গোচ। সে বোল্লে "কাজ আমি কখন হাত ছাড়া করি না, তবে টাকাটা দেবে কখন?"

"এখন অর্দ্ধেক, আর যে মুহূর্ত্তে কুমারীকে তোমরা গাড়ীতে তুলে দেবে, বাকী অর্দ্ধেক তৎক্ষণাৎ কড়ায় গণ্ডায়।"

"বেশ কথা! ভদ্র লোকের মত কথা। কবে দিন স্থির হয়েছে?"

উইলসন বোল্লে "আজই। প্রভু আমার বড় উৎকণ্ঠিত হয়েছেন। কাজটা হলোই যখন, তখন আর তাঁকে উৎকণ্ঠার কষ্টটা দিয়ে লাভ কি? বিশেষ কাজ তাঁর হাতে বিস্তর সন্তোষে রাখ্‌তে পাল্লে, এমন কাজ প্রায়ই তোমরা পাবে। এখন উপায় যা স্থির আছে, শুনে যাও। ঠিক যখন রাত ১২টা বাজবে, সেই সময় রাস্তায় গাড়ী থাকবে। তোমরা তিন জনে সেই সময় বাড়ীর মধ্যে ঢুকে যাবে। মেরীর দরজাটা আগে বন্ধ কোরে দিয়ে আমি স্বয়ং থাকবো, সেই দরজায় দাঁড়িয়ে। বন্দুক নিয়ে আমি অন্য সকল চাকরদেরও গতিরোধ কোত্তে পার্কো। তোমরা তিনজনে

কুঠরীর দরজাটা ধাক্কার চোটে ভেঙে ফেলে—তার মুখে কাপড় বেঁধে রাস্তায় এনে হাজির কোর্ব্বে। হাজির কোন্তেই দেখ্‌বে, সম্মুখে গাড়ী। গাড়ীতে তুলে দিতেই দেখ্‌বে, হাতের উপর নূতন কলের চক্ চকে টাকার রাশ !" উইল্‌সন বিকট হাস্য কোল্লে! কুঞ্জটা পর্য্যন্ত যেন হাসির ধমকে কেঁপে উঠ্‌লো।

কথা বার্ত্তা স্থির কোরে দস্যু চতুষ্টয় প্রস্থান কোল্লে। যা ভেবেছি, ঠিক তাই। আজই—দিনস্থির!—বিপদের বিলম্ব আর বড় বেশী ৫ ঘণ্টা! দ্রুতপদে ফিরে এলেম।—কুমারীকে সমস্ত ঘটনা জানিয়ে রাখ্‌লেম।

শততম লহরী।

প্রায়শ্চিত্ত।

দাস দাসী সকলে নিদ্রিত। রাত্রি সাড়ে দশটা বেজে গেছে। কুমারী লুরাকে সাহস দিয়ে, পিস্তল দুটিতে বারুদ গুলি পুরে—ঠিক কোরে টেবিলের উপর রেখে দিলেম। একটা টেবিলের পাশে আলো রেখে, এক থান মোটা চাদর দিয়ে আলোটাকে ঢেকে রাখ্‌লেম। সহসা চাদর খানা সরিয়ে নিলেই ঘরের মধ্যে আলো হয়, এমন উপায় রহিল। এই সব বন্দোবস্ত কোরে, বারটার অপেক্ষায় রইলেম। দুজনেই নীরব।

মতী একবার চারদিক ঘুরে দেখে গেল। অনুসন্ধান নিয়ে গেল, আমরা এখনও চেতন আছি কিনা। নিঃশব্দে দুজনে বোসে আছি, মতী আমরা নিদ্রিত আছি জ্ঞানে সন্তুষ্ট হয়ে ফিরে গেল।

কুমারী লুরা ঘড়ি খুলে দেখ্‌লেন, বারটা বাজতে আর দশ মিনিট মাত্র বাকী। দশ মিনিট কি পনর মিনিট পরে সেই দুর্ঘটনা, যার ফলাফল এখন আমরা ভাবতেও পাচ্ছি না, সেই দুর্ঘটনা ঘোট্‌বে। আরও সতর্ক হয়ে দরজার দিকে চেয়ে বোসে রইলেম

একটু পরেই তিন চারজন লোকের অস্পষ্ট পদশব্দ শুন্‌তে পেলেম। বুঝলেম, দুরাত্মারা এসেছে! দরজার কাছে এসেই, জোড়া জোড়া লাথি!—দরজা খুলে গেল!—সম্মুখেই মতি আর হরি! দুজনেই তখন পিস্তল দুটি দস্যুদের দিকে ধোরে বোল্লেম "এক পা যদি অগ্রসর হবি, পিস্তল্ ছুড়বো।"

যে চাদর দিয়ে আলো ঢাকা ছিল, ইতিপূর্ব্বে তা সরিয়ে ফেলা হয়েছে, আলো দিয়ে দেখ্‌লেম, মালীর পৌত্র স্বয়ং সেই এডগার আর মতী। উইল্‌সন্ ছিল আমার ঘরের দরজায়। ছুটে এসে, একটু যেন ভীত হয়ে বোল্লে "মেরী?—মেরী ত তার ঘরে নাই!"

উত্তেজিত কণ্ঠে আমি স্বয়ং উত্তর দিলেম, "এই যে আমি, অদ্য এই খানেই আছি। উইল্‌সন্!—দুরাচার মনিবের পাপাত্মা ভৃত্য, তোমাদের সকল কথাই প্রকাশ পেয়েছে। তোমার মনিব এতক্ষণ হয় ত পুলিশের হাতে গেরেপ্তার হয়েছেন। আর দেখ কি?"

উইল্‌সন্ আমার কথায় কর্ণপাত না কোরে বোল্লে "জানি জানি। তাকে আমি ভালই জানি।—পুলিশের হাতে ধরা পড়া মনিবের চাকরী আমি করি না। যা না রে ছোঁড়ারা, ধর না।"

"আবার!—" কুমারী বোল্লেন "হরি! আবার? আমার অন্নে প্রতিপালিত হয়ে শেষে তোমাদের এই ব্যবহার?।"

এডগার আর দাঁড়াতে পাল্লে না। হরিও পলায়ন কোল্লে। আগ্নেয় অস্ত্র সজ্জিত কোরেছিলেম, ভগবানের কৃপায় ব্যবহার কোত্তে হলো না। দুজনেই চাকর দের ঘরে গেলেম। গৃহকর্ত্রী তখন নিদ্রিত!—জয়ন্তী উঠেছে, কাঁপ্‌ছে!—মতীর ঘরে গেলেম। মতীর ঘরের দরজা তখনও বন্ধ! ডাক্‌লেম, উত্তর নাই। কুমারী বোল্লেন "মতী,—বেরিয়ে এস। জানি আমি, তোমার ব্যবহার আমার কিছুই অজানা নাই। বেরিয়ে এস! আমার আদেশ, এস তুমি।"

কাঁপতে কাঁপতে মতী বাইরে এল। কুমারীর পদতলে পোড়ে কাঁদতে লাগ্‌লো। পশ্চাৎ দ্বার দিয়ে পালাতে উপদেশ দিলেম। মতী তৎক্ষণাৎ পলায়ন কোল্লে।

রাত আর অধিক নাই। শয়ন কোল্লেম।—প্রভাতে উঠে দেখি, কুমারী ভয়ানক পীড়িতা হয়েছেন। ভয়ানক জ্বর—প্রলাপ উচ্চারণ কোচ্ছেন। ভীত হলেম। তৎক্ষণাৎ জয়ন্তীকে ডাক্তার ডাক্‌তে পাঠালেম। জয়ন্তী আর ফিরে আসেনা। হয় ত, জয়ন্তী পলায়ন কোরেছে। হয় ত সে আর ফিরে আস্‌বেনা। এই ভেবে দরজা আর ঘর কোচ্ছি, জয়ন্তী এসে উপস্থিত। জিজ্ঞাসা কোল্লেম"জয়ন্তি! ডাক্তার?—ডাক্তার আস্‌ছেন কি?" জয়ন্তী উত্তরে বোল্লে "এখনি তিনি আস্‌বেন। বাড়ীতেই তিনি ছিলেন না। একটা লোক খুন হয়েগেছে। তাকেই দেখ্‌বার জন্য—খুনী আসামী ময়না কর্ব্বার জন্য তিনি আদালতে গিয়েছিলেন। এখনি আস্‌বেন তিনি।"

পনের মিনিট পরেই ডাক্তার এলেন। ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা কোল্লেন। সন্ধ্যার সময়

আবার এসে দেখে যাবেন, এমন আশা দিয়ে বিদায় হলেন। কুমারীর অবস্থা দেখে বড়ই ভীত হলেম। তখনি সমস্ত অবস্থা লিখে, মাননীয় কিংষ্টন-দম্পতিকে এই শোকবার্ত্তা জ্ঞাপন কোল্লেম। স্বয়ং গিয়ে চিঠি ডাকে দিয়ে এলেম।

চাকর চাকরাণী যারা এখনও নিযুক্ত আছে, কাকেও দিয়ে বিশ্বাস নাই। একা আমি রোগীর সুশ্রুষা করি, কি অন্য বিষয় দেখি শুনি; তাই এক জন নূতন দাসী নিযুক্ত কোরে, তাকেই আমার সহকারিণী কোরে নিলেম।

সন্ধ্যার সময় ডাক্তার এলেন। কুমারী তখন নিদ্রিত। ডাক্তার বোল্লেন "এখন আর নিদ্রা ভঙ্গ কোরে কাজ নাই। আমি বরং একটু অপেক্ষা করি। দেখ মেরি, আমি সংবাদ প্রাপ্তি মাত্রেই আস্‌তেম, কেবল একটা বাধার জন্য বিলম্ব হয়ে গেল। একটা লোক কাল শেষ রাত্রে খুন হয়ে গেছে। সাউদম্‌টন হতে কাল রাত্রে যে জাহাজ আসে, তাতেই দুজন গুপ্ত পুলিষের লোক ঐ লোকটাকে ধোত্তে আসেন। জালকরা অপরাধ গেরেপ্তারী পরওয়ানা বেরাতেই লোকটা লণ্ডন ত্যাগ কোরে পালিয়ে আসে। দুসপ্তাহ আন্দাজ এখানে এসেছে। পুলিশ দুজন কাল রাত্রেই ঐ লোকটাকে গেরেপ্তার করেন, রাত্রেই এখানকার হাজত গারদে জালিয়ৎ লোকটা কয়েদ থাকে। সকালে পুলিশ দুজন দেখ্‌তে জান; গিয়ে দেখেন, লোকটা এক খানা খুর দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। এ কাণ হতে আরম্ভ কোরে গলাটা সে কাণ পর্য্যন্ত কেটেছে। পাশেই সেই রক্ত মাখান খুর খানা পাড়ে আছে! তাই দেখ্‌তে গিয়েই আমার বিলম্ব।"

কি রকম একটা সন্দেহ হলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "লোকটার নাম কি?"

"নাম তার বিস্তর। অভিধানে এক একটা জিনিসের যেমন, শত শত নাম লেখা থাকে, এ লোকটার নামও তেমনি গণে শেষ করা যায় না! লোকটা আবার নাকি মার্কুইস!"

চিন্‌লেম। আর সন্দেহ রইল না। তথাপি বোল্লেম "মার্কুইস বিষকণ্ঠ নয় ত?"

"হাঁ হাঁ। ঠিক ঐ নামেই সে এখানে তার আত্মপরিচয় দিয়েছিল।"

সর্ব্বনাশ! পাপীর শাস্তি হয়েছে; বেশ হয়েছে, কিন্তু একথা শুন্‌তে পেলে কুমারী হয় ত প্রাণেই বাঁচবেন না। ডাক্তারকে অন্য প্রসঙ্গে এই খুণের কথা গোপন রাখ্‌তে বোল্লেম। ডাক্তার ঔষধ পত্র দিয়ে বিদায় নিলেন।

সমস্ত রাত্রি রোগীর শয্যাপার্শ্বে!—সমস্ত রাত্রিই প্রলাপ! রাত্রি শেষ হয়ে এসেছে! একটু যেন তন্দ্রা আসছে!—কুমারীর চীৎকারে নিদ্রা ভঙ্গ হলো! কুমারী চীৎকার কোরে বোলছেন "যাও—আমাকে আর তুমি স্পর্শ কোরো না। তুমি

অপবিত্র হয়েছ! আত্মহত্যাকারী তুমি! উঃ?—গলাটা নিজে নিজেই তুমি কেটে ফেলেছ! আমার বুকেও তুমি কেন অম্‌নি কোরে খুর খানা বসিয়ে দিলে না! দিয়েছ; খুর খানা ভোঁতা কিনা, তাই লোকে সে দাগ দেখ্‌তে পাচ্ছে না। তা একটু শান্‌ দিয়ে নিলে না কেন? কাট্‌লে যদি, তবে ভাল কোরেই কাট্‌লে না কেন?

আশ্চর্য্য! ইনি এ সংবাদ জান্‌লেন কি কোরে! এ সংসার! এ আশ্চর্য্যের সংসার, সকলই আশ্চর্য্য!

চার দিন পরে মাননীয় কিংষ্টন দম্পতি এলেন। ভাবনার অনেকটা যেন হ্রাস হয়ে গেল। কুমারী শ্রীমতীকে দেখে চিন্‌লেন, ভগ্নীর আদরে তাঁকে গ্রহণ কোল্লেন, কিন্তু কিংষ্টনকে দেখেই চিৎকার কোরে বোল্লেন "সরে যাও, সরে যাও, এখানে আর তুমি থেক না। ছুটে পালাও!—অপবিত্র আত্মঘাতী তুমি; তুমি আর এখানে কেন? গলাটা তোমার রক্তে যে ভেসে গেছে। যাও, ধুয়ে মুছে ফেল গে যাও।"

সকলেই অবাক! একি ভয়ানক প্রলাপ! ভগবান! দোহাই তোমার! অভাগিনীকে আর কিছু দিন এ সংসারে থাক্‌তে দাও!—তোমার ইচ্ছায় অভাগিনী এই মর্ম্মান্তিক দুঃখ তাপে একটু শান্তি লাভ করুক!

এক দিন অতীত হলো, আমার স্নেহময়ী কর্ত্রীর সঙ্গে কোনও কথা বলা হয় নাই। আজ একটু যেন ভাল বোলে বোধ হলো। নূতন কিঙ্করীকে তত্ত্বাবধানের ভার দিয়ে, শ্রীমতীকে নির্জ্জনে নিয়ে গিয়ে বিষকণ্ঠের সমস্ত কথাই জানালেম। যে দিন কিংষ্টন নিকেতন হতে বিদাই হই, সেই দিন হতে এ পর্য্যন্ত যত যত ছোট বড় ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সমস্তই অকপটে জানালেম। স্থির কর্ণে, বেশ মনোযোগের সহিত কর্ত্রী আমার সেই বর্ণনা শ্রবণ কোল্লেন।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "লুরা অতি অভাগিনী! তা না হলে তার কপালে এত যন্ত্রণা এত মনস্তাপ? অল্প বয়সে যখন অভাগিনী পিতৃমাতৃ-হীন হয়; তখনি তার ভাগ্য যে অতি মন্দ, তা আমরা বুঝতেই পেরেছিলেম। এখন ভাগ্যচক্র যেমন ধীরে ধীরে আবর্ত্তিত হচ্ছে, অভাগিনী তেমনি নিত্য নূতন মনস্তাপে—নিত্যনূতন নির্ঘাৎ বিষম্বাদে অবসন্ন হয়ে পোড়ছে। ডাক্তার বোলে গেছেন, মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে! হয় ত, পরিণামে, সকল দুর্ভাগ্যের শেষ দুর্ভাগ্য যে মত্ততা, তাই এসে দেখা দিবে। অভাগিনী শেষে হয় ত পাগল হয়ে ব। তাই ডাক্তার ব্যবস্থা দিচ্ছেন, আত্মীয় স্বজন, অর্থাৎ যাদের মুখের দিকে

চাইলে, সেই সব দুঃখের কথা, মনের মধ্যে জেগে জেগে উঠে; তারা কেহই লুরার কাছে থাক্‌তে পাবে না। লুরাকে অচিরেই অন্য স্থানে রাখা হবে। বোলেছি ত, আমার বাড়ীর দ্বার তোমাকে সমাদরে গ্রহণ কোত্তে, সর্ব্বদাই উন্মুক্ত আছে। তুমিও আমাদের সঙ্গে আবার আমাদের বাড়ী যাবে।"

"তবে কি অভাগিনী এই দারুণ দুঃসময়ে একাকিনী থাক্‌বেন? এত আত্মীয় স্বজন, অনুগত দাসদাসী থাক্‌তে, তিনি এত কি নির্ব্বান্ধবে থাক্‌বেন?"

"কি কোর্ব্বে বল? এটা কি ইচ্ছা কোরে হোচ্ছে মনে কর? ভবিতব্যে যা আছে মেরী, কে তা নিবারণ করে? তোমাকে নিয়ে যেতেম না।—সেখানে গেলে তুমি হয় ত সুখী হতে পার্ব্বে না কিন্তু কি করি বল?"

চমকিত হয়ে—ব্যগ্রতা জানিয়ে বোল্লেম "সে কি মা! আপনাদের কৃপার ছায়ায় আমার অসুখের সম্ভাবনা কি আছে? যেথানে আপনাদের স্নেহ ধারার সহস্র মুখে প্রবাহ, সেথানে দুঃখের বিষয় কি আছে মা?"

বিষণ্ণবদনে কর্ত্রী বোল্লেন "আছে মেরী, আছে। আছে বোলেই ত বোল্‌ছি, তুমি বোধ হয় জান, কথা প্রসঙ্গে আমি আভাস পেয়েছিলাম, তুমি একজনকে ভালবাস, সে নিষ্ফল ভালবাসা মেরী, তুমি ভুলে যাও।"

বজ্র! তুমি কোথায়! সংসারটা যেন আঁধার দেখ্‌লেম। তবে কি—তবে কি কাস্তিনের কোনও অশুভ সংবাদ এসেছে? তবে তিনি—না, সে ভাবনা ভাবতেও রোমাঞ্চ হয়। কাতর হয়ে আত্মনিবেদন জানিয়ে বোল্লেম "মা! আর আমাকে এমন বিস্ময় সন্দেহে রেখনা।—বল মা, বিপদটা কি?"

"সেই টম। যাকে তুমি ভালবাস্‌তে; সে আজ বন্দী!" বুকের পাষাণ নেমে গেল। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে বোল্লেম, "না মা, এটা আপনার বোধ হয় ভুল। বৃথা সন্দেহ আপনার। টমের সঙ্গে বন্ধুত্ব ভিন্ন আর অন্য কোনও সম্বন্ধ আমার নাই; কিন্তু তার বিপদে আমি বড়ই দুঃখিত হয়েছি। ব্যাপারটা কি, অনুগ্রহ কোরে বলুন আমাকে।"

"তোমরা যে দিন এখানে আস, ঠিক তার পর দিন, সেই বিপদটা ঘটনা হয়। তুমি জান বোধ হয়, ফুলমার নামে এক নাবিকের সঙ্গে টমের বিবাদ ছিল। ঐ দিন সন্ধ্যার সময় দুজনেই একটা শুঁড়ী খানায় মদ খায়। মদের নেশায় দুজনেই বচসা হয়। অন্য লোকে সেই বিবাদ পর্য্যন্তই জানে। পর দিন সকালে নদীর ধারে অভাগা নাবিকের দেহটা পোড়ে আছে, দেখা যায়। তার সঙ্গে নগদ টাকা ছিল, ঘড়ী চেন ছিল, কিছুই তার সঙ্গে নাই! টমের সঙ্গেই যখন বিবাদ, তখন সন্দেহ আর কার উপর হবে? টমই যে ফুলমারকে হত্যা কোরেছে, তার যথাসর্ব্বস্ব যা কিছু সঙ্গে ছিল, সবই চুরী কোরেছে, এইটাই

সকলের বিশ্বাস। টম অস্বীকার কোরেও সুতরাং নিস্তার পায় নাই। ডাক্তার লাস্ ময়না কোরে বোলেছেন, কোন ব্যক্তি ইচ্ছা কোরে ফুলমারকে হত্যা কোরেছে। টম এখন জ্ঞানকৃত নরহত্যা ও চুরীর অভিযোগে অভিযুক্ত! বেচারা এই ধারার বলে বিলাতী দণ্ডবিধির আইনে এখন জেলে আছে।”

“টম কখনও মিথ্যা কথা বোল্‌বে না। সে হত্যা কোত্তে পারে! তার মেজাজ যতটা আমি জানি, হত্যা করা তার পক্ষে সহজ, কিন্তু সে কখনও মিথ্যা কথাও বোল্‌বে না, চুরাও কোর্ব্বে না। অভাগা যখন বোলেছে, সে হত্যা করে নাই, তখন সে কথা সত্য! এখন তবে উপায়?”

“চল তবে, তোমাদের কর্ত্তার কাছে চল। তিনি কি উপদেশ দেন, কি কর্ত্তব্য স্থির করেন। শুনবে চল।”

দুজনেই মাননীয় কিংষ্টনের সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেম। সমস্ত ঘটনা আনু পূর্ব্বিক শুনে মাননীয় কিংষ্টন বোল্লেন “তবে তুমি কালই যাও। মিড্‌ষ্টোনের প্রধান বিচারপতি, আমার পরম প্রীতিভাজন বন্ধু। পত্র নিয়ে কালই তুমি যাও তবে। দয়ালু তিনি; যদি একথা সত্য হয়, উদ্ধারের উপায় তিনি কোর্ব্বেন। তাঁর স্ত্রীও দয়াময়ী যত দিন আবশ্যক, তিনি তোমাকে কন্যার ন্যায় স্নেহযত্নে রাখ্‌বেন।”

গৃহিণী বোল্লেন “আমরাও তত দিন হয় ত, বাড়ীতে যাব। যদি তা নাও হয়, তুমি বরং একদিন বাড়ীতে যেও। সমস্ত সংবাদ নিয়ে সব দেখে শুনে এসো। তার পর বিচার সমাধা হলে, বাড়ীতেই যেও। এখানে আর ফিরে আসার দরকার নাই।”

পর দিনই যাত্রা কোল্লেম। কুমারীর মস্তিষ্ক বিকৃত হয়ে গেছে। কোন কথাই হলো না। তাঁর শয্যাপার্শ্বে বিদায় অশ্রু রেখে, প্রচুর অর্থ নিয়ে একাকীই মিডষ্টোনে রওনা হোলেম। ভগবান! অভাগাকে রক্ষা কোরো।

একাধিক শততম লহরী।

সাক্ষী—পরীক্ষা।

গুরুতর কার্য্যভার গ্রহণ কোরেছি। জাহাজ হতে নেমেই লণ্ডনের গাড়ী ভাড়া নিলেম, সেখানে দু ঘণ্টা মাত্র বিশ্রামের পর আবার গাড়ীতে উঠ্‌লেম। সন্ধ্যার সময়

মাননীয় বিচারপতি বলদিনের বাটীতে উপস্থিত হলেম। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি, সকলেরই পরিচিত তিনি, বাড়ী অনুসন্ধান কোত্তে অধিক বিলম্ব হলো না। মাননীয় কিংষ্টনের পত্রখানি এক জন চাকরের হাতে দিয়ে প্রেরণ কোরে, অপেক্ষা কোত্তে লাগ্‌লেম। অল্পক্ষণ পরেই চাকরটি ফিরে এলো!—সঙ্গে কোরে বিচারপতির সম্মুখে পেশ কোরে দিলে, বিচারপতি বৃদ্ধ! সমস্ত দাড়ী চুল বরফের মত সাদা। ধার্ম্মিকের মত চেহারা। আমি যেতেই উপবেশন কোত্তে অনুমতি দিয়ে বোল্লেন "ঠিক সময়েই তুমি এসে পোড়েছ। পরশ্ব বিচারের দিন। বিলম্ব হলে হয় ত বেচারা মারা যেত। কিংষ্টনের পত্রেই বুঝেছি; লোকটা নির্দ্দোষী। এমন কতই হয়। বিনাদোষে কুচক্রীর কুচক্রে পোড়ে এমন কত নির্দ্দোষী লোকও কঠিন কঠিন শাস্তি পেয়ে যায়। দোষীলোক আবার খালাস পায় তার চেয়েও বেশী বেশী। অনেক দূর হতে এসেছ, কষ্ট হয়েছে, আজ বরং বিশ্রাম কর।"

এই বোলে সদাশয় বিচারপতি বলদিন তৎক্ষণাৎ গাড়ীর আড্ডায় লোক পাঠালেন।—তৎক্ষণাৎ শ্রীমতীর সঙ্গে পরিচয় কোরে দিলেন। ঠিক কন্যার ন্যায় আদরে—সস্নেহে সমাদরে কথা বার্ত্তা কইলেন। আহারাদি কোরে শয়ন কোল্লেম।

পরদিন প্রভাতেই বৈঠকখানায় আমার আহ্বান হলো। দেখ্‌লেম, আর একজন পরিণত বয়স্ক গম্ভীর প্রকৃতির ভদ্রলোক বোসে আছেন। আমি গিয়ে অভিবাদন কোরে দাঁড়াতেই বিচারপতি বলদিন বোল্লেন "ইনি এখানকার সর্ব্বপ্রধান উকিল; পরম বন্ধু আমার। এরই উপর টমের মকর্দ্দমা চালান ভার, গবর্ণমেণ্ট হতে দেওয়া আছে। সমস্ত বিবরণটা তুমি একবার একে জানিয়ে দাও। বিবরণটা শুন্‌লে সমস্ত ব্যাপারটা ইনি বুঝে নিতে পার্ব্বেন এখন।"

অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে সমস্ত কথা বোল্লেম। আরও বোল্লেম, সেই দিন রাত্রের কথা। সেই নদীর ধারে বুলডগ আর সব্রিজের কথা। যে শুঁড়িখানায় ফুলমার আর টম মদ খায়, সেই শুঁড়িখানায় আর দু জন বদখৎ চেহারার লোক এসেছিল; তারাই যে বুলডগ আর সব্রিজ, তাতেও সন্দেহ নাই। যে আকারের ছুরি দিয়ে ফুলমার খুন হয়েছে, তেমন ছুরি বুলডগ সর্ব্বদাই পকেটে নিয়ে বেড়াত। আমি অনেকবার সে ছুরি দেখেছি। যে সব কথা সেই নদীতীরে শুনেছিলেম, তা ত বোল্লেমই, তা ছাড়া আসফোর্ডে আমি যখন বন্দী থাকি, তখনকার কথাও বোল্লেম।"

বিচারপতি বোল্লেন "শুন্‌লে এট্‌কিন্‌স্? এখন বিচার কর;—দেখ, তোমরা কার মাথার বোঝা কার মাথায় চড়াতে যাচ্ছিলে।"

এ কথার উত্তর না দিয়ে—গম্ভীর বদনে সরকারী উকিল বোল্লেন "মেরী, তুমি এক কাজ কর। যে ছুরিখানা তুমি সন্দেহ কোরেছ তার একটুক বিবরণ তুমি মনে কোত্তে

পার, একখানা কাগজে লেখ; আরও লেখ, সেই দু জন ডাকাতের চেহারা। যেমন কোরে হোক, সে দুটোকে যাতে চেনা যায়। তেমন কোরে লেখ!"

লিখ্‌লেম। আজকার দিনে যেমন মেয়ে-কবির ধুম, দুর্ভাগ্য বশতঃ সে কবিত্ব স্রোতটা আমার প্রতি পড়ে নাই। যে টুকু লেখা পড়া জানি, তাতে যেমন পাল্লেম, তেমনি কোরে ডাকাত দুটোকে বর্ণনা কোল্লেম। ছুরিখানার কথাও লিখ্‌লেম।

কাগজ খানি বলদিনের হাতে দিয়ে উকিল বোল্লেন "এখানা এখন তোমার বাক্‌সের মধ্যে রেখে দাও। আমি আস্‌ছি এখনি; বিলম্ব, বড় জোর আধ ঘণ্টা।" উকিল তৎক্ষণাৎ নিষ্ক্রান্ত হলেন।

অবসর পেয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "অভাগার জননী বিবি খদিরা পুত্রের এই নির্ঘাত সংবাদ পেয়ে অবশ্যই এখানে এসেছেন। তিনি কোথায় আছেন? তাঁর অনুসন্ধান পাবার সুবিধা বোধ হয় হবে না!"

"তা আমি ঠিক জানি না। তবে তিনি পুত্রের সঙ্গে নিত্য নিত্য সাক্ষাৎ কর্ব্বার জন্য দরখাস্ত কোরেছিলেন, আমি তা মঞ্জুর কোরেছি। এখন তাঁকে কোনও কথা বলা ভাল নয়। তবে অনুসন্ধান, তা বরং চেষ্টা কোল্লে হতে পারে।"

এই বোলে তখনি হাজতে একজন চাকর প্রেরণ কোল্লেন। যদি জেলের কর্ম্মচারীরা নাও জানে, তবুও যেন টমকে তার মাতার বাসার সংবাদ জিজ্ঞাসা কোরে আসা হয়, এমন আদেশ থাক্‌লো।

উকিল আবার ফিরে এলেন। সঙ্গে আর একটি লোক। চিনি একে আমি। এই ব্যক্তি টমের সঙ্গে ভাগে নৌকা চালাত। লোকটা বড় সদাশয়। উকিল বোল্লেন "এই একটি পাকা সাক্ষী। শুঁড়িখানায় টম আর এই ব্যক্তি একত্রেই আমোদ প্রমোদ কোরেছিল। এ লোকটি সব কথাই জানে। বল ত হে! যে দুজন কদাকার লোক ঐ শুঁড়িখানায় এসেছিল, তাদের চেহারার বিবরণটা একবার বিচারপতিকে জানিয়ে দাও।"

জনসন্ সমস্ত বিবরণ বর্ণন কোল্লে পর, উকিল বোল্লেন, "এখন একবার মিলিয়ে দেখা চাই। মেরী যে কাগজে ঐ ডাকাতদের রূপ বর্ণনা কোরেছে, এখন তারই সঙ্গে একবার মিলিয়ে দেখা চাই।"

তাই হলো।—বেশ মিলে গেল। বিচারপতির মুখে যেন হাসির তরঙ্গ প্রবাহিত হলো। উকিল যেন সন্তুষ্ট হ'লেন। একটু মৃদু হাস্য কোরে উকিল বোল্লেন "এখন সেই ছুরিখানা। ছুরিখানার সঙ্গে একবার মিল্ কোরে দেখ্‌লেই সকল সন্দেহ চুকে যায়।"

ছুরিখানা বিচারপতির নিকটেই ছিল, তখনি তখনি মিল করা হলো।—সৌভাগ্য, আশা মত ফলও হলো।

উকিল আশা দিয়ে বোল্লেন "তবে আর চিন্তা নাই। জন্সন্! যাও তুমি আমার আপিসে। যতক্ষণ আমি না যাই, ততক্ষণ অপেক্ষা কোরো। এসব কথা যেন প্রকাশ না হয়।" উকিল প্রস্থান কোল্লেন।

এদিকে সংবাদ পেলেম, বিবি খদিরা এসেছেন। যে সময় সংবাদবাহক সংবাদ নিতে যায়, বিবি তখন পুত্রের কাছেই উপস্থিত ছিলেন। চাকরের সঙ্গেই তিনি এসেছেন। দেখা কোল্লেম। আমাকে দেখেই ত খদিরা অবাক! চোক ভরা জল, বুক ভরা আশা; মুখে বাক্যই সরে না। শ্রীমতী বলদীনা বোল্লেন, "ইনিই দিন রাত পরিশ্রম কোরে এসেছেন। ইনিই তোমার পুত্রের জীবন দিলেন।"

বিধবা আশীর্ব্বাদ কোল্লেন। কন্যার ন্যায় আদরে—স্নেহের দৃষ্টিতে কৃতজ্ঞতা জানালেন। কথায় কিছু বোল্‌তে পারেন না। একবারে হতাশ হয়ে পোড়েছিলেন, হতাশায় বুক খালি হয়ে গিয়েছিল, এখন আশাতীত আশায় বুক যেন ফুলে উঠেছে!—কথা কইতে পাচ্ছেন না।—দুই চক্ষের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে! এত আনন্দ—তবুও অভাগিনী কেঁদে সারা! কিন্তু এ অশ্রুজল—বিপদের দুঃখের নয়, আনন্দ-অশ্রু।

বিচারপতি বোল্লেন "মেরি, আর তাকে কষ্ট দেওয়া উচিত না। সে যখন নির্দ্দোষী তখন আর এক মুহূর্ত্তও তাকে কারাগারের ক্লেশ ভোগ কোত্তে দেওয়া উচিত না। পাপ আছে এতে। এস, এখনি যাই।"

আর এখন পরিশ্রমকে পরিশ্রম বোলে জ্ঞান হয় না। তখনি তখনি বিচারপতির সঙ্গে গাড়ীতে উঠ্‌লেম। বিচারপতি বড়ই সন্তুষ্ট হয়েছেন! ঠিক কন্যার ন্যায় স্নেহ মাখা কথায় কতই আশীর্ব্বাদ কোল্লেন।—কতই প্রশংসা কোল্লেন—ধন্যবাদ দিলেন।

যথাসময়েই কারাগারে উপস্থিত হলেম। আমাকে দেখে টম ত অবাক। উৎফুল্ল হয়ে টম বোল্লে "মেরি! তুমি এখানে?"

"হাঁ টম্, আমি এসেছি। এই সদাশয় বিচারপতি, অভিবাদন কর টম, এই করুণাময়ের করুণা বলে তুমি আজ উদ্ধার হয়েছ। তোমার জননী এঁরই আশ্রয়ে আছেন। তোমাকে কুশল আশীর্ব্বাদ দিবার জন্য তিনি পথের দিকে চেয়ে আছেন, এস তুমি!—"

বিচারপতির আদেশে তৎক্ষণাৎ কারারক্ষকেরা টমের হস্তপদের শৃঙ্খল মোচন কোরে দিলে। করযোড়ে অভিবাদন কোরে টম বোল্লে "পিতা আপনি! প্রাণ দান দিলেন আপনি।—"

বিচারপতি টমের হস্ত ধারণ কোরে বোল্লেন "আমার এ সুখ্যাতি গ্রহণের অধিকারী আমি নহি। মেরীই তোমাকে জীবন দান দিয়েছেন। ইনিই সুদূর

গুরুণশী দ্বীপ হতে তোমাকে রক্ষা কোত্তে এসেছেন। সময় হলে, সকল কথাই শুন্‌তে পাবে।"

তিন জনে বিচারপতির বাড়ী এলেম। আনন্দের সীমা নাই। আহারাদির পর আবার সকলে বিচারালয়ে গেলেম। মনে মনে যা, তা জান্‌তেই পাওয়া গেছে, তথাপি প্রকাশ্য বিচার চাই। এত বড় একটা খুনী মকর্দ্দমা, আসামী পর্য্যন্ত ধরা পোড়েছে, তার প্রকাশ্য বিচার না হলে বদলোকে নানা বদনাম ঘটাতে পারে। তাই আবার লোক দেখানো বিচার অভিনয়। সে কাজের যেমন দস্তুর, নির্ব্বাহ হয়ে গেল। সেই সাক্ষী গোপাল জুরীরা বোস্‌লেন। সেই মুহুরীর হাতে জবানবন্দী লেখা, সেই আরদালী চাপরাসীর হাঁক ডাক, সেই উকিল মোক্তারের মূল্যহীন বকামী, সব শেষ হয়ে গেল। রায় প্রকাশ হলো, টম বেকসুর খালাস।

সে দিন বিচারপতির আলয়েই অবস্থান। পর দিন টম মাতার সঙ্গে গৃহে প্রস্থান কোল্লেন, আমি কিন্তু যেতে পেলেম না। শ্রীমতী বলদীনার স্নেহের নিমন্ত্রণ, ত্যাগ কোত্তে পাল্লেম না। দুদিন বিশ্রাম কোরে, পুরস্কার আশীর্ব্বাদের নিদর্শন অঙ্গুরি গ্রহণ কোরে যাত্রা কোল্লেম। যাত্রা কালে সহরের দেওয়ালে দেওয়ালে বিজ্ঞাপন দেখলেম। রাস্তায় রাস্তায় ছোট ছোট ছেলে চাকর দিয়ে বিলিও হ'চ্চে ঐ বিজ্ঞাপনে লেখা আছে,—

একশত গিনি পুরস্কার

যে ব্যক্তি বেন বুল্‌ডগ ও নিক সব্রিজ

নামক দস্যুদ্বয়কে ধরিয়া দিতে পারিবে,

সেই

ঐ পুরস্কার প্রাপ্ত হইবে। একজনকে ধরিতে পারিলে

অর্দ্ধ পুরস্কার।

চেহারা

এখানে আমি ঐ দস্যুদ্বয়ের যে প্রকার চেহারার বর্ণনা কোরেছিলেম, ঠিক সেই প্রকারই লেখা আছে।

দ্বি-শততম লহরী।

সারা।

মিডষ্টোন হ'তে কিংষ্টননিকেতনে যাবার পথেই তালবংকুঞ্জ এবং আমাদের জন্মভূমি 'আসফোর্ড'! জন্মভূমিতে আর কার কাছে যাব? আত্মীয় স্বজন ত দূরের কথা, একঘণ্টার জন্য বিশ্রাম কোত্তে পাই, এমন স্থানও আমার নাই। কাজেই সারাকানহেডের সরাই অধিকারিণীর আশ্রয় নিলেম। সযত্ন সমাদরে স্থান পেলেম। এখান হতে তালবংকুঞ্জ খুব নিকট। সকালেই সারাকে দে'খতে চল্লেম।

বসন্তকাল। নামে বসন্ত নয়, বংসরের ঋতু বিভাগ অনুসারে নয়, এপ্রেল মাস বলে নয়; বসন্ত বাস্তবিকই সমাগত। প্রকৃতির শোভা অসীম অতুলনীয়। সকালেই প্রকৃতির শোভা দেখতে দেখতে তালবংকুঞ্জের উদ্দেশে যাত্রা কোল্লেম। বেলা যখন ৮টা, তখন যথা স্থানে পৌঁছিলেম। সংবাদ পেলেম, সারা বাড়িতে নাই। নিকটেই কৃষক জনসনের বাড়ী। কৃষক দম্পতি সারাকে ভালবাসেন, লেডী তালবতার সন্তানদের স্নেহ করেন, তাই সারা প্রায় নিত্য নিত্যই সেখানে বেড়াতে যায়। বেশ কথা মনে হয়েছে। এই জনসনের আশ্রয়েই আমার জীবনদাতা অসময়ের বন্ধু টমী থাকে। দেখা করাই উচিত। এই ভেবে সারা ও টমীর উদ্দেশে জনসনের বাড়ী চল্লেম। পথ জানা ছিল না, কুঞ্জ দ্বারীর কাছে সংবাদ নিয়ে যাত্রা কল্লেম।

পথিমধ্যে এক অশ্বারোহীর সঙ্গে সাক্ষাৎ। অশ্বারোহী যুবাপুরুষ! অশ্বারোহী সুরূপ; অশ্বারোহী ধনী সন্তান। যুবা ধনে রূপে প্রধান, কিন্তু বড়ই যেন কর্কশ স্বভাব। আমাকে দেখেই ঘোড়ার রাশ সংযত কোরে যুবা বোল্লেন "আঃ—মনে কিছু কোরো না। ছুটন্ত ঘোড়া ধাঁ কোরে দাঁড়িয়ে গেছে।" কোনও উত্তর দিলেম না। যুবা ঘোড়ার পিঠে আর একটা চক্র খেয়ে আবার বোল্লেন "বোধ হয় তুমি আমাকে ক্ষমা কোরেছ? বলি, তুমিই না মেরীপ্রাইস?"

"হাঁ আমার নাম তাই বটে। কিন্তু তাতে বোধ হয় আপনার কোনও প্রয়োজন নাই। বিশেষ আপনি আমার অপরিচিত।"

"ওঃ——"যুবা আবার ঘোড়া ছুটিয়ে দিলেন। আমিও অগ্রসর হলেম। যাচ্ছি, সম্মুখেই দেখি, টমী। প্রকাণ্ড একটা কম্বল ঘাড়ে কোরে দুল্‌তে দুল্‌তে আস্‌ছে। আমাকে দেখেই টমীর মুখে এক মুখ হাসি। আনন্দে অধীর হয়ে কাঁধের

কম্বলটা ধাঁ কোরে মাটির উপর বিছিয়ে ফেল্লে, আরো একটা যেন ঝোঁক দিয়ে ঝপ্ কোরে সেই কম্বলাসনে উপবিষ্ট হলো। আনন্দের দৃষ্টিতে হেসে বোল্লে "বাহবা! মেরী প্রাইস! দেখাটা হয়েই তবে গেল যে! কি বল ?"

"হাঁ টমী ; দেখাটা হয়েই গেল। তুমি এখন আছ ভাল ?"

"খুব ভাল।" একটা আনন্দের হাসি হেসে টমী বোল্লে "খুব ভাল। জনসন্ বেশ লোক। আর দেখ মেরী, কি কিনেছি দেখ।" এই বোলে সরলতার পাগল পকেট হতে এক প্রকাণ্ড বেয়াড়া ঘড়ী বার কোল্লে। ঘড়ীটা খেল্না ঘড়ীর চেয়ে কিছু ভাল। টমীর কিন্তু এই ঘড়ী ব্যবহারেই অপার আনন্দ। টমীকে সন্তুষ্ট রাখবার জন্য বোল্লেম "বেশ ত ঘড়ী! তুমি ঘড়ীর দাগ চিনতে শিখেছ ত ?"

"ওঃ—তা আর শিখি নাই। এই ঘড়ীর যে বিক্রেতা, সে লোকটাও বেশ ভাল। দশ মিনিট তার সময়, ভদ্রলোক, বড়লোক সে, তবুও তার দশ মিনিট সময় আমার জন্য সে ব্যয় কোরেছিল। আর এদিকে দেখ, সোণার টাকা! লাল, না না—ঠিক লাল নয়। হোল্দে রঙের এটা ঠিক স্বর্ণ মুদ্রা!" টমী একটা মোহর ও দেখালে।

"টমীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "টমি, একটি ভদ্র লোক এখনি ঘোড় সওয়ারে গেলেন, তাঁকে জান কি ?"

"তা আর জানি না ? তুমিই বা বল কি ? উনিই যে লেডী তালবতার ভাতৃপুত্র। নাম সেল্ডন। বড় বদরাগী! লোকটা আদতেই ভাল নয়। এক দিন একটা চাবুক—খুব জোরেই একটা চাবুক দিয়েছিল আমাকে। আমিও ছাড়তেম না। শেষে কাজ কি ভেবে, রাগটা মাটী কোরে দিয়েছিলেম।"

"তবে এখন বিদায়! কি বল টমী ? এখন তবে আমার বিদায়।"

"বিদায় বিদায়।" এই বোলে টমী আবার সেই পাড়া কম্বল ঘাড়ে তুলে, আবার সেই রকম হেল্তে দুল্তে চোলে গেল। সারাও এসে উপস্থিত। রাজরাণীর পোশাক। আমাকে দেখেই সারা বোল্লে "মেরী! তুমি এসেছ আবার ? আমি ত তোমার আশা ত্যাগই কোরেছিলেম। তুমি কার সঙ্গে কোন দিকে চোলে গেছ শুনে আমিত ভেবেই রেখেছিলেম, তুমি প্রাণের মানুষ নিয়ে প্রেমের বাগানে বেড়াতে গেছ। আবার এলে যে ?"

সারার মুখে একি কথা।—বড় কষ্ট হলো। বহুদিনের পর ভগ্নীতে ভগ্নীতে—অন্য ভিন্ন নয়, এক গর্ভের দুটি ভগ্নিতে সাক্ষাৎ ; একি এ। কষ্টের এক শেষ ভোগ কোরে বোল্লেম "তুমি বোধ হয় তাতে খুব দুঃখিত হয়েছিলে ?"

"হয়েছিলেম বৈ কি! তার পর সেল্ডন তোমার আগমন সংবাদ দিলেন। তাই তখন আসল ব্যাপারটা বুঝলেম।"

"সেল্‌দনের সঙ্গে তোমার কোথায় সাক্ষাৎ হলো ?"

"তিনি এ সংবাদ দিতে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছিলেন। বড় ভাল লোক। অতি উদার হৃদয়! আর এ দিকে সভ্য ভব্যতায়—লর্ড পরিবারদেরও খুঁৎ ধোত্তে পারেন।"

"সারা! তুমি সেল্‌দনের যে সব গুণের পরিচয় দিলে। তাতে তার একটিও ত আমি দেখ্‌তে পাই না! এ অন্যায় কৃতজ্ঞতা এ অযথা গুণানুবাদ কেন সারা ?"

"আমার ইচ্ছা।—তোমার বক্তৃতা শুনতে আমার ইচ্ছা হয় না। বক্তৃতা শোনার স্থান সহরের পল্লিতে পল্লিতে—গলিতে গলিতে বিস্তর আছে।"

উত্তর দিলেম না। কাজ কি আর বিবাদে! তলাবৎকুঞ্জে এসে পৌছিলেম। সারা আপনার প্রভুত্ব সন্মান আমাকে বিশেষ কোরে দেখাবার জন্য ঘরে এসেই ঘণ্টা ধ্বনি কোল্লে, দাসী এসে হাজির হতেই প্রভুত্বের কণ্ঠে বোল্লে, "আমার ভগ্নী এসেছেন। আজ তিনি আমার সঙ্গে একত্রে ভোজন কোর্ব্বেন। পান ভোজনের ব্যবস্থা সব ঠিক রাখ।" কিঙ্করীর প্রতি সারা এই আদেশ প্রচার কোরে ভ্রমণ বেশ পরিবর্ত্তন কোরে—রাত্রিবাস পরিধান কোল্লে। তেমন রাত্রিবাস লক্ষপতির গৃহকন্যারা ব্যবহার কোত্তে পারে কিনা, তাতে আমার ঘোরতর সন্দেহ হলো। লেডী কি এ ক্ষমতার অবমাননাকারী দাসদাসীদের চাল চালন, ধরণ ধারণ দেখেন না।

আহারাদি হলো। অতি পরিপাটী ব্যবস্থা! আহারাদি সেরে উপবেশন কোত্তেই লেডী এসে দর্শন দিলেন। অভিবাদন কোল্লেম। লেডীর শরীর অতি ক্ষীণ! এসেই একখানা সোয়া—কেদারায় শুয়ে পোড়লেন। ইঙ্গিতে ঔষধ দিতে বোল্লেন। ঔষধ সেবন কোরে—প্রায় পনের মিনিট-বিশ্রাম কোরে অতি ক্ষীণ স্বরে বোল্লেন "মেরী, তুমি এসেছ, আমি পরম আনন্দিত হয়েছি। সারা বেশ মেয়ে! আমি বড় সন্তুষ্ট আছি। ছেলেরা বেশ তার বশ হয়ে গেছে।"

একটা ছেলে শুয়ে শুয়ে একটা চিম্‌নী ফেলে দিয়েছে! সারা গরম হয়ে—খুব তর্জ্জন গর্জ্জন কোরে বোল্লে "এই ও বদ্‌ছেলে!—সাবধান! আবার যদি কর, শাস্তি পাবে! চড়ের নাম স্মরণ রাখ।"

হাত নেড়ে—অতি যন্ত্রণার মুখভঙ্গী কোরে লেডী বোল্লেন "না! তুমি পাল্লে না। ছেলেরা তোমার বশ আদবেই হয় নাই। ভাল লোক নিযুক্ত কোত্তে হয়েছে। ভাল মেরী, তুমিই কেন থাকনা। কি এমন বেতন। সারা পায় তিন শ, তুমি তার বড় আছ, অবশ্য বড় বেতন পাবে। তা তুমি তিন; চার কি পাঁচ শ, এমন নিও, কেমন, এতে তুমি রাজী আছ ত!"

সারা মহা বিরক্ত হয়ে উঠ্‌লো। বিরক্ত হয়ে বোল্লে "মেরী বোধ হয় তার পূর্ব্বপ্রভুর কার্য্য ত্যাগ কোর্ব্বে না।"

"তুমি চুপ কর। কথা হ'চ্ছে মেরীর সঙ্গে, তুমি কেন তাতে বাধা দাও? মেরীর উত্তর মেরীই দেবে।"

থাকার ইচ্ছা নাই, কিন্তু সারা বিষের নদীতে ঝাঁপ দিয়েছে, আমি তার এ বিপদে না থেকে কি পারি? স্বীকার কোল্লেম। মাননীয় কিংষ্টন-দম্পতি, তাঁদের কাছে আমার ত আর সদর মফঃস্বল নাই, সমস্ত অবস্থা জানিয়ে পত্র লিখে দিলেম। সেই দিন হ'তেই তলাবৎকুঞ্জে আমি বাহাল হয়ে গেলেম।

শতাধিকতৃতীয়লহরী।

আমার দশম চাকরী।

ছেলে মানুষ করা বড় সক্ত কাজ। সারার তত্বাবধানে ছেলেদের মেজাজ নষ্ট হয়ে গেছে। কেবল তাড়নায় কি ছেলে মানুষ হয়? যে অবিভাবককে ছেলেরা বাঘের মত ভয় করে, সে ছেলেদের মনের মধ্যে আত্মগোপন, মিথ্যাবাদ, সাহস হীনতা, এমন আরও কত কত অনিষ্ঠ জনক প্রবৃত্তি এসে উপস্থিত হয়। আমার ব্যবহারে ছেলেরা অল্প দিনেই বেশ বশীভূত হয়ে উঠ্‌লো। কিঙ্করী ফণী, যে সারাকে বিষ দৃষ্টিতে দেখতো, যে সারার কাছে কখন হুকুম জারী ভিন্ন কোনও দিন একটু অনুগ্রহ দৃষ্টি পায় নাই, আমার ব্যবহারে সেও সন্তুষ্ট হলো। মিষ্ট কথায় আর মিষ্ট ব্যবহারে জগৎ বশীভূত হয়।

পত্র পেলেম।—এক পক্ষের মধ্যে উইলিয়ম ও মাননীয় শ্রীমতী কর্ত্রীর পত্র পেলেম। টমের মকর্দ্দমায় দেশে বিদেশে খুব আমার নাম সম্ভ্রম হয়েছে। আস্‌ফোর্ডের আবালবৃদ্ধ বনিতার এখন কণ্ঠধ্বনিই হয়েছে, আমার যশের গাথা! বিবি ক্ষঁদীরা সর্ব্বদাই জেনকে নিমন্ত্রণ করেন—আদর অপেক্ষা করেন,—খাতির যত্নের দ্বারা কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেন।

শ্রীমতী কর্ত্রী লিখেছেন, লুরার অসুখ দিন দিনই বৃদ্ধি হ'চ্ছে। লণ্ডনের কোনও বিখ্যাত চিকিৎসকের অধীনে তাকে রাখা হয়েছে। তার অনভাবে অবস্থানের সর্ব্বপ্রকার সুব্যবস্থাই হয়েছে। আমি কিংষ্টন নিকেতনে যেতে পারি নাই, কর্ত্রী তাতে ক্রুদ্ধ হন নাই, তবে পত্রের ভাষায় যেন একটু স্নেহের অভিমান আঁকা আছে।

সেল্‌দনের বিষয় জান্‌তে বোধ হয় পাঠকের ঔৎসুক্য হয়েছে। যার জন্য আমার এখানে চাকরী গ্রহণ, সে সম্বন্ধে এই পনের দিনের অভিজ্ঞতা জানাতে হয়। কিন্তু সে

জানাতে, জানার কিছু নাই। পনের দিন সেলদন্ বাড়ীতেই ছিলেন না। একজন সুবাদারের সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে গিয়ে, তিনি ১০ দিন সেই খানেই অতিবাহিত করে এসেছেন। তার পর এসেও তেমন কিছু ঘটে নাই। তবে ব্যবহার অবশ্য জান্‌তে বাকী নাই। সারা সর্ব্বদাই আমার সঙ্গ ত্যাগ কোত্তে চেষ্টা করে। বিনা কারণে একটা অনর্থক কারণের উদ্ভাবনা করে সর্ব্বদাই সেই কারণের অছিলায় বাইরে যেতে চায়, আমিও প্রাণ পনে নিবারণ করি। সারা কেতাব আন্‌তে পুস্তকালয়ে যেতে চায়, আমি বলি, আমি নিজে তোমার পাঠের উপযুক্ত পুস্তক নির্ব্বাচন কোরে আন্‌বো। সারা কোনও জিনিসের জন্য রন্ধনশালায় যেতে চায়, আমি বলি, একজন কিঙ্করী যখন আমাদের জন্যই নিযুক্ত আছে তখন তার দ্বারাই এ কাজ হতে পার্ব্বে। সারা রাগে যেন আত্মহারা হয়ে যায়। তার এই ভাব কথায় প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় ভাবে। এইরূপে আরও এক পক্ষ অতীত।

বেড়াতে বেরিয়েছি। কদিন অনবরত বৃষ্টির পর আকাশ বেশ পরিষ্কার দেখে, ছেলে-দের নিয়ে দুই ভগ্নীতেই বেড়াতে বেরিয়েছি। কিছুদূর এসেই দেখি, অশ্বারোহণে সেল্‌দন এসে উপস্থিত। সেলদনকে দেখেই, সারার চ'খে মুখে যেন আনন্দের বিদ্যুৎ দেখা গেল। সেল্‌দন অশ্ব বলগা সংযত কোরে বোল্লেন "বেশ পরিষ্কার দিন পেয়ে দুই ভগ্নীতেই বুঝি ভ্রমনে বেরিয়েছ ?" কোন উত্তর দিলেম না। তাঁর এপ্রশ্নের উত্তর দিতে যেন আমার একেবারেই ইচ্ছা নাই, এটা ভাব ভঙ্গিতে বিশেষ প্রকারে প্রকাশ কল্লেম। যুবার তাতে ভ্রুক্ষেপ নাই। সেল্‌দন বোল্লেন—"সে দিন তোমার সঙ্গে কথা কইতে গিয়ে, আমি হটকারিতা প্রকাশ কোরেছিলেম, কেমন নয় কি ? কিন্তু তোমার সঙ্গে আমার কথা কইবার জোর আছে।" এই বোলে একটু মৃদু হাস্য কোরে যুবা আমার দিকে বিদ্রূ-পের দৃষ্টিতে চাইলেন।

একটু উত্তেজিত হয়ে—অন্তরের বিরক্তি জানিয়ে বোল্লেম "সে সুবাদ সম্পর্ক আমি বড় গ্রাহ্য করি না।"

"দেখ মেরি, এজগতের সকল অসম্ভবই দিনের গতিকে সম্ভব হয়ে যায়। তা নিষেধ নিবারণে কারও সাধ্য নাই। বুঝ্‌তেই ত পেরেছ সব। বুঝেছ যদি, তবে আর অমত কেন গ্রাহ্য অগ্রাহ্যই বা কেন ?"

"দেখ সেল্‌দন ! মাননীয় লেডী ভালবতা তাঁর সন্তানদের শিক্ষা ভার আমার উপর সম্পূর্ণ অর্পন কোরেছেন। আমি তাদের আমার মনের মত ভাবে চালাতে চাই। বেড়াতে এসে কারও সঙ্গে কথাবার্ত্তা কইতে আমার অসম্মতি আছে।"

"অন্য কারও প্রতি তোমার সে অসম্মতি দাঁড়াতে পারে, কিন্তু জেনে রাখ, আমি লেডীর ভ্রাতৃপুত্র। এই সব মেয়েরা আমার ভগ্নী।"

"আপনি বাড়ীতে সর্ব্বদাই তাদের সঙ্গে আমোদ আহ্লাদ কোত্তে পারেন, তা বলে পথে নয়।"

সারা গর্জ্জন কোরে বোল্লে "মেরি, তুমি কর কি? কার সঙ্গে এমন তেজের কথা বোল্‌ছো তুমি?"

সেল্‌দন প্রস্থান কোল্লেন। আমি বোল্লেম "দেখ সারা, আমি দিদি তোমার,—অন্ততঃ চার বৎসরেরও বড় আমি। এ সংসারে তোমার চেয়ে আমার বহুদর্শীতা অনেক গুণে বেশী। আমি সংসারের হাহাকার যত জানি, তুমি তার তুলনায় কিছুই জান না। দিদি আমি তোমার, তোমার সর্ব্বনাশ আমি কি সইতে পারি? তুমি যে প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এখন সুখের গগণের চাঁদ হয়ে বোসেছ!—সে সুখ সুখ নয়!—সে গগণের চাঁদ, কাল রাহু!—ধূমকেতুর আঁধার পুচ্ছ! তাতেইনা তোমাকে সতর্ক করা।"

"কিন্তু তুমি তা পার্ব্বেনা। আমি যা কোরেছি। সত্য বলি। আমি কুমার সেলদনকে হৃদয় উপহার দিয়েছি। তুমি ভগ্নী আমার, তোমার কাছে বোলে বলি, আমরা শীঘ্রই এদেশ ত্যাগ কোরে চলে যাব। জগতের বাধা তখন আমরা তৃণের ন্যায় গণ্য কর্ব্বো।"

সমূহ বিপদ! একটু চিন্তা কোল্লেম। সারার এ পতন কেবল কথার বাধায় নিবারণ হবার নয়, কৌশল বুদ্ধি ভিন্ন আমি হয় ত কৃতকার্য্য হতে পার্ব্ব না। বোল্লেম "যদি তাই হয়, সুখের কথা, কিন্তু পলায়ন কোরো না। যদি সেল্‌দন যথার্থই তোমাকে ভাল বেসে থাকেন, যদি তোমাদের পরস্পরের হৃদয়ের বিনিময় হয়ে গিয়ে থাকে, তিনি প্রকাশ্য ভাবে তোমাকে বিবাহ করুন। বুঝতে পেরেছ? অর্থাৎ তাহলে তুমি আমার সম্মুখে, আত্মীয় স্বজনের সম্মুখে, ধর্ম্মযাজকের সম্মুখে যথার্থ লেডী বোলে গণ্য হতে পার্ব্বে।"

সারা সন্তুষ্ট হলো। আনন্দিত হয়ে বোল্লে "তবে উপায়?"

"সে বন্দোবস্ত সব আমি স্থির কোরে দিব আমি তোমার জ্যেষ্ঠা ভগ্নী আছি, আমিই ন্যায় সঙ্গত তোমার উপর কর্ত্তৃত্ব করায় অধিকারী, আমিই সে সমস্ত ঠিক কোরে দিব।"

অশ্ব পদশব্দ।—অদূরে সেল্‌দন। সারা ব্যগ্র হয়ে বোল্লে "তবে এখনি! এই সময়ই সে বন্দোবস্তের প্রশস্ত সময়।"

"তবে তাই হোক। ছেলেদের নিয়ে তুমি একটু অগ্রসর হও। সে সব যুক্তি পরামর্শ রফা রফিয়ৎ তুমি থাক্‌লে লজ্জার বাধা আস্‌বে।"

সারা ছেলেদের নিয়ে প্রস্থান কোল্লে। সেল্‌দন্ অশ্বের বেগ একটু কমিয়ে সারাকে কি বোল্লেন, সারা তখন দূরে চোলে গেছে, শুন্‌তে পেলেম না। সেল্‌দন আমার সম্মুখে আবার ঘোড়ার গতিরোধ কোল্লেন। হাস্‌তে হাস্‌তে বোল্লেন, "সারা বোল্লে, তোমার নাকি কিছু বলবার আছে?"

"হাঁ কুমার, আমার অনেক কথাই বলবার আছে। আপনি যদি একটু যত্ন নিয়ে শোনেন।"

"নিশ্চয়ই! অতি আনন্দের সহিত শুনবো।" সেল্‌দন অশ্ব হতে অবতরণ কোল্লেন। অশ্ব বলগা ধারণ কোরে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। বোল্লেন "কি, বল।"

"দেখুন মাননীয় সেল্‌দন, প্রেম প্রণয় প্রভৃতি যা কিছু, তা পরস্পর পরীক্ষা করা কি উচিত নয়। বিশেষ অবিবাহিতা কুমারীদের পক্ষে। ইন্দ্রিয় চরিতার্থ প্রবৃত্তি যে প্রণয়ের মূল, তাতে সম্মতি দিলে, কুমারের তেমন ক্ষতিবৃদ্ধি কিছু নাই, কিন্তু কুমারীর পক্ষে যে বিষম ক্ষতি, তা বুদ্ধিমান আপনি, অনায়াসেই বুঝ্‌তে পারেন। সেই সব কলঙ্কিনীদের আশ্রয়ের জন্য সংসার কিপ্রকার স্থানের ব্যবস্থা কোরে রেখেছে, তা যারা যারা বারাঙ্গনা পল্লিতে একবার প্রবেশ কোরেছে, তারাই জানে। তাই বলি, আপনাদের এ ভালবাসার একটা পরীক্ষা চাই। বড় বেশী বেশী বোল্‌তে হচ্ছে, কিন্তু কি করি বলুন, সারা আমার কণিষ্ঠা ভগ্নী।—

একটু ম্লান হয়ে সেল্‌দন্ বোল্লেন "পরীক্ষা, তার আর অধিক কি দিব? ইহ সংসারে মানুষের হৃদয়ে বিধাতা যেটুকু ভালবাসা দিতে পারেন, আমি সেই টুকুর সমস্তই সারাকে দিয়েছি। একটু ভালবাসাও আমি তাকে না দিয়ে অবশিষ্ট রাখি নাই!"

"এ প্রমাণ, আমি দুঃখের সহিত বোলছি, এ প্রমান সত্য নয়। আপনিও বালক সারার বয়স ও ষোড়শ বর্ষ মাত্র। বালক বালিকার বিবাহ, বিধি সঙ্গত ত নয়। আমি একটা বিশেষ পরীক্ষা নিতে চাই। দুই বৎসর কাল পরস্পর অদর্শনে থেকেও যদি আপনাদের এ ভালবাসা অখুন্ন থাকে, তবেই জান্‌বো, আপনাদের ভালবাসায় ইন্দ্রিয় লালসা নাই। তখন বিবাহ হবে এবং এর শত গুণে তখন সুখী হতে পার্বেন।"

"মেরি, তোমার এ বড় শক্ত কড়ার!—অতি শক্ত ব্যবস্থা তোমার। তবে তুমি যখন আমার মঙ্গলের জন্য এ প্রস্তাব কোরেছ, তখন আমি সম্মত আছি, কিন্তু দুটি কথা আমার রাখ্‌তে হবে।"

"কি সে দুটি কথা?"

"বিদায় কালে একবার শেষ সাক্ষাৎ আর সুদীর্ঘ অদর্শন কালে পত্র আদান প্রদান।"

"সম্মত হলেম. কিন্তু ঐ সাক্ষাৎ আমার সম্মুখে হবে, আর পত্রাদি আদান প্রদান আমার শিরোনামে দিতে হবে।"

"তাতেই স্বীকার।" এই বোলে সেল্‌দন প্রস্থান কোল্লেন। সারার মনের আবেগ, সে অধিক দূর যায় নাই। সমস্ত কথা তাকে জানালেম। তিন চার দিনের মধ্যেই সেল্‌দন তাঁদের কুঞ্জ ত্যাগ কোর্লেন, সে কথাও জানালেম।

তিন দিন অতীত এ তিন দিনের মধ্যে একটি বারও সেলদনের সঙ্গে আমাদের সাক্ষাৎ হয় নাই। চতুর্থ দিনের প্রাতঃকালে ফণীর মুখে সংবাদ পেলেম, গাড়ী প্রস্তুত, সেল্‌দন এখনি কুঞ্জ ত্যাগ কোরে যাবেন। ভগ্নীদের দেখে শুনে যান, এই তাঁর ইচ্ছা। সম্মতি দিলেম। তৎক্ষণাৎ সেল্‌দন ছেলেদের ঘরে অন্য কথায় সারার ঘরে প্রবেশ কোল্লেন। চারিচক্ষে প্রীতি সম্ভাষণ হলো, দেখ্‌লেম। সেল্‌দন বোল্লেন "চোল্লেম মেরী।"

গম্ভীর ভাবে উত্তর দিলেম "ঈশ্বর আপনাদের প্রণয়ের প্রতি করুণার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন।"

"সারা! তবে বিদায়। মেরীর অনুমতি আছে, পত্র লিখ। সর্ব্বদা মনে রেখ। জেনে রেখ সারা, তুমিই আমার ইহ জগতের তাবৎ সুখের কেন্দ্র সকল আশার মূল আশা তুমি আমার।"

"প্রিয়তম! তুমিও কি আমার তাই নও?" সজল নয়না সারার এই খেদ উক্তি।

"তবে আসি প্রিয়ে।" সেলদন্ প্রস্থান কোল্লেন। প্রীতি ভরে সারার কর চুম্বন কোরে, ভগ্নীগণের মুখ চুম্বন কোরে পিতৃস্বসাকে অভিবাদন কোরে সেল্‌দন্ প্রস্থান কোল্লেন। যত দূর দৃষ্টি যায়, সারা ততদূরই সেই দ্রুতগামী শকটের প্রতি একদৃষ্টে চেয়ে রইল।—দেখ্‌তে দেখ্‌তে সেল্‌দনকে নিয়ে গড়ী অদৃশ্য!

শতাধিক চতুর্থ লহরী।

দৈবদুর্ব্বিপাক!

লেডীর ক্রমেই অসুখ বৃদ্ধি। ডাক্তার পরামর্শ দিলেন, সমুদ্রের উপকূলে বাস করা—বায়ু পরিবর্ত্তন করা অতি আবশ্যক। সমস্ত আয়োজন ঠিক হলো।—এক সপ্তাহ পরেই আমরা টেমস্ উপকুলে যাত্রা কোর্ব্বো!

সেল্‌দন লণ্ডনে পৌছে, সারাকে তাঁর নিরাপদ পৌছ সংবাদ দিয়েছেন। সারাও তার উত্তর দিয়েছে। সেল্‌দন আমার শিরোনামেই সারাকে পত্র দিয়েছিলেন।—সারার পত্রও আমি দেখ্‌লেম। সরল ভাবে শারীরিক সংবাদ আদান প্রদান মাত্র।

নির্দ্দিষ্ট দিন এসে উপস্থিত হলো। স্যার রিচার্ড তালবৎ, লেডী তালবতা, সারা, আমি, পাচিকা, কোচ্‌ম্যান, সইস, চাকর সকলেই আমরা যাত্রা কোল্লেম। দাসী ফণীও আমাদের সহযাত্রী হলো।

বিপদ নাকি পদে পদে, ঘোড়া চোম্‌কে লেডীর গাড়ী কাৎ হয়ে পোড়ে গেল। লেডী একেত চিররুগ্ন, তার উপর এই দৈব দুর্বিপাক, আশঙ্কা আতঙ্কই লেডীর মূর্চ্ছা! রাস্তার মধ্যে এই বিপদ! সকলেই বিব্রত হয়ে পোড়লেম।

রাস্তা দিয়ে একটি ভদ্র লোক—ভাবে বোধ হলো; রাজকীয় একজন বয়স্ক পদস্থ ব্যক্তি, অশ্বারোহণে যাচ্ছিলেন। তিনি এই বিপদ দেখে—যথেষ্ট সহানুভূতি প্রদর্শন কোল্লেন। রিচার্ডকে সপরিবরে নিমন্ত্রণ কোল্লেন। নিকটেই বাড়ী; করা যায় কি, সকলেরই সম্মতি হলো। আমরা পদব্রজে আর স্যর রিচার্ড ও লেডী গাড়িতে যথা স্থানে পৌছিলেন। ভদ্রলোকটি দ্বারবাণের নাম বোলে দিয়েছিলেন। তুফনল! নাম কোত্তেই দ্বারবান লৌহ কটক উন্মোচন কোল্লে, প্রবেশ কোল্লেম। যেন আপন বাড়ী এলেম। দাস দাসীরা মহা ব্যস্ত হয়ে উঠ্‌লো। একটা সুসজ্জিত ঘরে আমরা উপবেশনের অনুমতি পেলেম, এদিকে ভদ্রলোকটি এক জন ডাক্তার সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত। লেডী তেমন কিছু আঘাত প্রাপ্ত হন নাই, মনের আশঙ্কামাত্র সত্বরই প্রকৃতিস্থ হলেন।

একজন বালক এসে আমাদের জানিয়ে গেল, আমার মেয়ে ছেলেদের নিয়ে দুই ভগ্নীতে যে ঘরে বোসে আছি, তারই পাশের ঘর আমাদের শয়নের জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। তারই পাশে দৃশ্যাগার। কৌতুহল হলে সেই স্থানেও যেতে পারি। সেখানে দেখবার বিস্তর জিনিস সযত্নে সজ্জিত আছে।"

চাকরের মুখে সংবাদ শুনে দৃশ্যাগার দেখ্‌তে বাসনা হলো। এ বাড়ী কার, তা কেহই জানে না। জিজ্ঞাসা করারও অবসর হয় নাই কর্ত্তা যখন সঙ্গে আছেন, তখন সে সব খোজ খবরে আমাদের প্রয়োজনই বা কি! যাই হোক, দৃশ্যাগার দেখ্‌তে চোল্লেম। পাশের ঘরের পরেই দৃশ্যাগার। ছেলেদের সরার কাছে রেখে দৃশ্যাগারে প্রবেশ কোল্লেম। ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে অসংখ্য মূল্যবান চিত্র। দামী দামী তৈলচিত্র।—

একদিকে মানুষের ছবি। মানুষের ছবিই অগ্রে দেখ্‌তে ইচ্ছা হলো। ছবির সংখ্যা ত্রিশ খানি। এক দুই কোরে দেখ্‌ছি, হটাৎ এক খানা ছবির প্রতি দৃষ্টি পতিত হলো। প্রাণের মধ্যে যেন একটা ভয় বিস্ময়ের তরঙ্গ উঠ্‌লো! ছবি খানি পুরুষের ছবি। পরম সুন্দর দয়ামায়ার আকর যুবা পুরুষের ছবি। ছবিতে যে মুখ খানি চিত্রিত হয়েছে, সে মুখ খানি যেন আমার চেনা। পাঠক! একটু কষ্ট স্বীকার কত্তে হলো! আমার এই জীবনীর প্রারম্ভে, যখন আমি সেই একাদশ বর্ষীয়া বালিকা সেই আস্‌ফোর্ডের পিতৃ ভবনে মাতার নিকটে শিক্ষা—করি, তখন জানালায় একটি ভদ্রলোক দেখেছিলেম।—যাকে দেখে দুঃখিনী জননী আমার উন্মাদিনী হয়ে বাড়ীর বাইরে গিয়েছিলেন, যাঁর জন্য আমরা জনক জননী হারিয়েছি, এ মুখ খানিতে যেন সেই ভদ্রলোকের মুখ খানি

আঁকা আছে। তাতেই বড় বিস্ময় উপস্থিত হলো। অভাগিনীর দুর্ভাগ্য জীবনের দুর্ভাগ্য ভোগের সেই প্রারম্ভ কালের কথা মনে পোড়ে গেল। নেত্রজল সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না; কিন্তু এ কি সম্ভব!—আমি যা অনুমান কোরেছি, এটা কি আমার ভ্রান্তি নয়!—তাও কি কখনও সম্ভব হয়। কোথায় দীনদরিদ্র সূত্রধর পরিবার,—আর কোথায় এক-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির দৃশ্যাগারের এক খানি চিত্র পট!—চিন্তার কুল কিনারা পেলেম না।

এই চিত্রপটের পার্শ্বেই একজন বর্ষিয়সী সুন্দরীর চিত্রপট!' চিত্র পটে অঙ্কিত মূর্ত্তি, বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষ, তথাপি তা যেন সৌন্দর্য্য ভূষিত। দেখ্‌ছি, শুন্‌তে পেলেম, "তুমি খুব যত্ন কোরেই যেন ছবি গুলি দেখ্‌ছো।"

বড়লোকের পেয়ারের মোসাহেব যার সঙ্গে আমাদের প্রথম সাক্ষাৎ, যাকে প্রথম ভদ্রলোকটি মাত্র বোলে পরিচয় দিয়েছি, সেই তুফনল আমার পশ্চাতে। তাঁরই কণ্ঠের এই জিজ্ঞাসা। উত্তর দিলেম, "হাঁ, আমি যত্ন কোরেই দেখছি বটে। এ ছবি খানি কার?"

"আমার স্বর্গীয় প্রভুর। স্যর বিন্দুহাম ক্লাভারিং।" শুনেই ত অবাক! আগ্রহে আগ্রহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "এখন আপনার বর্ত্তমান প্রভুর নাম কি?"

"স্যর এবরি ক্লাভারিং।"

পঞ্চাধিক শততম লহরী।

ডাইনীর প্রেম।

চিন্তিত হলেম। যে দুরাত্মা আমাকে বন্দী কোরে রেখেছিল, যে আমার ধর্ম্ম নষ্ট কর্ব্বার জন্য বিধিমত প্রকারে চেষ্টা কোরেছে, তারই বাড়ী আতিথ্য স্বীকার! বড়ই দুঃখিত হলেম। আর বিন্দুহামের সঙ্গে আমার মাতারই বা কি সংশ্রব হতে পারে? আমার এই বিষম চিন্তা গোপন রইল না। সরল হৃদয় তুফনল বোল্লেন "তুমি যে বিশেষ চিন্তিত হয়েছে, তা আমি বুঝতে পেরেছি। চিন্তিত হবারই কথা। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই পরিবারকে বড়ই মনোকষ্ট ভোগ কোত্তে হয়েছে। মাতার মৃত্যুর পর এক মাসও যেতে না যেতে বিন্দুহাম মারা যান। মাতা পুত্র, উভয়ের মৃত্যুই রহস্যময়।।

"সে সব দুঃখের ইতিহাস বোধ হয় সাধারণের শোন্‌বার উপযুক্ত নয়?"

"কেন?—সে সংবাদ ত অনেকেই জানে! তুমি যে তা জান না, তাই আশ্চর্য্য। আমি চিনেছি তোমাকে। তোমার প্রভুর মুখে নাম শুনে তোমাকে চিনেছি আমি। দর্ব্বি

আদালতের ব্যাপারে তুমি এক রকম বিশ্ব বিখ্যাত হয়ে পোড়েছ। তোমার প্রতি ক্লাভারিং যে সকল অত্যাচার কোরেছেন, তাও আমি জানি, কিন্তু দুই এক দিনের মধ্যে লণ্ডন হতে তিনি ফিরে আসবেন না। কোনও চিন্তা নাই তোমার। মনিবদের দেখে সকল সময় চাকরদের চরিত্র অনুমান কোল্লে যে ভ্রমে পোড়তে হয়, তা বোধ হয় জান তুমি। আজ কাল বড় লোকের একরকম ব্রতই হয়ে দাঁড়িয়েছে, গরীবের মেয়েদের সর্ব্বনাশ করা। সে কাল আর একাল তুলনা কোরে দেখ্‌লেই জান্‌তে পারা যায়। সে কালের রাজাদের ছিল রাজোচিত গুণ, এখনকার রাজাদের প্রায়ই হয়েছে, অতি নীচোচিত দোষ। তা সে সব কথা থাক। এখন দুঃখের কথা শুনে যাও। লেডীর মৃত্যুর দশ দিন পরেই বিন্দু হাম একবারে নিরুদ্দেশ! লোক জন না নিয়ে,—টাকা কড়ি না নিয়ে,—কাকেও কিছু না বোলে একবারে নিরুদ্দেশ! নানা অনুসন্ধান হলো, সংবাদ নাই। ক্লাভারিং তখন সসৈন্যে দোবরে ছিলেন। তাঁকে সংবাদ লেখা গেল, তিনিও অবশ্য অনুসন্ধান কোল্লেন, ফল হলো না। শেষে এক দিন নদীতটে ভ্রমণ কোচ্ছি, হটাৎ একটা শব দেখ্‌তে পেলেম।"

বাধা দিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "এই নদীর প্রবাহই ত আস্‌ফোর্ডের নীচে গেছে?"

"হাঁ মেরী। ঠিক অনুমান কোরেছ। এই নদীর তটেই আস্‌ফোর্ড! শব দেখেই কিরকম মনের ভাবে হলো; নিকটে—মাঠে চাষারা কাজ কর্ম্ম কোচ্ছিল, তাদের ডেকে শব তীরে তুল্লেম। তুল্লেম বটে, কিন্তু চিন্‌তে পাল্লেম না। সম্পূর্ণ বিকৃত হয়ে গেছে। তখন শবের পকেট অনুসন্ধান কোল্লেম। পকেটে কয়েকটি টাকা, অঙ্গুরী আর ঘড়ী পাওয়া গেল; তাই দেখেই চিন্‌লেম, শব তবে নিশ্চয়ই হতভাগ্য বিন্দ্‌হামের। শেষে ক্লাভারিংকে সংবাদ দিয়ে আনিয়ে—মাতার পার্শ্বেই পুত্রের সমাধী স্তম্ভ প্রস্তুত করা হলো। এক মাসের মধ্যে মাতা পুত্রে সমাধীস্থ হলেন। তখন ক্লাভারিং রাজখ্যাতি লাভের ওয়ারীশ হলেন। সেনাপতিত্ব ত্যাগ কোরে জেষ্ঠের অতুল বিষয়ের অধিকারী হলেন।"

এই পর্য্যন্ত বোলে তুফনল একটু বিরাম দিলেন। আবার বোল্লেন "তুমি তবে এখন দেখ শোন। আমার অন্য কাজ আছে।" তুফনল বিদায় নিলেন। আমিও ফিরে এলেম। আপনার বাক্স হতে সেই কাল শীল করা চিঠি, যাতে আমার অভাগিনী মাতার জীবনী হয় ত লেখা আছে, সেই চিঠি খানি বার কোরে দেখ্‌লেম। খুলে দেখ্‌তে ইচ্ছা হলো। আর সন্দেহের যন্ত্রণা সহ্য কোত্তে পারি না। আবার তখনি মাননীয় ডাক্তার কলিন্সের মৃত্যুকালের অনুরোধ মনে হতেই এ ইচ্ছা দমন কোল্লেম।

পর দিনই আমরা টেম্‌স্ তটের নির্দ্দিষ্ট বাড়ীতে পৌঁছিলেম। যাবার আগেই অন্যান্য চাকর সব যথাস্থানে পৌঁছে আমাদের গমনের পূর্ব্বেই সমস্ত ঠিক কোরে রেখেছিল, গিয়ে আর কোনও অসুবিধা ভোগ কোত্তে হলো না।

এক সপ্তাহ আছি। এক দিন বেড়াতে বেরিয়েছি, সারার সে দিন বড় অসুখ, কি অসুখ তা বোধ হয় পাঠকের বুঝতে বাকী নাই ; আমি একাকীই ছেলেদের নিয়ে বেড়াতে বেরিয়েছি। খানিক দূর গিয়েই দেখ্‌লেম, অজেতা। ডাইনীর রাণী, দস্যুর সেই সর্দ্দারনী কিন্তু আমার প্রতি কৃপাময়ী সেই অজেতা। অজেতা বোল্লেন "আমি দূর হতেই তোমাকে চিনেছি। এখানে তুমি কেন ? আজও বোধ হয় তুমি চাকরীতে আছ ?"

"হাঁ আছি। লেডী তলাবতের কন্যাগণের রক্ষয়িত্রী আছি আমি। তুমি এখানে ?"

অজেতা কতক্ষণ নিরবে থেকে শেষে বোল্লেন "মেয়েরা খেলা করুক, এস, ঐ বৃক্ষ তলে উপবেশন কোরে আমরা একটু বিশ্রাম করিগে চল। বিশ্রামের সময় সমস্ত কথাবার্ত্তাই আমাদের চোল্‌বে।"

তাই কোল্লেম। মেয়েদের যদৃচ্ছা ক্রিড়া কৌতুকের অনুমতি দিয়ে, অজেতার সঙ্গে বৃক্ষতলে উপবেশন কোল্লেম। অজেতা বিষন্ন বদনে বোল্লেন "তাই বুঝি তুমি আমাকে জিজ্ঞাসা কোরেছ ?—আমার এখানে আগমনের কারণ বুঝি তুমি জান্‌তে চাও ? শোন তবে। আমি তোমার কাছে গোপন করি না। সত্য কথা—প্রাণের কথা তোমাকে বলি, শোন তবে। মেরি, তোমার বোধ হয় স্মরণ আছে, আমি ইতিপূর্ব্বে তোমাকে বোলেছি, রমণী হৃদয় ভাল না বেসে পারে না। শত সহস্র অপরাধ স্ত্রীলোকের প্রাণের সঙ্গে গাঁথা থাক, শত সহস্র অসৎ বৃত্তিতে সে ভূষিত থাকুক, তবুও সে ভালবাসে। হীন বংশে, লোকালয়ে পরিচয়ের অনুপযুক্ত বংশে আমার জন্ম, নিজে অতি কুৎসিত ব্যাবসায় অবলম্বন কোরেছি, প্রাণ আমার পাষাণ, পুরুষোচিত বিক্রম আমার নারীদেহের বিলাস ভূষণ, তবুও আমি বোলেছি ত, আমি ভালবাসী। আকাঙ্ক্ষার ভালবাসা আমি বাসি নাই। তিনি আমাকে বিবাহ করুন, দস্যুবালা আমি, তিনি লোক সমাজে আমাকে রাণী বোলে পরিচিত করুন, তা আমি চাই না। বিবাহের বাসনা আমি রাখি না। আমি চাই, তাঁর চরণে আমার এই একমাত্র অন্তরের নিবেদন, তিনি জানুন,—আমি তাঁকে ভালবাসি ! কিন্তু তিনি হয়ত তা জানেন না।"

কে বলে পাষাণে তরুলতা জন্মে না ? দস্যুবালার হৃদয়ের মত হৃদয় কোন ও সুবংশের সুন্দরী হতে নীচ নয়। দস্যুবালা অজেতা বোল্লেন "তিনি যদি আমাকে ভাল না বাসেন, তিনি যদি আমার হৃদয়ের এ প্রীতি উপহার গ্রহণ না করেন, তা হলেই কি আমি বড় কাতর হব মনে কর ? না, তা হব না। তেমন রুগ্ন মন—দূর্ব্বল চিত্ত নিয়ে আমি এ সংসারে আসি নাই। তিনি যদি অবজ্ঞার হাসিতে আমার প্রণয় প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন, আমি তখনি—অকুতোভয়ে তাঁকে স্পষ্ট স্পষ্ট বোল্‌বো, "যাও নৃশংস ! আমি তোমার কাছে প্রতি দানের প্রার্থনা কোত্তে আসি নাই। আমি তোমাকে ভাল বাসি, এই পর্য্যন্ত।"

এই পর্য্যন্ত বোলে দস্যুবলা কতক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে শূন্য পথের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কোল্লেন। কতক্ষণ পরে আবার বোল্লেন "জান মেরী ; লোকের দৃষ্টি সব সময় ঠিক থাকে না। তুমি হয় ত জান না, লেডী দেবনন্দা নামে একটা রাক্ষসী আছে, সে মাগী মানুষ ধোরে ধোরে খেয়ে ফেলে। সোনার শরীর যাদের, পিশাচিনীর স্পর্শে তারা গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়ে যায়। লোকে কিন্তু তবু তারে আদর করে।"

"জানি আমি। লেডী দেবনন্দার সঙ্গে সৌভাগ্যবশতঃ আমার বিশেষ আলাপ পরিচয়ও আছে। জানি তাকে আমি।"

"তবে ত জানই তাকে তুমি পাপিনীর চরিত্র কথা সবই হয় ত তুমি জান !—সে একটা লোককে কত কষ্টই দিয়েছে, কিন্তু হায় ! তবুও তার সে উৎকট রূপের নেশা কাটে নাই ! কি এত রূপসী ? কি এত বিদূষী ?—কি এত গুণপণা আছে তার ? নাম কোর্ব্বোনা আমি, আর তার নাম মুখেও আন্‌বো না, কিন্তু সেই লোকটার কি পোড়া দৃষ্টিশক্তিও নাই ! পাপিনী শেষে উপপতির সঙ্গে পলাতক হয়ে আপনার সতীত্ব ধ্বজা উড়িয়েছে ভাল। থাক, কাজ নাই। এখন আমি তবে চোল্লেম। এখানে থাক যদি এখন কতবার দেখা সাক্ষাৎ হবে।" এই বোলে দস্যুবালা অজেতা গাত্রোত্থান কোল্লেন। আমিও বাসার দিকে এলেম। আস্‌ছি, অদূরে দেখ্‌লেম, একটি পুরুষ, আর একটি রমণী। একটু নিকটে আস্‌তেই চিন্‌লেম, লেডী দেবনন্দা, আর স্যর এবরি ক্লাভারিং।

ত্র্যধিক শততম লহরী।

লতাকুঞ্জ—তরণী—কুটীর !

দেখাই করা হবে না। যারা এসংসারে আজীবন পাপ অর্জ্জনই সার ভেবেছে। তুচ্ছ সুখ—যে সুখ জীবন কালেই ফুরায়ে যায় ; যে—সুখের আরম্ভে লোকনিন্দা, বিদ্রূপ ঘৃণা ; যে সুখের মধ্যে কেবল অবসাদ আর অবিরাম ক্লান্তি, যে সুখের পরিণাম কেবল হাহাকার ; সেই সুখই যারা পরম সুখ বোলে জ্ঞান করে, সংসারের তারা শত্রু। আত্ম সুখে যারা স্বার্থান্ধ, তারা সংসারের পবিত্রতার পথে পথ কণ্টক ! সাক্ষাৎ করার আবশ্যকও নাই। দ্রুত পদে মেয়েটির হাত ধোরে অগ্রসর হলেম। পালাতে পাল্লেম না। লেডী দেবনন্দা দেখেই চিন্‌লেন। সহাস্য বদনে বোল্লেন "মেরী যে ! এখানে কত দিন এসেছ তুমি ? সেলিনাকে অবশ্যই তুমি পত্রাপত্র লিখে থাক ? তাদের সুখের সংবাদ হয় ত নিত্য নিত্যই

তুমি পাও।—লিখে দিও। তুমি যেমন কোরে ভাল বোধ কর, যেমন ভাষা প্রয়োগ কোত্তে তোমার ইচ্ছা হয়, তুমি তেমনি কোরে লিখে দিও তাকে, ভূতপূর্ব্ব কাপ্তেন ক্লাভারিং—বর্ত্তমানে স্যর এবারি ক্লাভারিং ব্যারোনেট, এখন কাপ্তেন তালমুখের স্থলাভিসিক্ত হয়েছেন।"

আমার উত্তরের অবসর না দিয়ে ক্লাভারিং বোল্লেন "জান নাকি তুমি একে প্রিয়তমে? আমিও বেশ চিনি—। আমি এক দিন এই দাসীটাকে মনের খেয়ালে ভা——"

জঘন্য প্রসঙ্গের অপরিসমাপ্ত বাক্য পরিসমাপ্ত হতে অবসর না দিয়ে বোল্লেন "লেডী দেবনন্দা স্যর ক্লাভারিং! আমি কর্ত্তব্য বোধে আপনাদের সাবধান কোরে দিচ্ছি, একজন স্ত্রীলোক আপনাদের প্রধান শত্রু হয়ে দাড়িয়েছে।"

ক্লাভারিং হেসে বোল্লেম "সে তোমাকে তার ভিতরের কথা বোলেছে না কি? ঘটনাটার কিছু শুনেছ নাকি তুমি?"

"আমি তার উত্তর দিতে পারি না। যে টুকু কর্ত্তব্য বোধ কোরেছি, সেই টুকুই জানালেম মাত্র।" এই পর্য্যন্ত বোলে বাসায় এলেম। সারা বড় মেয়ে দুটিকে নিয়ে ঘরেই ছিল; তার টেবিলের কাছে গিয়ে দেখি, কলমে কালি লেগে আছে। সন্দেহের মন, সন্দেহ হলো। জিজ্ঞাসা কোল্লেম, সারা অস্বীকার কোল্লে। আরও সন্দেহ হলো! তখন কিছু না বোলে ডাক ঘরে এক খানা পত্র লিখে দিলেম। তাতে লেখা থাক্‌লো, যদি "সারা প্রাইসের" নামে কোনও পত্র আসে, তা যেন সাধারণ হরকরা দিয়ে বিলি না হয়। আমি স্বয়ং লোক দিয়ে—সে নামের পত্র সব আনাব। পত্রে নাম সই কোল্লেম, সারা প্রাইস। ফণীকে দিয়ে এই পত্র তখন ডাক ঘরে পাঠীয়ে দিলেম। গোপনে উপদেশ দিলেম, মিষ্ট বাক্যে বশীভূত ফণী নিত্য নিত্য ডাক ঘরে গোপনে অনুসন্ধান নিতে স্বীকার রইল।

এই সকল ঘটনার প্রায় এক সপ্তাহ পরে, এক দিন আবার সেইদিকে বেড়াতে গেছি, দস্যুবালা এসে উপস্থিত। দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে—প্রীতিভরে আমার করমর্দ্দন কোরে দস্যুবালা আজেতা বোল্লেন "আবার তোমার সঙ্গে দেখা কোল্লেম। সে দিন তোমাকে যে সব কথা বোলেছিলেম, যাঁর আমি নাম কোত্তে চাইনা, তাকে বুঝি সে সব বোলেছ?"

"বোলেছি।" অম্লান বদনে, দোষই হোক বা গুণই হোক, আত্মক্রিয়া স্বীকার কোরে বোল্লেম "হাঁ অজেতা, আমি সে সব বোলেছি। তুমি বোধ হয় তাতে দুঃখিত হবেনা!"

"কখনই না। তুমি কেন, আমার এ প্রণয় ব্যাপার শতকণ্ঠে ঝঙ্কার উঠ্‌লেও আমি তাতে দুঃখিত হবনা। আমার এ গুপ্ত প্রেম নয়, আমার প্রেম দৃঢ়তা হীন হৃদয়ের ক্ষণিক আবেশময় তরঙ্গ নয় যে, সহজেই সে তরঙ্গ অন্ততঃ দৃঢ় তটের একটি বালুকাও আত্ম-

সাৎ কোত্তে সমর্থ হবে। আমার এ প্রণয় প্রবাহ পাষাণের নিঝর, পাষাণের তাতে ভীত হবার ত কিছু নাই! এ আমার ভালবাসার আমি ত আর প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখিনা, তবে আর আক্ষেপ কি?"

পুনঃস্মৃতি লাভ কোরে অজেতাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম; "অজেতা! জানি আমি, সংসারের কোন তাড়নায় তুমি তাড়িত—লাঞ্ছিত, এমন কি ভ্রুক্ষেপ পর্য্যন্তও কোর্ব্বে না। এখন আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করি; লেডী কলমন্থনার মৃত্যুব্যাপার তোমাদের বাড়ীর জীবন্ত প্রেতমূর্ত্তি সেই গ্রেহেম, লেডী দ্বিবনপত্রার প্রণয়, এ সকল যেন আমার কাছে আজও দারুণসন্দেহের কুয়াশায় ঢাকা আছে। এ সব কথা প্রকাশ কোত্তে ত তুমি প্রতিশ্রুত ছিলে। এখন কেবল স্মরণ করিয়ে দিলেম। এখন বোল্‌বে কি?

"আর একটা প্রশ্ন যে তালিকাভূক্ত কোত্তে ভুলে গেলে।" বড় দুঃখেও ভুবনমোহিণী দস্যুবালা হাস্য কোল্লেন। সহাস্য বদনে বোলেন "সব কথাই আমি তবে যা জানি, তা বলে যাই। গ্রেহেম সম্বন্ধে তোমাকে আমি যা পূর্ব্বে বোলেছি, তার অধিক একবর্ণও আমি জানিনা। লেডী কলমন্থনার মৃত্যুর কারণও সেই তিনিই! তাঁর নাম আর আমি মুখে আন্‌তে চাই না। তিনিই নিত্য নিত্য লর্ড বাহাদুর আর লেডী দ্বিবনপত্রার এমন কথোপকথন শুনে আস্‌তেন। যখন যে দিন গোপন পরামর্শের জন্য যেস্থান নির্দ্দিষ্ট হতো, তিনি সেই খানেই যেতেন। আর আমার কাছে, নিত্য নিত্য—বুঝেছ মেরী, নিত্য নিত্যই তার রোজ নামচা দাখিল কোত্তেন। তখন আমার প্রতি অবশ্য তাঁর অন্য ভাব ছিল। তখন আমার সাক্ষাৎ তিনি হয়ত মহা আনন্দের বোলে ভাব্‌তেন। যাক সে সব কথা। তার পর তোমার সেই কথা। যে কথাটা মুখ ফুটে বোল্‌তে তোমার বুক কেঁপেছিল, সেই কথাটাই এখন বলি। সেই তাঁর সঙ্গে যে কান্তিনের বিশেষ আলাপ পরিচয় ছিল, তা তুমিও না জান, তা নয়। কান্তিনের সঙ্গে তোমার যে প্রণয়, তা তিনি জান্‌তেন। তোমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি ছিল কি না, তিনি সর্ব্বদাই গোপনে প্রকাশ্যে, তার সংবাদ রাখ্‌তেন। অতি নির্জ্জনে তোমরা যে সব কথোপকথন কোরেছ তিনি তাও জান্‌তে পেরেছেন—আমাকেও অমনি তখনি জানিয়েছেন। প্রিয় তিনি, তাঁকে সন্তুষ্ট রাখাই তখন আমার জীবনের ব্রত হয়েছিল, তাই তাঁরই মনস্তুষ্টির জন্যে আমি তোমাকে ধবল কুঠিরে নিয়ে গিয়েছিলেম। সত্য বোল্‌ছি মেরী, তখন তাঁর সুখই আমার পরম সুখ বোলে বোধ হতো! ঐ দেখ, আবার সেই আপদ! প্রাণ যা কল্পনায় আন্‌তেও ঘৃণা করে, তাঁর সঙ্গে আবার সেই! আমি তবে চোল্লেম।" এই বোলেই অজেতা প্রস্থান কোল্লেন। অদূরে দেখ্‌লেম, ক্লাভারিং আর লেডী দেবনন্দা পদচারণ কোচ্ছেন। দূরে তাঁরা পদচারণ কোচ্ছেন, আমি অন্য পথে বাসায় পৌঁছিলেম। বাসায় যেতেই কর্ণী বোল্লে,-

সারা আজ নিজে ডাক ঘরে গিয়েছিল, চিঠি এসেছে, কিন্তু তাকে দেয় নাই।” এই কথা শুনেই ত মহা চিন্তিত হলেম। ফণীকে ধন্যবাদ দিয়ে তখনি আবার বেরুলেম। লেডীর যেন কোনও বিশেষ কর্ম্ম সম্পাদনে চোল্লেম, এই ভাবটা সারাকে জানিয়ে গেলেম। আর পাঁচ মিনিট সময়। পাঁচটার সময় ডাক বন্ধ হয়, ৫টা বাজ্‌তে আর মাত্র পাঁচ মিনিট অবশিষ্ট। খুব দ্রুত পদেই চোল্লেম।—যে স্থানে ডাকঘর, তার নিকটে গেছি, এমন সময় একটা আওয়াজ পেলেম, “এই সেই।” শব্দ মাত্রেই একটা লোক ছুটে এসে আমার মুখে হাত দিলে, আর দুজনে কোলে তুলে নিয়ে দৌড়! বিপদ যে একটা ঘোটেছে, সেই টুকু মাত্র জান্‌লেম, আর কিছু জানতে অবসর পেলেম না। অচৈতন্য হলেম। কতক্ষণ সেই অবস্থায় ছিলেম, জানিনা; চৈতন্য পেয়ে দেখ্‌লেম, আমি নদীবক্ষে। মনে কোরেছি, আবার সেই বুলডগ্। এবার আর নিস্তার নাই! নর হত্যাকারী এরা, আমিই তার মূল। আমার সাক্ষীতেই তাদের ফাঁসি হবে!—আর কি জীবনের আশা কোত্তে আছে! একটু চেয়ে দেখ্‌লেম, না তারা নয়। কতকগুলি জেলে।—এখানে এসে যে হাম্‌টন নামক জেলে পল্লির নাম শুনেছিলেম, বুঝলেম, আমি এখন সেই হামটন পল্লিতে চোলেছি।

লোক তারা ৫ জন, আর আমি। নৌকা তীরে লাগ্‌তেই দুজন আমাকে বেঁধে নিয়ে চোল্লো, বাকী তিনজন নৌকা নিরাপদে রাখ্‌তে নিযুক্ত হলো। চোল্লেম। প্রাণের ত আর আশা নাই, সুতরাং ভয়ও অনেকটা কমে গেছে। চোল্লেম। দস্যুদ্বয় একটা পুরাতন বাড়ীর সম্মুখে গিয়ে সংকেত ধ্বনি কোল্লে, দরজা উন্মুক্ত হলো। দস্যুদ্বয়ের, একটা ধাক্কা খেয়ে বাড়ীর মধ্যে গিয়ে পোড়লেম, সম্মুখেই দেখি; আমার পক্ষে দ্বিতীয় যম স্বরূপ সেই বুলডগ্ আর সব্রিজ!

যারা আমাকে ধোরে এনেছে, তারই মধ্যে মাতব্বর গোছের একজন জেলে বুলডগকে লক্ষ্য কোরে বোল্লে “কেমন? এই ত ঠিক।” গম্ভীর বদনে বুলডগ উত্তর কোল্লে, “হাঁ। এই বটে। আশার অতিরিক্ত কাজ তোমরা কোরেছ। সন্তুষ্ট কোরেছ তোমরা।” লোক দু জন প্রস্থান কোল্লে! থাক্‌লেম সেই নির্ব্বান্ধব পুরির মধ্যে আমি, আর আমার চির শত্রু সেই বুলডগ আর সব্রিজ।

বুলডগ গম্ভীর বদনে বোল্লে “এস মেরী! আজ তোমার সঙ্গে আমাদের বিশেষ কথা।” এই বোলে দস্যুদ্বয় একটি জীর্ণ ঘরে প্রবেশ কোল্লে। একখানা ভাঙ্গা চেয়ারে বোস্‌তে অনুমতি দিতেই বোস্‌লেম। একখানা দেবদারু কাঠের তেল কাপড় মোড়া টেবিলের উপর ভাঁড়ে করা তাড়ি, চুরোট, দেশলাই, সাজান। বুলডগ এখন তার দিকে ফিরেও চাইলে না। গম্ভীর বদনে তার বক্তৃতা আরম্ভ কোল্লে। বুলডগ বোল্লে“দেখ মেরী, স্থির ভাবে শুনে যাও। তুমি আমাদের যা কোরেছ, তার একবিন্দু বিসর্গও

আমাদের অজানা নাই। মিডষ্টোনের বিচারপতি বলদীন ও সরকারী উকিলের সম্মুখে তুমি যাযা বোলেছ, সকলই আমরা জেনেছি। তুমি কেবল আমাদের নাম কোরেই ক্ষান্ত হও নাই, আমার ছুরির পরিচয় পর্য্যন্ত তুমি দিয়েছ। আমরা যে শীঘ্রই গেরেপ্তার হয়ে ফাঁসি কাঠে ঝুলবো, এ এক প্রকার নিশ্চয়। তুমি কি মনে কর, তথনও তুমি জীবিত থাক্‌বে! ভুল তোমার! তোমার প্রাণটা আগে চাই, তারপর আমরা। কিন্তু নরহত্যায় আর আমাদের প্রবৃত্তি নাই। কি রকম মনের গতি হয়েছে, নরহত্যা কোত্তে প্রাণ আর চায় না। এখন একটা উপদেশের কথা বলি। তুমি যদি অস্বীকার কর, কি মিডষ্টোনের আদালতে বিচারপতির সম্মুখে তুমি স্বহস্তে যা লিখে দিয়ে এসেছ, যদি সেই লেখটা একদম্ বেকবুল যেতে পার, তবেই তোমার জীবন থাকে। তোমার তাতে সুনামে আঘাত পোড়বে না। ভাষায় এমন সব কথা আছে, যাতে—মিথ্যা কথাও বলা চলে, অথচ নাম সম্ভ্রমে তাতে আঘাত পড়ে না।"

সব্রিজ প্রিয় বন্ধুর বাক্যের পোষকতা কোরে বোল্লে "তুমি বোল্‌বে, হাঁ, ছুরিখানা ঐ রকমই বটে, কিন্তু ঐ ছুরি যে নিশ্চয়ই সেই ছুরি, তা যখন হত্যাকালে ছিলেম না, তখন কেমন কোরে ঠিক বলা যায়। সব্রিজ আর বুলডগের অস্পষ্ট কথামাত্র শুনেছিলেন, কিন্তু তারা ছিল অন্ধকারে—দূরে, সুতরাং নিশ্চয়ই যে তারা হত্যাকারী, তা কেমন কোরে বল্‌তে পারা যায়! এই রকম বোল্লে তুমিও বাঁচতে পার, আমরাও বাঁচি। বলি, বুঝেছ?"

"তা না হলে আজই তোমার জীবনের শেষ। এখানে জনমানব নাই যে, চীৎকার কোল্লেও সাহায্য পাবে! নিকটেই জলাবর্ত্ত, তাতে যদি ফেলে দি তা হলে তোমার যত চীৎকার, সব নদীর তরঙ্গে মিশিয়ে যাবে! স্বীকার কর। তোমাকে আমরা বিশ্বাস করি। তুমি যদি স্বীকার কর, তা হলে তুমি যে তোমার প্রতিশ্রুতি প্রতিপালন কোর্ব্বে, আমরা তা বিশ্বাস করি। চেয়ে দেখ, গুলি পিস্তল প্রস্তুত। পাঁচ মিনিট মাত্র সময়।"

পাঁচ মিনিট! যদি অস্বীকার করি, তা হলে ইহ সংসারে আমার পরমায়ু কাল—আর পাঁচ মিনিট মাত্র! স্বীকার হই—কি কোরে? আত্মজীবন রক্ষা কোত্তে আবার সেই নিরীহ—বিধবার একমাত্র সম্বল—সেই টমকে আবার বিপদে ফেলবো! কিন্তু আর পাঁচ মিনিট! সম্মুখে যেন মৃত্যুর করাল ছায়া—অতি বিভীষিকা ময় মৃত্যুর দৃশ্য স্পষ্ট স্পষ্ট দেখ্‌তে লাগ্‌লেম। ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ কোরে—মনের মধ্যে এক এক খানি মুখ, যারা যারা আমার সংসারের অবলম্বন, যারা যারা আমার ঐহিক সুখ শান্তির আশ্রয়, যাদের কাছে আমার সকল সুখসাধ জমা দেওয়া আছে; সেই তাদের—সেই হৃদয়াধিক প্রিয়তম কান্তিন্—সেই স্নেহের সারা উইলিয়ম জেন,—সেই আমার অসময়ের বন্ধুগণ,.

সকলকেই যেন দেখ্‌তে পেলেম। বাঁচ্‌তে ইচ্ছা হ্‌তে লাগ্‌লো! এমন সময় ত বিদায়ের সময় নয়! আমার জীবনের প্রতি আর এক জনের জীবন—যে এ সংসারে কখনও পাপ তাপের ছায়াও স্পর্শ করে নাই; যে এতদিন এই কুটিল সংসারকে সরলতার শান্তি নিকেতন বোলে জেনে রেখেছে, সে কি বাঁচবে? জীবনের মায়া এসে উপস্থিত হলো। কিন্তু এখন আমি করি কি—

"তবে তুমি স্বীকার নও?" চিন্তা শ্রোতের প্রতিকূলে একটা সবল ধাক্কা দিয়ে নরঘাতী পশু বুলডগের ভীম কণ্ঠ ভীম আওয়াজে বোল্লে "তবে তুমি স্বীকার নও? ধর্‌তয়ে নিক্‌!—হাত ধর, আমি এদিকে কাজটা নিকেশ করে দি।"

হাত ধোল্লে। দুরাচার সব্রিজ কঠিন হস্তে সবলে আমার হস্ত ধারণ কোল্লে। আস্তিণ গুটিয়ে ভীম মূর্ত্তি বুলডগ পিস্তলটা উঠিয়ে নিলে। আর আশা নাই! প্রাণের মধ্যে বড় যন্ত্রণা। চীৎকার কোরে বোল্লেম "অনাথনাথ করুণা সাগর! পিতা! তুমি ভিন্ন অভাগিনীকে আর কে রক্ষা করে প্রভু! পরম পিতা—"

"এখনও শোন্‌! স্বীকার কর।"

ধাক্কা দিয়ে সব্রিজকে ফেলে দিলেম। সহসা যেন নবীন তেজে দ্বিগুণ সাহস পেলেম। একখানা কেদারা নিয়ে সেই থানায় গুলির আঘাত নিবারণ কোর্ব্বো ভেবে তারই অন্তরালে গিয়ে, দাঁড়ালেম। দাঁড়ালেম মাত্র, সহসা চার পাঁচ জন জল পুলিশের লোক এসে উপস্থিত। পুলিশের লাল উর্দ্দি বাঁকা চাপ্‌রাসের জৌলসে দস্যুদ্বয় ভীত হয়ে কাঁপতে লাগ্‌লো! হাতের বন্দুকে পোড়ে গেল!—আমি চকিতে—কৃতজ্ঞতার প্রবাহে মূহ্যমান হয়ে দেখ্‌লেম, অজেতা! মুহূর্ত্ত পরে দেখি, আমি করুণাময়ী দস্যু বালার ক্রোড়ে!

সপ্তাধিক শততম লহরী

দস্যু বালার প্রতিহিংসা।

অচেতনে ছিলেম! চৈতন্য লাভ কোরে দেখি, আমি মুক্ত বায়ুতে নীত হয়েছি!—ঘাসের উপর দস্যুবালার দেহে দেহভার রক্ষা কোরে পতিত আছি। চৈতন্য পেয়ে উঠে বোস্‌লেম। দস্যুবালার প্রতি অন্তরের একান্ত কৃতজ্ঞতা জনালেম।

এমন সময় জল পুলিশের একজন প্রধান কর্ম্মচারী দর্শন দিলেন। রাত তখন অনুমান কোল্লেম, ৯টা বেজে গেছে। পুলিশ কর্ম্মচারী জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরীপ্রাইস!

যারা যারা তোমাকে ধোরে নিয়ে এসেছিল, সন্দেহে সন্দেহে তাদের গেরেপ্তার করা হয়েছে। চিন্‌তে পার যদি, এস তবে।”

আবার সেই বাড়ী—যে বাড়ী কিছুকাল পূর্ব্বে যমপুরী বোলে জ্ঞান হয়েছিল, সেই বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। দেখ্‌লেম, দস্যু প্রধান বুলডগ আর সব্রিজ লোহার হাত কড়ীতে বাঁধা আছে। দেখ্‌লেম।—যাদের প্রতি সন্দেহ ক্রমে গেরেপ্তার কোরে আনা হয়েছে, বেশ কোরে তাদের দেখ্‌লেম।—চিন্‌তে পাল্লেম না। অন্ধকার ছিল, কারও মুখ ত দেখ্‌তে পাই নাই!—কি কোরে চিন্‌বো? কার প্রতি মনের খেয়ালে এতবড় একটা গুরুতর শঙিণ মোকর্দ্দমার দোষারোপ কোর্ব্বো? সে যদি নির্দ্দোষী হয়? চিন্‌তে পাল্লেম না। পুলিশ কর্ম্মচারী তাদের মুক্তি দিলেন।

অজেতা বোল্লেন “এদিকে যা হয় হোক, তুমি বাড়ী চল। আমি বরং স্বয়ং গিয়ে তোমাকে রেখে আস্‌ছি।”

রাত হয়েছে। বাসার সকলেই চিন্তিত হয়েছেন। বিশেষ লেডী আবার বড়ই ভীতু!—এতক্ষণ ভেবে ভেবে হয় ত তাঁর দণ্ডে দণ্ডে মূর্চ্ছা হচ্ছে! বিলম্ব কোল্লেম না। অজেতার সঙ্গে তখনি বাসার উদ্দেশে যাত্রা কোল্লেম। একটু তফাতে এসেছি মাত্র, হঠাৎ শব্দ!—ঘন ঘন বন্দুকের আওয়াজ! দেখ্‌তে দেখ্‌তে চীৎকার হাহাকার!—ক্ষণপরেই দেখি, ঘরখানি—যে ঘরে আমি বন্দী হয়েছিলেম, সেই ঘরখানি দাউ দাউ কোরে জ্বোল্‌ছে। মুহূর্ত্তের মধ্যে এইটুকু দেখেই আরও একটু বেগে হাঁটা দিলেম। একটু বিলম্ব হলেই হয়ত প্রাণ বাঁচান ভার হতো। অল্প দূর এসে পথে শ্রান্তি-দূর করার জন্য একটা বৃক্ষতলে দু জনে বোস্‌লেম। একটু বিশ্রামের পর জিজ্ঞাসা কোল্লেম, “আমি যে এখানে এমন দুর্দ্দশাগ্রস্থ হয়ে এসেছিলেম, তুমি তা কি কোরে জান্‌লে?”

“আমি সাড়ে পাঁচ টার সময় ডাক ঘরের ঐ দিকেই গিয়েছিলেম। যখন তুমি ধরা পড় তখন একটা স্ত্রীলোক বোলেছিল “এই সেই।” কেমন, মনে পড়ে? আমি তখন তার নিকটেই ছিলেম। একটু পরেই পায়ের শব্দ—যেন খুব তাড়াতাড়ি পয়ের শব্দ পেলেম। অন্ধকারের মধ্যে কিছুই দেখ্‌তে পেলেম না। কেবল তোমার নামটা আমার কাণে যেন বেজে উঠ্‌লো!—চিন্তিত হলেম। তোমার শত্রু যে পদে পদে, তা আমি জানি বোলেই বেশী বেশী চিন্তিত হয়ে পোড়লেম। তখনি দেখ্‌লেম,—নদীতে এক খানা নৌকা! আরও সন্দেহ হলো! বিশেষ নৌকা খানা ঐ ডাকাতনিবাস হামটনের দিকে যেতে দেখে আরও ভয় হলো। তীরে তীরে চোল্লেম।—সমস্তই দেখ্‌লেম। একা তখন আমি, উপায় নাই, তাই জলপুলিশের সাহায্য নিলেম। আমার লোকজন সঙ্গে থাক্‌লে একটা প্রাণীও আজ নিস্তার পেত না।”

"অজেতা! যথার্থই তুমি করুণাময়ী। আমার প্রতি তোমার অপার অনুগ্রহ।" আত্ম-প্রশংসা শুনতে অনিচ্ছুক হয়ে অজেতা বোল্লেন "চল, আর কাজ নাই।" উঠ্লেম। আবার দুজনে দ্রুতপদে চোল্লেম। বাসায় যখন পৌঁছিলেম, রাত তখন ৯টা।

পরদিন প্রাতে অজেতার মুখে শুন্লেম,—পুলিশের একটি প্রাণীও প্রাণে মরে নাই, তবে সাংঘাতিক রূপে আহত হয়েছে। বুলডগ আর সব্রিজ পলায়ন কোরেছে! খুব একটা দাঙ্গা হয়ে গেছে। জেনে রাখ্লেম, আমি আরও শর্ক্ক বাড়ালেম।

সারার অনুসন্ধান নিলেম। ঘটনার পর দিনই সকালে ফণীকে ডাকঘরে পাঠিয়ে দিলেম, পত্র নাই। ফণী বোল্লে "সারা কিন্তু কাল রাত ১১টার পর যখন সকলেই ঘুমিয়ে গেছে—তেমন সময় আমার ঘরে এসেছিল। ডাকঘরের চিঠি তাকে দেবার জন্য প্রথমে অনুরোধ—শেষে পুরস্কারের ঘোষণা পর্য্যন্ত কোরেছে!" চিন্তিত হলেম।

সপ্তাহ অতীত, অজেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ নাই। আজ দেখা করা চাই মনে করে, একটু সকাল সকাল মেয়েদের নিয়ে বেরুলেম। বেলা তখন ১২টাও বাজে নাই। যাচ্ছি, হটাৎ দূরে—সাধারণ লোকের স্নানের জন্য যে সরকারী চৌবাচ্চা, তারই নিকটে—কতকগুলি সাহেব বিবি ভ্রমণ কোচ্ছেন, দেখ্লেম। সেই দলে বিবি দেবনন্দা ও ক্লাভারিং পরস্পর পরস্পরের বাহুপাশে আবদ্ধ হয়ে ভ্রমণ কোচ্ছেন!—দেখেছি মাত্র—চেয়েছি মাত্র, তখনি দেখি, একটা ভদ্রলোক ছুটে এসে ক্লাভারিংকে ঘুঁসী!—দেখ্তে দেখ্তে দুজনেই ঘুঁসো-ঘুঁসি! লেডী মহা ত্রস্ত—বিত্রস্তবসনে প্রাণ-উপপতির বাহু ধোরে টানা টানি! দেখেই চিন্লেম কাপ্তেন তালমুখ। সাহেব বিবিরা সব ভয়ে জড়সড়!—সাহসী সাহেবেরা দুহাত অগ্র-সর হয়ে, অবশ্য সেখানে দাঁড়ালে আহত হবার সম্ভাবনা নাই, সকলেই বিবাদ ভঞ্জনের ইঙ্গিত, হিস্হিস্, শেষে মুখে ভর্ৎসনা ও তিরস্কার! এদিকে এই, অন্য দিকে দ্রুতপদে দস্যুবালা অজেতা! অজেতা লেডিকে কি কি শ্লেষের কথা বোল্লেন, দূরে ছিলেম, শুন্তে পেলেম না। একটু অগ্রসর হলেম।—অজেতার তখন অন্তর্ধান।

তালমুখ বড় সাংঘাতিক আঘাত কোরেছেন।' সুদীর্ঘ গাড়ী হাঁকাবার চাবুকের সবল আঘাত।—সম্ভ্রান্ত ব্যারোণেট স্যর এবরি ক্লাভারিং মহোদয় জঘন্য প্রণয়ের প্রীতি উপহার ঘোড়ার চাবুকখেয়ে, ভূমিতলে কেঁদেই গড়াগড়ি। লেডী ত এদিকে অজেতার বাক্য বিষে অচৈতন্য। বিবাদ ভঞ্জন হয়ে গেল। তালমুখ উপস্থিত ভদ্র ভদ্র পোষাকপরা নরনারীদের সম্ভাষণ কোরে বোল্লেন "মহাশয়গণ! মহাশয়াগণ! শুনুন আপনারা। যারা নিজের পাপ আর একজন নির্দ্দোষীর স্কন্ধে চাপাতে পারে, তার কি এ শাস্তি যথেষ্ট হয়েছে?" তালমুখ প্রস্থান কোল্লেন। ভূতল আসনে বোসে বোসেই ভূতপূর্ব্ব কাপ্তেন ক্লাভারিং বোল্লেন "আচ্ছা, যাও; আমাকে এর সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ দিতে হবে কিন্তু।"

আর দাঁড়ালেম না। সারা শেষ পর্য্যন্ত দেখ্‌তে ইচ্ছা প্রকাশ কোল্লে; আমি সে কথা যেন শুন্‌তেই পাই নাই, এই ভাবে প্রত্যাবর্ত্তন কোল্লেম, সারাকেও আস্‌তে হলো। মেয়েদের নিয়ে দুই ভগ্নীতে বাসায় এলেম।

বুঝ্‌তে কিছু আর বাকী নাই। দস্যুবালা মর্ম্মান্তিক প্রণয়ের প্রতি হিংসাবৃত্তি চরিতার্থ কর্ব্বার জন্যই যে এই কৌশল জাল বিস্তার কোরেছেন, তিনিই স্বয়ং উদ্যোগী হয়ে যে কাপ্তেন তালমুখকে উত্তেজিত কোরেছেন, তাঁর পরমার্শ মতেই যে উপপতি উপপত্নির এই দুর্দ্দশা, তা বেশ বুঝ্‌তে পাল্লেম।

প্রাতঃকালে উঠ্‌তেই দেখি, ভয়ানক মাথা ভার। অতি কষ্টজনক শিরঃপীড়া!—বেরুতে পাল্লেম না। জেগে জেগেই শুয়ে রইলেম।

আমার ঘর আর সারার ঘর, পাশা পাশি। দুই ঘরের ব্যবধান দেওয়ালে দরজা আছে। দরজা খুল্লেই দুইঘর এক হয়ে যায়। রাত্রে সারার কাছে যে মেয়েটি থাক্‌তো সে সেই দরজা খুলে আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লে "মেরি! সারা কোথায়?"

সারা কোথায়! এখনও ত বাইরে বেরোবার সময় হয় নাই! ঘড়ি খুলে দেখ্‌লেম, সাতটাও তখনও বাজে নাই। সারা তবে গেল কোথা! উঠে বোস্‌লেম!—তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ কোরে দ্রুত পদে সারার ঘরে গেলেম। সারার পোষাকের বাক্‌স খোলা!—ভিতরে অনুসন্ধান কোরে জান্‌লেম, সারার সর্ব্বোৎকৃষ্ট পোষাক আর অন্যান্য দামী কাপড়, এক খানিও নাই! হায় কি সর্ব্বনাশ! সারা তবে কি পলায়ন কোরেছে!

অষ্টাধিক শততম লহরী।

প্রতিযোগ।

চিন্তা কোল্লেম, প্রায় আধঘণ্টা। কর্ত্তব্য অবধারণ কোত্তে আধঘণ্টা কাল অতীত হলো। চিন্তা কোরে—মনে মনে যুক্তি স্থির কোরে উঠ্‌লেম; সারার বাক্স সব তন্ন তন্ন কোরে অনুসন্ধান নিলেম; আশা হলো। দুখানা পত্র পেলেম। সে পত্র দুখানি যে সেলদনের লেখা, তা বলাই বাহুল্য। প্রথম পত্র খানিতে লেখা আছে,—

"* * যে দিন তোমার সেই রুক্ষ মেজাজী ভগ্নীটির সঙ্গে সাক্ষাৎ, তখন তুমি বলিয়াছিলে, মেরী আমাকে কি বলিতে চায়, তখন যে উপদেশ দিয়াছিলে, তাহা আমি যে

পালন করিয়াছি, তাহা আর তোমাকে স্মরণ করিয়া দিতে হইবেনা। তাহার সকল প্রস্তাবই আমি স্বীকার করিয়াছিলাম। এখন আসল কার্য্যের যোগাড়ে আছি।”

দ্বিতীয় পত্র খানি এইরূপ ;—

“তুমি লিখিয়াছ, মেরী তোমার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়াছে। রাত্রে সে নাকি দরজা চাবি তালায় বন্ধ করিয়া শয়ন করে। সে চাবী থাকে তাহার বালিশের নীচে। এতৎ সহ যে ঔষধ পাঠাইলাম, তাহা তাহার নাসিকার কাছে ধরিলেই সে এমন ঘুম ঘুমাইবে, যে সহজে কখনই সে জাগিয়া উঠিতে পারিবেনা। তারপর গাড়ীর আড্ডায় আসিয়া কিছু অধিক অর্থ দিতে স্বীকার করিলেই, সেই রাত্রিতেই তুমি লণ্ডনে আসিতে পারিবে। আমি তোমার আগমন পথের দিকে চাহিয়া রহিলাম।”

সেলদন হানোবার ষ্ট্রীটের সরাই খানায় আছে, পূর্ব্ব পত্রেই তা জেনেছি। তৎক্ষণাৎ লেডীর সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। সেলদনের চরিত্র কথা শুনে লেডী বড়ই মর্ম্মাহত হ'লেন। প্রাপ্য বেতন তৎক্ষণাৎ চুকিয়ে দিলেন, বেরুলেম। গাড়ীর আড্ডায় এসে সংবাদ পেলেম, সারা রাত ১১ টার সময় রওনা হয়েছে। হিসাব কোরে দেখ্‌লেম, সারা যাত্রা কোরেছে পূর্ণ ১০ ঘণ্টা পূর্ব্বে। আর বিলম্ব কোল্লেম না, গাড়ীতে উঠ্‌লেম। কত চিন্তাই যে হৃদয় ক্ষেত্রে যাতায়াত কোত্তে লাগ্‌লো, তার আর সীমা সংখ্যা নাই। বেলা অপরাহ্ণ যখন ৫টা, তখন নির্দ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলেম। একটি বর্ষিয়সী কামিনী সরাইয়ের দরজায় উপস্থিত ছিলেন, জিজ্ঞাসা কোল্লেম “মাননীয় সেল্‌দন আছেন কি? আমার মত দেখ্‌তে, একটি মেয়ে আজ সকালে এসেছে কি?”

কামিনী বোল্লেন, “হাঁ। এসেছিলেন। এখানে তিনি পৌছেছিলেন, সকাল ৭টায়, তখনি জলযোগ মাত্র কোরে তাঁরা প্রস্থান কোরেছেন।”

“কোথায় গেছেন, তার কিছু জানেন আপনি?”

না, তা জানি না। তোমাকে যেন বড় দুঃখিত বোলে বোধ হোচ্ছে। কেমন, নয় কি তাই? তোমার অবস্থা দেখে আমি বড় দুঃখিত হয়েছি। অনুসন্ধান তুমি পাবে না। এ সহর, এখানে কে কার খোজ রাখে? তুমি বরং বোসো। আমি গাড়ীর আড্ডায় অনুসন্ধান নিয়ে আসি।”

কামিনীর কৃপায় কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন কোরে—সেই সরাইতেই বোসে রইলেম। কামিনী এই সরাইখানার অধিকারিণী।—ফিরে এলেন। সন্ধানে জানা গেল, তারা গ্রেটনা—ধর্ম্মমন্দিরে গেছে।

গ্রেটনা গ্রীণ!—এখানে যত বড় বড় লোকের বিবাহ হয়!—প্রধান প্রধান ধর্ম্ম যাজকের মুখে প্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গ উচ্চারিত হয়!—সেই খননের পাকা খাতায় বিলাতী বিবাহের

পাত্র পাত্রীর নাম রেজষ্টরী থাকে। জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, রাত ৭টার সময় ব্রমিং-হামের গাড়ী রওনা হয়। এখন যেতে গেলে একাই এক খানা গাড়ী ভাড়া নিতে হয়। সামান্য অর্থ সঙ্গে আছে মাত্র!—সমর্থ হলেম না। সরাইখানাতেই রাত্রি ৭টা পর্য্যন্ত অপেক্ষা কোল্লেম। সমস্ত দিন জলবিন্দুও উদরস্থ হয় নাই। সারইকর্ত্রীর আহ্বানে আহারাদি কোল্লেম। প্রাণের মধ্যে ভীষণ যন্ত্রণা, কিছুই আহার কোত্তে পাল্লেম না। দারুণ উৎকণ্ঠা! আহারে রুচী আস্‌বে কেন?

সময় হলো। গাড়ীতে আসন গ্রহণ কোল্লেম। হোটেলের অধিকারিণী সস্নেহ বচনে পুনরাগমনের নিমন্ত্রণ কোল্লেন। উপস্থিত ব্যাপারের শেষ সীমা জান্‌বার জন্য ব্যস্ত রইলেম। ব্রমিংহামের গাড়ী রওনা হলো।—চোল্লেম।

নবাধিক শততম লহরী।

গ্রেটনা গ্রীণ!—প্রধান ধর্ম্মমন্দির।

ভগবান যাদের প্রতিবাদী, হতাশা তাদের সঙ্গে ছায়ার ন্যায় ভ্রমণ করে। ব্রমিংহামে এসে অনুসন্ধানে জান্‌লেম, হতভাগিনী এখান হতে কারলিস্‌ নগরে যাত্রা কোরেছে! এখান্ হতে সে বহুদূর! সেখানে একাকী একখানা গাড়ী ভাড়া কোরে যেতে হলে, ত অর্থে কুলায় না, তা না হলেও ভাড়াটে গাড়ীর ভাড়াও আমার কাছে নাই। একশত ক্রোশ পথ! করি কি? সঙ্গে ঘড়ী ছিল, অঙ্গুরী ছিল, সমস্ত এক পোদ্দারী দোকানে বন্ধক দিয়ে অর্থ সংগ্রহ কোল্লেম।

একখানি গাড়ী প্রস্তুত। আরোহী জুটেছে তিনজন, আর এক জন মাত্র বাকী; আমিই সেই শূন্যস্থান অধিকার কোল্লেম। আরোহী তিনটির একটি পুরুষ, বাকী দুটি স্ত্রী। পুরুষটির বয়স ত্রিশ বৎসর। নধর যুবা পুরুষ, দিব্য চেহারা। বেশ ভূষা অতি পুরাতন—মূল্যবান। একটি স্ত্রীলোকের বয়স অনুমান কোল্লেম, আঠার, কুমারী। ভাবে বোধ হলো, কুমার কুমারী বিবাহ কোত্তে ধর্ম্মমন্দিরে যাত্রা কোরেছেন, সঙ্গে পঁচিশ বৎসর বয়সের এক দাসী বা সহচরী।

কুমারীর সৌন্দর্য্য আমি ত কিছুই দেখ্‌লেম না। কেমন বেমানান লম্বা দেহ, লাল টক্‌টকে নাক্, গালের স্থানে স্থানে বড় বড় ব্রণ—প্রায় স্ফোটকের কাছাকাছি গায় তারা, তবে পোষাক পরিচ্ছদ কিন্তু বেশ পরিপাটি!

যুবক যুবতীর কথার প্রসঙ্গে—সম্বোধন প্রয়োগে জান্‌লেম, কুমারের নাম ওয়ার্ড, আর কুমারীর নাম মলিসা। সে দিনও অনাহার। যুবক যুবতীর সঙ্গে খাদ্য সামগ্রী ছিল, তাঁরা গাড়ীতে গাড়ীতেই দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার বেশ দক্ষতার সহিত প্রদর্শন কোল্লেন, অংশ নিতেও অনুরোধ কোল্লেন, ধন্যবাদের সহিত অস্বীকার কোল্লেম।

যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে কুমার কুমারী এক হোটেলে বাসা নিলেন। আমিও সেই. খানেই আমার বাক্সটি রেখে, সকল গলীর গাড়ীর আড্ডায় অনুসন্ধান নিলেম। ফল কি পেলেম ?—হতাশা !

হতাশ হয়ে ফিরে এলেম। রাত্রে আহারাদি কোরে শয়ন কোল্লেম, নিদ্রা হলো না। কোথায় সেই তালবৎ কুঞ্জ, আর কোথায় এসেছি। সমস্ত পথ স্মরণ কোত্তে গেলেও মাঝে মাঝে বিস্মৃতি এসে দাঁড়ায় ! এত পরিশ্রম, তবুও অনিদ্রা ! শেষ রাত্রে আবার ভীষণ ভীষণ যন্ত্রণাপ্রদ স্বপ্ন !

প্রভাতে উঠ্‌লেম। কুমারী মলিসা বোল্লেন "শোন কুমারী, আমি তোমাকে একটা কথা বলি।" কুমার ওয়ার্ডও এসে উপস্থিত। কুমারী বোল্লেন 'তুমিও নাকি গ্রেটনার ধর্ম্ম-মন্দিরে যাবে ? যাও যদি, তবে আমাদের সঙ্গেই চল ! আমার সঙ্গে যে দাসীটি এসেছিল, সেটি দুর্ভাগ্যবশতঃ পীড়িত হয়ে পোড়েছে। তেমন ধর্ম্মমন্দির, দাসী কিঙ্করী সঙ্গে না থাকলে, মানের গায়ে আঘাত পড়ে'। বুঝেছ ? চল তুমি, কাজ কর্ম্ম কিছু কোত্তে হবে না, কেবল সঙ্গে যাওয়া মাত্র।"

কুমারীর ধৃষ্টতায় অন্তরে একটু হাস্য কোরে বোল্লেম "গ্রেটনায় আমি যাব বটে, কিন্তু আপনি যে ভাবে আমাকে নিয়ে যেতে চান, সে ভাবে আমি যাব না। আমি যাব সেখানে কোনও আত্মীয়ের অনুসন্ধানে।"

"তুমিত আর একা গাড়ী ভাড়া কোর্ব্বে না ? ভাড়াটে গাড়ী—অবশ্য একটু ভাল দেখে ;—গাড়ীখানা একটু দৃশ্য ভব্য হয়, ঘোড়া দুটো একটু লম্বা চৌড়া হয়, তা হলেই হলো। তা চল তবে, তিনজন এক গাড়ীতেই যাই।"

স্বীকৃত হলেম। তখনি সকলে জলযোগ সেরে গাড়ীতে উঠলেম। গ্রেটনার উদ্দেশে আমরা সকলে যাত্রা কোল্লেম। ভগবান এ যাত্রায় মঙ্গল করুণ !

যেতে যেতে ওয়ার্ড কুমারী মলিসার প্রতি এক সম্বোধন প্রয়োগ কোল্লেন, "মাননীয় ক্রুবীর যোগ্যতম কন্যারত্ন তুমি।" মাননীয় ক্রুবীর নাম শুনেই চোম্‌কে উঠ্‌লেম। মনে পড়ে পাঠক, পঞ্চায়ৎ বুল্লের সেই উকিল শশুর মহাশয়, যিনি জামাতার সাধের পঞ্চায়তী দিবার জন্য একদিন বুলগৃহে নিমন্ত্রিত হয়েছিলেন, তিনিই। বিবি বুলীই

তাঁর কন্যা, এই জানি।—তাঁর যে আর কন্যা আছে, তা জানতেম না। এখন জানলেম, মলিসা, বিবি বুলীর ভগ্নী। পথের মাঝে পরিচয়ও হয়ে গেল। কথার প্রসঙ্গে পরস্পরের মধ্যে বেশ জানাশুনা হয়ে গেল।

গ্রেটনার প্রবেশ দ্বারে গাড়ী দাঁড়ালো। গাড়ীর নিরাপদ ভৃত্য—অর্থাৎ যারা গাড়ীর পশ্চাতে দাঁড়িয়ে রাস্তার সব লোকদের খবরদারী করে, তারই একজন ধাঁ কোরে নেমে,—টুপিতে হাত দিয়ে আদব কায়দা জানিয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লে "এখন কোন্ মন্দিরে যেতে অনুমতি হয়?"

"এখানকার সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মযাজক কে?"

"তা যদি জিজ্ঞাসা করেন হুজুর, তা হলে বোলতে হয়, টিটন।"

"তবে সেইখানেই।" ভৃত্য সেলাম জানিয়ে গাড়ীর পেছুনে চড়ে দাঁড়াতেই, গাড়ী রওনা হলো। বাগানের মধ্যে পরিষ্কার ছবিখানির মত ধর্ম্মমন্দির ও আবাস মন্দির! প্রবেশ কোত্তেই কুমারী ত্রিতনা সাদর সম্ভাষণ কোল্লেন। ত্রিতনাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, অনুসন্ধান হলো না। শুনলেম, আরও স্থান আছে। কুমার ওয়ার্ডের নিকট এক ঘণ্টা কালের ছুটি নিয়ে অনুসন্ধানে বেরুলেম।

অনেক দূর গিয়ে একটি স্ত্রীলোককে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ঈলিয়টের বাড়ী কোথায়?

স্ত্রীলোকটি আমাকে সঙ্গে কোরে নিয়ে চোল্লেন। গিয়ে দেখলেম, শুঁড়িখানা! ধর্ম্ম-যাজক পুরোহিত প্রভৃতির নীচাশয়তা সর্ব্বদেশেই সমান। বিবাহ দিয়ে অর্থ, ঘর ভাড়ার অর্থ, রেজষ্টরীর অর্থ, তা ছাড়া ভোজনের অর্থ!—দেখতে গেলে, এক এক-জন ধর্ম্মযাজক—পুরোহিত, দালাল, দোকানদার, খাবারওয়ালা, শেষে শুঁড়ি। আমি যেতেই একজন নগদা বিক্রেতা একটু মধুরমোহন হাস্য কোরে বোল্লে "জোড়া হারিয়ে বুঝি ধোঁড়া হয়ে পড়েছ? তাই যদি হয়, তবে এখানে এসেছ কেন?" বোলতে না বোলতে পুরোহিত ঈলিয়ট এসে উপস্থিত। কথার মধ্যে একটা বড়দরের ঝড় প্রবাহিত ক'রে, ঈলিয়ট বোল্লেন, "তাতে হয়েছে কি? এই পল্লির একটি যুবক, দেখতে শুনতে চমৎকার, কৃষিকার্য্যে তার চমৎকার পারদর্শিতা, বসো তুমি; আমি বরং তাকে ডাকিয়ে আনছি। কৈ? কে আছিস রে?"

"থামুন মহাশয়!" বিরক্ত হয়েই বোল্লেম "থামুন মহাশয়। বিবাহ কোত্তে আমি আসি নাই, একটা সংবাদ জানতে এসেছি।"

"ওঃ—সংবাদ!—এস্থানটাকে তুমি সংবাদপত্রের আপিস্ বোলে বুঝেছ বুঝি? বিবাহের হওয়া না হওয়ার সংবাদ? না না, আজ তিন দিন আমার দোকান পাট একরূপ বন্ধ। সংবাদ টংবাদ—নানা, সে সব কিছু নাই।"

ফিরে এলেম। এখন একবার পুরোহিত ল্যাঙের বাড়ী অনুসন্ধান কোল্লেই পূর্ণ হতাশায় হৃদয়টি সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন হয়ে যায়। অতি সামান্য অপেক্ষা!

চোল্লেম। শেষ দেখা দেখ্‌তে অগ্রসর হলেম। প্রবেশ কোরেছি, এমন সময় একজন দালাল, পুরোহিতকে সংবাদ দিলে, "দু জোড়া মাল হাত হয়েছে হে পুরোহিত।"

পুরোহিত বারান্দায়—আমি বারান্দার সিঁড়িতে—দুখান খুব বড় বড় ঘোড়া যোতা গাড়ী এসে লাগ্‌লো। বিবাহার্থীরা কে?—চেয়ে দেখ্‌লেম, আর কে, আমার অভাগা ভ্রাতা রবার্ট আর তার সেই জুয়াচোরের ধাড়ী বন্ধুবর তম্‌লিন্‌সন পাত্র, আর পঞ্চারং বুলের কন্যাদ্বয় নিধুয়া আর বেলা—পাত্রী।

দশাধিক শততম লহরী।

উকিল!—বৈবাহিক বিধান!

মুহূর্ত্তের জন্য যেন বিস্ময়ে জ্ঞানশূন্য হয়ে পোড়লেম। প্রকৃতিস্থ হতেও অধিক সময় অতীত হলো না। থিয়েটরের সেই সর্ব্বস্বত্বাধিকারী এবং যোগ্যতম অধ্যক্ষ তমলিন্‌সন আমার দিকে শ্লেষবিদ্রূপের দৃষ্টিতে চেয়ে বোল্লেন, "একে? কৃষ্ণতারচক্ষুর রাণী তুমি, সৌন্দর্য্য গর্ব্বে গরবিণী তুমি, তুমি এখানে?"

উত্তর দিলেম না। উত্তর দিবার প্রয়োজনই বোধ হলো না। রবার্ট এসে উপস্থিত। রবার্ট তার প্রিয়তমার কটিদেশ পরিবেষ্টন কোরে—দিব্য থিয়েটরী ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে, সহাস্য বদনে বোল্লে "মেরি! তুমি এখানে? মতলব কি তোমার?"

"না রবার্ট, তা নয়। তুমি যা অনুমান কোরেছ, তা নয়। আমি কোনও বিশেষ প্রয়োজনে এখানে এসেছি। তুমি সারাকে দেখেছ কি?"

"সারা?—সারার এখানে কি?—সে এখানে?"

বাধা দিয়ে—পুরাতন নামে কুমারী নিধুয়া, হাল নামে শ্রীমতী রবার্ট-প্রণয়িনী বোল্লেন "না প্রিয়তম, এখানে আর নয়।—রাস্তায় রাস্তায় কথোপকথন, কাজ কি তাতে? এখন থাক্!—লণ্ডনে বরং দেখা সাক্ষাৎ হবে।"

"তবে তাই তাই। সেইখানেই তবে দেখা হবে।" এই বোলে রবার্ট গাড়ীতে উঠ্‌লো; তম্‌লিন্‌সন ত সস্ত্রীক পূর্ব্ব হতেই অপেক্ষায় ছিলেন, রবার্ট উপস্থিত হতেই গাড়ী ছাড়া হলো!—উদাস দৃষ্টিতে চাইতে না চাইতে গাড়ী অদৃশ্য!

ভুল বুঝেছিলেম।—মনে কোরেছিলেম, বিবাহ হবে ; দেখ্‌লেম, বিবাহ হয়ে গেছে! বুলের কন্যাদ্বয় আজ বিবাহিত! সম্পূর্ণ অপাত্রে প্রসিদ্ধ পঞ্চায়তের কন্যাদুটি বিবাহিত হয়েছেন। এ সংসারে এমন অপরিণামদর্শী লোকের সংখ্যাই অধিক।

পুরোহিত মহাশয়কে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, ফল হলো না। করি কি, হতাশ হয়ে ফিরে এলেম। কুমারী মলিসা, এখন ওয়ার্ড-দম্পতি আমার অপেক্ষাতেই পরস্পর বাহুলতা অবলম্বনে পদচারণ কোচ্ছেন। আমি যেতেই জিজ্ঞাসা কোল্লেন "চল তবে। কাজ ত তোমার সফল হয়েছে? তুমি ত আবার ফিরে যাবে?"

"যাব আমি। প্রয়োজন আমার শেষ হয়ে গেছে।"

তিন জনেই গাড়ীতে উঠ্‌লেম। পথিমধ্যে মলিসাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "আপনি কি বিবি বুলীর সহোদরা? তাঁর কন্যাদের আপনি চিনেন কি? বেলা আর নিধুয়া, তারা ত আপনার পরিচিত?"

"হাঁ, চিনি তাদের আমি। বিবি বুলী আমার মাসীত ভগ্নী। কেন, তাঁর কন্যাদের সংবাদ এখানে কেন?"

"তাঁরাও আজ বিবাহিত হয়েছেন। অতি অপাত্রে—অতি জঘন্য ভাবে তাঁদের বিবাহ ক্রিয়া সমাধা হয়ে গেছে।"

"সমাধা হয়ে গেছে?—আজ?—এখানেই?"

"হাঁ, আজিই শেষ হয়ে গেছে।"

"মরুক হতভাগীর হতভাগীরে! বরাবরই তাদের ঐ রকম নীচ নজর ছিল। যেমন নজর, ফলও হয়েছে ঠিক তাই।"

নবদম্পতির প্রাণে এখন সুখের উৎস খুলেছে কিনা, গ্রাহ্যই কোল্লেন না। আমাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেন "মেরি! মনে যদি কিছু না কর, তা হলে বলি। বোধ হয় তোমার অর্থাধার শূন্য হয়ে গেছে। যদি তা সত্য হয়, আমরা তোমাকে কিছু দিতে চাই। অগ্রাহ্য কোরো না। আমরা অবশ্য এখন তেমন ধনশালী নই, সামান্য মাত্র আয় আমাদের ; তুমি আমাদের সে দরিদ্র উপহার অবশ্য অগ্রাহ্য কোর্ব্বে না।"

"না না, তা—আমি কোর্ব্ব না। বাস্তবিকই আমার অর্থ সব নিঃশেষ হয়ে উঠেছে। ঘড়ী, অঙ্গুরী, যা কিছু ছিল, সমস্তই বাঁধা দিয়েছি, তবুও আমার অভাব যায় নাই।"

আনন্দিত হয়ে মলিসা কিছু অর্থ দিলেন। অভাবে পোড়েছি, আনন্দে গ্রহণ কোল্লেম। গাড়ী আবার সেই হোটেলে এসে উপস্থিত। নবদম্পতি পান ভোজনের আদেশ দিলেন। দুরাশা নিয়ে আবার একবার গাড়ীর আড্ডা সকল অনুসন্ধান কোরে এলেম। অনুসন্ধানে ত্রুটি নাই, কিন্তু ফলের অঙ্কে সেই যে দুরাশা, সেই দুরাশা।

একাদশাধিক শততম লহরী।

আমার একাদশ আশ্রয়।

নিস্ফল ভ্রমণে এক বেলা অতিবাহিত কোরে, আবার সেই হোটেলে ফিরে এলেম। যৎসামান্য আহারাদি সেরে পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেম। হোটেল, প্রত্যেক ঘরই আবশ্যকীয় সাজ সরঞ্জামে সজ্জিত। আমি যে ঘরে ছিলেম, লিখবার সরঞ্জাম সে ঘরেও প্রস্তুত ছিল। পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেম। লণ্ডনের সেই পান্থশালার অধিকারিণী চপলা, তাঁকে আমার এই কষ্টজনক হতাশ অনুসন্ধানের নিস্ফল ফল জানালেম। উইলিয়মকেও সারার এই ঘৃণ্য পলায়ন বৃত্তান্ত লিখ্‌লেম। পত্র সমাধা হলো, বেলা ২ টার সময়। পত্র নিয়ে, দালানে এলেম। হোটেলের অস্থায়ী বাসেন্দারা যে সকল পত্র লেখেন, তা এই ঘরে রাখ্‌লেই হোটেলের চাকর সে সব ডাকে দিয়ে আসে। পত্র দু খানি দিতে দালানে যাচ্ছি, শুন্‌লেম, এক পরিচিত কণ্ঠস্বর। অগ্রসর হয়েই দেখ্‌লেম্, উকিল স্ক্রুবী! গ্রাম্য পঞ্চায়ৎ মাননীয় বুলের প্রিয়তম শশুর মহাশয়, সেই স্ক্রুবী। আমার ভ্রাতৃপত্নী বুলতনয়ার জননী, বিবি বুলীর পিতা ইনি।—আর আমার বর্ত্তমান সহযাত্রী নবদম্পতির পিতৃব্য আর শশুর।

স্ক্রুবী দরদালানের দ্বারবানকে বোল্‌ছেন, "কি বোল্লে? হোটেলে কে আছে না আছে, তা আমাকে জানাতে তুমি বাধ্য নও? আমার ভ্রাতৃকন্যা মলিসাকে নিয়ে আমার গুণধর মুহুরী ওয়ার্ড যে পালিয়ে এসে তোমাদেরই এখানে আছে, একথা আমাকে তুমি জানাবে না? জেনে রাখ, আমি উকিল।" এই পর্য্যন্ত বোলে স্ক্রুবী আমার দিকে চাইলেন। বাঘের ন্যায় একটা তুড়্‌কী লাফ লাফিয়ে আমার সম্মুখে এসে দাঁড়ালেন। হাত দু খানি একটু বলের সঙ্গে ধোরে বোল্লেন "এই যে মেরী প্রাইস। হাঁ, ঠিক তাই। নিশ্চয়ই তাই। বল ত, আসল ব্যাওরা খানা কি, বেশ কোরে চিরে—ভেঙে চুরে—ঠিক ঠিক রাইট রাইট বল ত!"

"আপনি আমাকে মেরে ফেল্লেন। অত বল দিয়ে হাত ধোল্লে ব্যথা পাব যে!"

হাত দুখানি ত্যাগ কোরে উকিল বোল্লেন "আঘাত? আঘাত ক'র্ত্তে যাব কেন? আচ্ছা, থাক্; এখন আসল কথাটা, যে কথাটার জন্যে এত বাজে কথার শাখা প্রশাখা, সেই কথাটা এখন বোলে যাও। বেশ রকম সকম কোরে—মানানসই কোরে বল দেখি, আমি শুনি।"

"আমি আপনার কোন প্রশ্নের উত্তরই জানি না।"

"জান না?—এক বর্ণও না? ওঃ—তুমি জেনে শুনেও বোল্‌বে না। আচ্ছা, কুচ্ পরোয়া নেই, আমি নিজেই দেখ্‌ছি। ঘর ঘর অনুসন্ধান কোরে—সেই পাজি পাজিনীদের ঠিক কোরে নিচ্ছি আমি।"

দ্বারবান তখনও সেখানে উপস্থিত ছিল। সে বোল্লে "তা কখনই পার্ব্বেন না আপনি। উকিল আপনি, আইন আদালত সকলই জানা আপনার, স্মরণ করুন, বুঝুন, ইংরেজের জীর্ণ কুটিরও তার দুর্গ!"

"আইন আদালত? চুলোয় যাক্। দেখ্‌ছি আমি।" উকিল উপরে গেলেন। পত্র দুখানি যথাস্থানে রক্ষা কোরে—উপরে যাচ্ছি, মলিসার কণ্ঠস্বর শুন্‌তে পেলেম। তাড়া তাড়ি গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোল্লেম। ওয়ার্ড বোল্লেন "মেরি, জল দাও, একটু তাড়া তাড়ি হাওয়া কর। মলিসা অচৈতন্য হয়ে গেছে! যমের মত পিতৃব্যকে দেখে একবারে ভয়েই অচৈতন্য হয়ে গেছে।" চৈতন্য সম্পাদনে মনোনিবেশ কোল্লেম। উকিল বোল্লেন "দেখ ওয়ার্ড! তুমি যে আশায় মলিসাকে বিবাহ কোরেছ, আমি থাক্‌তে কখনই সে আশা তোমার পূর্ণ হবে না। মলিসা আজও বয়ঃপ্রাপ্ত হয় নাই। আমি তার সমস্ত সম্পত্তির অছি আছি। এক পয়সাও যাতে তোমরা না পাও, আমি তাই কোর্ব্বো। অপ্রাপ্ত বয়স্কা কুমারী বিবাহিত হলে সে যে পৈত্রিক বিষয় পায় না, তা জান কি?"

"জানি, কিন্তু বয়ঃ প্রাপ্তি কাল পর্য্যন্ত আমি অবশ্যই অপেক্ষা কোর্ব্বো। তিনটি বৎসর, সেত বেশি নয়; মলিসা এখন ষোল বৎসরের, আর তিনটি মাত্র বৎসর বাকী। ২৫ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রার আশায়, তিনটি বৎসর আমি দেখ্‌তে দেখ্‌তে কাটাতে পার্ব্ব। আর দেখুন, আমি যে এত দিন আপনার কাজ কোরেছি, কেবল উদর পুরাবার জন্য নয়, আইন আদালতের প্যাঁচ পরণ্ আমার মাথায় বিস্তর বিস্তর এসে গেছে। আইন-বদমায়েসীতে আপনি আমাকে যে বড় একটা ছাড়িয়ে যেতে পার্ব্বেন না, তা যেন মনে থাকে।"

"মলিসা! শোন, একটি মাত্র—আমার শেষ উপদেশের একটি মাত্র সার কথা একবার শোন তুমি।"

বাধা দিয়ে, মলিসার নূতন স্বামী-উপাধীধারী কেরাণীজী বোল্লেন "মলিসা এখন কোনও কথা শুন্‌তে পার্ব্বেন না। আপনি বরং পত্র লিখ্‌বেন।"

"তা আর লিখ্‌বো না? বজ্জাৎ! বদ্‌মায়েস্! পাঁপুরে জোচ্চর!"

উকিলী গালিতে মৃদুহাস্য কোরে ওয়ার্ড বোল্লেন "ঠিক এমনি—কি এ হতেও বড় দরের ঘাগী বজ্জাত, তোমার সাধের জামাই—সেই গ্রাম্য পঞ্চায়তের কন্যা দুটির মাথাতেও হাত বুলিয়ে সেরেছে, তা জান কি?"

"মরুক বজ্জাত মাগীরা! এক পয়সা—এক কপর্দ্দকও না। না খেতে পেয়ে মারা যাবি, তা হলেও না। দয়া, মায়া, কিছু না।" এই বোলে উকিল স্ক্রুবী তাঁর লাল মুখ আরও লাল কোরে—হোটেলের সিঁড়িতে একটা গুম্ গাম শব্দ তুলে প্রস্থান কোল্লেন।

পিতৃব্য মহাশয়ের সক্রোধ নিষ্ক্রমণের পর, মলিসা দুঃসহ যন্ত্রণায় অধীর হয়ে উঠ্‌লেন। নেত্রজলে যেন প্লাবিত হয়ে গেলেন। শত চুম্বনে, শত শত প্রাণেশ্বরী, হৃদয়নিধি, নয়নের তারা, দেহের প্রাণ ইত্যাদি সম্বোধনে ওয়ার্ড তাঁর প্রিয়তমার শোকের স্রোতে বাঁধ দিলেন। আপাততঃ শোক দুঃখ বিরাম। শোক দুঃখ বিরাম; কিন্তু অন্তরে সে স্রোত সম ভাবেই প্রবাহিত রইল। বেশ বুঝ্‌লেম, ভালবাসার জন্য এ বিবাহ নয়, ধর্ম্ম সাক্ষী মতে এ বিবাহ নয়, হৃদয়ের বিনিময়ে এ বিবাহ নয়; এ বিবাহের মূল, পঁচিশ লক্ষ স্বর্ণ মুদ্রা! এ বিবাহের সকলই রক্ষিত হবে, প্রেম প্রীতি সকলই অব্যাহত থাক্‌বে, যদি ঐ টাকা গুলি হস্তগত হয়।

মলিসার নির্ব্বন্ধাতিশয়ে, কিছু দিন তাঁদের পরিচর্য্যা কোত্তে প্রস্তুত হলেম। দম্পতির সঙ্গে লণ্ডনে এলেম। লণ্ডনে এসেই শ্রীমতী চপলার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। তিনি এ পর্য্যন্ত সেল্‌দন বা সারার কোনও অনুসন্ধানই পান নাই। উইলিয়মের পত্রও পেলেম। উইলিয়ম অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছে। পত্রের প্রতি পুংক্তিতে তার সরল হৃদয়ের দুঃখ কাহিনী লিখিত আছে। পাপিনী শেষে কতকগুলি সরল প্রাণের উপর বিষাদের শোক মন্দির প্রতিষ্ঠা কোরে দিয়েছে। রবার্ট এবং তম্‌লিন্‌সনেরও এ পর্য্যন্ত কোন সন্ধান নাই। এ জগতে আর রবার্টের অনুসন্ধান না থাকাই উচিত।

এক পক্ষ অতীত। শ্রীমতী চপলার সঙ্গে আর একবার সাক্ষাৎ কোত্তে বাসনা হলো। বিদায় নিতে শ্রীমতী মলিসার নিকট উপস্থিত হলেম। বিদায়ের প্রার্থনা জানাতে যাব, হোটেলের একটি চাকর একখানা বিল এনে উপস্থিত কোল্লে। বিল খানি শ্রীমতীর টেবিলের উপর রেখে—বোল্লে,"এখানি গত সপ্তাহের বিল। আপনার স্মরণ আছে, এখানকার এই প্রকারই নিয়ম।"

মালিসা বোল্লেন "জানি তা আমি। আজিই আমার স্বামী এসে এর মীমাংসা কোর্ব্বেন এখন।"

যে আজ্ঞে বোলে চাকরটি প্রস্থান কোল্লে। মলিসা দুঃখিত হয়ে বোল্লেন "দেখেছ মেরী? সামান্য সামান্য দেনা, এসকলের জন্য এমন জোর জোর তাগাদা সহ্য করা, বড়ই দুঃখের কথা!"

ওয়ার্ড এখন প্রায়ই বাসায় আসেন না। মলিসার পিতা যে অতুলধন কন্যার উত্তর কালের সুখসচ্ছন্দতার জন্য জমা রেখে গেছেন, ওয়ার্ড নিত্য নিত্যই সেই অর্থের সুদ

পাবার চেষ্টায় দালাল উকিলের বাড়ী ভ্রমণ করেন। এই প্রথম প্রথম ভ্রমণ দুই এক ঘণ্টা, তার পর দুই পাঁচ ঘণ্টা, তার পর এক একটা বেলাই বাসায় গর হাজির। এক এক দিন রাত্রেও ফেরেন। রাত ১২টাও কোন কোন দিন বেজে যায়। দারুণ মাতাল হয়ে তত রাত্রে বাসায় এসে স্ত্রীর প্রতি বিষম জুলুম জবরদস্তী আরম্ভ করেন। অভাগিনী কেঁদেই সারা হয়ে যান। নবদম্পতির মনের অবস্থা এই প্রকার! অর্থাধারও প্রায় শূন্য!

শ্রীমান ওয়ার্ড এসে উপস্থিত। আজও তিনি পরিমাণাতীত সুরাপান কোরেছেন। দাঁড়াতেই পাচ্ছেন না। একেবারে বেইক্তার। ভাব গতিক দেখে ফিরে এলেম। অবকাশ পেয়েছি, শ্রীমতী চপলার সঙ্গে সাক্ষাৎ বাসনায় বস্ত্র পরিবর্ত্তন কোরে যাত্রা কোর্ব্বো,— সম্মুখে হোটেলের একজন কিঙ্করী। কিঙ্করী বোল্লে "দেখ, গতিক বড় খারাপ। আজই যদি টাকা পরিশোধ না হয়, তা হলে কাল প্রাতেই আমাদের মনিব জবাব চিঠি দিবেন। জিনিশ পত্র যা কিছু আছে, সমস্তই জব্দ হয়ে যাবে। কিছুই—এমন কি পরিধেয় বস্ত্র পর্য্যন্তও ফিরে পাবে না।"

"তবে ত তোমার মনিব বড় বদ্ লোক। শ্রীমতী মলিসা তিন বৎসর পরেই পঁচিশ ত্রিশ লক্ষ টাকার অধিকারিণী হবেন। কর্ত্তা কিছু টাকা দেনা কোত্তেও চেষ্টায় আছেন। টাকাটা হাতে এসে গেলে, তখন কারও এক কপর্দ্দকও দেনা থাক্‌বে না।"

কিঙ্করীকে বিদায় দিয়ে চপলার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে চোল্লেম। সাক্ষাতও হলো। তিনি সেল্‌দন বা সারার কোন অনুসন্ধানই পান নাই। ফিরে এলেম। আসছি, পথে দেখি, দস্যুবালা, অজেতা!

অজেতা আমার হাত খানি ধোরে বোল্লেন "অনেক দিন পরে আবার সাক্ষাৎ। তুমি যে জন্য হরণবী হতে দেশে দেশে ভ্রমণ কোরে বেড়াচ্ছ, তা আমি জানি। লেডী তালবতার গৃহকর্ত্রীর প্রমুখাৎ আমি সকলই শুনেছি। বড়ই আক্ষেপের কথা বটে।"

"আমি বড় বিপদেই পোড়েছি। সারার অবৈধ পলায়নে আমি যার পর নাই মর্ম্মাহত হয়েছি। বেশ বুঝেছি, এ সংসারটা কেবল হাহাকার আর মনের পীড়ার রাজত্ব।"

"ঠিক বোলেছ মেরী। এ সংসারে কেবল মর্ম্মযাতনারই অস্তিত্ব। আর কিছু নাই; কেবল জ্বালা আর যন্ত্রণা! এ দিকে কি ঘটনা হয়ে গেছে, সে সব অবশ্য তুমি সংবাদ পত্রে পাঠ কোরেছ?"

"না। আমিত তা জানিনা। নানা স্থানে অনুসন্ধানে ভ্রমণ কোত্তেই আমার সময় কেটে গেছে, আমি কিছুই জানিনা ত?"

"সে দিন তালমুখ যেরূপ নির্দ্দয় ভাবে সেই যার নাম করিনা, তাকে প্রহার কোরে-ছিল, তা জান তুমি। হতভাগা দারুণ আঘাতই পেয়েছিল।—হাত খানি তার গেছে।

শাস্তিটা হয়েছে ভালই।—কিন্তু—আচ্ছা, সে সব কথা পরে সবই শুন্‌তে পাবে। এখন আমি তোমার কোনও উপকারে যদি আসতে পারি, তাতে আমি প্রস্তুত আছি।"

এখন কিছু না বোলে, আবার সাক্ষাতের কথা জানিয়ে বিদায় হলেম। যখন ফিরে এলেম,রাত তখন ৭টা। আহার্য্য প্রস্তুত,—শ্রীমতী মলিসা স্বামীর জন্য হতাশ অপেক্ষায় বোসে আছেন। ক্রমেই সময় অতীত। ৯টার সময় একরকম বেহেড মাতাল হয়ে শ্রীমান্ এসে উপস্থিত। এতক্ষণ শ্রীমতীর নিকট বোসে ছিলেম, শ্রীমানের আগমনে প্রস্থান কোল্লেম। আহার সেরে শয়ন কোল্লেম।

প্রভাতেই কিঙ্করী এসে উপস্থিত। কিঙ্করী দুঃখিত হয়ে বোল্লে "কাল যা বোলে গিয়েছিলেম, ঠিক তাই হয়েছে! উকীল স্ক্রুবী সমস্ত কথাই বোলে গেছেন। এক পয়সাও কোথাও পাবার সুবিধা হবে না। তাই শুনে, মনিব আমার জবাব দিয়েছেন। যে কাপড়ে তোমরা আছ, সেই কাপড়েই বেরিয়ে যাবার হুকুম দিয়েছেন তিনি। এই দিন আর রাত্রি টুকু মাত্র সময়। ভদ্র ঘরের মেয়ে তুমি, তাই এ বিপদে যাতে না কষ্ট পাও, সেই জন্যই সতর্ক কোরে দিলেম।" এই বোলে কিঙ্করী প্রস্থান কোল্লে, ক্ষণকাল পরেই আবার এসে উপস্থিত। সংবাদ দিলে, শ্রীমতী এখনি কোনও স্থানে যাবেন, আমাকে তাঁর সঙ্গে যেতে হবে। তৎক্ষণাৎ প্রস্তুত হলেম। শ্রীমতী প্রস্তুত হয়ে আমার অপেক্ষায় আছেন। শ্রীমান তখন সুরাপানে বোসেছেন। যাবার সময় শ্রীমান নেশার বেতর ঘোরে বোল্লেন "দেখ লিসা! সুসংবাদ চাই। খুসীর সংবাদটা আমাকে দেওয়াই চাই।" অভাগিনী ভগ্ন-হৃদয়ে স্বামীর মুখচুম্বন কোরে বেরুলেন। শ্রীমতী পিতৃব্য দর্শনে চোলেছেন। যথা স্থানে উপস্থিত হলেম। আমি গাড়ীতেই অপেক্ষায় রইলেম, শ্রীমতী গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। হৃদয়পূর্ণ আশা আর দুরাশা নিয়ে তাঁর প্রত্যাগমনের অপেক্ষায় রইলেম।

আধ ঘণ্টা পরে শ্রীমতী প্রত্যাবর্ত্তন কোল্লেন। মুখ দেখেই বুঝ্‌লেম, নিস্ফল! মুখেও বোল্লেন, "দুরাশা—দুরাশা! মেরি! অতি অভাগিনী আমি, অতি মন্দভাগ্য আমার; যে আশা কোরেছিলেম, তার শতাংশ মাত্রও সফল হলো না। এ বিপদে তবে পরিত্রাণের উপায়?"

"আপনার পিতৃব্য এমন নির্দ্দয়?"

"হাঁ মেরী, এমন নির্দ্দয়। নির্দ্দয় হতেও তিনি অতি নির্দ্দয়। তিনি রাক্ষসের ব্যবহার কোরেছেন! আমার সর্ব্বনাশের জন্য তিনি চার ধারে হতাশার আগুণ জ্বেলে দিয়েছেন। একটা কপর্দ্দকের জন্যও যাতে আমি ভিক্ষা করি, এক বেলা আহার সংস্থানের জন্য ধনীদরিদ্রের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ কোরেও যাতে আমি উপবাস ভিন্ন আর কিছু না পাই, তা তিনি কোরেছেন। হতভাগিনীর মৃত্যুর জন্য তিনি না কোরেছেন কি? মেরী, এখন

কি বলি আমি? স্বামী আমার আশায় বুক বেঁধে, আমার প্রত্যাগমন পথ চেয়ে আছেন, কি বোলে তাঁর মাথায় আমি এই নির্ঘাৎ বজ্রাঘাৎ নিক্ষেপ করি? আমি এখন করি কি?" অভাগিনী কেঁদেই কাতর হয়ে উঠ্‌লেন। গাড়ীও এসে হোটেলে উপস্থিত; গাড়ী ভাড়ার সামান্য অর্থ, তাও নাই! আমি পূর্ব্ব মাসের বেতন পেয়েছিলেম, কাছেই ছিল, গাড়ী-বানকে ভাড়া চুকিয়ে দিয়ে উপরে উঠ্‌লেম। কর্ত্রী বোল্লেন "যাও মেরি, বিশ্রাম করগে যাও।" অনুমতি পেয়ে প্রস্থান কোল্লেম।

পরদিন অতি প্রত্যুষেই শ্রীমতী মলিসা নিদ্রা ভঙ্গ করালেন। কাতরকণ্ঠে বোল্লেন "মেরি, এখনি আমি পৃথক বাসা ভাড়া নিতে যাব। আর ত এখানে থাকা চলে না। এমন ভাবে শূন্য তহবিলে আর চলেই বা কত দিন? চল তুমি।"

বাধা দিয়া বোল্লেম "মাননীয় ওয়াড কেন বাসা স্থির কোরে আসুন না। তিনি থাক্‌তে আমাদের এ কাজ ত নয়।"

"সত্য কথা বোল্‌তে কি, তাঁর উত্থান শক্তি নাই। বড়ই অসুখ তাঁর। কাল বেশী বেশী উত্তেজক পানীয় পান কোরে, তিনি একবারে দুর্ব্বল হয়ে পোড়েছেন।"

দ্বিরুক্তি না কোরে বেরুলেম। বিবি চপলা সহরের সকলই জানেন, তাঁরই নিকটে উপস্থিত হলেম। সাদর সম্ভাষণ পেলেম। সমস্ত দুরবস্থার কথা অকপটে প্রকাশ কোল্লেম। পোলণ্ড ষ্ট্রীটে একটি বাড়ী ভাড়া আছে, সেই খানেই স্থির হলো। ফিরে এসে—জিনিস পত্র নিয়ে তিন জনে নূতন বাসায় চোল্লেম। যাবার সময় দাসদাসী কিঙ্কর কিঙ্করীরা সাদর সম্ভাষণ জানালে, জুয়াচোরের দল।

দ্বাদশাধিক শততম লহরী।

বাসাবাড়ী।

নূতন বাসায় এলেম। সাপ্তাহিক ভাড়া দু গিনি মাত্র। মনিবদের গৃহদ্বার সজ্জিত কোরে দিয়ে আমার জন্য যে ঘর নির্দ্দিষ্ট আছে, সেই ঘরে এলেম। আমার নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি সাজিয়ে রাখ্‌ছি, একজন কিঙ্করী একখানা চাদর দিতে এসে উপস্থিত। চেয়েই চিন্‌লেম; বেতসী! আমার সাময়িক মনিব মিশিতারের সর্ব্বকর্ম্মনিপুণা কিঙ্করী বেতসী। বেতসীও আমাকে চিন্‌তে প্যাল্লে। আমাকে দেখেই বোল্লে "তুমি এখানে

মেরী? আমি মনে কোরেছি, তুমি এতদিন হয় ত কোন বড় লোকের আশ্রয় পেয়েছ। হয় ত তুমি কোন রাজরাণীর সহচারিণী হয়েছ।”

“তা ত হই নাই আমি। দেখ বেতসি! এজগতে সর্ব্বদাই এমন উন্নতি অবনতি ঘ'টে থাকে। তাতে দুঃখ কি? তুমি আছ এখানে কত দিন?”

“কয়েক মাস মাত্র। মিশিতারের কাজ ছেড়ে পর্য্যন্ত, আমি অন্ততঃ পক্ষে কুড়ি যায়-গায় চাকরী কোল্লেম। খাটনী কোথাও কম নাই। সকাল ৫টায় উঠি, কাজ কোরে—কোরে—কোরে—শেষে অবকাশ, সেই রাত ১২টার সময়। যে যে স্থানে চাকরী কোল্লেম, সকল স্থানের ব্যবস্থাই এই প্রকার। এখানেও তাই। নীচের ঘরে একজন ডাক কেরাণী আর একজন ওঁছা দরজী থাকে। সকালেই তারা বেরিয়ে যায়।—সমস্ত দিন তারা চাকুরীই করে। গোল হয় কেবল রবিবারে। সে দিন বন্ধু বান্ধব আসে, তাদের পরিচর্য্যা কোত্তেই প্রণান্ত।”

“কেন, হোটেলের যিনি অধিষ্ঠাত্রী—হোটেলওয়ালী যিনি, তিনি তোমার সাহায্য করেন না?”

“উপরের ঘরের ভাড়াটে যারা; তারাই কেবল সময় কালে কখনও কখনও তাঁকে পায়।”

“তাঁর স্বামী?—এই আড্ডা খানার কর্ত্তা ডডসন্? তিনি কি করেন?”

“তাঁর যে আপিস্ আছে। মস্ত আপিসওয়ালা তিনি। মান কত?—কর্ত্তা কর্ত্রীর মুখে সে আপিসের সুখ্যাতি প্রশংসাই বা কত? এই দেখ তার বিজ্ঞাপনী।”

বেতসী তার পকেট হতে রঙিণ্ কাগজে ছাপা নানা বর্ণমালায় চিত্র বিচিত্র একখানা বিজ্ঞাপনী আমার হাতে দিলে। বিজ্ঞাপনের বাহ্য সৌন্দর্য্য চমৎকার। তৎক্ষণাৎ পোড়ে দেখ্‌তে বাসনা হলো, পোড়লেম। বিজ্ঞাপনীর স্তম্ভ সকল ঘোষাণা কোচ্ছে;—

ভিভস্ ডড্‌সন্

-নং পোলণ্ড ষ্ট্রীট। সদর দোকান

শাখা—বক্‌লার বাড়ী।

বিলাসী বিলাসিনী! সৌখিন, সৌখিন্‌নী!

ভদ্র, ভদ্রনী! যুবক, যুনী! সভ্য, সভ্যনী!

ধনী, ধনিনী! মানী, মানিনী! জ্ঞানী,

জ্ঞানিনী এবং দরিদ্র, দরিদ্রানী!

তোমাদের জন্যই

আমার এই কার্য্যালয় সংস্থাপন।

কি কি কার্য্য হয়?

১। আপনি অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছেন? তবে আসুন, খুব কম সুদে টাকা পাইবেন। কোটি মুদ্রা মূলধন লইয়া আমার ধনী মহাজন সর্ব্বদাই অপেক্ষা করিতেছেন।

২। বাড়ী ভাড়া দিতে চাও? নম্বর, ভাড়া প্রভৃতির বিবরণ কর্য্যালয়ের বাঁধা খাতায় রেজেষ্টরী করিয়া দিয়া যাও। বাড়ী ভাড়া লইতে চাও? আমাদের উক্ত রেজেষ্টরীর বাঁধা খাতা অনুসন্ধান কর।

৩। মালামাল বিক্রয় করেন? পাঠাইয়া দিন্; ক্রয় করিবেন? ফর্দ্দ ও টাকা পাঠাইয়া দিন্। খাঁটি জিনিস্ পাইবেন, কদাচ ঠকিবেন না।

৪। সকল রকম সুরা, বোঁতল বা পিঁপে, কাটা কাপড় বা থান, জুতা ছাতি ছড়ি, জুড়ীগাড়ী ঘড়ী, কম দামে চাও? তবে তত্ত্ব লও।

৫। কয়লা, মসলা, কেতাব, ঔষধ, সকলই সময়ে সুলভে সভ্যজনানুমোদিত ভাবে সরবরাহ করা যায়।

৬। অতি অল্প মাত্র ধরাট কমিসনে ঋণ আদায়েরও ভার লওয়া যায়।

৭। মামলা মকর্দ্দমার তদ্‌বির করিয়া জয় লাভ করিয়া দেওয়া যায়। এজন্য উকীল কৌন্সলী আমাদের বাঁধা বেতনে বাঁধা আছে।

৮। যুবক যুবতী যদি জীবন সহচর প্রার্থনা করেন, তাহাও সংযোগ করিয়া দেওয়া যায়। তাহার দর্শনী পাঁচ শিলিং মাত্র।

৯। যে সকল যুবক ধনশালিনী যুবতী ভার্য্যা প্রার্থনা করেন, তাঁহারা আমাদের তালিকার পাতা উল্‌টাতে ভুলিবেন না।

১০। একখানা ছেঁড়া রুমাল হইতে কোটী কোটী টাকার স্থাবর অস্থাবর দ্রব্য, অতি কম সুদে বন্ধক লওয়া হয়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

এই অগণ্য কার্য্যনির্ব্বাহক মাননীয় তিতস্‌ ডড্‌সন্‌ দিবা ১০ ঘণ্টা হইতে অপরাহ্ণ ৫টা পর্য্যন্ত কার্য্যালয়ে স্বয়ং উপস্থিত থাকেন। ঐ সময়ে সকলে আসিয়া তাঁহার সাদর সম্ভাষণ গ্রহণ করুন।

চমৎকার বিজ্ঞাপন। এক কার্য্যালয়ে এত কার্য্য সুচারু সমাধা হয়! ব্যাপার অবশ্য গুরুতর! আপিসের বিরাট ব্যাওরা আরও চিন্তার বিষয়।

বেতসীকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তুমিই কি এখানকার একমাত্র কিঙ্করী?"

"হাঁ, আমি একাই! শনিবারে আবার ধৌত কার্য্য আছে।"

কথাবার্ত্তায় বাধা পোড়ে গেল। শ্রীমতী মলিসা গৃহ মধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। সঙ্গে সঙ্গে আড্ডাওয়ালী দেবসেনা। বেতসী প্রস্থান কোল্লে। মলিসা বোল্লেন "আবার তিনি বেরিয়েছেন। যদি সুবিধা হয়, ঈশ্বর যদি কৃপা করেন, তবেই রক্ষা।"

"সামান্য মাত্র দেনা। ফুসী দেনা—সাত পাউণ্ড মাত্র। নূতন আপনারা এসেছেন, তেমন জানা নাই, তা হোক, বাড়ী ভাড়াটা বরং থাক্, কিন্তু বাইরের বাজার দেনাটা চুকিয়ে দিতে হোচ্ছে।"

ব্যথিত স্বরে শ্রীমতী মলিসা বোল্লেন "আপাততঃ ত আমার কাছে এক পয়সাও নাই!"

"নানা না, সে কথা হ'চ্ছে না।" আড্ডাওয়ালী লম্বা নাক ঘন ঘন নাড়া দিয়ে বোল্লে "সে কথা নয়। সম্ভ্রান্ত হোটেল আমার। দেনা পাওনায় সাফ্‌ না থাক্‌লে আমার ব্যবসা মাটী হয়ে যাবে। তুমি তোমার স্বামীকে বোলো এসব।"

আড্ডাওয়ালী প্রস্থান কোল্লেন। মলিসা আমার হাত দুখানি আপন করতল মধ্যে আবদ্ধ কোরে বোল্লেন "কি হবে মেরী! এযে বিষম বিপদ!"

"উপায় এখন ভগবান! তাঁর কৃপা ভিন্ন এ বিপদে পারিত্রাণ পাবার অন্য উপায় আর কি আছে?"

আবার দেবসেনা। দেবসেনাকে দর্শন কোরে মলিসা যেন কেঁপে উঠলেন! কম্পিত কণ্ঠে বোল্লেন "আবার কি খবর ?"

"তোমার স্বামী কতকগুলি জিনিস্ পঠিয়াছেন, তারা সেই সব জিনিসের মূল্যের জন্য অপেক্ষায় আছে।"

কাতর হয়ে শ্রীমতী বোল্লেন "আমি তখনি ত বোলেছি, আমার হাতে এখন কিছুই নাই।"

"আচ্ছা; কিন্তু এ দেনাটাও যেন বাকী হয়ে না যায়। মাননীয় ডডসন ব্যবসায়ী লোক; তিনি এ সব ধার ফের বড় ভাল বাসেন না। ব্যবসায়ী লোক কিনা, দেনা পাওনায় তিনি বড় সাফ্! বরং যদি তোমার কিছু বিক্রয় করার মনন থাকে, তাও বল; তিনি ব্যবসায়ী লোক, সব ঠিক কোরে দেবেন। এই তাঁর কার্য্য বিবরণী।"

কার্য্য বিবরণী প্রদান কোরে দেবসেনা প্রস্থান কোল্লেন। শ্রীমতী বোল্লেন "এতে আর কাজ নাই।"

দুজনে শ্রীযুতের অপেক্ষায় আছি। সময়টা খুব দ্রুত বেগেই অতীত হয়ে চোলেছে, কিন্তু শ্রীযুতের আর সাক্ষাৎ নাই। সন্ধ্যা ৮টার সময় শ্রীযুতের অশুভাগমন। বেহুদা মাতাল হয়ে এসেছেন। মাতলামীর ঝোঁকে একখানা কেদারার উপর অতর্কিত ভাবে উপবেশন কোরে, জড়িত কণ্ঠে শ্রীযুত বোল্লেন—"খাবার কৈ ?"

"প্রিয়তম, পেয়েছ কি কিছু ?"

"না। এক কপর্দ্দকও না। বড়ই গোল ঘটে গেছে। যাক্, যে সব জিনিস পাঠিয়েছিলেম, বুঝে পেয়েছত সে সব ?"

"তার দামও ত বাকী কাছে !"

"বাকী আছে ত আছে, তাতেই বা হয়েছে কি ? না খেলে আমার মাথার স্থির হ'চ্ছে না। খাবারটা বরং শীঘ্র শীঘ্র আন্‌তে বল।"

"আর হয় ত আহার জুটবে না। প্রিয়তম! প্রাণাধিক! শেষে আমাদের অনাহারে থাকৃতে হলো।"

"খাবার দিয়ে কেন বিল কোল্লে না ?"

"এখানকার ত সে নিয়ম নাই।"

"নিয়ম ? নিয়ম আবার কি ? দেনা ধারি, চুকিয়ে দিব, তাতে আবার নিয়ম কি ?"

হতভাগিনী নিরুত্তর। কাতরনয়নে স্বামীর দিকে চেয়ে অভাগিনী কেবল রোদন কোত্তে লাগলেন। আমার চক্ষেও জল!

শ্রীযুৎ গাত্রোত্থান কোল্লেন। শ্রীমতীর মুখে কথা নাই। আধ ঘণ্টা পরে শ্রীযুৎ ফিরে এলেন। তাঁর ঘড়ী চেন নাই! বুঝ্‌লেম, বাঁধা পোড়েছে।

এদিকে দেবসেনা এসে উপস্থিত। শ্রীযুৎ তৎক্ষণাৎ ঝনাৎ কোরে দুটি মোহর দিয়ে বোল্লেন "এই লও তোমার টাকা। এখনি এক বোতল ব্রাণ্ডি পাঠাও, খাবার সব ভাল রকম সাজিয়ে গুছিয়ে পাঠিয়ে দাও। সুঁড়ী ব্যাটা পাজী লোক, ভদ্রলোকের সে কি মান জানে? হুঁ—ব্যবসাটাই তার মাটি কোরে দিতে পারি আমি, জানেনা সে বেইমান?"

নগদ টাকা হাতে পেয়ে দেবসেনার শরীর শীতল হয়েছে। সহানুভূতি জানিয়ে বোল্লে "তার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না। সহরের ছোট লোক ব্যাটারা ভদ্রলোকের মান কি কোরে জানবে? আমি বরং অন্য লোক নিযুক্ত কোরে দিব। আর আমার স্বামী, মনে করুন বিষয়ী লোক তিনি, তাঁর সঙ্গে বরং আপনি একবার সাক্ষাৎ কোর্ব্বেন।"

"দেখা করাই চাই আমার। এখনি তুমি তাঁকে বরং পাঠিয়ে দাও। এক সঙ্গেই আমোদ কোরে পান ভোজন করা যাক্।"

দেবসেনা প্রস্থান কোল্লেন। আমিও উঠ্‌লেম। বেতসী খাবার নিয়ে আস্‌ছে, পথিমধ্যে দেখি, দেবসেনা সেই খাবার হতে কিছু তুলে বদনে দিলেন। দেখেই ত অবাক! দেবসেনা আমাকে দেখেই লজ্জিত, অগত্যা প্রস্থান কোল্লেন। বেতসী বোল্লে "মাগীর স্বভাবই ঐ রকম। সকলের আহারাদি শেষ হলেও যে সব খাবার ভুক্তাবশিষ্ট থাকে, দেবসেনার জীবিকা নির্ব্বাহ হয়, সেই সব পরিত্যক্ত খাবারে।" শুনেই ত আমি অবাক!

ত্রয়োদশাধিক শততম লহরী।

গোলযোগ।

যে সকল ধনবান উকিল উকিলীপসারে অসমর্থ হয়, তারা গরিবলোকের মকর্দ্দামার ব্যয় ভার নিজে বহন কোরে মকর্দ্দামা চালায়। এ কার্য্যের এই লাভ যে, আদালতে উকিলরূপে অবতীর্ণ হবার কোন বাধা হয়না, সেই সূত্রে আরও সুবিধা, নিজের উকিলীবুদ্ধি প্রদর্শন; তৎ সূত্রে যদি মকর্দ্দামায় জীত হয়, তাহলে বর্ত্তমান মকর্দ্দমার খরচা ফি প্রভৃতিতে দাবীর পোণে ষোল আনা আত্মশাৎ, সুতরাং প্রচুর লাভ; আর তার সঙ্গে পসার বৃদ্ধি। ডডসনের বিজ্ঞাপনীতে প্রকাশ আছে, এই ধরণের উকিল, তাঁর বাঁধা বেতনে বাঁধা। সকালেই কর্ত্তাকর্ত্রী আফিসওয়ালা ডড্‌সনের সঙ্গে উকিল বাড়ী চোল্লেন। অবকাশ পেয়ে আমি একটু বেড়াতে বেরুলেম। চোল্লেম, শ্রীমতী চপলার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে। চপলা সে দিন বড় ব্যস্ত, সামান্য ক্ষণ সাদর সম্ভাষণের পর বিদায় নিলেম।—

আস্‌ছি, বড় এক খানা গাড়ীর পাছের সইস হুজনার খবরদারীর চিৎকার, খুব দূর হতেই শোনা যাচ্ছে। দ্রুতগামী গাড়ী খুব দ্রুতবেগেই পাশ কাটিয়ে চোলে গেল। কোচ্‌-ম্যানের ঝালর জোলস পোষাকে নেত্রদ্বয় যেন ধাঁধিয়ে গেল। সেই ধাঁধার মধ্যে গাড়ীতে দেখ্‌লেম, সেলদন আর সারা!

কতক্ষণ যেন বজ্রাহতের ন্যায় দাঁড়িয়ে রইলেম। বুদ্ধির যেন কি রকম গোলমাল হয়ে গেল। কথা কইতে পাল্লেম না। অনেকক্ষণ নিরবে দাঁড়িয়ে থেকে, ফিরে এলেম। বেশ বুঝ্‌লেম, সারা তবে সহরেই আছে।

মলিসা ফিরে এসেছেন, শূন্য আশায়। হতাশার মধ্যে এই একটু আশা আছে, ওয়ার্ডকে নিয়ে ডড্‌সন অন্য চেষ্টায় গেছেন। তাঁরই ফলাফল জান্‌তে, মলিসা উৎকণ্ঠিত চিত্তে বোসে আছেন।

সন্ধ্যার সময় ওয়ার্ড ফিরে এলেন, আরও হতাশা নিয়ে। চারদিকের আশা ভরসা সকলই শূন্য। আমার অনুরোধ ক্রমে, মলিসা আর এক খানি পত্র তাঁর পিতৃব্যকে লিখ্‌লেন। সে পত্রে তাঁর বর্ত্তমান অবস্থা অতি দুঃখের ভাষায় লিখিত হলো। প্রতিছত্র পিতৃব্যের করুণা আকর্ষণের জন্য অতি দুঃখের শব্দে গ্রথিত থাক্‌লো। আশা হলো, এ পত্র পাঠ কোরে পিতৃব্য মহাশয় তাঁর মর্ম্মাহতা ভ্রাতৃকন্যার অপরাধ মার্জ্জনা কোর্ব্বেন। ফল কিন্তু হলো, আশার সম্পূর্ণ বিপরীত। পূর্ব্ববৎ নির্দ্দয় উত্তরই হৃদয়হীন উকিল লিখেছেন।

ওয়ার্ড ক্রমেই অতি ভীষণ ভাব ধারণ কোরেছেন। পতিপত্নীর হৃদয়ে প্রেম প্রীতির চিহ্নমাত্র নাই। পতি আশা কোরেছিলেন, পতি থেতাবে পত্নীর অতুল সম্পত্তি হস্তগত কোরে, সুখের স্রোতে কয়েক দিন বিলাসের তরি ভাসাবেন। কেরাণীজীবনে কয়েক দিন লর্ডজীবনের সুখানুভব কোরে সুখী হবেন, তাতে ছাই। কেরাণীর দুরাশায় শেষে এই নির্ঘাৎ বজ্রাঘাত। তাই তিনি আশায় হতাশ হয়ে, অভাগিনীর প্রতি, প্রতি মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে অবজ্ঞা ঘৃণার ব্যবহার আরম্ভ কোরেছেন। হবেই বা কি? কেরাণী তিনি, স্ত্রী প্রতিপালন ত তাঁর সাধ্যের মধ্যে নয়, তিনি বরং স্ত্রীর ধনে প্রতিপালিত হতে আশা কোরেছিলেন; কিন্তু এখন তা ত হয় না। তাই আপদ বিদায়ের অভিপ্রায়ে, স্ত্রীর প্রতি তাঁর এই অন্যায় নির্যাতন!

মলিসাও না বুঝছেন, তা নয়। তিনি যে কাজ ইচ্ছায় কোরেছেন, অবিভাবকের অনভিমতে, আত্মীয় স্বজনের বিনা অনুমতিতে, অতি অপাত্রে, পিতৃব্যের একজন সামান্য বেতনভোগীর প্রতি অবৈধ প্রণয়ে মেতেছিলেন, ফলও তার হাতে হাতে পেয়েছেন! এখন তাঁর অধিক ভয়, এ সব হতেও যদি আরও কষ্ট যন্ত্রণা অবশিষ্ট থাকে, তা হলে সে সকল কষ্ট সহ্য করা, হয় ত তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে। হতভাগিনীর শতধা ভগ্ন

প্রাণে এমন নিদারুণ আঘাত আর কত সহ্য হয়! অভাগিনী ক্রমেই যেন অবসন্ন হয়ে উঠলেন। দুইমাস আজও অতীত হয় নাই, বিবাহ হয়ে গেছে; এই দুই মাসের সপ্তাহের অধিক কাল, দম্পতি নির্ভাবনায় থাকতে পান নাই। এমন চিরন্তন অভাব নিয়ে জীবন যাত্রা নির্ব্বাহ করা কি সহজ কথা? এ বিবাহের পরিণাম ফল যে আরও শোচনীয় হবে, তাতে আমার বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই।

গম্ভীরবদনে কতক্ষণ অতিবাহিত কোরে ওয়ার্ড বোল্লেন "মেরি, অনেক দিন তুমি পঞ্চায়ৎ বুলের বাড়ীতে ছিলে। সেখানকার সকলেই তোমার পরিচিত। একবার তোমার কর্ত্রীর পত্র নিয়ে সেখানে যেতে পার কি?"

কর্ত্রী মলিসা বোল্লেন "না প্রিয়তম, সে অনর্থক চেষ্টা। বুল আমার ভগ্নীপতি বটে, কিন্তু আমার যতদূর বিশ্বাস, তাতে কখনই তিনি সাহায্য কোর্ব্বেন না।"

ক্রোধে একবারে আগুণ হয়ে ওয়ার্ড বোল্লেন "কোর্ব্বে না? সে কেমন তবে তোমার আত্মীয় স্বজন? দু পাচ শ দিয়ে যদি সাহায্য না করে, তবে সে কেমন আত্মীয় স্বজন তোমার? এমন ছোট লোকের সংসর্গে তোমার জন্ম, আমি আগে জন্‌তে পাল্লে, অন্য ব্যবস্থা কোত্তেম।"

"ছোটলোক তাঁরা নন!—তবে বিনা প্রাণের আকর্ষণে কে কাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করে? অভাব আমাদের!—তাঁরা তাতে দুঃখিত হবেন কেন?"

"অভাব আমাদের নয়, অভাব তোমার। আমার আবার অভাব কি? আমার জন্যই কি এত ভাবনা, না কি? অভাব তোমার, আমি আবার বলি, পত্র লেখ তুমি।"

একে এই দুঃখ, তার উপর স্বামীর এই মর্ম্মান্তিক শ্লেষ, নয়ন জলে অভিসিঞ্চিত হয়ে মলিসা পত্র লিখলেন। এক খানা ভাড়াটে গাড়ী নিয়ে আমি যথাস্থানে পৌছিলেম। সকলেই আমার জানা, পৌছিতে বিলম্ব হলোনা।

দ্বারবানকে পত্র দিয়ে, আত্মপরিচয় দিয়ে, দরজায় অপেক্ষায় রইলেম। দ্বারবান প্রবেশ অনুমতি জ্ঞাপন কোত্তে, প্রবেশ কোল্লেম। পঞ্চায়তী পীড়া বাত ব্যাধির তাড়নায় বুল তাঁর পদদ্বয়ে ষাট গজী দুটি ফ্লানেল থান জড়িয়ে রেখেছেন! বিকট ঔষধের উত্তেজনায় বিবি বুলী চেয়ারে বোসে ঢুলছেন। আমি যেতেই চট্‌কা ভাঙ্গা হয়ে বিবি বুলী বোল্লেন "এস মেরী। তুমি তবে বেশ আছ? পঞ্চায়ৎ ত বাতের জ্বালায় জ্বালাতন। আর আমার? সেই অসুখ। ডাক্তারটি নাকি খুব ভাল, তাই ঔষধ ব্যবহারে আজও বেঁচে আছি। আন ত, একবার ঔষধের শিশিটা দাও ত?"

টেবিলের উপরেই ঔষধ ছিল, এনে দিলেম। খুব বড় এক গ্লাস তীব্রসুরা একদমে পান কোরে, বিবি বোল্লেন "তোমার যাবার পর, আমরা সব বন্দোবস্ত পরিবর্ত্তন কোরেছি।

ক্লাপহাম সহরে একটা বাড়ীও কেনা হয়েছে। ছেলেরা সব এখন সেই খানেই আছে। তুমি যাও যদি, যেও।—আমাদের সেই বাড়ীর নাম হয়েছে, বিলাস প্রাসাদ। আর যদি এই বার পঞ্চায়ৎ একটু সেরে উঠতে পারেন, তাহলে এবার তিনি হবেন, প্রধান বিচারপতি। তখন সমুদ্রের ধারে একটা বাড়ী নগদ টাকা দিয়ে খরিদ হবে। নাম হবে তার, উন্নত-হর্ম্ম্য।"

"মেরি!" মাননীয় পঞ্চায়ৎ বোল্লেন "মেরি! তুমি এখন মলিসার কাছেই আছ তবে। আছ, থাক, কিন্তু বৃথা পত্র এনেছ!"

"বৃথা—বৃথা পত্র এনেছ তুমি।" স্বামীর বাক্যের স্বার্থক প্রতিধ্বনি তুলে, বিবি বুলী বোল্লেন "পারি তা আমরা। মলিসার দুঃখ দারিদ্র আমরা নিমিষের মধ্যে দূর কোত্তে পারি, কিন্তু তা কোর্ব্বোনা। তুমি জান সব। আগে যাদের নাম ছিল, বেলা, নিধুয়া; তারাও ঠিক মলিসার মত অতি অবৈধ ভাবে পলায়ন কোরেছে। আমরা এ সব দুর্নীতির প্রশ্রয় দিতে চাই না।—এক পয়সাও না।"

পঞ্চায়ৎ বোল্লেম "শুনেছি, নিধুয়ার সেই গুণ্ডা ষণ্ডা ভণ্ডপতির নাম প্রাইস। সে আবার কোন প্রাইস?"

অম্লান বদনে বোল্লেম "সেটি ভাই আমার।"

"হাঁ।—ঠিক অনুমান! কি বল পঞ্চায়ৎনী, আমার সেই অনুমানটা ঠিক কি না, বল! যাক; যাও মেরি, কিছু জলযোগ কোরে বিদায় হও তুমি।"

"তবে কি রিক্ত হস্তেই আমি ফিরে যাব?"

"যাবে না? অবশ্যই যাবে। যারা খেতে পায় না, তাদের আবার দাসী চাকরানী রাখা কেন?"

স্ত্রীর কথার পোষকতায় বুল বোল্লেন "অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা। আমি যখন কাঠের দোকানে ছোক্‌রা ছিলেম——"

"চুপ চুপ!" বাধা দিয়ে বিবি বোল্লেন "চুপ কর। তুমি সহরের এখন মাননীয় পঞ্চায়ৎ একজন, তোমার মুখে এখন সে সব প্রাচীন কথা কেন?"

হতাশ হয়েছি। নিরাশাময় স্পষ্ট জবাব পেয়েছি, তবে আর কেন? বিদায় নিলেম। গাড়ীতে উঠ্‌তে যাব, হটাৎ দেখি, সম্মুখে বৃদ্ধ আপেণ্টন। কাউণ্ট মন্দবলের যম, দুঃখিনী মন্দবালার পিতৃব্য, সেই পরম দয়ালু বৃদ্ধ আপেণ্টন।

বৃদ্ধ আমার হস্ত ধারণ কোরে সস্নেহ বচনে বোল্লেন "মেরি, তুমি এখানে? তুমি তবে এখন সহরেই আছ? ছিছি, আছ এখানে, অথচ আমার বাড়ী যাও নাই! কেন তা কোল্লে?—না গেলেই বা কেন? আমিত তোমাকে বারম্বার বোলেছিলেম, ঠিকানা

পর্য্যন্ত দিয়ে এসেছিলেম, যাও নাই কেন তবে? তা না গিয়েছ গিয়েছে। না যাওয়ার হয় ত কারণ আছে। তা ভাল আছ?"

"আপনার আশীর্ব্বাদে শারীরিক কোন কষ্ট নাই। বলুন, আপনার ভ্রাতষ্পুত্রীর কুশল ত?"

"আর মেরী, সে কথা আর জিজ্ঞাসা করো না। অভাগিনী আজ ছ মাস সংসারের যন্ত্রণার দারুণ দংশন হতে মুক্তি পেয়েছে। ছেলেরা এখন আমার কাছে। সেই পাষণ্ড আত্মহত্যা কোরেছে, শুনেছ বোধ হয়!—শাস্তিটা হয়েছে মন্দ নয়।"

আত্মহত্যা কোরেছে সত্য, কিন্তু তার পূর্ব্বেও যে সে আর এক জনের সর্ব্বনাশ কোরেছে, আর একজন অভাগিনী এখন যে পাগলা গারদে অবস্থান কোচ্ছে, বৃদ্ধের নিকট তা গোপন কোল্লেম। বোল্লেম "বড়ই দুঃখিত হলেম। অভাগিনীর মৃত্যু বড়ই দুঃখ জনক।"

অশ্রুধারা রুমাল দ্বারা মুছে ফেলে, বৃদ্ধ বোল্লেন "তা আমি জানি!—বিশ্বাস করি। তুমি যে তার মৃত্যুতে কাতর হবে, তা জানি। আমি ছেলেদের নিয়ে এক সপ্তাহের জন্য স্থানান্তরে যাব। ফিরে এলে দেখা কারো। এখন ত তুমি আছ ভাল? কোনও কষ্ট নাই ত? পান ভোজন—পোষাক পরিচ্ছদ, কেমন, অভাব নাই ত?"

"আমার অভাব অতি সামান্য, কিন্তু আমি যাঁদের অশ্রয়ে এখন আছি, তাদের বড়ই কষ্ট। এমন কি তাঁরা দিনপাত অচল হয়ে পোড়েছেন। আর হয় ত আমার সেখানে থাকাই হবে না।"

"বল কি? তাঁদের এত কষ্ট! আচ্ছা, দেখা কোরো তুমি। তোমার চাকরী আবার হবে। এই এখন তবে নিয়ে যাও। বরং তাঁরা যদি নিতে না চান, তুমি ধার বোলে দিও।" এই বোলেই বৃদ্ধ দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লেন। দেখলেম, পাঁচ শ টাকার নোট! আশা হলো। হতাশ হয়েছিলেম, আশা পেলেম। আশান্বিত হয়ে গাড়ীতে উঠলেম। যাচ্ছি, অক্‌স্ফোর্ড ষ্ট্রীটের এক খানা মণিকার দোকানের সাম্‌নে দেখলেম, আবার সেই গাড়ী। গাড়ীতে সারা আর সেলদন।

চতুর্দ্দশাধিক শততম লহরী।

আমার ভগ্নী।

দাঁড়ালেম। গাড়ী রাখ্‌তে বোল্লেম। ইচ্ছা হলো, এখনি যাই, সারাকে বেশ কোরে দশ কথা শুনিয়ে দি। তখন কিন্তু সাহস হলো না। গাড়ীবানকে পশ্চাৎ অনুসরণ কোত্তে বোল্লেম। আমার গাড়ীর ঘোড়া দুটি যদিও তুলনায় রুগ্ন, কিন্তু তারা কার্য্যোদ্ধার কোরে দিলে। কবন্দিস্ স্কোয়ারে এক বড় বাড়ীর সম্মুখে এসে গাড়ী লাগ্‌লো। বাড়ীটি দেখে রেখে, বাসায় ফিরে এলেম।

আমি যখন গৃহে প্রবেশ কোল্লেম "ওয়ার্ড তখন মদ নিয়ে বোসেছেন। দূরে ম্লানবদনে মলিসা যেন অদৃষ্টের অন্ধকার সযত্নে অপসারিত কোরে, তথাকার গূঢ় লিপি পাঠ কোত্তে চেষ্টা কোচ্ছেন, কৃতকার্য্য হতে পাচ্ছেন না। আমি যেতেই ওয়ার্ড বোল্লেন "পেয়েছ? সংবাদ শুভ?"

"না, কিছুই নয়। বৃদ্ধ দম্পতি পত্র অগ্রাহ্য কোরেছেন। তবে অন্যত্র হতে কিছু সংগ্রহ হয়েছে।"

"হয়েছে ত? যে কোন গতিকে হোক্, টাকা কিছু হাতে এসেছে ত? দাও—দাও চট্ পট্ দাও দেখি?"

"আপনার হাতে দিতে আমার আপত্তি আছে।"

"আমাকে দিবে না? আমার টাকা!—হয় ত আমার নামেই ধার কোরে এনেছ, হয় ত পঞ্চায়ৎ দিয়েছে আমাকে, তুমি আমার টাকা আমাকে দিবে না?"

"আপনার নামে ধার? সে ত আপনি স্বয়ংই বারম্বার চেষ্টা কোরে দেখেছেন। পঞ্চায়ৎকে পত্র লিখ্‌লে সে সংবাদও জান্‌তে পারেন। আমি সে সব টাকার খবর জানি না। এর পূর্ব্বে যেখানে চাকরী কোত্তেম, আমার যিনি কর্ত্রী ছিলেন, তাঁরই পিতৃব্য আমাকে উপহার দিয়েছেন। আমি অকপটে আপনাদের দুর্দ্দশার কথা তাকে জানিয়েছি।" এই বোলে নোটখানি মলিসার হাতে দিলেম।

মলিসা বোল্লেন "না না, এ টাকা আমরা অতি বিবেচনার সহিত ব্যয় কোর্ব্ব।" এই বোলে মলিসা গৃহকর্ত্রী দেবসেনাকে ডাক্‌লেন। তারই হাতে নোট ভাঙাতে দেওয়া হলো। উপস্থিত দেনা পত্র চুকিয়ে দিবার ব্যবস্থা হলো। ওয়ার্ড অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হ'লেন। বুঝ্‌লেম, এই ঘটনায় মলিসাকে অনেক বাক্য যন্ত্রণা সহ্য কোত্তে হবে।

সমস্ত কথাবার্ত্তা হয়ে গেলে, মলিসাকে সারার সমস্ত বৃত্তান্ত জানালেম।—ছুটি নিলেম। তৎক্ষণাৎ যাত্রা কোল্লেম। হায় সারা! দেখ্‌লেম তোমাকে, পরম সুখে আছ তুমি, কিন্তু হায়! পরিণাম চিন্তায় তোমার হয় ত এখন অবসর নাই। যদি তুমি সেলদনের ধর্ম্ম-পত্নী হয়ে থাক, তা হলেও বুঝ্‌বো, তুমি বুদ্ধিমতী।—ঈশ্বর তোমার প্রতি কৃপা দৃষ্টিপাত কোরেছেন।

যথাস্থানে উপস্থিত হলেম। সংবাদবাহক দ্বারা সংবাদ প্রেরণ কোল্লেম। অনুমতি লয়ে বৈঠকখানায় প্রবেশ কোল্লেম। দেখ্‌লেম, সারা ও সেলদন্ সুখপর্য্যঙ্কে আসীন আছেন। আমি প্রবেশ কোল্লেম। বোল্লেম "সারা! তোমাকে দেখ্‌তে এলেম। তুমি ত এখন সেল্‌দনের ধর্ম্মপত্নী হয়েছ? সুখে ত আছ?"

সারা বাধা দিয়ে বোল্লে "মেরি, এসেছ তুমি, সুখী হলেম। তবে অন্য সব কথায় এখন কাজই বা কি এত? বাজে কথায় এখন সময় নষ্ট করা উচিত নয়! আমি সুখে আছি; এই সংবাদ মাত্র শুনে তুমি সুখী হও।"

সারার এখনও নেশা কাটে নাই। সেল্‌দনকে লক্ষ্য কোরে বোল্লেম "মহাশয়! ভদ্র-লোক আপনি, সদ্বংশে জন্ম আপনার; আপনি যদি সারাকে বিবাহ কোরে থাকেন, তাকে যদি আপনি পত্নীরূপে গ্রহণ কোরে থাকেন, আপনাকে শত সহস্র ধন্যবাদ; আর যদি আপনার দুষ্প্রবৃত্তির খেয়ালে তার সতীত্ব নষ্ট কোরে থাকেন, যদি তারে সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে দুঃখের পথে বসিয়ে থাকেন, স্বর্গ হতে আপনার মস্তকে বজ্রাঘাত হোক!"

সেল্‌দন যেন চোম্‌কে উঠ্‌লেন। একটু ম্লান হোয়ে বোল্লেন "ভ্রম তোমার। সারাকে আমি রাজার রাণীর মত সুখে রেখেছি; তার নিজের মুখেই শুনেছ তুমি, তার সুখের সীমা নাই। আর তুমি কি চাও মেরী?"

"এর অধিক সুখ আর কি আছে? আমার ভগ্নী তোমার রক্ষিতা, স্বযত্নে পালিতা; বাস্তবিকই এ সুখ দুর্ল্লভ!"

"দেখ মেরী, তুমি সারার ভগ্নী, তুমি এসেছ, সাদরে তোমাকে গ্রহণ করি; কিন্তু তোমার বক্তৃতা আমরা শুনতে চাই না। এরূপ অযাচিত উপদেশ আমরা অতি বিরক্তিকর বোলে মনে করি।"

মর্ম্মাহত হয়ে সারাকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কেমন সারা, তোমারও কি ঐ মত? তুমিও কি আমার কথা শুন্‌তে চাও না?"

"না। সত্য সত্যই তোমার কথা আমরা শুন্‌তে ইচ্ছা করি না! তুমি এসেছ, বেশ; অন্য কথা বল, সুখের সংবাদ আদান প্রদান হোক, এ সব কথা কেন এখানে?"

"তবে আমি চোল্লেম। সারা! আবার বলি, আমার বিদায় কালে এই শেষ উপদেশ,

তুমি বুঝে দেখ। এখন তুমি সুখে আছ, সুখী হয়েছ, কিন্তু নিশ্চয় জেনো সারা, এ দিন কিছু চিরস্থায়ী নয়। বিলাসী যতই কেন দয়ালু না হোন্, কিন্তু সৌরভ ফুরালে, কুসুম পদাঘাত ভিন্ন তাঁর কাছে অন্য কোন সাদর সম্ভাষণ পায় না। সেল্‌দনের এ নেশার ঘোর শীঘ্রই কেটে যাবে, তখন বুঝ্‌বে সারা, তোমার এ সুখের পরিণাম। যদি তখন বিপদে বন্ধুর আবশ্যক হয়, তখন যদি তোমার কাতর হৃদয় কোনও ব্যক্তির সহানুভূতির জন্য লালায়িত হয়, জেনো তখন সারা, তোমার ভগ্নী আছে। তুমি যতই কেন তাচ্ছিল্য কর না, আমি কি তোমাকে ত্যাগ কোত্তে পারি? আমি আজীবন তোমাকে বক্ষস্থলে রাখ্‌বার জন্য বাহু প্রসারণ কোরে থাক্‌বো!—তোমার বিপদে আমরা ভিন্ন আর একটি লোকও একটি "আহা" বোলে কষ্ট লাঘব কোত্তে আস্‌বে না। আমি যেথানেই কেন থাকিনা, উইলিয়মকে পত্র লিখ্‌লে তার কাছে আমার ঠিকানা পাবে। পত্র লিখো, আমি তোমাকে তখনও সাদরে [illegible] আবার গ্রহণ কোর্ব্বো।" মনের বেদনায় এতগুলি কথা বোল্লেম। সারা [illegible] এই আক্ষেপ বাণী শ্রবণ কোরে যেন একটু বিচলিত হলো, কিন্তু সে বিচলিত ভাব কত ক্ষণ? দাঁড়াতে পাল্লে না। রুদ্ধকণ্ঠে সেল্‌দনের প্রতি দৃষ্টিপাত কোরে বোল্লেম "দয়া কোরো; অনাথিনী সারা আজও বালিকা; তাকে যেন পাপের কূপে ডুবিয়ে দিও না। দয়া কোত্তে যেন ভুলো না। প্রণয়ের সার্থক প্রতিদানে, অনাথিনী, আজন্মমাতৃহীনা কুমারীর জীবন, দুঃখের হাতে যেন সঁপে দিও না।" বোল্‌তে বোল্‌তে বেরিয়ে এলেম। রাস্তায় এসে অশ্রুজল মার্জ্জন কোল্লেম। একটু প্রকৃতিস্থ হয়ে নিয়ে—রোদনের বেগ সম্বরণ কোরে প্রস্থান কোল্লেম।

পোলণ্ড ষ্ট্রীটের হোটেলে এসে পৌঁছিলেম। দরজায় এসে দাঁড়িয়েছি, দরজা খুল্‌তে ঘণ্টা ধ্বনি কোরেছি, এমন সময় একজন অর্দ্ধবয়সী চাকর লোক এসে জিজ্ঞাসা কোল্লে "মাননীয় ওয়ার্ড কি এ বাড়ীতে থাকেন?"

উত্তর দিলেম, "হাঁ। আছেন তিনি।" দূরে একজন ইহুদী মহাজন দাঁড়িয়ে ছিল। চাকর এ সংবাদ তাকে জানালে। ইত্যবসরে বেতসী দরজা খুলে দিলে, প্রবেশ কোল্লেম। আগন্তুক দুটিও প্রবেশ কোল্লে। খুব দ্রুতপদেই উপরে উঠে গেল। একটা দুর্ঘটনা বোলে বোধ হলো। লোক দুটির পশ্চাতেই আমি গৃহ প্রবেশ কোল্লেম। ওয়ার্ড ভীত হয়ে বোল্লেন "মেরি, তুমি আমাকে বিক্রয় কোল্লে?"

গম্ভীরবদনে ইহুদী ভদ্রলোকটি বোল্লেন "ও মেয়েটির কি অপরাধ? নিজের দোষ পরের উপর চাপাতে এত চেষ্টা কেন? তুমি জেনেছ আমি কে? আমি গরব মস। এই দেখ, সাতাশী পাউণ্ডের ডিক্রি। স্মিথ, স্মিথ্‌সন্, স্মিথার, সকলের মকর্দ্দমাই ডিক্রি হয়ে গেছে। আর দেখ কি? চোলে এস আমার সঙ্গে। জ্যাক্! দরজা আট্‌কাও তুমি।"

মলিসা কেঁদেই অস্থির। শান্ত্বনা করার জন্য নিকটে গেলেম। বস্ত্রাঞ্চলে অভা-গিনীর নেত্রজল মার্জ্জনা কোরে দিলেম। সমবেদনা জানিয়ে এ বিপদের পরিত্রাণ কল্পনা দেখালেম।—মলিসা সম্বিৎ লাভ কোল্লেন।

ওয়ার্ড একটু চড়ুকে হাসি হেসে বোল্লেন "আচ্ছা, চল, যাই তবে। আমি খুব শীঘ্রই মুক্তিমণ্ডপের আশ্রয়ে পাওনাদারদের চক্ষে অমাবস্যার আঁধার দেখাব। কেমন কোরে চক্ষে ধুলি দিতে হয়, উকিলের পাকা কেরাণী আমি, আমার সে সব তুক্‌তাক্ জানাই আছে।—সাধা বিদ্যা আমার।"

"চল তবে, এখন তুমি আমার বাড়ীতেই চল।" জ্যাক প্রস্থান কোল্লে।

যাদের ইতর কর্ম্ম নির্ব্বাহের জন্য নিযুক্ত কোর্ত্তেও ঘৃণা হয়, বিপদে পোড়লে তাদেরও হাতে ধোত্তে হয়। ওয়ার্ডও আজ সেই নীতি অবলম্বন কোল্লেন। গেরাপ্তারী সমন জারীর প্যাদাটিকে ওয়ার্ড খাতির কোরে বসালেন, এক সঙ্গে পান ভোজন কোত্তে প্যাদাটির নিমন্ত্রণ পর্য্যন্ত হলো। আমরা নির্জ্জন ঘরে প্রস্থান কোল্লেম।

মলিসা আমার হাত দুখানি ধারণ কোরে বোল্লেন "তবে মেরী বিদায়। আমাদের পরস্পরের বিদায় কাল উপস্থিত। বুঝ্‌তে পেরেছ ত? কপর্দ্দকের ভিখারী আমরা, তত টাকা আমরা কোথায় পাব? আমি স্বামীর দুঃখজনক জেল যন্ত্রণা ভোগ কোত্তে বাধ্য হব। অসময়ের সহায় তুমি, তোমার ঋণ ত আমি এ জীবনে কখন পরিশোধ কোত্তে পার্ব্ব না। হয় ত তোমার ঋণ নিয়েই আমরা মারা যাব, হয় ত কয়েদখানায়—সেই ইতর লোকের বাসস্থান জেলখানাতেই আমাদের জীবনের যবণিকা পতিত হবে। ভেবে দেখ মেরী, একি সামান্য কষ্ট?"

"এ দুঃখ কাহিনী বাস্তবিকই হৃদয়দ্রাবী। এমন অদৃষ্ট নিয়ে আর কেহ হয় ত এ জগতে আসে না।"

"আর কি করি মেরি? তোমার অনুপস্থিতি সময়ে যে সব কথা হয়ে গেছে, সে সব বলার কথা নয়। এখন যে সময়; তাতে মনোবিবাদের সময় নাই। আর ত সময় নাই মেরী। তোমার টাকার যা অবশিষ্ট আছে, এখন তোমাকে অগত্যা তাই নিতে হয়েছে।"

"না না। আমি একটি পয়সাও চাই না। তার জন্য আপনি দুঃখিত হবেন না। এ সহরে আমি নিতান্ত অসহায় নই। আমার জন্য আপনি চিন্তিত হবেন না।"

গাড়ী প্রস্তুত। আর ত বিলম্ব চলে না। অগত্যা দম্পতি প্রস্থান কোল্লেন। কোথায়?—কারাগারে!

জানালায় দাড়িয়ে দাড়িয়ে, অদৃশ্য শকটের অদৃশ্য আরোহীদ্বয়ের উদ্দেশে দীর্ঘ নিশ্বাস নেত্রজল উপহার দিয়ে, শূন্যপ্রাণে ফিরে এলেম। আপনার বস্ত্রাদি গুছিয়ে রেখে চপলার

নিকট গমন কোল্লেম। তিনি সমাদরে স্থান দিলেন। দেবসেনার হোটেলখানা হতে আমার বাক্সটি আনিয়ে দিলেন। থাক্‌লেম। এখন কোথায় আর যাই, কিছুদিন সহরেই থাক্‌বো, স্থির কোল্লেম।

পঞ্চদশাধিক শততম লহরী।

রাজার বিচার।

আপেল্‌টন বোলেছেন, কয়েক দিন তিনি সহরে থাক্‌বেন না। কয়েক দিন অপেক্ষা কোরে একদিন সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেম, সাক্ষাৎ হলো। সেই দিনই তিনি এসেছেন। তাঁর পৌত্রগণের শরীর সুস্থ্য রাখ্‌বার জন্য, তাদের তিনি একজন রক্ষয়িত্রীর অধীনে সেই স্থানেই রেখে এসেছেন। আমি গিয়ে—ভক্তি পূর্ব্বক অবিবাদন কোরে—সমস্ত ব্যাপার খুলে বোল্লেম। আপেল্‌টন সন্তুষ্ট হয়ে বোল্লেন "বেশ কোরেছ। তারা দুঃখে পোড়েছিল, দুঃখীর সাহায্য কোরেছ, বেশ কোরেছ। আমি তোমার চাকরীর চেষ্টায় অবশ্যই নিত্যনিত্য উমেদারীতে বেরুব। তোমাকে কোন অভাবই ভোগ কোত্তে হবে না। আমিই এখন তোমার খরচের তহবিল হলেম। লজ্জা কোরো না—মনে ভেব; তোমারই টাকা, আমার কাছে তুমিই যেন গচ্ছিত রেখেছ, বুঝ্‌তে পাল্লে? লোকের অভাবই যদি ঘুচাতে না পাল্লে, তবে টাকার আর স্বার্থক ব্যয় হবে কখন? যাও, নীচে যাও, তোমার পরিচয় আমি চাকর নফরদের কাছে দিয়ে রেখেছি। কিছু খেয়ে—কিছু খরচ পত্র নিয়ে চোলে যাও।" এই বোলে সদাশয় বৃদ্ধকিছু খরচ দিলেন। কিছু খরচ?—একশত টাকার এক খানা নোট। বেরিয়ে এলেম। পুনঃ পুনঃ অভিবাদন কোরে—বেরিয়ে এলেম। দরিদ্র দম্পত্তিকে দেখ্‌তে কারাগারে চোল্লেম।

কারাগার। যার নাম শুন্‌লে বড় বড় বীরের হৃদয়শোণিতও শুকিয়ে যায়, সেই কারাগারে চোল্লেম। এক খানা গাড়ী ভাড়া কোরে—কারাগারের দরজায় এসে উপস্থিত হলেম। কারাগার, কারাগারের মতই গঠিত হয়। কারাগার দেখ্‌লেই চেনা যায়। বড় বড় আকাশ ভেদী জানালা দরজাহীন দেওয়াল: দেখলেই যেন বুক কেঁপে উঠে। কারাগারে প্রবেশ কোল্লেম। কারারক্ষক মহাশয় ভিতর দরজা অবরোধ কোরে বোসে আছেন। তিনিই যেন এই কারাবাসিগণের বিধাতা, তিনিই যেন কারাবাসীদের সুখ সৌভাগ্যদানের এক মাত্র ভাণ্ডারী। আমিও তাঁরই কৃপায় যথাস্থানে নীত হলেম।

ওয়ার্ড তখন কারাগারের খোস্ পোষাকে জাহাজী গোরা সেজে চুরট ফুঁকে বেড়াচ্ছেন। সঙ্গে আর একটি ইতর কয়েদী হুজুরের সঙ্গে আদব কায়দার ইয়ারকী দিচ্ছে। লক্ষ্য না কোরে শ্রীমতী মলিসার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। অল্প দিনের কারাবাসে অভাগিনী যেন আধখানি হয়ে গেছেন। সে লাবাণ্য—সে শ্রীচাঁদ, সে সব কিছুই নাই। যেন এক খানি বিষাদের ছায়া! বিষাদিনী আমাকে দেখে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানালেন। বিপদের যে সব শান্তনা, তাতে প্রবোধ দিয়ে বিদায় নিলেম। আস্‌ছি; দুটি নূতন কয়েদী। দুটি ভদ্র কয়েদী! ভদ্র কয়েদীদের প্রতি দৃষ্টিপাত কোত্তেই চিন্‌লেম, সেই খোস্ পোষাকী সখের সেনাবিভাগের খয়ের খাঁ সেনাপতি, কাপ্তেন লবন্দার আর বর্গমঠ।

বাসায় ফিরে এলেম। এসেই দেখ্‌লেম, পিতৃকল্প মাননীয় আপলেটনের পত্র। চঞ্চল হস্তে হৃদয়পূর্ণ আশায় অধিকতর আশান্বিত হয়ে পত্র পাঠ কোল্লেম। পত্রে লেখা আছে,—

২৩, আগষ্ট ১৮৩১
অপরাহ্ন ৩টা।

স্নেহের মেরি;

তোমার জন্য আমি একটি চাকরী স্থির করিয়াছি। হিদ্ গেটের নিকটে এক পরিণত বয়স্কা বিধবা আছেন, তিনি আমার বিশেষ পরিচিত। তাঁহার নাম, বিবি সমারলী। তাঁহার আবাস প্রাসাদের নাম কিরণ-কুটির। অতি অমায়িক অতি দয়ার্দ্র চিত্ত। তুমি অবশ্য সুবিধা বিবেচনা না করিলে সে পদ স্বীকার করিও না। যাহা হউক, ফলাফল জানাইবে। ইতি

তোমার নিত্য শুভাকাঙ্খী।

আপেল্‌টন।

পত্র পাঠ কোরে—পরদিন আহারাদি কোরে কিরণ কুটিরে যাত্রা কোল্লেম। অতি চমৎকার প্রাসাদ। যেন এক খানি ছবি। চারদিকে পুষ্পোদ্যান, তারই মধ্যস্থলে দিব্য প্রাসাদ। প্রবেশ কোল্লেম। বিবি তখন বাড়ীতেই ছিলেন, সাক্ষাৎ অভিবাদন জানালেম। বিবি সস্নেহ বচনে বোল্লেন "এসেছ, বেশ। আমার প্রিয়তম বন্ধু তোমার চরিত্রবিষয়ে যথেষ্ট সুখ্যাতি কোরেছেন। তোমার আকৃতি প্রকৃতিতেও তা প্রকাশ পেয়েছে। বেশ হবে। আমি দাস দাসীদের প্রতি জ্ঞানকৃত কঠিন ব্যবহার করি না। তা তুমি থাক্‌লেই জান্‌তে পার্ব্বে। আমার এক ভগ্নীর কন্যা আছেন, তিনি কালই এখানে আস্‌বেন। তুমি তাঁরই

মাত্র পরিচর্য্যা কোর্ব্বে। পদ থাক্‌বে তোমার, সহচরী। দেখ, বিবেচনা কোরে দেখ। যদি স্বীকার করা হয়, এ পদ গ্রহণে যদি তোমার সম্মতি হয়, আজই এস তবে।"

"আমি স্বীকার আছি। আপনার আশ্রয়ে আমি সুখে থাক্‌তে পার্ব্ব, এমন আশা হয়েছে আমার। আমি আজই আস্‌বো। এখন তবে বিদায় হই।"

"নানা, খালি খালি বিদায় কি? কিছু খেয়ে যাও। এই সময় ভদ্রলোকের আহারাদির সময়। এ সময় তুমি কি, অনাহারে যেতে পার? হলেই বা তুমি উমেদার, তাতে হয়েছে কি? পান ভোজনের কি ইতর বিশেষ আছে? আমি ত বলি, পরিশ্রম করে যারা, তাদের পান ভোজনের ব্যবস্থা বেশী বেশী হওয়াই উচিত। মনিব চেয়ে চাকরদের পরিশ্রম কোত্তে হয়, কত বেশী! এত বেশী যে, মনিবেরা স্বয়ং সে সব কাজ হয় ত এক মাসেও কোত্তে পারেন না। এক এক মাসের কাজ যারা এক এক দিনে নির্ব্বাহ করে, তাদের পান ভোজনের ব্যবস্থা সে রকম না হলে তারা প্রথম প্রথম দিন কতক খুব কৃশ—তার পর দিন কতক রুগ্ন—তার পরই আর কি, চির বিদায়! মনিবদের সর্ব্বদাই বিশেষ করে দেখা চাই, চাকরদের চেহারা! তা অবশ্য সকল মনিব দেখেন না। ফলে দেখা চাই।" এই বোলে—আমাকে সঙ্গে নিয়ে বিপুল স্থূলাঙ্গী বিবি সমারলী রন্ধন শালায় উপনীত হলেন। পাচিকা তখন আহারে বোসেছে। চমৎকার টেবিলে সুন্দর টেবিলাবরণ, তার উপরে নূতন টাট্‌কা পরিষ্কার পরিষ্কার খাদ্য। পাচিকা লেডীকে দেখে, তটস্থ হয়ে উঠ্‌লো। নিষেধ কোরে লেডী বোল্লেন "না না, পালাও কেন? সোরে সোরে যাও কেন? খাচ্ছ, খাও। এই মেয়েটি তোমাদের বাড়ীতে নূতন এলেন। যত্ন আদর কর। কাল হতে ইনি তোমাদের বাড়ীতেই থাক্‌বেন, আজ কিন্তু অতিথি। সৎকার কর। থাক মেরী, এ তোমারই বাড়ী ঘর। মনের মধ্যে সংকোচ রেখো না। ইচ্ছামত পান ভোজন কোরে এসো গে যাও।"

লেডী প্রস্থান কোল্লেন। ইচ্ছামত পান ভোজন কোরে বিদায় হলেম। চপলাকে জানালেম। পিতার ন্যায় সম্বোধনে মাননীয় আপেল্‌টনের পত্রের উত্তর দিলেম। তৎক্ষণাৎ বাক্স প্যাট্‌রা নিয়ে কিরণ-কুটিরে পৌঁছিলেম। দ্বারবান দরজায় ছিল, আমার অপেক্ষা না রেখে—দারবান গোল্‌ডওয়ার্দ্দী গাড়ী ভাড়া চুকিয়ে দিলে—আরও কিছু দিলে, গাড়ীবানকে মদ খেতে। আমার জিনিস পত্র স্বয়ং নিয়ে গিয়ে আমার নির্দ্দিষ্ট গৃহে রেখে এল। আমি এখন কিরণ-কুটিরের অধিবাসিনী।

ষোড়শাধিক শততম লহরী।

আমার দ্বাদশ আশ্রয়।

পর দিনই বিবি সমারলীর ভগ্নীকন্যা কুমারী শিববালা কিরণ কুটিরে অধিষ্ঠান কোল্লেন। প্রাসাদের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ গৃহ তাঁর জন্য নির্দ্দিষ্ট হয়েছে। শিববালার দ্রব্যাদি সেই গৃহেই রক্ষিত হলো। শিববালা সুন্দরী। চলিত রকম সুন্দরী, যে সকল সুন্দরী সর্ব্বদাই সুন্দরী উপাধী লাভ করে, শিববালা সে সুন্দরী নন। শিববালার সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। এমন সুন্দরী আমি আর কখন দেখি নাই। শিববালা কেমন সুন্দরী, শিববালার অঙ্গ সৌষ্ঠব কেমন, শিববালা চক্ষু কর্ণ কেমন, গড়ন পিটন কেমন, এ কথা যদি কেহ জিজ্ঞাসা করেন, আমি তা হলে হয় ত উত্তর দিতে অসমর্থ হব। সে রূপের বর্ণনা করার শক্তি মানুষের নাই। সে রূপ মুখের ভাষায় বর্ণনা হতে পারে বোলে আমি বিশ্বাস করি না। পরন্তু শিববালা সুন্দরী।

শিববালা এসেই আমার পরিচয় নিলেন। মাসী তাঁর জন্য আমাকে নিযুক্ত রেখেছেন শুনে সন্তুষ্ট হলেন। তৎক্ষণাৎ তাঁর সমগ্র বাক্স প্যাটরার চাবী দিলেন। দ্রব্যাদি সজ্জিত কর্ব্বার অনুমতি লাভ কোরে, আমি শিববালার গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। বস্ত্রাদি যথা স্থানে সজ্জিত কোরে অলঙ্কারের বাক্স রাখ্‌তে যাব, বাক্সটা হাতে তুলেছি, হটাৎ পোড়ে গেল! মনে কোরেছিলেম, বাক্স বন্ধ; বন্ধ বোলেই তুলেছিলেম, এখন দেখ্‌লেম, বন্ধ নয়, খোলা। ভয়ে ভয়ে সমস্ত অলঙ্কার গুলি তুল্লেম, সাজিয়ে রাখ্‌লেম, সৌভাগ্যবশতঃ একখানিও নষ্ট হয় নাই। তুল্‌ছি, সাজাচ্ছি, এমন সময় দেখ্‌লেম, এক খানি ছায়া ছবি। তিন ইঞ্চি দীর্ঘ হাতির দাঁতের উপর বিচিত্র এক সৈনিক মূর্ত্তি। দোবরে আমার কান্তিনকে যে বেশে দেখেছিলেম, এই ছবিতে চিত্রিত মূর্ত্তির বেশও অবিকল সেই প্রকার। যাঁর মূর্ত্তি চিত্রিত আছে, বয়স তাঁর পঁচিশ। সুন্দর যুবা পুরুষ। মুখ খানি যেন একটু মলিন, যেন চিন্তার কাল আবরণে আবৃত! দেখে, ছবি খানি যথা স্থানে রেখেছি মাত্র, দ্রুত পদে শিববলা গৃহমধ্যে প্রবেশ কোল্লেন। সন্দেহের স্বরে বোল্লেন "অলঙ্কারের বাক্সটা খোলাই ছিল বুঝি?"

"হাঁ কুমারী, খোলাই ছিল। বন্ধ আছে বোলে তুল্‌তে গিয়েছিলেম, তাই পোড়ে গিয়েছিল; সৌভাগ্য বশতঃ কিছু নষ্ট হয় নাই। আবার সে সব আমি বেশ যত্ন কোরে সাজিয়ে গুছিয়ে রেখেছি।"

"রেখেছ ? বেশ কোরেছ। এতক্ষণ তোমার কথাই হ'চ্ছিল। অতি ভাল মেয়ে তুমি! দেখ মেরি, আমি এখানে নূতন এসেছি। এই নূতন নূতনই তোমার কাছে একটি বিষয়ের জন্য আমি ভিক্ষা চাই।"

"ভিক্ষা ? সে কি বলেন আপনি ? অনুমতি করুন, আদেশ করুন !—আমি প্রাণপণে আপনার সে আদেশ প্রতিপালন কোরে কৃতার্থ হব।"

"গহনার বাক্সে একখানা যে ছবি ছিল, দেখেছ কি তুমি ? সে অতি গোপনীয় ছবি। ছবির বিপরীত পৃষ্ঠায় যে সব কথা লেখা ছিল, বোধ হয় তুমি সে সকলও দেখেছ। কেমন নয় কি ?"

"না। ছবির লেখা ত আমি এক বর্ণও দেখি নাই !"

"দেখ নাই, তা আমি বিশ্বাস করি। অতি গোপনীয় ছবি—সেখানি। সাবধান মেরী, এ ছবির কথা যেন আর দ্বিতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর না হয় ! আমি তোমাকে বিশ্বাসী বন্ধুর পদে বরণ কোল্লেম। তুমি অবশ্য সে বিশ্বাস চিরদিন অটুট রাখ্‌তে ভুলে যাবে না।"

"কখনই না। আপনার বিনা অনুমতিতে এসব কথার এক বর্ণও কেহ জান্‌বে না।"

সন্তুষ্ট হয়ে—আনন্দের আলিঙ্গনে অভিনন্দন জানিয়ে কুমারী শিববালা প্রস্থান কোল্লেন। কুমারীর বস্ত্রালঙ্কার সজ্জিত কোরে পত্র লিখ্‌তে বোস্‌লেম। উইলিয়মকে আমার এই সুখের চাকুরীর সুসংবাদ জানালেম। সদাশয় বৃদ্ধ আপেল্‌টনকে কৃতজ্ঞতা জানিয়ে পত্র লিখ্‌লেম। আস্‌ফোর্ডের ডাকঘরে পত্র দ্বারা জানালেম, আমার নামের পত্র তাঁরা আমার এই নূতন ঠিকানায় পাঠাবেন।

কান্তিনের তিন খানি পত্র পেয়েছি। পাঠকের স্মরণ আছে, যখন সেই দুঃখজনক পরস্পর বিচ্ছেদ ঘটে, সে নবেম্বর মাস ; আর আজ আগষ্ট মাস। দিন গণনায় সুদীর্ঘ ১০ মাস কাল কান্তিন লণ্ডন ত্যাগ কোরেছেন ! এই সুদীর্ঘ কালের মধ্যে আমি তাঁর তিন খানি পত্র পেয়েছি। আমি যখন কিংষ্টন-নিকেতনে, তখন কান্তিনের প্রথম পত্র পাই। সে পত্রে কি লেখা ছিল না ছিল, যথা সময়ে পাঠকগণকে সে কথা জানান গেছে। গুরুণশীতে যখন আমি, তখন পাই দ্বিতীয় পত্র ; সে পত্র তিনি সমুদ্রের উপরে জাহাজে থেকেই লিখেছিলেন। তৃতীয় পত্র পেয়েছি, পোলন্ড ষ্ট্রীটে, যখন আমি মলিসার কাছে, তখন পাই। এতদিন আমার স্থায়ী স্থান ছিল না, সুতরাং পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই, আজ আমার বর্ত্তমান সমস্ত অবস্থা স্পষ্ট স্পষ্ট লিপিবদ্ধ কোরে—কান্তিনকে পাঠালেম। পত্র ডাকে রওনা কোরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হলেম।

লেডী সমারলীর প্রধান কিঙ্করী উমার মুখে শুনেছি, শিববালার পৈত্রিক সম্পত্তি বেশ

আছে, এখন শিববালাই সেইধন সম্পত্তির এক মাত্র মালিক। সে ধনে তাঁরই এখন পূর্ণ অধিকার। শিববালার পোষাক পরিচ্ছদ—অলঙ্কার জহরৎ দেখে, সে সব কথা বিশ্বাস হলো। অল্পক্ষণের পরিচয়ে আরও জান্‌লেম, শিববালার হৃদয় উদারতায় মাখা। এমন অমায়িক—এমন উদার চরিত্র, যে তাঁকে ভাল না বেসে থাকা যায় না। শিববালার পরিচর্য্যায় আমি যে সুখী হতে পার্ব্ব, এ বিশ্বাস ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে গেল। সুখের আশাই সুখ। সুখের চিন্তায় সুখী হলেম।

দিনের পর দিন—সপ্তাহের পর সপ্তাহ অতীত হয়ে চল্লো। ক্রমেই দেখ্‌লেম, বিবি সমারলীর প্রকৃতি যেন স্বর্গীয়। অভাব জানালে—বিবি আত্ম পর বিচার করেন না। যাতে হোক, যেমন কোরে হোক, অভাব মোচন তার করাই চাই। পল্লির ইতর ভদ্র, সকলেরই পীড়ায় ঔষধ, রোগের পথ্য, বিপদের শান্ত্বনা, বস্ত্র হীনের বস্ত্র, ভাণ্ডার পূর্ণ কোরে নিয়ে, বিবি যেন সর্ব্বদাই অপেক্ষায় আছেন। তাপিতের প্রীতির জন্য বিবির অশ্রু-জল অবিরাম, পরের সুখসৌভাগ্যে বিবি সদাই যেন সদানন্দ। দাস দাসীরা সকলেই আশাতীত অনুগ্রহে পুলকিত। এমন সংসার স্বর্গের রাজ্য বোলে বোধ হয়।

শিববালা দিন দিনই আমার প্রতি অধিকতর অনুগ্রহ প্রদর্শন কোচ্ছেন। আমি তাঁরই জন্য নিযুক্ত আছি, তাঁরই কিঙ্করী আমি, শিববালা সে কথা এক মুহূর্ত্তের জন্যও ভাবেন না। মনুষ্যের মধ্যে উচ্চ নীচ বিচার, তাঁর মনে যেন স্থানই পায় না। তাঁর পক্ষে এ জগৎ সংসার যেন এক সূত্রে বাঁধা আছে।

লোক শিক্ষা হয়, বহুদর্শনে। আমি এতদিন নানা স্থান ভ্রমণে—নানা চরিত্রের নানা লোকের চরিত্র দর্শনে, যৎসামান্য যে বহুদর্শন লাভ কোরেছি, তাতেই বুঝ্‌তে পেরেছি, যেন কোনও গুপ্ত-আশা—যেন কোনও অজ্ঞাত বাসনা শিববালার হৃদয়ে উপনিবেশন স্থাপন কোরেছে। কুমারী-হৃদয় যেন কার জন্য সর্ব্বদাই অপেক্ষা করে। সেই অপেক্ষায় কাল গত হতে দেখে, কুমারীর হৃদয় দিন দিনই যেন অশান্ত যাতনায় ছেয়ে ফেলেছে। কুমারীর হাসির মধ্যে যেন বিষাদের কালিমা লুকিয়ে আছে বোলে বোধ হয়। এই যে বিষাদ, এই যে সদাই অনাবিষ্ট অন্যমনস্ক ভাব; বোধ হয়, ঐ ছবির সঙ্গে বিশেষ সংশ্রব যুক্ত। ঐ ছবির মধ্যেই যেন কুমারীর সুখশান্তি—আশা বাসনা সব লুকান আছে। এ সংসারে মানুষের প্রাণে ভালবাসা আসে কেন, তা জানি না; কিন্তু যেখানে ভালবাসা, যে খানে প্রেম প্রীতি, সেই খানেই দুরাশা—সেই স্থানেই জ্বালাজনক বাসনার মরুভূমি! বিধাতার রাজ্যে কি তবে সুখ নাই!

সেপ্টেম্বর মাস প্রায় শেষ।—বেলা দ্বিপ্রহর।—শিববালা আপনার সুখ পর্য্যঙ্কে শয়ান আছেন দেখে, আমি আপনার ঘরে বোসে কেতাব দেখ্‌ছি।—হঠাৎ যেন একটা

শব্দ হলো। আমার ঘরের পাশেই শিববালার ঘর, শব্দ শ্রবণ মাত্রেই দ্রুতপদে শিববালার গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। যা দেখ্‌লেম, তাতে যেন আত্মহারা হয়ে গেলেম। সম্মুখে অলঙ্কারের বাক্সটি উন্মুক্ত, টেবিলের পার্শ্বে সেই ছবিখানি অযত্নে পতিত, শিববালা অচৈতন্য!—তাড়াতাড়ি শিববালার গাত্রবস্ত্র অপসারিত কোরে দিলেম, বাতাস দিলেম, বক্ষে শীতল জলের ধারা দিলেম, চৈতন্য হলো। শিববালা দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "মেরি, প্রিয়তমে; জীবন দিলে তুমি আমার! তুমি এসে উপস্থিত না হলে, এমন ভাবে অধিকক্ষণ অযত্নে পোড়ে থাক্‌লে, হয় ত মারাই যেতেম! তুমি জান সব, তোমার কাছে আর গোপন কি? আমি আমার জীবন পাত কোত্তে বোসেছি। যে ছবি তুমি দেখেছিলে, ঐ ছবিই আমার কাল। ঐ ছবিতে যাঁর চিত্র আঁকা আছে, ঐ চিত্র, ছবি হতেও অতি পরিষ্কার ভাবে আমার মনের মধ্যে চিত্রিত হয়ে গেছে। সে চিত্র এখন ত আর এদেশে নাই! বহুদূর—শত শত মাইল—সহস্র সহস্র ক্রোশ দূরে।—আমি কিন্তু অতি নিকটেই দেখি!—"

"জানি আমি। সংসারের মানুষ মাত্রেরই হৃদয়ে এমন এক একটা ছবি আঁকা থাকে। সে সব ছবি, বৃক্ষের কোটরস্থিত আগুণ! চুপে চুপে—অন্তরে অন্তরে বৃক্ষকে ভস্মময় কোরে দেয়! মানুষ তখন আত্মহারা হয়ে যায়—ত্রাহি ত্রাহি করে। সুখের সংসার তখন তার চক্ষে হয়, হতাশ দুঃখের ভীষণ দাবদাহ।"

"তুমি হয় ত জান না মেরী, কি জন্য আমি পিতার রাজপ্রাসাদ ত্যাগ কোরে মাসীমার এই কানন-কুটিরে এসেছি! শোন সে সব কথা। সোফিয়া নামে আমার এক দাসী ছিল। সোফিয়ার বয়স তোমার হতে দুই তিন বৎসরের বড় হবে। এখানে আসবার প্রায় তিন সপ্তাহ পূর্ব্বে, এক দিন রাত্রে শুয়ে আছি, তন্দ্রা এসেছে, হটাৎ একটা অতি ভীষণ ছায়ামূর্ত্তি দেখে নিদ্রা ভঙ্গ হলো! প্রথম মনে কোল্লেম, স্বপ্ন! [illegible]তন হয়েছি, চক্ষে নিদ্রার কিছু মাত্র আবিল্য নাই, তখনও মূর্ত্তি দণ্ডায়মান! বেশ [illegible] বিস্রস্ত!—কেশ পাশ আলুলায়িত!—পরিচ্ছদ জলসিক্ত! মূর্ত্তি যেন ক্রমে ক্রমে [illegible]র মূর্ত্তি ধারণ কোল্লে!—সোফিয়ার শিক্তবস্ত্র হতে জলধারা প্রবাহিত হ'চ্ছে! [illegible] কোল্লেম, 'সোফিয়া! তুমি এখানে কেন?' উত্তর পেলেম না! বড় ভীত হয়ে [illegible]ম! ভয়ে ভয়ে বাতি জ্বাল্‌লেম! কার্পেট পরীক্ষা কোল্লেম, জলবিন্দুও নাই! [illegible] চেয়ে দেখি, কেহ নাই! শয়ন কালে দরজা বন্ধ কোরে ছিলেম, দরজা এখনও [illegible] বন্ধ। সোফিয়া তবে এলো কোন্ পথে? কিছুই অনুধাবন কোত্তে পাল্লেম না। [illegible]জা যখন বন্ধ, তখন সোফিয়া তার ঘরে আছে কিনা, তা দেখার আবশ্যক হলো না। রাত তখন দ্বিপ্রহর অতীত হয়ে আরও আধ ঘণ্টা হয়েছে। সমস্ত রাত আর নিদ্রা

হলো না। প্রভাতে দারুণ জ্বর!—সর্ব্বাঙ্গে নিদারুণ ব্যথা! অতি কষ্টে শয্যা ত্যাগ কোরে বারান্দায় এসেছি, বাড়ীর নিকটেই রাস্তা, শুন্‌লেম, রাস্তায় তিন চার জন লোকের ভয়চকিত কণ্ঠস্বর! দ্রুতপদে—আপনার অসুখ গ্রাহ্যই না কোরে, জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেম।—দেখ্‌লেন, শব! স্ত্রীলোকের শব!—বেশ কোরে দেখ্‌লেম, সোফিয়ার শব! আমাদের বাড়ীর নিকটেই নদী। নদীতে একটা ভাঙা সেতু। বুঝ্‌লেম, সেই সেতু হতে অসাবধানে পতিত হয়েই সোফিয়া প্রাণ হারিয়েছে। তারপর দিন হতে নিত্য নিত্যই এইরূপ স্বপ্ন! আর থাক্‌তে পাল্লেম না। পালিয়ে এলেম।"

"সোফিয়ার কি রাত্রে কোথাও যাওয়া আসা ছিল?"

"নানা, সে সন্দেহ তুমি রেখনা। তেমন দাসদাসী কি আমার আশ্রয়ে থাক্‌তে পারে তুমি মনে কর?"

"তা হয় এমন। স্বপ্নের খেয়ালে লোকে রাত্রে রাত্রে ভ্রমণ করে, শেষে বিঘোরে পোড়ে আঘাত পায়, মারাও যায়। স্বপ্নের খেয়ালে লোকে নানা প্রকার দুঃস্বপ্নও দেখে থাকে। আপনি এখানে এসেছেন, ভালই হয়েছে। কিছু দিন এখানে থাক্‌তেই সে সব স্বপ্নের প্রহেলিকা হৃদয় হতে মুছে যাবে।" প্রবোধ দিলেম, কিন্তু ব্যাপারটা যে কি, তা কিছুই স্থির কোত্তে পাল্লেম না।—বিশেষ চিন্তা কোরেও না। মনের মধ্যে খুব একটা ধাঁদা লেগে রইল।

স্মৃতিশক্তি পুনঃ প্রাপ্ত হয়ে কুমারী শিববালা বোল্লেন, "আর এক কথা বোল্‌তে ভুলে গেছি। নদীর পর পারেই এক সম্ভ্রান্ত গৃহস্থ সন্তানের সঙ্গে সোফিয়ার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির হয়েছিল। হতভাগিনীর মৃত্যু যে দিন ঘটে, সে দিন মঙ্গলবার। তারই পূর্ব্ব দিন তার ছুটি ছিল। মঙ্গলবার ঐ পরিবারে একটা সমারোহ ছিল, কিন্তু পূর্ব্ব দিন ছুটি পেয়েছে, আবার এদিন ছুটি চাইতে তার সাহস হয় নাই। আমরা শয়ন কোল্লে—এই অবসরে সোফিয়া গোপনে সেই সমারোহে যোগ দিতে গিয়েই বোধ হয় প্রাণ হারিয়েছে। তাড়াতাড়ি সেতু পার হতে গিয়ে, পোড়ে গিয়ে অভাগিনী মারা গেছে।"

"ঠিক তাই। এ সংসার কেবল আশ্চর্য্যের ক্ষেত্র। সকলই এখানকার আশ্চর্য্য! হয় না, হতে পারে না, এমন কিছু এ সংসারে নাই।"

"তা আমি বিশ্বাস কোরেছি। সোফিয়ার মৃত্যুতে কারও সন্দেহ হয় নাই। বিচার অনুসন্ধানে কারও মনে হত্যা বোলে সন্দেহ জন্মে নাই। যে ব্যক্তি তাকে বিবাহ কোত্তে প্রস্তুত ছিল, সেও সে দিন বেশী বেশী সুরা পান করেছিল। বেচারা তার ভাবী স্ত্রীকে যথাস্থানে পৌঁছে দিতে স্বীকৃত ছিল, কেবল বেশী বেশী সুরা পানে অজ্ঞান ছিল বোলে সঙ্গে আস্‌তে পারে নাই। সে তাতে কতই না দুঃখিত। সরল প্রাণ, আশায় হতাশ হয়ে

লোকটি কিছু দিন যেন পাগলের মত হয়ে গিয়েছিল। মেরি! এ সংসারে তবে বুঝি ভাল বাসার প্রতিদান মিলে না! ভালবাসায় মানুষ বুঝি শুকিয়ে যায়! ভালবাস্‌লে ভাল-বাসার পাত্র বুঝি দুঃখের সমুদ্রে ডুবে যায়!"

সহসা ঘণ্টা ধ্বনি। বিবির গৃহ অতিথিতে পূর্ণ হয়ে গেছে। তত অভ্যাগত, বিবি একা তাঁদের আদর অপেক্ষা কোত্তে পেরে উঠ্‌ছেন না, তাই শিববালার তলপ। শিব-বালা তাড়াতাড়ি অলঙ্কারের বাক্স বন্ধ কোরে, বেশভূষা পরিবর্ত্তন কোরে সভাগৃহে প্রস্থান কোল্লেন। যাবার সময় আলিঙ্গন দিয়ে বোলে গেলেন, "অনাবশ্যক হলেও আবার বলি মেরী, আমার এ গুপ্ত ইতিহাস তুমি গোপনে রেখো। রাখ্‌বে তুমি, তবুও আবার বলি, সাবধানে রেখো।"

সম্মতি জানালেম।—সমবেদনা জানালেম। কুমারী প্রস্থান কোল্লেন। কিছুই বুঝ্‌তে পাল্লেম না। শিববালা ফটোগ্রাফের যে বিবরণ দিলেন, তা আমার কাস্তিন হতে অভিন্ন; সোফিয়ার মৃত্যুর ইতিহাস, তাও যেন কেমন কেমন বোধ হলো। এমন বিষম অন্ধকারে আমি আর যেন কখনও পড়ি নাই। বড়ই চিন্তিত হলেম। কালে অবশ্যই প্রকাশ পাবে। মানুষের ত ততটা দূরদর্শন নাই, তবে এ সব আঁধার দূর করার শক্তি কোথায়? মানুষ কেবল ভেবে চিন্তে খালাস।—এই পর্য্যন্ত! আমিও খুব চিন্তিত রইলেম। শিববালার জীবনচরিত সর্ব্বদাই যেন মনে গাঁথা রইল।

সপ্তদশাধিক শততম লহরী।

শিববালা।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদ বর্ণিত ঘটনা সংঘটনের কয়েকদিন পরে, মলিসার পত্র পেলেম। অভা-গিনী পিতৃব্যের আশ্রয় পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হয়েছেন, কিন্তু তার বন্দোবস্ত অবশ্য কঠিন। তিনি যদি ওয়ার্ডের তাবৎ সংস্রব সংসর্গ পরিত্যাগ করেন, আদালতের সাহায্যে যদি তিনি বিবাহ বন্ধন ছেদন করেন, তবেই তিনিই পুনরায় পিতৃব্য কর্তৃক গৃহীত হবেন, তাঁর পিতৃ-পরিত্যক্ত সম্পত্তি পুনঃ প্রাপ্ত হবেন। মলিসা পিতৃব্যের এই সকল প্রস্তাবে সম্মত হয়ে-ছেন। বিবাহবন্ধন ছিন্ন করার কারণও ঘটেছে অতি প্রচুর! স্বামীর অনাদর, বাক্য যন্ত্রণা, ভৎর্সনা, এসকল মলিসার অঙ্গভূষণ হয়েছিল, দেখে এসেছিলেম। জেলে গিয়ে সেই সকল অনাদর তিরস্কারের পরিমাণ আরও বেড়ে গেছিল। অভাগিনী অসীম মর্ম্মযন্ত্রণা

সহ্য কোত্তে না পেরে, পিতৃব্যের দারুণ বিধানেও সম্মত হয়েছেন। স্থানও প্রাপ্ত হয়েছেন। সাক্ষাতের জন্য নিমন্ত্রণ দিয়েছেন। ওয়ার্ড আজও কারাগারে। তিনি এখন মুক্তিমণ্ডপের চরণ ধূলিতে পাওনাদারদের চক্ষুগুলি অন্ধ করার চেষ্টায় আছেন। মুক্তিমণ্ডপের অপার মহিমা! দেনা কর, ধার কর, মহাজন ঠকাও; সব অপরাধ বিসম্বাদ, মাৰ্লীমক্কর্দ্দমা একদমেই জল, এই মুক্তিমণ্ডপের কৃপায়!

সারাকেও এক সুদীর্ঘ পত্র লিখ্‌লেম। তারই সঙ্গে সেলদনকেও এক পৃথক পত্র লিখ্‌লেম। এখনও সময় আছে। আসন্ন কালের পূর্ব্বমুহূর্ত্ত যেমন মূল্যবান, জীবনদীপ নির্ব্বাণ হবার পূর্ব্বক্ষণ যেমন দুর্ল্লভ, সারার জীবনের এই সময়টা যে তা হতেও মূল্যবান ও দুর্ল্লভ, তাই তাকে বুঝিয়ে দেওয়াই আমার অন্তরের অভিপ্রায়। যথাবুদ্ধি পত্র খানিতে সেই রূপই লিখে রওনা কোরে দিলেম। পত্র লিখ্‌লেম, কিন্তু নিরুত্তর। আশায় আশায় এক মাস অতীত, তথাপি নিরুত্তর। ঠিকানা জানি, আবাস স্থান স্বয়ং স্বচক্ষে দেখে এসেছি, একদিন অবকাশ নিয়ে আবার সারাকে দেখ্‌তে চোল্লেম। সেবার এক রকম, এক রকম কেন, বিধিমত প্রকারে পাপী পাপিনীর স্বমুখের বাক্যবিষে অপমান হয়ে এসেছি; তবে আবার যাই কেন? প্রাণের আকর্ষণ! বিধাতার বিধি, লঙ্ঘন কোত্তে পাল্লেম না।—চোল্লেম। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে সন্ধান নিলেম, সারা নাই!—কয়েক সপ্তাহের জন্য তারা স্থানান্তরে গেছে। প্রথমতঃ অবিশ্বাস কোল্লেম। হয়ত তারা আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তেই চায় না, তাই চাকর দিয়ে এই উত্তর পাঠিয়েছে। অল্পক্ষণ পরেই এ সন্দেহ দূর হয়ে গেল। একজন ভদ্রলোকও সেলদনের অনুসন্ধানে এসে অবিকল ঐরূপ উত্তরই প্রাপ্ত হলেন। অগত্যা হতাশ হয়ে ফিরে এলেম।

পথেই উকিল বাড়ী। পথিপার্শ্বেই উকিল ক্রুবীর বাসবাটী ও আফিস্‌। মলিসার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম। মলিসা আরও যেন ম্লান হয়ে গেছেন। বরাবরই খুব কৃশই ছিলেন, কিন্তু এখন যে চেহারা তাঁর হয়েছে, তাতে চিন্‌তে পারা যায় না। হাতে অর্থ পেলে অকর্ম্মা স্বামীকে গোপনে আবার যদি সাহায্য করেন, এই ভেবে বিচক্ষণ উকিল-পিতৃব্য তাঁর হাতে বেশী অর্থ দেন না। এই সব কথা শুনে, একত্রে জলযোগ কোরে ফিরে এলেম।

বোলেছি ত, কিরণ কুটিরের চার ধারে উদ্যান। আস্‌ছি, রাত তখন ৭টা। বেশ অন্ধকার হয়েছে, গাছের তলায় লোক দেখা যায় না, আস্‌ছি, হঠাৎ বামা কণ্ঠস্বর। যাচ্ছিলেম, দাঁড়ালেম। বামাস্বর কি বোলেছে, শুন্‌তে পাই নাই, এখন এক পুরুষের পরুষ আওয়াজ ঘোষণা কোল্লে "কোত্তেই হবে। এটা তোমার করাই চাই।"

বামাস্বর বোল্লে, 'তা হলে কি আমি বাঁচবো পিতা?" স্বর চিন্‌লেম। এ শিববালার

কণ্ঠস্বর। আর শোনার দরকার হলো না। দ্রুতপদে আপনার নির্দ্দিষ্ট ঘরে প্রবেশ কোরে বেশ পরিবর্ত্তন কোল্লেম। বরাবর হেঁটেই এসেছি, একটু দ্রুতপদেই এসেছি, বিশ্রাম কোল্লেম।

পিতা পুত্রী ফিরে এলেন। শিববালার পিতা কিরণকুটিরে আজ যে অতিথি, তা পূর্ব্বেই মনে মনে স্থির সিদ্ধান্ত কোরে রেখেছি, এখন সে কথা পরীক্ষায় প্রমাণ হলো। শিববালা এসেই অমাকে আহ্বান কোল্লেন, গিয়ে দেখ্‌লেম, শিববালা যেন কেমনতর হয়ে গেছেন। যেতেই আমার দুখানি হাত ধোরে পাশেই বসালেন। কাতরকণ্ঠে বোল্লেন, "মেরি, আমার মত জন্মদুঃখিনী আর এ জগতে নাই। তুমি আমার বিশ্বাসী, প্রাণের কথা তোমাকে না জানালে আমার হৃদয়ের ভার লাঘব হবে না। সবই ত তুমি জান, আমার হৃদয়ের লেখা সকলই ত তুমি পোড়ে রেখেছ, তোমাকে তবে আমার আর গোপনেরই বা আছে কি? আমাদের পল্লিতে আমার দ্বিগুণ বয়সের, ধনাঢ্য, সকল দোষের আকর এক বিধবা বিবাহকারী নিসন্তান পুরুষ আছেন, নাম তাঁর উদভীল! তিনি ১৯ মাস পূর্ব্বে আমার পাণিপ্রার্থনা করেন। পিতার দারুণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমি তখন তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য করি। এত দিন পরে তিনি আবার পিতাকে এ সম্বন্ধে পত্র লিখেছেন। পিতার অবস্থা এখন দিন দিন শোচনীয় হয়ে আস্‌ছে, তাই আমাকে তাঁরই চরণে উৎসর্গ দিয়ে তিনি তাঁর পূর্ব্ব গৌরব অখুণ্ণ রাখ্‌তে চান্। সেই জন্যই তিনি আজ এখানে এসেছেন। বল মেরি, তাও কি পারা যায়?—হৃদয় দানে কি অনুরোধ সুপারিশ চলে? তাকি আমার হাতের জিনিস! এক জনের জিনিস, আর এক জনকে দিয়ে কেন মেরী আমি, বিধাতার কাছে এই অবৈধ ব্যাভিচারের দায়ী হব?"

"না, তা হয় না।"

"তাই ত আমিও বলি। তাও কি পারা যায়? কিন্তু একদিকে তিনি পিতা, আমি তাঁরই ঔরষ জাত কন্যা; তিনি বিপদে পোড়েছেন, তাঁর মানসম্ভ্রম নষ্ট হতে চোলেছে, আমার দেহ পাত কোরেও কি তাঁকে রক্ষা করা উচিত না? আবার অন্য দিকে—"

কতক্ষণ পরে দুঃখিনী আবার অতি মৃদু স্বরে বোল্লেন "এক সপ্তাহ পরে পিতা আবার আস্‌বেন। আমি তখন কি বোল্‌বো? উদভীলকে বিবাহ? না মেরী, তা কি পারা যায়।"

"অধৈর্য্য হবেন না। ভেবে দেখুন—সুযুক্তির অনুসন্ধান করুন। আমি আজ বরং আপনার কাছেই থাকি।"

"না মেরী, তত কষ্ট আমি দিব না। তুমি এখন বিদায় হও। কাল তুমি আমাকে সুস্থ দেখ্‌বে। আমি বোধ হয় পিতাকে একখানি পত্রও লিখ্‌বো। আর কাজ নাই, যাও তুমি।"

বিদায় হলেম। রাত হয়েছে—আহারাদি বহুক্ষণ শেষ হয়ে গেছে, শয়ন কোল্লেম। কন্যাকে চির জীবনের জন্য দুঃখের একটানা সমুদ্রে নিক্ষেপ কোত্তে পিতার এমন ঐকান্তিক স্পৃহা কেন, তাই চিন্তা কোত্তে কোত্তে নিদ্রা গেলেম; কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেম, জানি না। হটাৎ চীৎকার শুনে নিদ্রা ভঙ্গ হলো! বিপদ যে একটা ঘোট্‌বে, তা আমি জান্‌তেম, সেই জন্য রাত্রিতে একত্রে থাকবো, এমন প্রস্তাবও কোরেছিলেম। এখন চীৎকার শুনেই শিববালার গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। শিববালা অচৈতন্য! তাড়াতাড়ি শুশ্রূষা কোল্লেম, চৈতন্য হলো।

চৈতন্য লাভ কোরে—অনেকক্ষণ বিশ্রাম কোরে শিববালা বোল্লেন "তিনি নাই মেরী, তিনি নাই! বড়ই দুঃস্বপ্ন দেখেছি! তিনি যেন আমার শয্যা পার্শ্বে এসে দাঁড়িয়েছিলেন। ঠিক সেই বেশ—সেই পরিচ্ছদ, কিন্তু বড় ম্লান! দেহে কিন্তু মাথা নাই! মাথা যেন গলার গায়ে ঝুলছে! এমন ভীষণ স্বপ্ন মেরী, তুমি হয় ত বুঝ্‌তে পার্ব্বে না। তেমন অবস্থা যার না হয়েছে, সে এ অবস্থা ঠিক বুঝ্‌তে পার্ব্বে না! বড় ভয়ানক চেহারা সে। নিশ্চয়ই জেনেছি, তিনি নাই! কত বার তাঁকে স্বপ্ন দেখিছি, কিন্তু তখন ত এ ভাব তাঁর দেখি নাই। এ যে ঠিক মৃত্যু বেশ! মৃত্যুর কালিতে মাখা দুর্ব্বল রক্তহীন দেহ। আচ্ছা মেরি, তুমি যখন এসেছিলে, তখন রাত কত?"

"১টা বেজে তখন পাঁচ সাত মিনিট হয়েছে।"

"তবে ঠিক ১টার সময় তাঁকে আমি আমার শয্যা পার্শ্বে দেখেছি। দেখ ত মেরি, আজ ১০ই অক্টোবর। দেখ ত ঐ আলমারী খুলে, একখানা ভূগোল শাস্ত্র দাওত?"

দিলেম। পুস্তক রাশির মধ্য হতে একখানা ভূগোল বিবরণ দিলেম। ভূগোল বিবরণ পুস্তকের তালিকা বার কোরে, লণ্ডনের উপর অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে বোল্লেন, "দেখ মেরী, এখানে যখন রাত ১টা, মাদ্রাজে তখন প্রাতঃকাল ৬টা।"

"মাদ্রাজ?" কি সর্ব্বনাশ! মাদ্রাজে আমারই ত সর্ব্বস্বধনের ভাণ্ডার কাস্তিন্‌ আছেন। শিববালার নির্দ্দেশিত সৈনিক পুরুষও ত কাস্তিনের ন্যায় পোষাক পরিহিত। তবে কি আমারই সর্ব্বনাশ হলো! না, তা হবে না। কাস্তিনের সঙ্গে শিববালার কোন সম্পর্কই থাক্‌তে পারে না।

আমার জিজ্ঞাসার শিববালা উত্তর দান কোল্লেন "হাঁ, মাদ্রাজ। মাদ্রাজেই আমার সুখের তরি ডুবেছে! আমার সুখের চাঁদ মেরী, সেই সুদূর ভারতবর্ষেই অস্তগত হয়েছে। জেনে রাখ মেরী, ১০ই অক্টোবর, প্রাতঃকাল ৬টার সময় মাদ্রাজ সহরে আমার সর্ব্বনাশ হয়েছেই হয়েছে।"

শিববালা গাত্রোত্থান কোল্লেন। রাত্রিবাস্‌ পরিত্যাগ কোরে আবার উপবেশন

কোল্লেন। কতক্ষণ নিরব—নিস্পন্দ, যেন জড়ের মত অবস্থান কোরে, শেষে একটি হৃদয়ের হৃদয় হতে উত্থিত দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ কোরে বোল্লেন "ফুরাল। সুখশান্তি আশা ভরসা বাসনা বিলাস, চিরদিনের মত ফুরাল। তবে আর কাজ কি! পিতার মান সম্ভ্রম, পিতার ধন ঐশ্বর্য্য, কাজ কি তাতে আর? এজগতের কোথায় এক কোনে পড়ে থেকে জীবনের কটা দিন এক রকম কোরে কাটিয়ে দেওয়া বৈ ত নয়। তাই কোর্‌বো! যে কোন এক-দিকে চোলে যাব। সংসারে আর কি এমন গুরুবন্ধন আছে, যারা আমাকে বেঁধে রাখ্‌বে? সব সুখেই যখন জলাঞ্জলী, তখন আর কেন?"

"আমি আবার বলি, এ সবই স্বপ্ন। আপনি অনেক গ্রন্থ পাঠ কোরেছেন, মনস্তত্ব বিজ্ঞান বিশেষ রূপে আলোচনা কোরেছেন, দর্শনশাস্ত্রে আপনার প্রভূত জ্ঞান, একটু বিবেচনা করুন।—এখনি বুঝবেন, সকলই স্বপ্নের খেলা।"

"তা জানি। অধ্যয়ণ এক, প্রবৃত্তি আর। আমার মনে যে বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গেছে, তর্ক শাস্ত্রের সকল যুক্তি প্রমান তার কাছে নগণ্য! মনের যে ভাব আমার হয়েছে, মনস্তত্ব তার তটের গভীরতায় ডুবে যায়। বেশ বুঝেছি মেরী, আমার সর্ব্বনাশের এক তিলও আর বাকী নাই! নিশ্চয় ধারণা কোরেছি, তিনি নাই! তাঁর অকৃত্রিম ভালবাসা যখন এই সুদূরে এসেও আমাকে এমন আকুল কোরেছে, তখন নিশ্চয়ই তিনি নাই।"

বেশ পরিবর্ত্তন হয়েছে, একত্র বাল্যভোজন কোর্ব্বেন বোলে সরলহৃদয়া বিবি, ভগ্নী-পুত্রীর আগমন প্রতীক্ষায় আছেন, আর বিলম্ব করা উচিত নয়। একথা অগত্যা জানাতে হলো। বিবি ত আর কিছুই জানেন না। তাঁকে যখন গোপনে রাখা গেছে, তখন যত দিন সুবিধা হয়, ততদিন গোপনেই রাখা ভাল। শিববালা প্রস্থান কোল্লেন।

অষ্টাদশাধিক শততম লহরী।

পিতা পুত্রী।

সপ্তাহ অতীত। এক দিন বেলা ৪টার সময়, এক খানি সুদৃশ্য অশ্বশকট কিরণকুটিরের সম্মুখে এসে দাঁড়াল। ষষ্টি বৎসরের এক পলিতকেশ বৃদ্ধ শকট হতে অবতরণ ক'ল্লেন। চিন্‌লেম, ইনিই শিববালার পিতা! শিববালা পিতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে এলেন। ভ্রমণ বেশ পরিধান কোল্লেন। বোল্লেন, "এখন একটু ভ্রমণে যাব। পিতার আদেশ। বুঝ্‌তে পেরেছ ত মেরী; পিতা কি জন্য এসছেন? আমি চোল্লেম, কিন্তু তুমি ভেবে রাখ," আজ

কি সর্ব্বনাশই হবে।" এই বোলে শিববালা পিতার বাহু অবলম্বনে ভ্রমণে প্রস্থান কোল্লেন।

পূর্ণ দুই ঘণ্টা অতীত। ভ্রমণে দুইটি দীর্ঘ দীর্ঘ ঘণ্টা অতিবাহিত কোরে—শিববালা পিতার সঙ্গে প্রত্যাগত হ'লেন। মুখের দিকে চেয়েই বুঝ্লেম, পিতার সঙ্গে সদ্ভাবের কথা হয় নাই। শিববালার সঙ্গে তাঁর গৃহে প্রবেশ কোল্লেম। একে ভ্রমণের শ্রম, তাতে অসাধারণ মনঃ পীড়া, শিববালা বড়ই কাতর হয়ে পোড়েছেন। গৃহ প্রবেশ কোরেই শুয়ে পোড়লেন। ভ্রমণের পরিচ্ছদ খুলে দিয়ে, হাওয়া দিয়ে শিববালাকে সুস্থ কোল্লেম। প্রকৃতিস্থ হয়ে শিববালা বোল্লেন "হয়েছি। পিতার প্রস্তাবে আমি এক প্রকার সম্মতই হয়েছি। তুচ্ছ আমি, অতি তুচ্ছ আমার ভালবাসা! আমার জন্য কেন আমি পিতার সর্ব্বনাশ করি! শোন মেরী, আমাদের ভ্রমণের সমস্ত কথাই বলি তোমাকে। আমি সকল কথাই পিতার চরণে অকপটে নিবেদন কোরেছি। আমি যত দিন পূর্ব্বেই আত্ম বিক্রয় কোরেছি, আমার উপর আমার আর কোনও কর্তৃত্ব নাই, তা আমি পিতাকে জানিয়েছি। পিতা শুনে অবাক হয়ে গেলেন। ঘৃণা কোরে—আমার অবৈধ ব্যবহারে যেন পীড়িত হয়ে তাঁর উদ্দেশে, সেই তিনি, যিনি এখন স্বর্গে, তাঁর উদ্দেশে অনেক কথাই বোল্লেন। সে সব প্রশংসার কথা নয়; ঘৃণাজনক অক্ষমতার কথা। তিনি অক্ষম, তিনি সামান্য সেনা বিভাগের একজন নগণ্য কর্ম্মচারী, অতি হীন ক্ষমতা তাঁর, তাঁকে আমি আত্মবিক্রয় কোরে ভাল করি নাই। পিতা বৃদ্ধ, সংসারের খেলায় তিনি মাথার চুল সাদা কোরে ফেলেছেন, তিনি আমার মনের কথা বুঝ্লেন না। ভালবাসার সময় লোকে অবস্থা চিন্তার যে একবারেই অবসর পায় না, ভাল মন্দ বিচারের ক্ষমতা তখন যে থাকতেই পারে না, পিতা তা বুঝ্লেন না। তার পর সে দিনকার ঘটনা। সেই ১০ই অক্টোবর প্রাতঃকাল ৬টার সময় যে ঘটনা ঘোটেছে, সেই সব ঘটনার বিষয় আমি তোমার কাছে যেমন বোলেছি, ঠিক সেই রকম ভাবে জানালেম। এমন দুঃখজনক সংবাদ শুনেও পিতা তাঁর অভাগিনী কন্যার প্রতি বিন্দুমাত্রও সমবেদনা জানালেন না। তাঁর নেত্রপল্লবে একটি জল বিন্দুও দেখলেম না। তিনি বোল্লেন "তবে ত শেষ হয়েই গেছে। না বুঝে, বিশেষ বিবেচনার অবসর না পেয়ে, আমাদের অসম্মতিতে যে কাজ কোরেছিলে, সেটা যে এত শীঘ্র শীঘ্র হরণ পূরণ হয়ে যাবে, তা মনে করি নাই। এ ক্ষেত্রে তোমার প্রতি ভগবান যেন সদয় আছেন বোলেই আমার বিশ্বাস। বেশ হয়েছে, এখন বুঝে দেখ। সে দিকের আশা ত ত্যাগ কোত্তেই হোচ্ছে, বাধ্য হয় জীবনের সে তরঙ্গটা মনে মনে চেপে যেতেই ত হয়েছে, তবে আর ভাবনা কি? জীবনে এমন শত শত দুর্ব্বিপাক নিত্য নিত্যই ঘোটে যায়। এমন যন্ত্রণা মনস্তাপ ভোগ, মানুষের ভাগ্যের নিত্যলিপি। তেমন দুর্ঘটনা নির্ঘাৎ সর্ব্বদাই ঘটে। এখন মনকে বুঝিয়ে দেখ।" হাঁ মেরী, বুঝাবার আর বাকী কি আছে?

এখনও কি বিবেচনার সময় আছে বোলে তুমি মনে কর?" পিতার একথা আর দ্বিতীয় কর্ণ গোচরে নিষেধ আছে। মাসীমার কাছেও না। এদিকে অভাগিনীর মস্তকে যে দারুণ বজ্রাঘাত হয়েছে, মাসীমা তার কিছুই জানেন না। জানিয়েই বা ফল কি? হৃদয় তাঁর দয়ামায়ার ভূমি, স্নেহময়ী তিনি, অভাগিনীর এই দুঃসহ যন্ত্রণার কথায় তিনি কেবল মর্ম্মদাহে দগ্ধ হবেন। হাত কি তাঁর? তিনি হয়ত এ সম্বন্ধে কোন কথা বোল্‌তে সাহসীই হবেন না। কেবল অন্তরে অন্তরে দগ্ধ হবেন। কাজ কি তাঁর সুখশান্তির পথে কাঁটা দিয়ে? কাজ কি তাঁকে যন্ত্রণার আগুণে দগ্ধ কোরে? তিনি যেমন অজানায় আছেন, তেমনই থাকুন। পিতা অদ্যই আর্বার চোলে যাবেন। এখানে আমি আরও কিছু দিন থাক্‌বো। পিতার অপরিসীম অনুগ্রহ, তিনি এ অনুমতি আমাকে দান কোরেছেন। এখন কিছু দিন আমি এই নির্জ্জন বাসে, তোমার ন্যায় বন্ধুর সঙ্গবাসে থাক্‌তে পাব। পিতার এ ব্যবস্থা আমার মনঃ সংযমের জন্য।"

অভাগিনী এক নিশ্বাসে আপনার দুর্ভাগ্যজীবনের এক অঙ্ক এইরূপে বর্ণনা কোরে নীরব হ'লেন। অনেকক্ষণ কথোপকথনে অবসন্ন হ'লেন। প্রবোধ দিয়ে, একটু বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে বেরিয়ে এলেম। সন্ধ্যার সময় শিববালার পিতা বিদায় হ'লেন। তনয়ার বুকে একমন ওজনের এক পাষাণ চাপিয়ে দিয়ে, তিনি প্রস্থান কোল্লেন।

সংসার! তোমার কি গতি বৈচিত্র! সমাজ! তোমার কি লোকাতীত মহিমা। অর্থ! সর্ব্বোপরি তোমার কি অদম্য শক্তি। দাস ব্যবসায় সভ্য জগতের কলঙ্ক! সংসারে যারা যারা সভ্যনামে পরিচয় দিতে অগ্রসর, যারা যারা সংসারের বুকে সভ্য বোলে নাম কিনতে কেতাবে পত্রে ছাপার অক্ষরে ঘোষণা করে, শতধিক তাদের অন্ধ চক্ষুকে, সহস্রধিক তাদের অন্ধ জ্ঞানকে, আর লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি ধিক, তাদের জড়তাকে! শিববালার পিতা কন্যাবিক্রয় কোত্তে বাসনা কোরেছেন, একজন বৃদ্ধ স্থবির পাত্রের হাতে আপনার সুশীলা যুবতী কন্যা অর্পণ কোত্তে বাসনা কোরেছেন কেন? পরিণত বয়সের অসার শুষ্ক তরুর গায়ে, এ লাবণ্যলতার আশ্রয় নিরূপণে কেন তিনি এত যত্নশীল? এ ফুলমালা মরু বালুকায় নিক্ষেপ কোরে লাভ কি তাঁর?—অর্থ। অর্থের বিনিময়ে তিনি কন্যার সুখ চিরদিনের জন্য নষ্ট কোত্তে চান। কন্যার সুখ শান্তি কাল রাহুর কুটিল কবলে দিতে বাসনা কোরেছেন, আপনার নষ্ট ঐশ্বর্য্য, লুপ্ত যশ উদ্ধার করার জন্য! কন্যাকে বিক্রয় কোরে স্বর্গ লাভ হবে তাঁর! মান সম্ভ্রম হবে, খ্যাতি যশ হবে, দেশে দেশে মান্যতরঙ্গ প্রবাহিত হবে। ধিক্ সংসারের যশ, মান, যার জন্য পিতা কন্যাবিক্রয় কোত্তে কাতর হয় না! কন্যার হৃদয়ের যাতনা পিতায় বুঝেনা!—আত্মজাকে অতি নৃশংস ভাবে বলী দিতে পিতৃ হৃদয়ে একটু মমতার উদয় হয় না! এমন অর্থে কাজ কি, তা শিববালার পিতাই

বুঝেছেন। এমন সুখঐশ্বর্য্য লাভ অপেক্ষা পথভিকারী হওয়া, দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা দ্বারা দীন জীবিকা লাভ করা, আমি বলি শত গুণে শ্রেয়স্কর! যার হৃদয় আছে, মনুষ্যত্ব আছে, তার সর্ব্ব প্রযত্নে এই বৃত্তি অবলম্বন করাই উচিত; কিন্তু আমার কথা এ জগতে শুনেই বা কে? আমি এ সংসারের কীটানুকীট বই ত নই।

শতাধিক উনবিংশ লহরী।

হিংসা বিবাদ।

এই ঘটনার পব কয়েক দিন পরে কান্তিনের পত্র পেলেম। এ উত্তর আমার দ্বিতীয় পত্রের। কিংষ্টন নিকেতন হতে যে পত্র লিখেছিলেম, এ তারই উত্তর। পত্র প্রথমে দিল সহরের ডাক ঘরেই পৌঁছেছিল, সেখান হতে এখানে এসেছে। এই পত্র এখনকার হিসাবে প্রায় চার মাস পূর্ব্বকার। কান্তিন কুশলে আছেন। আমার সম্মীলন সুখের কল্পনা মাত্র সম্বলে, দুই তিন বৎসর কাল তিনি অনায়াসে অতিবাহিত কোত্তে বেশ সমর্থ হবেন, পত্রে তা লিখেছেন। আছেন তিনি ভাল। আর এক সৌভাগ্য, তিনি তথায় একটি অতি প্রিয়তম বন্ধু পেয়েছেন। কান্তিনের দীর্ঘ পত্রের প্রায় অর্দ্ধাংশ তাঁর বন্ধুর প্রসঙ্গ পরিচয়ে পূর্ণ। তিনি লিখেছেন;—

"আমার অতি প্রিয়তম এবং সহচর হেন্‌রী ক্রফোর্ড। তিনি অতি অমায়িক, অতি সদাশয়, অতি সুশীল। পঁচিশ বৎসর মাত্র তাঁহার বয়ঃক্রম, কিন্তু সদ্‌গুণে তিনি ইতিমধ্যেই যেন ভূষিত হইয়াছেন। তিনিও আমার ন্যায় ভাগ্যশালী। বলিতে কি মেরী, আমি যেমন তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া—তোমার অনুধ্যানে দুঃখজনক প্রবাসের যন্ত্রণা অবহেলায় সহ্য করিতেছি, আমার প্রিয়বন্ধুও তোমারই ন্যায় আর একটি অবলার জন্য তদ্রূপ ভাবে জীবন যাপন করিতেছেন। তিনিও সুন্দরী। বন্ধু যে ভাবে তাঁহার রূপ বর্ণনা করিয়াছেন, তাঁহার নিকট তাঁহার হৃদয়েশ্বরীর যে ছায়া-চিত্র আছে, তাহা দর্শন করিয়া জানিতে পারিয়াছি, তিনি সুন্দরী। অবিকল তোমার মত ভুবনমোহিনী সুন্দরী। নাতি দীর্ঘ নাতি হ্রস্ব মধ্যক্ষীণ শরীর, সেই কৃষ্ণতার সমুজ্জল নেত্রদ্বয়, সেই কৃষ্ণরেশমাধিক সুচিক্কণ নিতম্ব স্পর্শী কেশরাশী, সকলই সুন্দর—সকলই মনোজ্ঞ। সেই মনোমোহিনী বয়সেও প্রায় তোমার অনুরূপ। সর্ব্ব বিষয় তুমি ও তিনি, যেমন সুন্দরী এবং আমি ও আমার বন্ধু, যেমন তোমাদের উভযেরই জীবনের লক্ষস্থলীয়; তোমরাও আমাদিগের তদ্রূপ।

তবে এক বিষয়ে আমাদিগের উভয়ের মতানৈক্য ঘটিয়াছে। আমি তোমার আশায় এই প্রবাস ক্লেশ অকাতরে সহ্য করিতে পারিব বলিয়া সময়কে যত সংক্ষেপ করিতেছি, বন্ধু নিরাশ হইয়া ততই সময়কে দীর্ঘ ভাবিতেছেন। তাঁহার বিশ্বাস, আর মিলনের আশা নাই। এই প্রবাস ভারতবর্ষে আসিবার সময় পরস্পরের যে সাক্ষাৎ সম্ভাষণ হইয়াছে, তাহাই তাঁহাদিগের জীবনের শেষ সম্ভাষণ। আমি কত প্রকারে প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছি, কত উপন্যাস উপাখ্যানের অবতারণা করিয়া বন্ধুর হৃদয়ে বদ্ধমূল বিশ্বাসের মূলচ্ছেদের বিফল চেষ্টা করিয়াছি, বন্ধু সে সব কথা মনেও স্থান দিতে পারেন নাই। বন্ধু আমার দিন দিনই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছেন। বলিতে কি প্রিয়তমে, তাঁহার জন্য আমি বড়ই মনের অসুখে আছি। বিদেশে প্রাণের বন্ধু পাইয়াছিলাম, মনের উচ্ছ্বাস—প্রাণের যাতনা তাঁহাকে দেখাইয়া—বদ্ধ প্রাণের রুদ্ধ প্রবাহ খুলিতাম, বিধাতার তাহাও যেন অসহ্য হইয়া উঠিয়াছে।

"আর এক বড় বিষম প্রতিজ্ঞা। অনেক দিনের আসন্ন অদর্শন কালে, প্রণয় পাত্র গণের এক একটা আশা ভরশার প্রতিজ্ঞা আদান প্রদান হয়। অদর্শন কালে সেই প্রতিজ্ঞা প্রসঙ্গ অবলম্বনেই যাহারা থাকে, তাহারা শান্তি পায়, আশার কল্পনায় জীবন ধারণ করে। আমাদের বিদায় কালেও ঐরূপ প্রতিজ্ঞা আমরা পরস্পর করিয়াছিলেম। বন্ধুও তাহাই করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের পরস্পরের মধ্যেও নিয়ম মত প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল। যে প্রতিজ্ঞা হইয়াছিল, তাহা অন্য প্রকার। মিলনের প্রতিজ্ঞা নহে, ইহকালের কোনও সুখের লালসা বাসনা তাহাতে নাই, সে প্রতিজ্ঞা বড়ই ভয়জনক। প্রতিজ্ঞা হইয়াছে, এই অদর্শনের মধ্যে যাহার অগ্রে মৃত্যু হইবে, তিনিই ছায়ামূর্ত্তি ধরিয়া, ভৌতিক শরীর ত্যাগের পর সূক্ষ্মশরীর ধরিয়া দর্শন দিবেন। বন্ধুবর যোগবিদ্যা অনুশীলন করিয়া বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছেন, আত্মার মৃত্যু নাই। স্থূলশরীর ত্যাগ করিবার পর, আত্মা সূক্ষ্মশরীর ধারণ করিয়া যদৃচ্ছা গমনাগমন করিতে পারে। এই বিশ্বাস ছিল বলিয়াই বন্ধুবর এই প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন এবং তাঁহার প্রণয়িনীকে এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ করিয়াছেন। আমি ত এসকল প্রতিজ্ঞার বিষয় শুনিয়া চমৎকৃত হইয়া গিয়াছি। চিন্তিতও বিশেষ হইতে হইয়াছে।"

পত্র পাঠ কোরে স্তম্ভিত হলেম। বেশ বুঝলেম, আমার প্রিয়তমের প্রিয়বন্ধু হেনরীর প্রণয়িনী, শিববালা। এখন আর এক আশঙ্কা! সত্য সত্যই কি তবে হেনরী নাই! সত্য সত্যই কি নিষ্ফল প্রণয়ী হেনরী দেহ ত্যাগের পর, প্রতিজ্ঞা রক্ষার জন্য ছায়া মূর্ত্তি ধারণ কোরে দেখা দিয়েছিলেন? চিন্তার বিষয় বটে!

শিববালাকে এসব কিছুই জানালেম না। যা হবার তাত হয়েই চুকেছে, সে সব প্রসঙ্গ

তুলে কাজ কি? কিছুই বোল্লেম না।—কেবল মনে মনে একটা চিন্তার বোঝা বহন কোরে বেড়াতে লাগ্‌লেম।

কয়েক দিন পরে আমার মাসিক অবকাশের সময় হলো। করুণহৃদয়া বিবি সমারলী স্বয়ংই অবকাশের কথা উথাপন কোরে—অবকাশ দিলেন। অপমানের উপর আবার অপমানিত হবার জন্য, আজ আবার অভাগিনী সারার অনুসন্ধানে চোল্লেম। এবার দেখা পেলেন। দ্বার রক্ষকের মুখে শুন্‌লেম, দুজনেই উপস্থিত আছেন।—প্রবেশ কোল্লেম। যাচ্ছি, খুব পুরু কার্পেটের উপর দিয়ে যাচ্ছি, শব্দ হ'চ্ছে না। দ্বারপার্শ্বে যেতেই শুন্‌লেম, সেল্‌দন—বোলছেন "আর কাজ নাই সারা। কলহ বচশা ছেড়ে দাও। কাজ কি আর মন খারাপ কোরে?"

বুঝ্‌লেম, বচসার সূত্রপাত, দাঁড়ালেম। সারা কাঁদতে কাঁদতে বোল্লে "কেন তুমি আমাকে কষ্ট দাও? যত্ন কোর্ব্বে, আদর কোর্ব্বে, হৃদয়ের সিংহাসনে বসিয়ে সুখের চাঁদ দেখে দিবে, এখন এত অগ্রাহ্য এমন তাচ্ছিল্য কেন কর তুমি? আমি তোমাকে চাই না। ঈশ্বরের দিব্য, আমি তোমার সুখের অংশ চাই না। ফাঁকি দিয়ে এনেছ তুমি, বদ্‌মায়েসী ফন্দিতে আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ তুমি। ভগবান তার বিচার কোর্ব্বেন।"

"কি বল্লি? বাঁদীর মুখে এত বড় কথা? পাজি—"বাঘের ন্যায় গর্জ্জন কোরে সেল্‌দন সারার উপর পতিত হ'লেন,—প্রহার কোল্লেন। থাক্‌তে পাল্লেম না, ছুটে গিয়ে প্রতি-নিবৃত্ত কোল্লেম। দুজনকে তফাৎ কোরে দিলেম। উচ্চ কণ্ঠে বোল্লেম "সেল্‌দন! এমন নির্দ্দয় তুমি?"

সারা ক্রোধে যেন অগ্নিমূর্ত্তি হয়ে উঠেছে। উচ্চ কণ্ঠে সারা বোল্লে "বল কি মেরী তুমি? নির্দ্দয়, নিষ্ঠুর, মিথ্যাবাদীর সঙ্গে আবার কথা কি? প্রবঞ্চকের কথায় আবার উত্তর কি? প্রলোভন দিয়ে আমার সর্ব্বনাশ কোরেছ। বিবাহ কোর্ব্বে, হৃদয়রাজ্যের রাণী কোর্ব্বে, এখন দিনান্তে একবার সাক্ষাৎ হয় না। কেন এ অন্যায় ব্যবহার? তার উপর আবার প্রহার?"

"শোন মেরী।" ঋজু হয়ে—ঠাণ্ডা আওয়াজে সেল্‌দন বোল্লেন "শোন মেরি, শোন। এক দিক শুনে বিচার করো না। দুই পক্ষেরই কথা শোন। সারাকে আমি ভালবাসি। মানুষ মানুষকে যতটুকু ভাল বাস্‌তে পাবে, সারাকে আমি ততটুকু ভালবাসি। সারা কিন্তু তা বুঝে না। কোনও কার্য্যোপলক্ষে কি কোন বিষয় কার্য্যের উদ্দেশে একদণ্ড তফাৎ হলে, সারা হিংসায় জ্বলে যায়। আমার অনুপস্থিতি কালে, বোসে বোসে নানা প্রকার কু কল্পনা করে, শেষে নিজেই নিজের দুঃখের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি ফিরে এলে, আদর সম্ভাষণ দূরের কথা, নানা প্রকার শ্লেষ ও হিংসার কথায় আমাকে জর্জ্জরিত কোরে দেয়।

পরিশ্রমের আর শ্রান্তি দূর হয় না। মিথ্যা কথার ফাঁদে, তর্কযুক্তির জটলায় শেষে একটা মহা গণ্ডগোল ঘটে পড়ে। কেন এ হিংসা,—কেন এ অকারণ সন্দেহ, তা আমি বুঝ্‌তে পারি না। কাল এক খানা পত্র পাই, বিষয় কার্য্যের কথা—এই দেখ সে পত্র—বিষয় কার্য্যের কথা, সে কথা আমি সারাকে জানান আবশ্যক মনে করি নাই। তুমি না হয় দেখ। ঐ পত্র নিয়েই বিবাদ। অনর্থক বিবাদ বিসম্বাদে আমি হয়রান হয়ে গেছি।—অসহ্য হয়েচে আমার! এ সব কেন?"

ধীর ভাবে উত্তর দিলেম, "শুন্‌লেম সব। দুজনেরই কথা আমি শুনেছি। সেল্‌দন! সারা তোমাকে ভালবাসে, ভালবাসার সঙ্গে তরলবুদ্ধির যোগে সর্ব্বত্রই এমন হিংসা দ্বেষের তরঙ্গ প্রবাহিত হয়ে থাকে। বিবাহ কোর্ব্বে তুমি, তাই বা না কর কেন? বিবাহ হয়ে গেলে, সারার মনে আর তখন সন্দেহের কারণ থাক্‌বে না। এ বিপদের নিস্পত্তি আর কিছুতেই সম্ভব হবে না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিবাহ ব্যাপার শেষ না হবে। তাতে বিলম্বই বা কেন তবে?"

"বিলম্ব নাই। বিষয় সম্পত্তির একটা সুব্যবস্থা কোরে—অর্থের ভাবনাটা একবারে দূর কোরে দিয়ে বিবাহ হবে, মনে মনে স্থির কোরেছি। ততদিন মেরী, তোমার ভগ্নীকে স্থির ভাব ধারণ কোত্তে তুমি বরং সুপরামর্শ দিয়ে যাও।"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না দিয়েই সারা বোল্লে "বল তুমি, আর আমাকে তুমি কোন বিষয় গোপন কোর্ব্বে না? আর তুমি কোন বদলোকের সঙ্গে মিশ্‌বে না?"

"স্বীকার কোল্লেম, কিন্তু তুমিও বল, আর আমাকে অন্যায় সন্দেহে কষ্ট দিবে না? বাতাসের গায়ে ধাগা দিয়ে আর তুমি কলহের তুফান্ তুল্‌বে না?"

"স্বীকার কোল্লেম।" উভয়ের সম্মতিতে বিবাদ আপততঃ মীমাংসই হয়ে গেল। মীমাংসা হলো, কিন্তু অঙ্কুর নষ্ট হলো না। বিদায় নিয়ে বেরিয়ে এলেম।

এখনও সময় আছে। এলেম যদি, তবে একবার চপলার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরে যাই। যাচ্ছি, পথিমধ্যে দেখ্‌লেম, তমলিনসন আর রবার্ট। পরস্পর হাত ধরাধরি কোরে গমন কোচ্ছে। আমাকে দেখেই একটা মত্ততার হাস্য তুলে রবার্ট বোল্লে "এই যে মেরি। এখানে তুমি এখন কর কি? আছ ত ভাল?"

থিয়েটরের সেই সুযোগ্য অধ্যক্ষ মহাশয় বোল্লেন "আরে সেই কৃষ্ণতারসমন্বিতচক্ষু-মুখসুন্দরযুবকচিত্তহারিণী ভগ্নী যে তোমার?"

থিয়েটরী ভাষার প্রসঙ্গে কর্ণপাতও না কোরে, রবার্টের প্রশ্নের উত্তর দিলেম, "হাঁ রবার্ট, আমি ভাল আছি। একজন সদাশয়া রমণীর কিঙ্করী পদে এখন আমি আছি।"

"কিঙ্করী? পদ? চাকরী? এখনও তবে তুমি চাকরীতে আছ না কি?"

"হাঁ রবার্ট; আজও আমি পরের চাকরী কোরে জীবিকা অর্জ্জন করি। তোমরা আছ কেমন, তোমাদের এখন চলাচলের উপায়?"

"চলাচলের উপায়? খুড়োর কৃপা!"

"খুড়ো? তোমার আবার খুড়ো কে?"

রবার্ট বিকট হাস্য কোল্লে। হাসির ধমকে একরকম যেন বেদম হয়ে বোল্লে "দেখ বন্ধু! ভগ্নীটি আমার নিরিহ। চল্‌তি কথার প্রয়োগ মাত্র জানে না। খুড়ো আর কে? বন্দকী মহাজন! জান ত, সেই পঞ্চায়ৎ—সেই ধাড়ী বজ্জাত ব্যাটা, একপয়সাও দিতে চায় না। করা কি, চারার উপায় ত করা চাই, মারা যাওয়া ত আর পদ্ধতি নাই, তাই পঞ্চায়ৎ কন্যা দ্বয়ের যা কিছু বস্ত্রালঙ্কার, তাতেই এখন দিন গুজরাণের পথ হয়েছে। গিয়েছিলেম, এক সপ্তাহ পূর্ব্বে দুই বন্ধুতে একবার শশুরের কাছে আপনাদের লেয্য গণ্ডা বুঝে নিতে গিয়েছিলেম। ওথেলো, সেনেট সভায় আপনার নির্দ্দোষ-প্রেম অবলম্বনে নিস্বার্থ মুক্তি, যে ভাষায় যে অঙ্গ ভঙ্গিতে বোলেছিলেন, বন্ধুর আমার সে স্থানটার আগা গোড়া মুখস্থ ছিল, আমরা একদিন থিয়েটরের সুযোগ্য অভিনেতা ছিলেম কিনা, বন্ধু অনর্গল সেই ওথেলো-ভঙ্গীতে সেই স্থানটা আবৃত্তি কোল্লেন। পাষণ্ড কিনা, মূর্খ কিনা, কথাই বুঝ্‌লেনা।—হাঁকিয়ে দিবার চেষ্টা! আমরা ত আর সুধু হাতে ধমক খেয়ে ফিরে আসতে যাই নাই, পয়সার প্রয়োজনও সে দিন ছিল আমাদের খুব বেশী বেশী; ঘরে সেদিন ওষুধের মত একটু তাড়ী পর্য্যন্ত ছিলনা, জোর জুলুম কোরে কিছু হাত কোল্লেম।—হাত করাও যেমন, ধরাপড়াও তেমনি। অগত্যা এক পক্ষ কালের জন্য "সংশোধিনী আশ্রমে" বাস কোত্তে হলো।"

"সংশোধিনী আশ্রম?—সে ত কারাগার! আবার? কারাগার শেষে তোমার বাস-স্থান হয়ে উঠ্‌লো যে রবার্ট!"

"ঐত তোমার মুখ্য দোষ। কারাগারটা বুঝি, তুমি মনে কর গরু ঘোড়ার জন্য? মানুষ বুঝি সেখানে কেহ যায় না?"

"মানুষ নাম ধারী যারা পশু, পিশাচ, তারাই যায়। ভদ্রলোক কেহ যায় না।"

"তবে আমরা গেলেম কেন? আমরা কি তবে ভদ্রলোক নই? কি বল বন্ধু, আমরা কি ভাল ভদ্রলোক নই?"

হাস্য কোরে বন্ধুবর তম্‌লিন্‌সন বোল্লেন "পরের দানাপানীতে মুর্ত্তিমান তোমার ভগ্নী ত তাই বলেন, কিন্তু শুঁড়িখানার হেন চাকরই নাই, যারা আমাদের "মহাশয়" বোলে সম্বোধন না করে।"

"থাক্ থাক্।" বন্ধুর দীর্ঘ বক্তৃতার আশঙ্কায় নিষেধ কোরে রবার্ট বোল্লে "থাক্

থাক্। থাম না হে। একটা কাজের কথা হোক। মেরী, কিছু তোমার কাছে আছে কি? দশটা টাকা? আঁ—নাই? আট টা—নিদেন ছটা—পাঁচ হলেও চোল্‌তে পারে। বিশেষ দরকার। আছে কি?"

বিনা বাক্যব্যয়ে পাঁচটি টাকা বার কোরে দিলেম। টাকাটা হস্তগত মাত্রেই একগাল হাসি হেসে রবার্ট বোল্লে "চল্‌রে ছোঁড়া, হাঁটা দি।"

বাধা দিলেম; বোল্লেম "রবার্ট! এ টাকা নিয়ে তুমি কোর্ব্বে কি? কি এমন বিশেষ আবশ্যক তোমার?"

রহস্যের হাসিতে রবার্ট বোল্লে "যা হতে বিশেষ আবশ্যক আর নাই। আজ তিন দিন আমাদের উদরটা একদম্ শূন্য হয়ে আছে। আজ আমরা দুজনে উদরটাকে এমন দুরমুশ্ কোরে গাঁথ্‌বো!—"

"কেন রবার্ট, তোমার স্ত্রী? তাকে এর অংশ দিবেনা? তারাও ত তোমাদের মত উপবাস ব্রত ধারণ কোরে আছে?"

"তাদের খবর তারা নিজেই রাখ্‌বে। আমরা আপন জ্বালায় পথ দেখ্‌তে পাই না। তবে তুমি যদি জান্‌তে চাও, কিছু দিতে চাও, দিও। বড় সন্তুষ্ট হবে তারা। সোনা গলিতে থাকে তারা। বাড়ী ঘর তেমন মাফিক্‌সই নয়, তা হোক, যেও তুমি। তোমার কাছে আর লজ্জা কি! তুমি জান, সময়ের ধাক্কায় বড় বড় দোতালা তেতালাও কাৎ হয়ে যায়।" এই বোলে বন্ধুর সহিত রবার্ট দ্রুতপদে প্রস্থান কোল্লে।

অভাগিনী বেলা ও নিধুয়ার ত তবে কষ্টের সীমা নাই! পিতামাতার অনভিমতে অবৈধ প্রণয়ের বিষময় ফলে, আজ তারা দারুণ দুরবস্থায় পতিত। দেখ্‌তে বাসনা হলো, দেখ্‌তে চোল্লেম।

সোনাগলি, সেটা একটা জেলে পাড়া। সহরের যত ইতর লোক সেই পল্লিতে বসতি করে। সর্ব্বত্রই ইতর পল্লি যেমন হয়ে থাকে, সোনাগলি তা হতে ভিন্ন নয়। রাস্তায় আলো নাই, পথ দিবারাত্রি জলে জলময়, ঘরবাড়ী সব খোলার, জীর্ণ, অতি অপরিষ্কার। সে গলিতে ভদ্রলোক হাঁটে না, গাড়ী ঘোড়া চলে না, দুর্গন্ধে বমী হয়। তেমন গলিতে মাননীয় পঞ্চায়ৎ বুলের কন্যাদ্বয় বসতী করেন। অনুসন্ধানে জিজ্ঞাসায়—ঘুরে ফিরে একটি অতি জীর্ণ খোলার দোতালাব সামনে এসে দাঁড়ালেম। দরজার পাশে বোসে একজন জেলেনী মৎস্যের ঝুড়ি নিয়ে খরিদ্দার হাঁক্‌ছে "এস, এস; কেন; টাট্‌কা মাছ, মিষ্ট, তৈলাক্ত, সুদর্শন।"

তাকেই জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, জেলেনীই সেই বাড়ীর অধিকারিণী। তারই নির্দ্দেশ মত যথা স্থানে উপস্থিত হলেম। দেখ্‌লেম, একখানা অতি জীর্ণ, আজ পড়ে কি

কাল পড়ে রকম ঘরে, আমার ভাতৃবধু ও অধ্যক্ষপত্নি বিরাজ কোচ্ছেন। গৃহ সামগ্রী সকল চমৎকার। ভাঙা টেবিল, বেতহীন কেদারা, দেবদারুর মেজ, ভাঙা চিনে মাটীর বাসন, মেটে কুঁজো, ফুটো চিম্‌নী, মলিন পর্দা, আর বিবি দ্বয়েরপরিধানে শতগ্রন্থি মলিন গাউন! আমাকে দেখেই নিধুয়া সমাদরে গ্রহণ কোল্লেন। আমি সমস্ত কথাই বোল্লেম। কি কোরে এ বাড়ীর সন্ধান পেলেম, কোথায় রবার্ট ও তম্‌লিন্‌সনের সঙ্গে সাক্ষাৎ, তাদের সঙ্গে কি কি কথা হয়েছিল, সমস্ত কথাই জানালেম। নিধুয়া বোল্লেন "তুমি এসেছ মেরী, আজ বিশ্রাম বার; আনন্দের দিন, থাক তুমি।"

বেল। বোল্লেন "সুখের দিন, সুখের সাক্ষাৎ, কিন্তু বড়ই দুঃখিত হতে হলো। দেখ মেরী, কিছু নাই। আহারাদির কথা আমরা এক রকম ভুলে যেতে বসেছি। ভাল-লোকে কি কি জিনিস আহার করেন, কেমন কোরে সে সব খাদ্য রন্ধন হয়, সে সব কথা আমাদের মনেই পড়ে না। পোড়া রুটি, আর সিদ্ধ আলু, এটাও এখন আমাদের জুটেনা। মাথা গুঁজে ছিলেম, তিন সপ্তাহের ভাড়া বাকী, হয় ত এই সপ্তাহ অতীত হলে এ আশ্রয়ে আর আমাদের স্থান হবেনা। পিতার এত অপরিমেয় দয়া, আমরা তার এক বিন্দুও ত পাই না। পাবার প্রত্যাশাই বা করি কি কোরে? কাজ ত ভাল করি নাই। মেরী, তুমি সদুপদেশ দিয়েছিলে, সুপরামর্শ দানে আমাদের এই ঘৃণ্য পতন হতে রক্ষা কোত্তে চেষ্টা কোরেছিলে, সমর্থ হও নাই! অদৃষ্টে দুঃখ কষ্টের লিখন লিপি কে নিবারণ করে বল?"

শুনে বড়ই ব্যথিত হলেম! বিদায় নিলেম। এখনি আস্‌ছি বোলে, কাকেও কিছু না বোলে বেরিয়া এলেম। খাবারের দোকানে, পোষাকের দোকানে, শব্‌জীর দোকানে, রুটির দোকানে, এক একবার দাঁড়ালেম। আমার যেমন অবস্থা, আমার যেমন অবস্থান, তেমনি কিছু কিছু খরিদ কোরে আনলেম। নিধুয়া আনন্দিত হলেন। আনন্দাশ্রুতে আমার করতল অভিসিঞ্চিত কোল্লেন। তিন সপ্তাহের ঘর ভাড়া বাকী ছিল, দুপাউণ্ড ভাড়া! গৃহের অধিষ্ঠাত্রীর মুখে, সেই ভদ্রজনবাসোপযোগী সুদৃশ্য ঘরের ভাড়া হওয়া উচিত ছিল বিস্তর, কিন্তু দরিদ্র ভদ্র ঘরাণার প্রতি গৃহস্বামীনীর অপার অনুগ্রহ আছে, তাই ভাড়ার পরিমাণ এত সামান্য! সামান্যই হোক, বা অসামান্যই হোক, ভাড়া পত্র মিটিয়ে দিলেম।

অনেক সুখ দুঃখের কথার পর, সে দিনের মত বিদায় নিলেম। পুনর্ব্বার অবকাশ পেলে সাক্ষাৎ হবে, এমন প্রস্তাব রইল। বিদায় নিলেম। চপলার সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ কোরে—সমদুঃখ ভাগিনী চপলার কাছে অদ্যকার ব্যাপারব্যবস্থা বর্ণনা কোরে, একত্রে জলযোগ কোরে বিদায় নিলেম। অবকাশ কালও ফুরিয়ে এলো। প্রত্যাবর্ত্তন কোল্লেম। কিরণ কুটিরে ফিরে এলেম, রাত ৮ টার সময়।

শতাধিক বিংশতিতম লহরী।

আর একদিনের ছুটির ঘটনা।

তিন মাস অতীত। জানুয়ারীর শেষ, কান্তিনের এক পত্র পেলেম। গুরুণশীতে অবস্থান কালে যে পত্র লিখেছিলেম, এ পত্র তারই উত্তর। এ পত্রেও তাঁর বিদেশবন্ধু ক্রফোর্ডের কথা প্রচুর পরিমাণেই আছে। বিদেশে এমন বন্ধু ভাগ্যক্রমে লাভ হলে বিদেশ বাসের কষ্ট অনেক লাঘব বোধ হয়। এ তিন মাসে সেলদনকেও তিন চার খানা পত্র লিখেছি, এক খানিরও উত্তর পাই নাই। সারার এক পত্র পেয়েছি, তাও সুবিধা বা সন্তোষ-জনক নয়। স্বয়ং মাসিক অবকাশে, তিন মাসে তিন বার তাঁদের বাসাতেও গিয়েছিলেম, সাক্ষাৎলাভ ঘটে নাই। তাঁরা কোথায় আছেন, তার সংবাদও কেহ জানে না! ইতি মধ্যে তিন চার বার বেলা ও নিধুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোরেছি, কিছুকাল তাঁদের সঙ্গে থেকে সদা লাপ সদুপদেশ দিয়ে এসেছি। আমার নিকটে এখন তাঁরা বড়ই কৃতজ্ঞ! হতভাগিনীদের এ কৃতজ্ঞতা জ্ঞান যদি বিবাহের পূর্ব্বে মনে আস্‌তো!

শিববালা আজও কিরণকুটিরে আছেন। করুণ হৃদয়া বৃদ্ধা আজও ভগ্নীতনয়ার হৃদয় তাপ বুঝ্‌তে পারেন নাই। শিববালাও যথাসম্ভব হৃদয়ভাব গোপন করেন, কিন্তু তাঁর হৃদয়ের বহ্নি ক্রমেই প্রধূমিত, কখন সে বহ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়, কে জানে?

শিববালার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণীয় দিন, সেই ১০ই অক্টোবর। পাঠক হয় ত ভুলেন নাই। সে আজ চার মাসের কথা। শিববালা যে সেই দিনটি প্রতি মুহূর্ত্তেই স্মরণ করেন, সে কথাও বলা বাহুল্য। শিববালা এই আনন্দকুটিরে যেন একখানি বিষাদের ছায়া! শিববালার প্রিয়তম বীণা এখন নীরব। নিত্যনিত্য বীণাবাদনে শিববালা অভ্যস্ত, আজি তাঁর সে অভ্যাস যেন চির অনভ্যাসে পরিণত হয়েছে। শিববালা যে কখনও আনন্দের হাসি হেসেছেন, শিববালা যে কখনও বিলাস কৌতুক জানেন, তা তাঁর কার্য্যে বা স্বভাবে কিছুই প্রকাশ পায় না! তিনি যেন এখন থেকেও নাই।

জানুয়ারী শেষ। নিয়মিত মাসিক অবকাশ পেয়ে, মার্গরেট ষ্ট্রীটে চোল্লেম। বেলা এখন ১১টা। সারার সাক্ষাৎ পেলেম। সৌভাগ্য বশতঃ সারা আজ একাই আছে। কথা বার্ত্তার সুবিধা হবে ভেবে আনন্দিত হলেম। পরস্পর কুশল জিজ্ঞাসা হলো, আমি কেমন আছি, কি বেতন পাই, কি কাজ আমাকে কোত্তে হয়, সমস্ত জিজ্ঞাসা বাদ সমাধা হয়ে গেল। আমি বোল্লেম "সারা! বড়ই দুঃখিত আছি আমি। চাক্‌রী করি, আহার নিদ্রা

আছে, সুখের বাহ্য উপাদান ভগবানের কৃপায় আমার অভাব নাই, কিন্তু তোমার দুঃখই দিবারাত্রি আমাকে অন্তরে অন্তরে দগ্ধ কোচ্ছে, তুমি কি তা বুঝ না ?"

"এ দিদি তোমার অন্যায়। আমি নিজেকে ত নিজে দুঃখী মনে করি না ? আমি ত বেশ সুখে সচ্ছন্দেই আছি ; তুমি তবে সে সকল দুঃখের কথা কেন মনে কর ?"

সারা মুখে বোল্‌ছে সুখে আছি, কিন্তু তার চেহারা, তার চ'ক্ দুটিতে যেন দারুণ দুঃখের আবিলতা ছেয়ে আছে। আমি বোল্লেম "সারা ! লুকিও না।' তুমি সুখে আছ কি দুঃখে আছ, আমি তা ভাল রকমই জানি। চল সারা, আমার সঙ্গে চল তুমি। দুজনে একত্রে থাকিগে। দুজনের উদরান্নের জন্য আমি ভাবি না। স্কুল কোরে—কি সেলাইয়ের কাজ কোরে দুটি লোকের জীবিকা, আমি অনায়াসেই উপার্জ্জন কোত্তে পার্ব্ব। আমার আত্মীয় স্বজন—বন্ধুবান্ধবও বিস্তর আছেন। চল তুমি।"

পদশব্দ ! সারার উত্তরের অবসর হলো না। সেলদন্ গৃহ প্রবেশ কোল্লেন। হাস্য-বদনে বোল্লেন "এই যে মেরী। এসেছ তুমি ? তোমার ভগ্নীকে কিছু উপদেশ দিয়ে যাও। ধাতুটা বড় উষ্ণ হয়ে গেছে তার, একটু শীতল কোরে দিয়ে যাও। সারার গরমে আমি মারা যেতে বসেছি।"

"আর তুমি ?" হিংসা দ্বেষে—ক্রোধে ক্ষোভে একটা কি রকম উগ্র মূর্ত্তি ধারণ কোরে তীব্রকণ্ঠে সারা বোল্লে "আর তুমি ? তুমিই কি কম রাগী ? কথায় কথায় তুমি আমাকে শ্লেষ কর। কথায় কথায় আমার পূর্ব্ব বৃত্তি—যাতে আমি এক দিন জীবিকা নির্ব্বাহ কোরেছি, সেই কথা অবলম্বনে আমার নীচতার উল্লেখ কর ; তুমি স্পষ্টাক্ষরে বোলেছ, আমার প্রতি তোমার আর ভালবাসা নাই। তুমিই বা কম কিসে ?"

"নানা। কাজ আমার হাতে বিস্তর, বন্ধু বান্ধব আমার বিস্তর, বন্ধুত্ব রক্ষা ত আর মুখের কথায় হয় না ?—যাতায়াত কোত্তে হয়, আদর সম্ভাষণ শুন্‌তে হয়, তুমি তাতে নানা সন্দেহ এনে—তিলকে তাল কোরে তোল।"

"না তুল্‌বো কেন ? বন্ধু বান্ধব তোমার মত ইতর মাতাল, আর সেই বুড়ী মাগীটা ? তুমি কেন তাদের নিমন্ত্রণ কোরে এখানে আন না ? আমি কি তাদের আদর অপেক্ষা কোত্তে পারি না ?"

"তা না পার্ব্বে কেন ? শোন মেরী, তোমার ভগ্নীর আদর অপেক্ষার প্রণালীটা একবার শুনে নাও। একদিন কয়েকটি বন্ধু বান্ধবকে নিমন্ত্রণ কোরে বাড়ীতে এনেছিলেম। আমার বাড়িতে অতিথি তাঁরা. তাদের সম্মুখে সারা যেন শত কণ্ঠ লাভে চাৎকার আরম্ভ কোল্লে। মারে আর কি ? খাতিরের চূড়ান্ত ! বল দেখি মেরী, তুমিই বল, ভদ্রলোক নিমন্ত্রণ কোরে এনে এই রকম মেছোহাটার তামাসা দেখাব ?"

আমার উত্তরের অপেক্ষা না কোরে, সারা বোল্লে "তুমি কেন সেই বুড়ী মাগীর সঙ্গে অত ঘটা ঘটি কোরে গল্প আরম্ভ কোল্লে? আমি ছিলেম উপস্থিত, আমাকে একটি কথা না, সেই কি তোমার এক মাত্র কৌতুকের পাত্রী হলো?"

"থাক থাক। আর পারি না। আমি এক দিকে চোলে যাই, আর এ জ্বালা যন্ত্রণা আমার সহ্য হয় না। যাই কি সাধে? বেড়াতে যাই, এক দিকে বেরিয়ে যাই, কি সাধে? ঝগ্‌ড়ার জ্বালায় জ্বালাতন. হয়ে—যন্ত্রণায় অস্থির হয়ে—তোমার দাঁতের বিষের জ্বালায় জ্বালাতন হয়ে, তবে এক দিকে ছুটে পালাই। থাক তুমি, আমি আর পারি না।"

"তুমি যাবে কেন? তুমি কর্ত্তা, তুমি মালিক, তুমি প্রভু, তুমি যাবে কেন? যাব আমি। আমিই এক দিকে চোলে যাব। ভাল যখন বাসনা, দেখ্‌তে যখন পার না, ভাল যখন বাস্‌তে পার্ব্বে না, তখন আর আমার থেকে সুখ কি? আমি তোমাকে বড় মানুষ দেখে তোমার প্রেমে মজি নাই। আমি যা চাই, তা যদি তুমি দিতে না পার, আমার বেলায় যদি তোমার ভালবাসার ভাণ্ডারে আগুণ লেগে যায়, কাজ কি আর তাতে?"

"দেখ মেরি, কোন্ কথার কোন্ জবাব। বোল্লেম কি, আর বুঝেছে কি, দেখ একবার! প্রাণের যন্ত্রণায় একটা কথা বোল্লেম, মনের আক্ষেপে একটা দুঃখের কথা বোল্লেম, আর উত্তর টা শুন্‌লে ত?"

সারা যেন একটু ঋজু হলো। একটু কাতর হয়ে—নয়নের জল সুবাসিত রুমালে মুছে বোল্লে "তবে প্রিয়তম, বল, তুমি আমাকে ক্ষমা কোল্লে? আর তুমি আমাকে একা রেখে কোথাও যাবে না?"

সেল্‌দন সাম্য হলেন।—বিবাদ বিসম্বাদ চুকে গেল। পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন আলিঙ্গনে পরিতুষ্ট কোল্লেন। ঝড়ের শান্তি হলো।

একজন দর্জ্জি এসে উপস্থিত। সারার গায়ের মাপ নিতে একজন দর্জ্জির মেয়ে এসে সেলাম দিয়ে দাঁড়াল। সারা অন্য ঘরে প্রস্থান কোত্তেই সেল্‌দনকে কিছু বোল্‌তে বাসনা হলো।—এমন একটা অবকাশের আশা কোচ্ছিলেম, হটাৎ অবকাশ হয়ে গেল। সেল্‌দনকে অভিপ্রায় জানালেম, সম্মতিও পেলেম। সেল্‌দনকে বেশ মিষ্ট মিষ্ট কথায় বোল্লেম "মাননীয় সেল্‌দন! ভদ্র সন্তান তুমি, সদ্বংশে জন্ম তোমার, তুমি অবশ্য সারাকে অতি ঘৃণ্য উপাধীতে ভূষিত কোর্ব্বে না।—যে সব নষ্টচরিত্রা কুমারীরা নিত্যানিত্য সন্তান প্রসব কোরেও আজীবন কুমারী নামের মহিমা রক্ষা করে, সারাকে তুমি অবশ্য তাদের দলের পুষ্টি সাধনে—সেই শ্রেণীর গণনায় গণ্‌বে না।"

কতক্ষণ নীরবে থেকে—একটি দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে, ধীর ভাবে সেল্‌দন বোল্লেন "দেখ মেরী, তুমি বুদ্ধিমতী!—তোমার কাছে, আমি আর কিছু গোপন কোর্ব্বো না।

গোপন কোল্লেও গোপন থাক্‌বে না। সারার সঙ্গে যখন আমি প্রথম মিলিত হই, তখন মনে ছিল, সারাকে বিবাহ কোরে আমি এ জীবনে অপার সুখী হব!—সারাকে আমি যে পরিমাণে ভাল বেসেছিলেম, তাতে আমার এ আশা দুরাশা বোলে বোধ হয় নাই; হয়ও তা না। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমার; আমি এখন সে আশাকে দুরাশা বোলেই জ্ঞান কোরেছি। এই যে বিবাদ বিসম্বাদ, এই যে অনর্থক দ্বেষ হিংসা—কলহ মনস্তাপ দিন দিনই বৃদ্ধি ভিন্ন হ্রাস হচ্চে না। তবে ভাব দেখি মেরী, এমন কোরে কত দিন চলে? সংসারে কি এমন লোকের সংশ্রব রাখ্‌লে সুখের হয়? আমি জানি, বুঝেছি, আমাদের এ প্রীতি প্রণয় আর অধিক দিন স্থায়ী হবে না। তবে সারাকে আমি দুঃখের মুখ দেখ্‌তে দিব না। হয়ই যদি তেমন, আমি তাকে প্রচুর ধন দান কোরে, জীবনের মত তার কাছে মেরী, জীবনের মত তার কাছে বিদায় গ্রহণ কোর্ব্বো। সারার অভাব, আমি কখনই নীরবে শুনে নিশ্চিতে থাক্‌বো না।"

সত্য কথা। সেল্‌দন যা বোল্লেন, ঠিক যে তাই ঘোট্‌বে, আমিও তা বিশ্বাস করি। উত্তর দিতে যাব, সারা এসে উপস্থিত, কাজেই মুখের কথা হজম কোরে বিদায় নিলেম। সে দিন থাক্‌তে অনুরুদ্ধ হলেন, থাক্‌লেম না।

অভাগিনী বেলা ও নিধুয়ার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোত্তে গেলেম। দেখ্‌লেম, রবার্ট ও তার জীবনসহচর তম্‌নিল্‌সন, দুজনেই বাড়ীতে আছেন। আমাকে দেখেই রবার্ট বোল্লে "মেরী, সুসংবাদ শোন। বুড়ো ব্যাটা—সেই বেতো রুগী পঞ্চায়ৎ ব্যাটা টিট্ হয়ে গেছে কি না, শেষে জব্দ হয়ে এসেছিল এখানে। খরচ পত্রের অভাব দেখে, এক খানা চেক্ দিয়ে গেছে সে। এই দেখ।" এই বোলে রবার্ট পকেট হতে এক খানা কাগজ বার কোরে আমার হাতে দিলে।

অধ্যক্ষ আত্মগৌরবে আপনিই গৌরবান্বিত জ্ঞান কোবে বোল্লেন "এই যে চেক্ খানা দেখ্‌ছো, হে কৃষ্ণতার চক্ষুর রাণী তুমি, এটা এই শ্রীহস্তের এক দরখাস্তের ফল। দরখাস্ত খানা লিখেছিলেম কেমন? ভাষার বাঁধুনীটা ছিল কেমন? আর অতি তেজ কলমে লেখা!—মহামহিম, মহিমার্ণব, প্রবল প্রতাপান্বিত, জ্ঞান বিদ্যাগুণগরিমার জাহাজ, মান সুখ্যাতি সম্মানের পাহাড়, এ সব শব্দ কথায় কথায় ব্যবহার। ঝোপ্ বুঝে কোপ্।"

চেক্ খানি বেশ কোরে দেখে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "তা এখন বল কি তুমি?"

"উপকার কর। লম্বার্ডষ্ট্রীটে বুলের গচ্ছিত রক্ষকের বাস। তুমি যদি দয়া কোরে টাকাটা এনে দাও। আমরা স্বয়ংই যেতেম, বিশেষ কাজের গতিকে এই দণ্ডেই আমরা স্থানান্তরে যেতে বাধ্য হচ্ছি। তাই অনুরোধ, পঞ্চাশ পাউণ্ডের চেক, তুমি ইস্ত নাগাত দা যা সাহায্য কোরেছ, সে সব তুমি কড়ায় গণ্ডায় বরং কেটে নিও।"

"তোমাদের দেখা পাব কখন ?"

"আমাদের গৃহিণীরা ঘরে নাই। অন্যত্র বাড়ী ভাড়া দেখ্তে তাঁরা অনেকক্ষণ বেরিয়ে গেছেন। তাদেরও আজ দেখা পাবে না। দু ঘণ্টার পর ওয়াটারলু সেতুর নিকট তুমি আমাদেরই দেখ্তে পাবে। কেমন ?'

সম্মতি জানালেম। তখনি এক_ঝড়্ ঝড়ে ছক্কড় ভাড়া কোরে রবার্ট ও অধ্যক্ষ প্রস্থান কোল্লেন। আমিও গাড়ী ভাড়া কোরে বুলের বাড়ী যাত্রা কোল্লেম। যাব লম্বার্ড বুলের কোষাধ্যক্ষের নিকট, চোল্লেম, স্বয়ং বুলের বাড়ী ; কেন ? চেক খানা দেখেই আমার সন্দেহ হয়েছে। বুল যে সহসা এমন সাহায্য কোর্ব্বেন, তাঁকে চিনি কিনা, তাঁর চরিত্র জানি কি না. বিশ্বাস হলো না।—তাই প্রকৃত ঘটনাটা যে কি, তাই জান্বার জন্য স্বয়ং খোদ কার্ত্তার কাছে চোল্লেম।

বাড়ীর নিকট গিয়ে দেখি, জানালায় জানালায় কাল পর্দ্দা, কাল পর্দ্দার অন্ধকারে বাড়ীটি যেন বিপদে ছেয়ে গেছে। প্রাণের মধ্যে যেন একটা আশঙ্কা এসে দাঁড়ালো। দরজায় গাড়ী লাগ্তেই নাম্লেম, দরজার ঘণ্টায় চঞ্চল হস্তে দ্রুত দ্রুত ধ্বনি কোল্লেম, অল্প বয়স্কা একটি দাসী এসে দরজা খুলে দিলে। প্রথমেই এই সন্দেহের কথা জিজ্ঞাসা কোল্লেম। শুন্লেম, বিবি নাই! চার দিন হলো, বিবি ইহধাম পরিত্যাগ কোরে গেছেন। দাসীও তাই বোল্লে। দাসী বোল্লে "বিবি মারা গেছেন। তাঁর সাধের ডাক্তার আজও বেঁচে আছেন, ঔষধের শিশি পোড়ে আছে, তিনি কেবল নাই। মদেই যে তিনি মারা গেছেন, তাতে আর সন্দেহ নাই। গৃহিণীর মৃত্যুর পর, কর্ত্তা নিমন্ত্রণ দিয়ে মেয়েদের বাড়ীতে ডেকে এনেছেন।"

"মেয়েদের ? কোন্ মেয়ে ?—বেলা আর নিধুয়া ?"

"হাঁ, তারাই। যারা তম্‌লিনসন ও রবার্টকে বিবাহ কোরেছিল, তারাই।"

"এখন কোথায় আছেন তাঁরা ? এই বাড়ীতেই না অন্য কোথাও ?"

এই বাড়ীতেই আছেন তাঁরা ?"

দ্রুতপদে উপরে উঠ্লেম। দুই ভগ্নীতেই তখন ঘরে ছিলেন। আমাকে দেখেই দুই ভগ্নীতে বড়ই আনন্দিত হলেন। বোল্লেন "মেরি, তুমি এসেছ, বেশ হয়েছে। মা মারা গেছেন, তাতে অবশ্য আমরা কিছু না কিছু দুঃখিত আছি। তা না হলে, এ সংবাদ এতদিন আমরা তোমাকে নিশ্চয়ই লিখে জানাতেম।"

"পীড়া কি হয়েছিল তার ?"

"পীড়া ? তাও কি আবার জিজ্ঞাসা কোর্ত্তে হয় ? সেই ঔষধ। মদ খেয়ে খেয়ে শেষে—যকৃতের দোষ! তাতেই মৃত্যু। মৃত্যুর সময় পিতা খরচ পত্র পাঠিয়ে দেন, আমা-

দের সাদর সম্ভাষণে বাড়ী ফিরে আস্‌তে অনুরোধ করেন, সেই দিনই আমরা সেই পাপ সংসর্গ ত্যাগ কোরে বাড়ী এসেছি।"

"বাড়ীই এলে যদি, তবে আবার খরচ পত্র কেন?"

"পিতা আমাদের আর সেই হতভাগাদের অবস্থা জান্‌তেন। দেনায় পত্রে আমরা যে জের্‌বার্ হয়ে গেছি, ঋণদায়ে যে আমাদের মাথার চুল পর্য্যন্ত বিক্রয় হয়ে গেছে, তা তিনি জান্‌তেন। যদি দেনাদারীতে আটক পড়ি, পাওনাদারের জোর তলবে আমরা যদি বাড়ীর বা'র হতে নাইই পারি, সেইজন্য বাবা পত্রের সঙ্গেএকশত টাকার একখানা চেক দিয়েছিলেন।"

সন্দেহ ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে আস্‌ছে। জিজ্ঞাসা কোল্লেম "সে চেক্ অবশ্য তোমাদের সাম্‌নেই ভাঙান হয়েছিল?"

বেলা বোল্লেন "ভাঙান!—আমার হাত হতে কেড়ে নিয়ে সেই ধেড়ে জোচ্চোর, অভাগিনী আমি, যাকে আবার আমি স্বামী সম্বোধন কোত্তেম, সেই হতভাগা কেড়ে নিয়েই ছুট, সঙ্গে তোমার গুণধর ভাইটিরও প্রস্থান। আমরা আর সে টাকার অপেক্ষা না কোরেই চোলে এসেছি। মনের অসুখ কিনা, তাতেই পিতার সুমতি হয়েছিল। পত্রে দশটা ভুল। মাথার ত আর ঠিক ছিলনা। একখানা লেখা চেক্ দিতে তার সঙ্গে আবার এক খানা সাদা আলেখা চেক্ ছিঁড়ে—দুখানেই যেমন তেমন কোরে মুড়ে পাঠিয়েছিলেন।"

বুঝ্‌লেম, সেই সাদা চেকই জাল হয়ে এখন পঞ্চাশ পাউণ্ডের দামে দাঁড়িয়েছে। প্রকাশ্যে বোল্লেম "এখন তবে বলি। আমার আগমনের কারণ তবে বলি। মাননীয় বুল যে সাদা চেক্ ভুলক্রমে ছিঁড়েছিলেন, সেই খানির দাম এখন পঞ্চাশ পাউণ্ড! এই দেখ।"

চেক্ দেখেই ত ভগ্নীদ্বয়ের চক্ষুস্থির! অবাক! আড়ষ্ট! কথাই সরেনা। অনেকক্ষণ পরে বেলা বোল্লেন "হায় হায়! এমন কাজও কোরেছিলেম। এমন পাকা পাকা বদমায়েসের প্রতি কি কেহ বিশ্বাস করে? এমন কোরেও কি কেহ নিজের সর্ব্বনাশ নিজে ঘটায়? আমাদের মত বুদ্ধিহীনারা এ সংসারে সর্ব্বদা এই রকমই ফল পায় বটে।"

নিধুয়া বোল্লেন "মেরি, মনে কিছু তুমি কোরোনা। তাদের সঙ্গে আর আমাদের কোনও সুবাদ সম্পর্ক নাই। এখন তারা আমাদের শত্রু। পিতাকে দেখাই এ চেক। পুলিশে সংবাদ দেওয়া হোক; জালিয়াৎদের উচিত শাস্তি দেওয়াই চাই।" এই বোলে নিধুয়া গাত্রোত্থান কোল্লেন। বাধা পেলেন। বেলা, নিধুয়ার হস্ত ধারণে গমনে বাধা দিয়ে বোল্লেন "কর কি নিধুয়া, তাও কি কখন হয়? আর কেন দেশে বিদেশে

আমাদের মন্দ ভাগ্যের উপন্যাস প্রচার কোত্তে চাও? ছিছি, আর যে ঘৃণার কথা সহ্য হয় না।"

"আমাকে ফিরিয়ে দাও।" আমি বোল্লেম "আমাকে চেক্ খানা ফিরিয়ে দাও। ঐ চেকের সদ্ব্যবহার আমি ভাল রকমই জানি।"

নিধুয়া চেক খানি ফেরৎ দিবা মাত্র, সেখানি তৎক্ষণাৎ খণ্ড খণ্ড কোল্লেম। পাপীদের পাপ বাসনা ভস্মের সঙ্গে বিশ্রাম লাভ কোত্তে দগ্ধ হয়ে গেল।

নিধুয়া বোল্লেন "একটু বরং তুমি অপেক্ষা কর। বিপদে সাহায্য কোরেছ, তার প্রতিদান দিব বলে বোল্‌ছি না, আমরা তোমাকে কিছু উপহার দিতে চাই।"

অসম্মতি জানালেম। আহারে অনুরোধ কোল্লেন, তাতেও অসম্মত হলেম। অবকাশ হয় যদি, আবার দেখা হবে বোলে তাড়াতাড়ি বিদায় নিলেম। দ্রুতপদে গাড়ীতে এসে উঠ্‌লেম।

এখন যাব কোথায়? আমার কর্ম্মস্থানে?—কিরণকুটিরে? না, এখনও বিলম্ব আছে। এখন চোল্লেম, ওয়াটার্লু সেতুতে। যে স্থানে জালিয়ৎ জুয়াচোর—ভীষণ ভীরু অপবিদ্যায় কৃতবিদ্য অপকর্ম্মে সিদ্ধ হস্ত বন্ধুদ্বয়, আশা পূর্ণ হৃদয়ে—আশঙ্কাপূর্ণ প্রাণে প্রতি মুহূর্ত্তে আমার প্রত্যাগমন পথ চেয়ে আছে, সেই খানে চোল্লেম। যথাস্থানে পৌঁছিতে অধিক বিলম্ব হলো না। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সেতুর নিকট উপস্থিত হলেম।

দুই বন্ধুতেই উপস্থিত। হৃদয় পূর্ণ আশাকে দৃঢ় অবলম্বন কোরে—মনে মনে কত বদ্ ইয়ারকীর বদ্ ফরমাস্ ফর্দ্দবন্দী কোরে, বন্ধুদ্বয় আমার আগমন পথ চেয়ে ছিল। আমি গাড়ী হতে অবতরণ কোত্তেই, বন্ধুদ্বয় দ্রুতপদে অগ্রসর হয়ে, দু জনে আমার দুই হস্ত ধারণ কোরে, একটা সবল টান্ টেনে বোল্লে "কার্য্য তবে সিদ্ধি? দাও লক্ষী মেয়ের মত টাকা কটা দিয়ে ফেল ত?"

ভূতপূর্ব্ব থিয়েটরাধ্যক্ষের কথায় কিছু মাত্র আস্থা প্রদর্শন না কোরে, রবার্টকে বোল্লেম "রবার্ট! তোমাদের জুয়াচুরী সব প্রকাশ পেয়ে গেছে। জাল ধরা পোড়েছে।"

"ধরা—পোড়েছে? তবে ত একদম্ ফাঁস! পুলিশের হাঙ্গামা ত হয় নাই?"

"পুলিশের ভয় তোমাদের নাই, তোমাদের সেই জাল চেক খানা আমি পুড়িয়ে ফেলেছি। রবার্ট! একটু শোন এদিকে! একটা নির্জ্জনের কথা বলি, শোন এসে!"

রবার্টকে সঙ্গে নিয়ে সেতুর অপর পার্শ্বে নিয়ে গেলেম। রবার্ট তাতেও বিরক্ত। বিরক্ত হয়ে বোল্লে "আর যাবই বা কতদূর? যা বলার থাকে, এখানেই কেন্ বল না।"

"হাঁ রবার্ট! বলি তবে। আমার কথা তেমন কিছু গুরুতর নয়। অতি সামান্য কথা। রবার্ট! তুমি কত দিন আর আমাদের এমন কোরে কাঁদাবে? বদমায়েসী ফেরাবীর

অবিধানে যত গোঁয়ারগিরির প্রতিশব্দ আছে, সে সকলই হয়েছে, এখন তোমার সাদর বিশেষণ! জেল গারদ, যার নাম শুন্‌লে ভদ্রলোক কাণে হাত দেয়, সেটা তোমাদের সুখের বাসা বাড়ী! কেন এমন মতিগতি হলো তোমার! সৎ পিতামাতার সন্তান আমরা, আমাদের এমন পরিণাম-অনুতাপ কেন ভাই? চল রবার্ট, আমার সঙ্গে চল তুমি। এ জীবনে যা যা কোরেছ, যে সব কলঙ্ক গ্লানীর কালিমা তোমার মুখে চিত্রিত হয়ে গেছে, যে সব বদনামের রাশি তোমার মাথায় চাপান আছে, সে সবই নষ্ট হয়ে যাবে।—সংসারের কাছে আবার তুমি দয়া পাবে, বিশ্বাস পাবে, সম্মান পাবে। এস আমার সঙ্গে। তোমার যা কিছু প্রয়োজনীয় ব্যয়, আমি তা পূরণ কোর্ব্বো। চাকরী কোত্তে চাও, তাও অনায়াসে পাবে। সজ্জনের আশ্রয়ে—সুখে সম্মানে থাকতে পাবে, যাবে? আমার এ করুণ প্রার্থনা—সনির্ব্বন্ধ নিবেদন শুন্‌বে তুমি?"

"যাব আমি!—তোমার এ কথা আমার প্রাণে লেগেছে, যাবই আমি; কিন্তু এখন না; একবারে অমন বন্ধুকে ত্যাগ করা, বড় সুবিধার কথা নয়। এখন কিছু দাও দেখি, পেট্টা ভোরে খেয়ে বাঁচি।"

"এক পয়সাও না রবার্ট, এক কপর্দ্দকও না। আমার সঙ্গে না গেলে আর এ জীবনে তুমি আমার কাছে কোন প্রকার সাহায্যই পাবে না।"

সহাস্য বদনে—বিদ্রূপ কোরে রবার্ট বোল্লে "সে তোমার দুর্ভাগ্য। আমাকে সাহায্য কোর্ব্বে না, সে তোমার অদৃষ্টের কু লেখা! ভাল কথাই বোলেছিলেম, অতি সুপ্রস্তাবই কোরেছিলেম, শুন্‌লে না, তার আর কি বলি বল; কিন্তু শুন্‌লে কাজটা কোত্তে ভাল। এখনও বলি, সম্‌জে দেখ, কিছু দাও। এক দিনে অমন প্রাণের বন্ধুকে ত্যাগ করা, তুমিই কেন ভেবে দেখ না! এমন যোগাযোগ—আর হয় না; তম্‌লিন্‌সন, আর রবার্ট, যেন মণিকাঞ্চনের সুসংযোগ, বুঝেছ মেরি, যেন যোড় কি বিজোড়ে—মাণিক জোড়।" রবার্ট বিকট হাস্য কোল্লে।

মর্ম্মাহত হয়ে বোল্লেম "দেখ রবার্ট, দুর্ভাগ্য নিয়ে যারা জন্মগ্রহণ করে, এ সংসারে তারা তোমার মত ভাই ভিন্ন আর কি প্রকার ভাইয়ের প্রার্থনা কোত্তে পারে? আর প্রার্থনা কোল্লেই বা, তাদের সে প্রার্থনা পূরণ করে কে? আশৈশব মাতৃহীন আমরা, আমাদের দুর্ভাগ্য নয় ত কি?" অশ্রুজল চেষ্টা কোরেও সম্বরণ কোত্তে পাল্লেম না।—ফুক্‌রে কাঁদলেম।

রবার্ট বোল্লে "ঐ ত তোমাদের দোষ! মেয়ে মানুষের সব ভাল, ঐ একটা দোষেই সব মাটি!—কাঁদ কেন অত? বজ্রের আঘাত যদি বুক পেতে না নিলেম, তবে আর এ সওয়া হাত চাওড়া বুক খানার দরকারই বা কি এমন?" এই বোলে রবার্ট আপন বুকে

একটা আঘাত কোল্লে। আঘাত শেষে বোল্লে "যাক, আমার শেষ কথা।—যদি আমাকে চাও, যদি নিয়ে যেতে চাও, তবে এখন হাতের মুটো বাঁধাও। চিৎ হাত খানার উপর কিছু পীত বর্ণের ধাতু চক্র নিক্ষেপ কর; একটা আনন্দের হাসি হেসে চলে যাই। যে দিন যাবার কথা বোলে যাব, পাঁজি খুলে দেখে নিও, ঠিক সেই দিন দেখ্‌বে, রবার্টের গোলাপী চুরোটের ধূম, তোমার নাকের কাছে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

"না রবার্ট! আমি তা দিব না। এখনি যদি আমার সঙ্গে না যাও, তবে আমার কাছে তুমি কিছুই প্রত্যাশা কোরো না।"

"তবে অধঃপাতে যাও।" এই বোলে রবার্ট চোলে গেল। সঙ্গে গেলেম না—ফির্‌লেম না—নিষেধ শব্দও উচ্চারণ কোল্লেম না।—প্রাণের মধ্যে বড় যন্ত্রণা, সেতুর এক পার্শ্বে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেম। অশ্রুজলে হৃদয়ের বেদনা হ্রাস কোরে—কথঞ্চিৎ প্রকৃতিস্থ হয়ে সেতু হতে অবতরণ কোচ্ছি, সেতুর মূলে একটি ভদ্র লোকের কণ্ঠ উচ্চারণ কোল্লে "তুমি না মেরী-প্রাইস?"

চিন্‌লেম। মাননীয় উলবর্দ্ধনের সেই ভদ্র কিঙ্কর! যিনি একবার সাদর সম্ভাষণে সেই কুঞ্জনিকেতন হতে আমাকে নিয়ে গিয়েছিলেন, তিনিই। কিঙ্কর হলে কি হয়, লোকটি ভদ্রলোক। দাঁড়ালেম। সস্নেহ বচনে কিঙ্কর বোল্লেন "আহা! আজ প্রায় দেড় মাস ধোরে তোমাকে অনুসন্ধান হ'চ্ছে। সকলেই দুঃখিত, কাহারও প্রাণে সুখ নাই, তাতেই অনুসন্ধানটা তেমন পাকাপাকি রকম হয় নাই। তোমার সেই জন্মভূমি আসফোর্ডেও পত্র গেছে।"

সন্দেহের প্রাণ, দুঃখের জীবন, বিস্ময়ে সন্দেহে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "দুঃখ কেন? সুখ নাই কেন?"

"আঃ—সে শোকের কথা আর বলো কেন? কর্ত্তার মৃত্যু হয়েছে। মাননীয় উলবর্দ্ধন সংসার ত্যাগ কোরেছেন। বড় শোকজনক মৃত্যু! অতি সামান্য কারণে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। রোগ পীড়া তেমন যে সাংঘাতিক হয়েছিল, তা নয়; তবে যার যখন কাল ফুরায়, তখন সামান্য কারণই বড় বড় কাজ সেরে বসে। সময় আছে কি তোমার? চল একবার, বিশেষ প্রয়োজন। হয় ত এতে তোমার মঙ্গল হবে।"

"সময় আমার আছে। আজ আমার ছুটি। সমস্ত দিনের অবকাশ আছে আমার। যেতে পারি।"

তখনি এক খানা গাড়ী ভাড়া কোরে মাননীয় উলবর্দ্ধনের প্রাসাদ উদ্দেশে যাত্রা কোল্লেম। যে স্থান হতে এক দিন অতি দুঃখিত হয়ে—হৃদয়পূর্ণ আশায় দুরাশার ঝটিকা তরঙ্গ বহন কোরে ফিরে এসেছিলেম, আজ আবার সেই খানে চোল্লেম। সদাশয়

কিঙ্কর আমার নেত্রজল দেখেছিলেন, সেতুর পার্শ্বে দাঁড়িয়ে রবার্টের উদ্দেশে যখন নেত্র-জল বর্ষণ করি, তখন দেখেছিলেন, কারণ জিজ্ঞাসা কোল্লেন। রবার্টের কঠিন ব্যবহার অকপটে বর্ণনা কোল্লেম।

দেখ্‌তে দেখ্‌তে আমরা প্রাসাদ সম্মুখে এসে উপস্থিত হলেম।—প্রবেশ কোল্লেম। অপেক্ষা গৃহে অপেক্ষা কোত্তে বোলে, কিঙ্কর আমার আগমন সংবাদ যথাস্থানে জ্ঞাপন কোত্তে প্রস্থান কোল্লেন। সুখ দুঃখের একটানা সমুদ্রে দেহ মন ভাসিয়ে—প্রতিমুহূর্ত্তে সুখের সুখদ হিল্লোল—দুঃখের দারুণ ঝটিকার জন্য অপেক্ষা কোরে বোসে রইলেম।

কিঙ্কর ফিরে এসে, আমাকে সঙ্গে নিয়ে ঠিক সেই ঘরে, যে ঘরে সে দিন লর্ড উলবর্দ্ধন, লেডী উলবর্দ্ধনা ও তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র উপবিষ্ট ছিলেন, সেই ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। আজ লেডী একাই আছেন। কৃষ্ণ বর্ণ শোকপরিচ্ছদ পরিধান কোরে, সম্মুখে রাশি রাশি তাড়া তাড়া কাগজ নিয়ে, অতি বিষন্ন বদনে উপবিষ্ট আছেন। আমি যেতেই এক খানা কেদারার দিকে অঙ্গুলি সংকেত কোরে আমাকে উপবেশন কোত্তে অনুমতি প্রদান কোল্লেন।—উপবেশন কোল্লেম। অনেকক্ষণ নীরবে অতিবাহিত কোরে—এক দৃষ্টে কতক্ষণ আমার দিকে দৃষ্টিপাত কোরে লেডী বোল্লেন "মেরি, তুমি আমার কাছে অবশ্য সত্য কথা বোল্‌বে! তুমি অবশ্য কিছু গোপন কোর্ব্বে না। সত্য বল; তুমি আজও কি কান্তিনের সঙ্গে পূর্ব্ব সম্পর্ক রেখেছ? আজও কি তোমাদের চিঠি পত্র লেখা লিখি চোল্‌ছে?"

কি উত্তর দি?—অস্বীকার কোর্ব্বো কি? কেন?—তাতে আর আবশ্যকই বা কি? স্বীকার কোল্লেম।—কাতর হয়ে—সসম্মানে জানালেম, "হাঁ মা, আছে।"

দৃষ্টিতে আমাকে যেন দগ্ধ কোরে—একটা টানা নিশ্বাসে আমাকে যেন তফাৎ কোরে দিয়ে বোল্লেন "আমি আজ বিধবা। কান্তিন এখন পিতৃহীন। অভাগা সে, আমার কনিষ্ঠ পুত্র স্নেহের সন্তান সে আমার, তার অদৃষ্টে সুখ নাই। স্বামী আমার যে চরমপত্র কোরে গেছেন, সে সব তোমার দেখা চাই। কান্তিনকেও সেই উইলের অবিকল নকল পাঠান গেছে। দেখ তুমি, যে স্থানে আমি নীল পেন্‌শীলের দাগ দিয়ে রেখেছি, কেবল সেই টুকুই তোমার দ্রষ্টব্য। এই দেখ।" এই বোলে উইলের তাড়া আমার গায়ের উপরে ছুড়ে ফেলে দিলেন। কাগজ কুড়িয়ে নিয়ে—পত্র সমূহ উল্‌টে পাল্‌টে যথার্থ স্থানটা বার কোল্লেম। যে স্থানে পেন্‌শীলের দাগ দেওয়া আছে, সেই স্থানটা পোড়লেম। উইলে লেখা আছে;—

"—এবং আমার কনিষ্ঠ পুত্র অগ্ষ্টেস্ কান্তিনের সম্বন্ধে আমার ব্যবস্থা ও ইচ্ছা নিম্নলিখিত প্রকার। আমার

মৃত ভ্রাতা জেনারল স্যার তমাস্ উলবর্দ্ধন, যিনি ষষ্ঠি সহস্র পাউণ্ড আমার উক্ত পুত্রের নামে লিখিয়া দিয়া গিয়াছেন, এবং যিনি ঐ অর্থ তাহার বিবাহ কালে যৌতুক স্বরূপ দিতে তাহার পিতামাতা—অর্থাৎ আমি এবং আমার পত্নীর নিকট গচ্ছিত রাখিয়া গিয়াছেন, এবং তাঁহার লিখিত উইলে প্রকাশ যে, ঐ অর্থ তাহার পিতামাতা—অর্থাৎ আমি ও আমার পত্নীর সম্মতির উপর নির্ভর করিবে; সুতরাং আমি তাঁহার সেই আদেশ অনুযায়ী আমার এই সম্মতি প্রকাশ করিতেছি যে, আমার উল্লিখিত পুত্র অস্‌টেস্ কান্তিন যদি এমন কোন পাত্রীকে বিবাহ করেন, যাহার অন্যূন ত্রিশ হাজার পাউণ্ড মৌজুদ আছে, তাহা হইলেই তিনি ঐ পিতৃব্য ধন প্রাপ্ত হইবেন, নতুবা তিনি উহার কপর্দ্দকও পাইবেন না। আমার স্ত্রী সুতরাং তাহার মাতারও এই মত। যদি ইহার অন্যথা হয়, তবে আমার জ্যেষ্ঠ পুত্র ফর্দ্দিনন্দ যেমন ওয়ারিশান্ ক্রমে আমার ত্যজ্য অপরাপর সম্পত্তিতে দখলিকার হইবেন, ঐ ষষ্ঠি সহস্রেও তাঁহার তদ্রূপ একায়িক সত্ব জন্মিবে। আমার পুত্র যদ্যপি কোন বিবাহ সম্বন্ধ উপস্থিত করেন, এতদ্দারা আমার স্ত্রীকেও অনুমতি দিতেছি যে, তিনি যেন পূর্ব্বোক্ত নিয়মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া আমার মৃত সহোদরের গচ্ছিত অর্থের ব্যবহার করেন। যদি আমার পুত্র উক্ত কান্তিন ঐ প্রকার ধনশালিনী কামিনীর পাণিগ্রহণ করেন, তাহা হইলে আমার স্ত্রী অর্থাৎ তাহার মাতা তাহাকে ঐ অর্থ নির্ব্বিবাদে দান

করিবেন। আরও বক্তব্য, আমার মৃত্যু নিকট; এই সময় আমার প্রিয়তম উক্ত পুত্রের প্রতি আদেশ অনুযোগ ও অনুরোধ করিতেছি, তিনি যেন এই সকল বাক্য বিশেষ মনোযোগের সহিত পালন করেন।"

পাঠ কোল্লেম। দুঃখে কষ্টে, ভাবনায় চিন্তায় স্বর্গগত লর্ড উলবর্দ্ধনের চরম পত্র পাঠ কোল্লেম। অসম্ভব! পিতার যে অভিপ্রায়, অভিপ্রায় কেন, যেমন আদেশ অনুমতি, তাতে বিবাহ হবে না। দাসী আমি, একজন সামান্য কিঙ্করী আমি, ত্রিশ হাজার পাউণ্ড আমি কোথায় পাব? চাকরীর অর্থ মজুত কোরে এক স্থানে—এক যোগে ততটাকা জমান, অসম্ভব হতেও অসম্ভব। এমন স্থলে কোনও সুখের আশা কি থাকতে পারে? দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ কোরে—দলিল খানি ফেরৎ দিলেম। লেডী বোল্লেন, "আর কোন আবশ্যক নাই। তুমি এখন যেতে পার।"

উঠ্লেম।—বিলম্ব না কোরে—এক মুহূর্ত্তও বিলম্ব না কোরে বেরিয়ে এলেম। পাশের ঘরেই মৃত লর্ড বাহাদুরের ধন সম্পত্তির বর্ত্তমান উত্তরাধিকারী আধুনিক লর্ড, ফর্দ্দিনন্দ উপবিষ্ট ছিলেন। আমাকে দেখেই বোল্লেন" শোন—মেরী, দাঁড়াও।"

দাঁড়ালেম না। দ্রুতপদে বেরিয়ে এলেম। রাস্তায় গাড়ী অপেক্ষায় ছিল, আরোহণ কোরে ফিরে এলেম। কিরণকুটিরের সম্মুখে আস্তেই বহুদিনের পর সমধুর বীনা ধ্বনি শুন্লেম। এ দেব সঙ্গীত। বহুদিনের লুপ্ত স্মৃতির ন্যায় শিববালা বীনা বাদন কোচ্ছেন! মনে ভয়ানক কষ্ট, প্রাণে অসীম যন্ত্রণা, ভুলে গেলেম। শিববালার অলৌকিক শিক্ষা, বিষাদ সঙ্গীত শুন্তে শুন্তে প্রবেশ কোল্লেম।

শতাধিক একবিংশ লহরী।

সারার সহিত পুনঃ সাক্ষাৎ।

সেই রাত্রেই কান্তিনকে এক পত্র লিখ্লেম। অদ্য যে সকল ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেই সমস্ত বৃত্তান্ত আনুপূর্ব্বিক বর্ণনা কোরে পত্র লিখ্লেম। পত্র লিখ্লেম এইরূপ—

কিরণকুঠির—লণ্ডন।
২৮এ জানুয়ারী, ১৮৩২।

প্রিয়তম কাস্তিন!

জানিনা, এই পত্র তুমি মাদ্রাজে পাইবে কি না। হয় ত তুমি এই পত্র পাইবার পূর্ব্বেই তথা হইতে রওনা হইবে। তোমার পিতার মৃত্যুসংবাদ সহ তোমাকে লণ্ডনে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে সংবাদ গিয়াছে কি না, তাহাও আমি জানি না। তবে এই দুঃসহ শোকবার্ত্তা শ্রবণে তোমার আসা উচিত। অদ্য দৈবযোগে তোমাদিগের প্রাসাদে গিয়া ছিলাম। তোমার জননী—মৃত লর্ড বাহাদুরের চরমপত্র দেখাইয়াছিলেন। প্রাণাধিক, অতি বিষম সর্ত্ত সেই চরম পত্রে লেখা আছে। যদি তুমি আমাকে বিবাহ কর, তাহা হইলে তুমি তোমার পৈত্রিক সম্পত্তি হইতে ত বঞ্চিত হইবেই, তদ্ভিন্ন তোমার পিতৃব্য যে ষষ্ঠি সহস্র পাউণ্ড তোমার বিবাহের যৌতুক স্বরূপ দান করিয়া গিয়াছেন, তাহারও এক কপর্দ্দক পাইবে না। এমন নির্ঘাৎ চরমপত্র হয় ত আমাদিগকে নির্যাতন করিতেই লিখিত হইয়া থাকিবে। নতুবা এক দাসীর পক্ষে ত্রিশ হাজার পাউণ্ড্ সংগ্রহ কি সহজ সাধ্য? তোমার পিতা অর্থের বিনিময়ে তোমার ভালবাসা ক্রয় করিতে উপদেশ দিয়াছেন। তোমার ভালবাসা কি মূল্য দিয়া ক্রয় করা যায়? তোমার ভালবাসা কি আমি জীবন পনে ক্রয় করিতে পারিব না? নতুবা তোমার পিতার নির্দ্দেশিত অর্থ সংগ্রহ করা আমার পক্ষে কি একান্তই অসম্ভব নয়?

যদি তাহা না হয়, যদি তোমার জ্যেষ্ঠ সহোদর ও মাতা তোমাকে সেই বিষম নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ করেন, তাহা হইলে অভাগিনীর উপায় কি প্রাণাধিক? তোমার ভাল বাসায় আমি যে জীবন উৎসর্গ করিয়াছি, তাহা ত আর ফিরাইয়া লইতে পারিবে না। এ জীবনে তোমাকে ভিন্ন আর কাহার আরাধনা করিব? আমার জীবন আর কাহার আশ্রয় লাভের আশায় জীবিত থাকিবে? ঈশ্বর তোমার মঙ্গল করুন। ইহা ভিন্ন আমার আর অন্য প্রার্থনা কি হইতে পারে?

তোমার একান্ত অনুগতা

মেরী।

পত্র খানি লিখে—খাম শিরোনাম লিখে রাখ্‌লেম। সমস্ত রাত্রি অতি ভীষণ চিন্তায় জাগ্রত অবস্থায় অতীত, পর দিন প্রাতে স্বয়ং গিয়ে পত্র খানি ডাকে দিয়ে এলেম।

ফেব্রুয়ারীও যায় যায়। শেষ সপ্তাহে মাসিক অবকাশ নিয়ে সারাকে দেখ্‌তে চোল্লেম। পরস্পর আন্তরিক অসদ্ভাব দেখে এসেছি; সেই মনের মালিন্য পরিণামে একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটাবে, এমন সন্দেহ করে এসেছি, তাই ভাবনায় চিন্তায় সারায় বাটীর দরজায় গিয়ে হাজির হলেম। দ্বারবানকে জিজ্ঞাসা কোল্লেম, "মাননীয় সেল্‌দনের স্ত্রী সারা, সারা কি বাড়ীতে আছে?" রক্ষী নিরুত্তর। সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে—দ্বার রক্ষক নিরুত্তর। দারুণ সন্দেহ হলো। উত্তরের অপেক্ষা না কোরে প্রবেশ কোল্লেম। সেল্‌দন আছেন। সারা বোধ হয় অন্য কোথাও আছে, হয় ত সে তার শয়ন ঘরে দিবা নিদ্রায় শায়িত আছে, গ্রাহ্য কোল্লেম না। সেল্‌দন আহ্বান কোল্লেন। উপবেশন কোত্তে অনুরোধ কল্লেন—উপবেশন কোল্লেম। সেল্‌দন বোল্লেন "মেরি, যা বোলেছি আমি, ঘোটেছেও ঠিক তাই। সারা পলায়ন কোরেছে! পাপিনী এক লম্পট বদমায়েসকে নিয়ে পলায়ন কোরেছে! সারা এখানে আর নাই!"

"সারা নাই?" মস্তকে যেন বজ্রাঘাত হলো! চক্ষু কর্ণ যেন অস্তিত্ব শূন্য!—মুহূর্ত্তের জন্য যেন অজ্ঞান অচৈতন্য হলেম। কাতর কণ্ঠে বোল্লেম "সেল্‌দন! সারাকে তবে তুমি তাড়িয়ে দিয়েছ? ভালবেসে—ভালবাসা দিয়ে, শেষে তারে তুমি পথের পথ ভিকারী কোরে তাড়িয়ে দিলে?"

আমার কর্কশকঠিন তীব্র উক্তিতে কিছুমাত্র উত্তেজিত না হোয়ে সেল্‌দন বোল্লেন "সে দিন বোলেছিলেম ত, এরূপ কলহের প্রণয় স্থায়ী হবে না! তাই ঘোটেছে। আমার অপরাধ কি? আমি তাকে এত কলহ বিবাদেও প্রাণের সিংহাসনে রেখেছিলেম। শত অপরাধে সারা নিত্যই অপরাধী, গ্রাহ্যতেই আন্‌তেম না। অপরাধের সজীব ছবি সে, আমি তার পক্ষে ক্ষমার অবতার ছিলেম। অন্যকে অবলম্বন কোরে সারা চোলে গেল, আমার তাতে অপরাধ? আমি তোমাকে বোলেছিলেম, সারা যেখানেই কেন থাকুক না, আমি তাকে দারিদ্র কষ্ট ভোগ কোত্তে দিব না। এই দেখ মেরী, সারার নামে বাৎসরিক ৫ হাজার টাকা লিখে দিয়েছি। এই দেখ তার পাণ্ডুলিপি।"

সেল্‌দন কাগজ খানা আমার দিকে ফেলে দিলেন। তুলে নিলেম না। পড়া কাগজ পড়েই থাক্‌লো। প্রকাশ্যে বোল্লেম "দলীল দস্তাবেজ আর কেন, আমি তোমাকে বিশ্বাস করি। তুমি মুখে যা বল, তাতে আমার বিশ্বাস হয়। ব্যাপারটা কি, বল তুমি।"

"সে দিন সেই তুমি দেখা কোত্তে এসে আমাদের বিবাদ দেখে যাও, সেই দিন তোমার বিদায়ের পর, সারা বলে যে, আমি আর বাইরে যাব না, বন্ধু বান্ধবগণ বরং আমার এখানে এসেই দেখা সাক্ষাৎ—পান ভোজন—আমোদ প্রমোদ কোরে যাবেন। এই যুক্তিই

হলো, শেষে স্থির যুক্তি। আনলেম।—বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে এক জনের নাম ছিল, কাপ্তেন তালমুখ।—”

“তালমুখ?” সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম “তালমুখ? তার সঙ্গে তোমার কিরূপে পরিচয়?”

“হাঁ তালমুখ। তুমি যে তাকে চিন, এখন সে নিজেই তা বোলেছিল। ক্লাভারিং ও লেডী দেবনন্দার অসীম রহস্যের এক জন খাস্ অভিনেতা সেই পাষণ্ড বন্ধুদ্রোহী তালমুখকে নিয়ে তোমার ভগ্নী কাল পলায়ন কোরেছে। তালমুখ সম্প্রতি পৈত্রিক সূত্রে কিছু অর্থ পেয়েছে, তাতেই বোধ হয় তাদের এই খোস্ বিলাসের বিদেশ ভ্রমণ।”

“শোন সেল্‌দন; সারার এই যে হেয়তম পতন, এ পতনের আদি কারণ তুমি। যদি তুমি সারাকে আপনার বিলাসের জিনিস কোরে না রাখ্‌তে, সারাকে উপপত্নী ভাবে না রেখে যদি তুমি তাকে বিবাহ কোত্তে, তা হলে সারার এ পতন কখনই হতো না। এমন সর্ব্বনাশও কি করে? পুরুষ হয়ে, বুদ্ধিমান হয়ে, একজন অবলা রমণীর এমন যঘন্য পতনের হেতু হওয়া, বড়ই লজ্জার কথা—পাপের কথা নহে কি?”

“স্বীকার করি, কিন্তু আমার মনের কথা বুঝ্‌লে তুমি হয় ত এমন নির্ঘাৎ কথা বোল্‌তে পাত্তে না। অভাগিনীকে নিয়ে আমি নিজেও পতিত হলেম, সংসারকে কলঙ্কিত কোল্লেম, তার উপর আবার তোমার এই বিষাক্ত ভর্ৎসনা! অতি মন্দভাগ্য আমার!”

“তবে চোল্লেম আমি। তিলার্দ্ধ মাত্রও এখানে থাকৃতে আমার আর প্রবৃত্তি নাই। চোল্লেম আমি।”

সেল্‌দনের অপেক্ষা অনুরোধে কর্ণপাতও না কোরে বেরিয়ে এলেম। রাস্তায় এসে ভাবলেম, অজেতা সব জানে। লম্পটের শিরোমণি তালমুখের সকল কথাই অজেতা জানে, জানা চাই। রাত্রে গিয়েছিলেম, পথ চিনি না, যাই কি কোরে? অন্য সময় হলে হয় ত সাহস হতো না, এখন হলো। জিজ্ঞাসা কোত্তে কোত্তে যথাস্থানে উপস্থিত হতে পার্ব্বো, এই আশায় নির্ভর কোরে অগ্রসর হলেম।

যাচ্ছি, একটা ভাঙ্গা দরজার সম্মুখে দেখ্‌লেম, রবার্ট! রবার্ট বোল্লে “মেরী, কাঁদছ নাকি? ব্যাপারটা কি, খুলেই কেন বল না! তোমার ত এত বড় দুঃখিত হবার কথা নয়! তুমি ত তেমন মেয়ে নও?”

“রবার্ট! আমি বড়ই বিপদে পোড়েছি!—বড়ই দুঃখিত হয়েছি আমি। সারা আর সেল্‌দনের কাছে নাই।—সারা পালিয়েছে।”

“পালিয়েছে? কৈ, সে কথা ত সে দিন তুমি বল নাই? ব্যাপার বিধান, তা কৈ, আমাকে ত সে সব কথা সময়ে জানান হয় নাই।”

"অপরাধ হয়েছে আমার। সে অপরাধ ক্ষমা কর। এস রবার্ট, সারার অনুসন্ধান করিগে যাই।"

"তাও কি পারি। এবার আর আমি অভিনেতা নই, এবার আমি থিয়েটরের সর্ব্ব প্রধান ধনাধ্যক্ষ, তম্‌লিন্‌সন হবেন, সর্ব্বময় ভাড়াটিয়া।"

"দেখ রবার্ট! যদি তোমাদের এ থিয়েটরে ঝাঁক পশার জমে, যদি তম্‌লিন্‌সনের তহবিলে অধিক অর্থ মজুত হয়ে যায়, তুমি তার এক পয়সাও'ত পাবে না!"

"তহবিল?—কিসের তহবিল?—টাকা কড়ির? সে সকলের সঙ্গে আমাদের বন্ধুদ্বয়ের চির বিবাদ! থিয়েটরের সর্ব্ব প্রধান কোষাধ্যক্ষ আমি স্বয়ং, আর সর্ব্বময়কর্ত্তা আমার বন্ধুবর তম্‌লিন্‌সন, এখনি প্রধান সমিতিতে বক্তৃতা দিয়ে এলেন।—ঘন করতালীর ধমকে সভাগৃহে কেবল চট্‌পটিতে চট্‌পটি। এখন ফিরে এসে দাঁতে দড়ি। সিকি পয়সাও নাই হাতে, গণ্ডায় গণ্ডায় উপবাস! এখন থাকে কিছু যদি, দিয়ে দাও; খেয়ে বাঁচি। সারা ফারা এখন যেখানে ইচ্ছা, চলে যাক্!—"

এত বিপদ, সম্মুখে এত বড় দুর্ঘটনার কুয়াশা, তবুও হাতে যা ছিল, দিলেম। এমন সময় নূতন থিয়েটরের সর্ব্বময় কর্ত্তা এসে উপস্থিত। শুষ্ককণ্ঠে কর্কশ স্বরে সর্ব্বময় কর্ত্তার মুখে সেই পুরাতন সম্বোধন। কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় বোল্লেন "এই যে ভাই, আবার তোমার সেই কৃষ্ণতার ভগ্নী! পেলে কি কিছু? আজ দ্বিপ্রহরের উপবাসটা রক্ষা কোত্তে পার্ব্বে কি?"

অর্থ প্রাপ্তে পরমানন্দ রবার্ট দ্রুতপদে বন্ধুর দিকে দৌড়!—আমিও প্রস্থান কোল্লেম।—যে সময়, তাতে রবার্টের সঙ্গে অনর্থক বাক্য ব্যয় অনর্থক জ্ঞানে প্রস্থান কোল্লেম।

জিজ্ঞাসা কোরে কোরে যথাস্থানে পৌঁছিলেম। গলির মধ্যে উদাস ভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছি, আশার সুসার। অজেতাকে দেখ্‌তে পেলেম। অজেতা বোল্লেন "তুমি আমাকেই তবে অনুসন্ধান কোচ্ছ, কেমন তাই কি?"

এমন দুঃখেও আশার সুসারে প্রফুল্ল হয়ে বোল্লেম "হাঁ, আমি তোমাকেই অনুসন্ধান কোচ্ছিলেম।"

"এস তবে। নিকটেই আমার বাড়ী। নির্জ্জনেই এখন থাকি আমি, নির্ভয়ে আস্‌তে পার।" এই বোলে অজেতা অগ্রসর হ'লেন। আমি পশ্চাতে পশ্চাতে চোল্লেম। নিকটেই বাড়ী, অবিলম্বেই পৌঁছিলেম। উপবেশন গৃহে উভয়েই উপবেশন কোল্লেম। মনের গতি তখন শোচনীয়, বিশ্রামের অবকাশ দিলেম না।—বোল্লেম, "আমি বড়ই মর্ম্মে আঘাত পেয়েছি। সেবার যখন সাক্ষাৎ হয়, তখন যে বিষয় অভ্যাস দিয়েছিলেম,

আজ তাই ঘটে গেছে। সারা পলাতক! সেই নষ্টচরিত্র ভ্রষ্টের শিরোমণি তালমুখ সারাকে নিয়ে কোথায় পলায়ন কোরেছে! তুমি সবই জান। তোমার অজানা লোক নাই, অচেনা স্থান নাই, সবই জান তুমি; এই শেষ উপকার—জীবনে আর উপকার চাই না। জীবন দান কোরেছ তুমি; কিন্তু যদি জীবনেও বঞ্চিৎ হই, যদি তেমন তেমন প্রাণ সংহারক বিপদেও বিপন্ন হই, তবুও আর আমি তোমার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাই-বনা; এইটিই আমার শেষ ভিক্ষা! অনুরোধ রক্ষা কর। কাপ্তেন তালমুখ কোথায় লুকিয়ে গেছে, সে যে খানেই কেন হোক না, চল তুমি। আমি সেই খানেই যাব। বল পূর্ব্বক, আমি সারাকে ধোরে আন্‌তে যাব। যতই কেন বিপদ হোক না, জীবন সংশয় বিপদই কেন হোক না, আমি অকাতরে সেই বিপদের আগুণে আত্মাহুতি দিয়েও অভাগিনীকে উদ্ধার কর্ব্বো। দয়া কর, কৃপাময়ী তুমি, কৃপা ভিক্ষা করি, কৃপা কর।"

গম্ভীর ভাবে কতক্ষণ অপেক্ষা কোরে—অজেতা বোল্লেন "এখন না। এখনি আমি তোমার অনুরোধ রক্ষা কোত্তে পাচ্ছি না, কিন্তু আশা আছে। ঠিকানা বোলে যাও, আমি সেই ঠিকানায় তোমাকে পত্র লিখ্‌বো। যত দিন অনুসন্ধান না হয়, তত দিন তুমি আমার পত্রাদি পাবে না। পত্র না পেলেই বুঝ্‌বে, অনুসন্ধান হয় নাই।"

"কিন্তু অনুসন্ধান হলেও যেন বিলম্ব কোরো না। তৎক্ষণাৎ যেন আমি সংবাদ পাই।"

"তাতে আমি ত স্বীকারই আছি। আমি কি বুঝ্‌তে পারি নাই যে, তুমি কতটা উদ্বেগ বহন কচ্ছো? আমি কি তোমার মন বুঝ্‌তে পারি নাই? ঠিক পেরেছি। মনে মনে মিলন কোরে আমি বেশ বুঝে নিয়েছি; তুমি যে মনোকষ্টে আছ, তার পীড়াদায়ক আশঙ্কা কতটুকু।"

"হাঁ অজেতা, তুমি বুঝেছ। জানি আমি, তুমি আমার প্রাণের যাতনা বুঝেছ।"

"না বুঝ্‌বো কেন?—সংসারটাই যে হয়েছে ঐ প্রকার। একে ত মানুষ আপনার দুর্ভাগ্য নিয়ে কাতর, তার উপর আত্মীয় স্বজনের নিগ্রহ; সুতরাং মনস্তাপের উপর গাঢ়তর মনস্তাপ।—এ সংসারের নিয়মই এই। মানুষ ত আর এখানে শান্তিতে এক দিনও বাস কোত্তে পাবে না! মানুষ ত আর এখানে সুখ ভোগ কোত্তে আসে না!—তা বোলে আর উপায় আছে কি? বিপদ আসে ভোগ কর; সুখ হয়, অভিনন্দনে গ্রহণ কর, এই পর্য্যন্ত! এরই নাম সংসার, আর সংসার বাস। সংসারে যে যতই কেন সুখী হোক্‌ না, সকলেরই অন্তরের যবনিকা খুলে দেখ, কেবল আঁধার—কেবল কালি মাখা মাখা দুঃখের ছায়া! তা বোলে আর উপায় কি? সে উপায়ের তুমি আমিই বা কে? যাও তুমি, সময়ে সংবাদ পাবে।"

বিদায় নিলেম। সন্ধ্যা ৮ টার সময় কিরণকুটিরে পৌঁছিলেম। এসেই দেখি, টেবিলের উপর একটি পুলিন্দা! হাতের লেখা দেখেই চিনুলেম, প্রণাধিক কান্তিনের পত্র। বস্ত্র পরিবর্ত্তনের অবকাশ হলো না!—ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে—অবসন্ন হৃদয়ে ফিরে এসেছি, সে পরিশ্রম পরিশ্রমই বোলেই জ্ঞান হলো না। তৎক্ষণাৎ পুলিন্দা খুলে পোড়লেম। প্রথম পত্রে এই লেখা আছে;—

মাদ্রাজ, ৮ই অক্টোবর, ১৮১৩,
রাত্রি ১১টা।

"অদ্য প্রভাতে প্রিয়তমে, আমার প্রবাসের একমাত্র বন্ধু হেনরী ক্রফোর্ডের সহিত অশ্বারোহণে মাদ্রাজের বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেম। বন্ধুর চিত্তবিকার কথঞ্চিৎ প্রশমন অভিপ্রায়ে ভ্রমণে গিয়াছিলাম, কিন্তু ফল হয় নাই। তিনি মে মাসের প্রথমে তাঁহার প্রণয়িনীর নিকট হইতে যে পত্র পাইয়াছিলেন, তাহাতে কুশল সংবাদই ছিল, তথাপি তাঁহার বিশ্বাস, আর উভয়ে সাক্ষাতের সম্ভাবনা নাই। তাঁহার এই ক্ষেত্রহীন যুক্তির প্রতিকূলে আমি শত সহস্র প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছি; তিনি তাহার উত্তর করিতে পারেন নাই বটে কিন্তু তাঁহার এ অন্ধবিশ্বাস কিছুতেই দূর করিতে পারিতেছি না। আমি তাঁহার প্রাণপ্রতিমার নাম জানি না, বন্ধুও কিছু বলেন নাই, তবে এই মাত্র জানি যে, তিনি এসেক্স পল্লির এক জন বিধবাবিবাহকারী ধনাঢ্য ব্যক্তির কন্যা। এখানে আমি কুশলে আছি। এখানকার অন্যান্য কর্ম্মচারীরা, যাঁহারা ভারতবর্ষের অনিষ্টজনক জলবায়ুর আশঙ্কায় আশঙ্কিত ছিলেন, তাঁহারাই পীড়িত হইয়াছেন। পরন্তু আমার পূর্ব্ব বর্ণিত মনের অসুখ ভিন্ন, অন্য কোনও অসুখ নাই। মেরি, তোমার পবিত্র মূর্ত্তি যাহার হৃদয়ফলকে অঙ্কিত আছে, তাহার আবার অকুশল কোথায়! কল্য এখানকার প্রধান শাসনকর্ত্তার বাসায় নিমন্ত্রিত হইয়াছিলাম। তিনি আমাকে বন্ধুভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। ইতি

দ্বিতীয় পত্র।

৯ই অক্টোবর,
দিবা ১১টা।

প্রিয়তমে!

ধন্য ঈশ্বর! ধন্য তাঁহার অনুগ্রহ! ধন্য তোমার ভালবাসা! অদ্য এখানে বিলাতের ডাক পৌঁছিয়াছে। এখানকার গবর্ণর যে সকল সরকারী ও অন্যান্য কাগজ পত্র পাইয়া-

ছেন, তাহাতে একটি সম্পূর্ণ রহস্য প্রকাশ পাইয়াছে। এখানকার গবর্ণরের ভ্রাতা, যিনি শাসন বিভাগের মন্ত্রী ছিলেন, ঘটনা ক্রমে তিনি হরিৎ উদ্যানে তাঁহার অতি প্রয়োজনীয় এক পুলিন্দা—কাগজ হারাইয়া ফেলেন। ভাগ্যক্রমে তুমি তাহা কুড়াইয়া পাও, এবং তদ্দণ্ডে তাঁহার নিকট উহা পৌছাইয়া দাও। মেরি, তুমি সেই কার্য্যের প্রতিদান পুরস্কার কি গ্রহণ করিয়াছ? আহা! পবিত্রময়ি, তোমার উদারহৃদয়ে আমি ভিন্ন আর কি কুশলের বস্তু আছে, যাহা তোমার প্রার্থনীয় হইতে পারে? তোমার কৃপায়—তোমার অনুরোধে আমার এই পদোন্নতি। আত্মগৌরবে তুমি অনিচ্ছুক, তাই বুঝি এ কথা আমাকে জানাও নাই? হয় ত তুমি এ জীবনে ঐ কথা গোপনেই রাখিতে।—ঘটনা চক্রে প্রকাশ হইয়া পড়িল। মন্ত্রী মহাশয়, আমার প্রতি করুণার দৃষ্টি রাখিবার জন্য তাঁহার ভ্রাতাকে অনুরোধ করিয়াছেন। একথা গোপন রাখিতে অনুরোধ আছে, কিন্তু আমার সহিত বিশিষ্ট পরিচয় থাকায়, গবর্ণর বাহাদুর উহা গোপন রাখা অনাবশ্যক জ্ঞান করিয়াছেন। তাহাই আমি জানিতে পারিয়াছি। তোমাকে আর কি বলিয়া আমি কৃতজ্ঞতা জানাইব? আমার আর আছেই বা কি? বাস্তবিক মেরী, তুমি আমার, এই মাত্র চিন্তাতেই আমি স্বর্গসুখ ভোগ করিতেছি।—ভগবান তোমার মঙ্গল করুন। ইতি

তৃতীয় পত্র।

ঐদিন, রাত্রি ১১ টা।

"পূর্ব্ব রাত্রে যাহা লিখিয়াছি, তৎ সম্বন্ধে আরও দুই একটি কথা মনে হওয়ায় বিশ্রামের সময় আবার লেখনী ধারণ করিতেছি। এবার কার পত্র বড় দীর্ঘ হইয়া পড়িল। বোধ করি পাঠ করিতে কাতর হইবে না।

অদ্য সন্ধ্যার সময় আমার প্রিয়বন্ধু ক্রফোর্ড আমার বাসায় আসিয়াছিলেন। দুই ঘণ্টা কাল তাঁহার সহিত আমার কথাবার্ত্তাও হইয়াছে। তোমার এই অলৌকিক চরিত্র কথা শুনিয়া তিনি শতমুখে তোমার সুখ্যাতি করিয়াছেন। তাঁহার অবস্থা আমি যেন দিন দিনই শোচনীয় দেখিতেছি। তাঁহার শরীর ভাঙ্গিয়া গিয়াছে! বাস্তবিক মেরী, আমি তাঁহার অবস্থা দেখিয়া ভীত হইয়াছি। এতদিন পরে বন্ধুবরের প্রণয়িনীর নাম শুনিয়াছি। নাম তাঁহার, শিববালা! তিনি তাঁহাদিগের প্রতিজ্ঞার কথাও আবার উল্লেখ করিয়াছেন। মেরী,—একি সম্ভব প্রতিজ্ঞা? আমি এ প্রতিজ্ঞার তাৎপর্য্য কিছুই বুঝিতে পারিতেছি না। এমন অসম্ভব প্রতিজ্ঞা কেন হইয়াছে, তাহা আমি শত চেষ্টা করিয়াও বুঝিতে

পারিতেছি না। তুমি কি এ প্রতিজ্ঞার অর্থ বুঝিতে পারিবে? পার যদি, আমাকে অবশ্য অবশ্য জানাইও।

কল্যই বিলাতের ডাক যাইবে প্রাতঃকাল ৭ টার সময়। আমি তোমাকে আবার স্মরণ করাইয়া দিতেছি, আমাদের অন্যান্য সংবাদ আগামী মেলে বিস্তৃত রূপে লিখিব এবং ঈশ্বর করেন যদি, তবে তোমার এখানে আগমন সম্বন্ধেও ব্যবস্থা করিব। ইতি

চতুর্থ পত্র।

১০ ই অক্টোবর—

প্রাতঃ কাল ৬টা ৩০ মিনিট!

একি মেরী! আর লিখিব কি? হাত কাঁপিতেছে, মাথা ঘুরিতেছে, কি লিখিব; স্থির করিতে পারিতেছি না। প্রিয়বন্ধুর প্রতিজ্ঞা পূর্ণ হইয়াছে। তিনি আর নাই! অভাগা নিস্ফলপ্রণয়ের হুতাশে জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন! এখনি এ সংবাদ আমি পাইয়াছি। আর সময় নাই, সুতরাং সমস্ত বৃত্তান্ত এখন আর লিখিবারও সময় নাই!

প্রাণের মধ্যে কম্প!—একি দারুণ বজ্রাঘাত! যথার্থই ত ক্রফোর্ড নাই! যে ১০ই অক্টোবর রাত্রি ১টার সময় শিববালা সেই দারুণ স্বপ্ন দর্শন করেনি, সেই ১টাই ত মান্দ্রাজে ৬টা! স্বপ্ন তবে ত সত্য! অভাগিনী শিববালার মস্তকে যথার্থই তবে বজ্রাঘাত! এখন উপায়! কি কোরে এ সংবাদ দি! এ সংসারে তবে বুঝি কারও আশা পূর্ণ হয় না! মানুষ বুঝি কেবল শূন্য আশা বুকে কোরেই এ সংসারে হাহাকার কোরে বেড়ায়! শূন্য আশা বুকে নিয়ে মানুষ কেবল সংসারে ঘুরে বেড়ায়, অনর্থক!—এ সংসার তবে মানুষের অবাস কেন! এ সংসার মরুভুমি হলেই বা ক্ষতি ছিল কি?

শতাধিক দ্বাবিংশ লহরী।

ভারতবর্ষাগত বিপদ কথা।

এসংসার এমন হলো কেন? যেখানে অসম্ভব, যেখানে অবিশ্বাস; সেই থানেই সম্ভব আবার সেই থানেই বিশ্বাস। মানুষের পক্ষে যে সকল অসম্ভব, প্রকৃতির পক্ষে সে

সকলই সম্ভব।—সকলই বিশ্বাসের প্রমাণ! স্বপ্ন, যা চির দিন ভ্রান্তিমূলক বলে জানা ছিল, অবিশ্বাসের বোলে বিশ্বাস ছিল, কেতাব পত্রে যা অনর্থক মনের খেয়াল বোলে শিখা ছিল, আজ তাই বিশ্বাস হলো। শিববালা যে দিন যে সময় যে বিষয়ের স্বপ্ন দেখেছিলেন, বাস্তব পক্ষে ঘটে গেছেও ঠিক তাই। যে মুহূর্ত্তে সুদূর মান্দ্রাজে মন্দভাগ্য ক্রফোর্ড প্রাণত্যাগ কোরেছেন, সেই মুহূর্ত্তেই স্বপ্নযোগে অভাগিনী শিববালার মুক্তনেত্রের সম্মুখে সেই রূপ ভাবেই উদয়! পৃথিবীর গতি আবর্ত্তনে পৃথিবীর স্থান সকলের প্রতি চন্দ্রসূর্য্যের যে উদয় অস্ত, তদনুসারে লণ্ডনে যখন রাত্রি ১টা, মান্দ্রাজে তখন ৬টা! একই সময়। যে সময়ের ঘটনা, সেই সময়েই শিববালার সম্মুখে ছায়া মূর্ত্তি প্রকটন! অসম্ভব হলেও অঘটন সংঘটন।

এখন করি কি? শিববালা কি এসংবাদ পেয়েছেন? বোধ হয়, না। তবে কি এসংবাদ আমিই জানাব? এই দুঃখময় সংবাদ শেলে আমিই কি শিববালার হৃদয় চূর্ণ কোরে দিব? না, তাও কি হয়! শোক সংবাদ যত দিনই গোপন থাকে, ততদিনই ভাল। পত্র গুলি সযত্নে আবদ্ধ কোরে, চিন্তায় রইলেম। রাত ১০ টা, ঘণ্টা ধ্বনি হলো। আহ্বান সংকেতে শিববালার গৃহে প্রবেশ কোল্লেম।—দিবা পরিচ্ছদ পরিবর্ত্তন কোরিয়ে দিলেম। শিববালা বোল্লেন "দেখ মেরি! আমি যেন বড় কৃশ হয়ে গেছি, না! হয়েছিই ত!—দর্পনের ছায়ায় দেখেছি, বড়ই কাহিল আমি। তা কাহিল না হয়েই বা হব কি? আগে ত আর এমন রুগ্নরোগা ছিলেম না, আগে ত আর মেরী দিনেরেতে এমন কোরে কাঁদতেম না!—এমন কোরে তখন প্রাণের মধ্যে ত আর হাহাকারের ঝড় বইত না!—কাহিলও ছিলেম না! এখন হয়েছি আমি যেন, জন্মজরা! কেমন মেরী, তাই কি নয়?"

উত্তর দিলেম না। আবার শিববালা বোল্লেন "মাসী মা আমার, করুণার রাণী তিনি, কতবার দিনে অমন জিজ্ঞাসা করেন, আমার হয়েছে কি? তিনি যেন আমার বিষাদের কারণের মূলে প্রাণ উৎসর্গ কত্তেও প্রস্তুত। আমি তার কি উত্তর দিব? নীরব ভিন্ন আমি আর কি নিদর্শন তাঁকে দেখাব? গোপন করি, কিন্তু গোপনে আর কত দিন? তুমি কি বল মেরী, এমন প্রাণ ফাটা যন্ত্রণার উচ্ছ্বাস কি গোপনে রাখা যায়?"

কি উত্তর দিব? অভাগিনীর এই সহস্রমুখী দুঃখের প্রবাহে এমন কি প্রবোধ বাক্য আছে, যা সেই প্রবাহের প্রবাহবারণ রূপে গৃহীত হতে পারে? আমিও নীরবে রইলেম। শিববালা আবার বোল্লেন "জানি মেরী আমি, তুমি কি জন্য দুঃখিত হয়েছে। এই হতভাগিনীর জন্যই তোমার এ কষ্ট! প্রফুল্লমুখী তুমি, তোমার মুখে এ বিষাদের আঁধার

আমারই জন্য! কিন্তু কি কর্ব্বে বল! আনন্দের রাশিতে অনুমাত্র নিরানন্দ প্রবেশ কোল্লেও সমস্ত আনন্দ সেই নিরানন্দে মিশে যায়। আমি মেরী কেবল অপেক্ষায় আছি। সেই যে ১০ ই অক্টোবর মনে পড়ে মেরী, সেই রাত্রি ১টার সময় যে ভীষণ স্বপ্ন, আমি সেই স্বপ্নের কাগজে আঁকা সত্যফল জান্‌বার জন্য অপেক্ষায় আছি। যে বিপদের আগুন সেই সুদূর মাদ্রাজে জ্বলে উঠেছে, আমি এখানে থেকেও সে তাপ অনুভব করেছি। এখন বাকী কেবল কাগজে, হাতে কলমে লেখা মৃত্যুসংবাদ! তারও আর বিলম্ব নাই! হয় ত কালই—কাল আর অতীত হবে না; হয়ত আজিই সেই সংবাদ আস্‌বে। অমুক, আমাকে অপ্রস্তুত দেখবে না। সংবাদ এসেই দেখবে, আমি গমনের জন্য পাথেয় পর্য্যন্ত নিয়ে রাস্তায় দাঁড়িয়ে আছি!"

অসম্বরণীয় নেত্রজল নিবারণ কোত্তে পাল্লেম না। নেত্র পল্লবের তট অতিক্রম কোরে নেত্রজলের প্রবাহ, সঙ্গে সঙ্গে সমবেদনার অদম্য উচ্ছ্বাস, কেঁদে ফেল্লেম।

আজ যেন শিববালা, পাষাণী! কুসুম কোমল হৃদয়; যাতে উঁচু কথাটি পর্য্যন্ত সইত না, আজ সে হৃদয় কঠিন বজ্রাঘাত সহনে সানন্দে প্রস্তুত। শিববালা বোল্লেন "কেঁদ না মেরী; আমি আগেই জেনেছি সব। সেই সংবাদ আস্‌তে কত বাকী, আমি মাস, সপ্তাহ, দিন, এমন কি ঘণ্টার হিসাব পর্য্যন্ত কোরে রেখেছি।—সে হিসাব শেষ হলে, আমি কি সেই ঘণ্টার কর্ত্তব্য এখনও অবধারণ করি নাই? সব স্থির কোরেছি!—আমি অকুতোভয়ে সে সময়ের কর্ত্তব্য—প্রতি অক্ষরে প্রতিপালন কোত্তে অপেক্ষায় আছি বৈত নয়!"

শিববালা নীরব হলেন। আমিও নীরব। বলার আর আছে কি? কাজেই নীরব। অভাগিনীর অন্তর্দাহ যতই অনুভবে আস্‌ছে, ততই যেন অধীর হয়ে পোড়ছি! ক্রমেই যেন অবসন্ন অসাড়!

আরও আধ ঘণ্টার পর—বিদায় নিয়ে ফিরে এলেম। আর একবার কান্তিনের পত্র গুলি পাঠ কোল্লেম। নিষ্ঠুর সমাজ! মানবসমাজ পশু সমাজকেও পরাস্থ করেছে! আপনার হিতাহিত চিন্তায় পশু হতেও মানব অধম। পশুও আত্ম সন্তোষের দিকে লক্ষ্য রাখে; পশুসমাজ পাশব সুখের তৃপ্তিতে প্রতিবন্ধক হয় না; হয় যত মানব সমাজ।—মানবীয় সুখসম্ভোগের যত গুলি পথ, এক কথায় ঐহিক সুখের যত গুলি পথ, সমাজ সেই পথে পথে আপনার শৃঙ্গ শীর উচ্চ কোরে দাঁড়িয়ে আছে! প্রেম, প্রণয়, ভালবাসা, স্নেহ, এক ভালবাসারই অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বৈত অন্য নয়। যে ভালবাসায় জগতের প্রতিষ্ঠা, যে ভালবাসার উপর বিশ্বপিতার সিংহাসন; যে ভালবাসায় সকল সৎবৃত্তির অধিষ্ঠান, সেই ভালবাসার সুখময় পথে, সমাজ এক প্রকাণ্ড যন্ত্রণাকণ্টক

প্রাচীর রচনা কোরে দিয়েছে। তবে এ সমাজ, পশুসমাজ হতে অধম কেন নয়? সেই একজন অবিতৃপ্ত প্রেমিক, ভালবাসার পুত্তলি শিববালার জন্য প্রাণ উৎসর্গ কোরেছে, আর এদিকে একজন তদ্গত প্রাণা—প্রাণ হারাতে বোসেছে; এমন শত শত সরল প্রাণে এমন জলন্ত অসন্তোষের তরঙ্গ তুলে সমাজের ইষ্টটা যে কি, তা ত বুঝি না!

প্রভাতে শয্যা ত্যাগ কোরে—চাকরদের ঘরে এলেম। সকলই আমার অবস্থা দেখে সন্দেহের দৃষ্টিতে আমার অবয়ব পর্য্যবেক্ষণ কোল্লে, সাহস কোরে কিছু জিজ্ঞাসা কোত্তে পাল্লে না। জলযোগ সেরে উপরে আস্‌ছি, দরজায় এক খানি গাড়ী এসে লাগ্‌লো। গাড়ী দেখেই চিন্‌লেম, শিববালার পিতা এসেছেন। চারদিকে বিপদের বেড়া আগুণ!—অভাগিনী শিববালা একে এই মর্ম্মান্তিক যন্ত্রণায় দগ্ধ হ'চ্ছেন, প্রাণাধিকের বিয়োগে তিনি এখন জগতে থেকেও জগৎ ছাড়া; পিতা এখন জিজ্ঞাসা কোত্তে এসেছেন, তাঁর চির-বিরক্তির আকর সেই বুড়োকে বিবাহ কোর্ব্বেন, কি না। বিপদ ত আর একা আসে না।

শিববালার গৃহে গেলেম, দেখা পেলেম না। তিনি ঘরে নাই, পিতৃ সম্ভাষণে গেছেন। অপেক্ষা কোল্লেম।—অল্পক্ষণ পরেই গৃহে এলেন। এসেই বোল্লেন "পিতার সঙ্গে এখনি বাইরে যেতে হবে। মাসীমার সম্মুখে তিনি এ সম্বন্ধে কোন গুঢ় কথা বোল্‌তে চান না, গোপনে বোল্‌বেন। চোল্লেম আমি, আমার আবার ভয় কি?—তিনি যে সংবাদ এনেছেন, তাঁর মুখ দেখেই তা আমি জান্‌তে পেরেছি, তবে আর ভয় কি?"

"এ সময় একা যাওয়া বিশেষ বিবেচনা কোরে দেখ্‌লে হতো না?"

"তার আর বিবেচনা কি? একা ভিন্ন আর সঙ্গেই বা যায় কে? তা হলে কি একা যেতে দিতেম?—সঙ্গে যাবার হলে তিনি কি তেমন কোরে বিদেশে একা একা যেতেন! সে কথা বল কেন? আর ত আমি দুঃখকষ্টকে ভয় করি না!—তবে না যাব কেন?"

শিববালা—প্রস্থান কোল্লেন।—বোসে থাক্‌লেম। অন্য কোথাও যেতে মন হলো না, পা উঠ্‌লো না, বোসে থাক্‌লেম। দু ঘণ্টা পরে শিববালা প্রত্যাগমন কোল্লেন। দুই ঘণ্টাই আমি তাঁর অপেক্ষায় তাঁর ঘরে কেবল বোসে ছিলেম।

শিববালা এসেই বোল্লেন "ঠিক সংবাদ এসেছে মেরী, তিনি আর নাই!" পাষাণীর মুখ হতে অবলীলাক্রমে এই নির্ঘাৎ সংবাদ নির্গত হলো। শিববালার ভাব দেখে প্রাণের মধ্যে যেন কেঁপে উঠ্‌লো!—লাবণ্যলতা যেন বজ্রের আকর ধারণ কোরেছে!—মূর্ত্তি দেখেই চোম্‌কে গেলেম।

দাঁড়াতে পাল্লেম না।—বোসে পোড়লেন। নেত্রজলে প্লাবিত হয়ে শিববালার গাত্র বস্ত্র উন্মোচন কোরে দিলেম।—যাতনার প্রবল তরঙ্গের বেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত হলে,

শিববালা বোল্লেন, "যে ১০ই অক্টোবর এই সর্ব্বনাশ সংঘটিত হয়, সেই দিনই ৭ টার সময় মাদ্রাজ হতে জাহাজ ছাড়ে। সেই জাহাজেই সংবাদ এসেছে, আমার হেনরী নাই! স্নানের সময় সমুদ্র গর্ভে প'ড়ে অভাগা প্রাণ হারিয়েছে। দেখ মেরী, এই প্রথম আমি তোমাকে তাঁর নাম বোল্লেম। এত দিন যে নাম বুকের মধ্যে লিখে রেখেছিলেম, এ জগতে এই প্রথম,—এই সর্ব্ব প্রথম সে নাম তোমাকে দেখালেম।—এ জীবনে দ্বিতীয় লোকের কাছে মুখ ফুটে সে নাম উচ্চারণ, এই প্রথম কোল্লেম! কেমন একটা ভয় ছিল!—সে নাম মুখে উচ্চারণ কোত্তে গেলে, কেমন একটা ভয়—যেন কেমন একটা হারাই হারাই হাহাকারের মধ্যে পোড়ে যেতেম!—চার দিক চেয়ে—সে নাম উচ্চারণে ক্ষান্ত হতেম। এই প্রথম সে নাম মুখে আন্‌লেম।"

"আমি তাঁকে আগেও জান্‌তেম। অনেক বার সে নাম আমি শুনেছি, জানি।"

"জান তাঁকে তুমি?" উত্তর শ্রবণে অধিকতর বিস্মিত হয়ে শিববালা জিজ্ঞাসা কোল্লেন "জান তুমি তাঁকে? কি কোরে জান্‌লে?"

সবই ত প্রকাশ হয়ে গেছে! কোন দুঃ সংবাদ শুন্‌তেই ত আর বাকী নাই!—প্রকাশ কোল্লেম। সমস্ত পত্র গুলি এনে শিববালাকে দিলেম। পাঠ কোরে—অশ্রুজলে পত্র গুলি অভিনন্দন কোরে, শিববালা বোল্লেন "আরও এক প্রমাণ আছে। ভালবসার নিদর্শন প্রমাণ আরও আছে তাঁর। দেখ্‌বে?" শিববালা তাঁর অলঙ্কারের বাক্‌স খুল্লেন। প্রথম যে দিন তিনি এই কিরণকুটিরে আসেন, তাঁর পোষাক পরিচ্ছদ যথাস্থানে রাখ্‌তে গিয়ে অলঙ্কারের বাক্সের মধ্যে যে হস্তি দন্তের উপর ছবি খানি দেখেছিলেম, শিববালা সেই খানি বার কোল্লেন। শতচক্ষু দিয়ে প্রাণ ভোরে সেই ছবি খানি দেখে—আমার হাতে দিলেন। ছবি খানির পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে,—

হেনরী ক্রফোর্ড

তাঁহার

প্রিয়তমা—পত্নী

শিববালার

প্রতি

এই প্রীতি উপহার!

—•—

৩রা মার্চ্চ, ১৮৩০

প্রত্যার্পণ কোল্লেম। ছায়া ছবির পৃষ্ঠলিপি পাঠ কোরে শিববালার হস্তে প্রত্যার্পণ কোল্লেম। পুনরায় প্রীতিভরে অভাগিনী সেই ছায়া ছবি—সেই নকল প্রতিচিত্রে শত

চুম্বন অর্পন কোরে পুনরার যথাবস্থায় রক্ষা কোল্লেন। অনেকক্ষণ নীরব অতিবাহনের পর শিববালা বোল্লেন "সবই ত তুমি জেনেছ মেরী! যখন আমি প্রথম এখানে এলেম, তুমি যে এমন, তা ত তখন জানতেম না, তাই এই ছবি তুমি দেখেছ, এই সন্দেহে বিরক্ত হয়েছিলেম।—এখন সবই ত তুমি জেনেছ! কাপ্তেন কাস্তিন, ভদ্রলোক, তিনি তাঁর বন্ধু ছিলেন, অকৃত্রিম জীবনবন্ধু তিনি তাঁর, আর তুমিও আমার তাই। কি সুসংযোগ দেখ একবার! কিন্তু স্থায়ী ত আর হলো না। বিবাহও হয়েছিল। পিতার অমতে আমরা গোপনে বিবাহ কোরেছিলেম! স্বামী আমার দরিদ্র, তাঁর সামান্য বেতন, স্ত্রীপুত্র প্রতিপালনে তিনি অসমর্থ। অন্ধপ্রণয়ে ত'আর আমরা মুগ্ধ ছিলেম না; তাতেই পিতাকে জানাই নাই। তিনি জান্লে হয় ত আমাকে বাড়ীতেই স্থান দিতেন না। কাপ্তেনের সাহায্য কোত্তেও তিনি হয় ত সম্মত হতেন না। তখন স্বামী, আমার ভারে পীড়িত হয়ে পোড়তেন; তাই যত দিন তিনি সক্ষম না হন, যত দিন এ বিষয় প্রকাশ হলেও, পিতার কোন সাহায্য না পেলেও আমরা জীবিকার জন্য চিন্তিত না হই, ততদিন আমার এ বিবাহ অপ্রকাশ রাখাই স্থির কোরেছিলেম। তাতেই এ পর্য্যন্ত আমাদের বিবাহ বার্ত্তা জনমানবও জানে না। এখন সে সব কথা প্রকাশ হলেই বা কি, আর অপ্রকাশ হলেই বা কি! আমি এ যন্ত্রণার প্রাণ চিরদিন যন্ত্রণার মধ্যেই কাটাব। পিতা বিপন্ন হয়েছেন, তাঁরই কন্যা আমি, তাঁর ইচ্ছা আমি প্রাণ দিয়ে পালন কোর্বো! আমার ত সাধ ফুরিয়ে গেছে, পিতাকে কেন সুখ সাধে বঞ্চিৎ করি? আমি উদর্ভালের প্রস্তাব গ্রহণ কোর্বো—পিতার অভিপ্রায় সিদ্ধ কর্বো, শেষে পিতার যশ মান অখুন্ন হয়ে গেলে—তখন দগ্ধার প্রাণ আপনার পথ আপনিই দেখে নেবে। যন্ত্রণায় পুড়ে পুড়ে তত দিন হয় ত এ প্রাণ বাতাসেই মিশে যাবে।"

অনেক কথা বার্ত্তা হলো। রজনী ১২টা, আর সময় ক্ষেপ না কোরে, পাছে শিববালার মর্ম্মপীড়ার উপর শারীরিক পীড়া ঘটে, এই জন্য শয়ন কোত্তে অনুরোধ কোরে বিদায় হলেম।

দিন অতীত হয়ে চল্লো। বিষাদিনী শিববালার দুঃখের দিন, আবার কোনও ব্যক্তির বা সুখের দিন অতীত হ'য়ে চোল্লো! দিন ত আর চির দিন এক ভাবে যায় না। সুখ দুঃখ ত আর মানবের চিরভোগ্য নয়। দিন যায় আসে।

দেখ্তে দেখ্তে দিন গত, দস্যুবালার পত্র পেলেম না। সত্বর সারার অনুসন্ধান কোরে—নরকুলকলঙ্ক কাপ্তেন তালমুখের অনুসন্ধান দিয়ে দস্যুবালা অজেতা পত্র লিখ্বেন, কথা ছিল; আজও সে পত্র পাই নাই। বুঝ্লেম, এখনো অনুসন্ধান হয় নাই।

রবার্টের অনুসন্ধান নিতেও ভুলি নাই। থিয়েটরী বিদ্যায় আত্মগৌরবী বন্ধুবর

থিয়েটারের কীর্ত্তিতে কেমন নাম জাহির কোরেছে, সেটা জানবার জন্য ব্যাকুল হলেম। পরিণামে যা হবে, তা জান্‌তে বাকী নাই। থিয়েটরের প্রথম তালিমেই যখন উদরে নিত্যক্ষুধার আবির্ভাব, এবং সেই ক্ষুধা নিবারণের উপায় অভাব, রবার্ট স্বয়ং যখন সেই শূন্য ভাণ্ডারের সর্ব্বোচ্চ কোষাধ্যক্ষ, তখন সে থিয়েটারের পরিণাম যে কি, তা বুঝ্‌তে বাকী নাই। তবুও নিটু সংবাদ জান্‌তে এক খানা সংবাদ্ পত্র ক্রয় কোরে আনালেম। সংবাদ পত্রে থিয়েটারের সমালোচনা ছাপার হরপে প্রকাশ হয়েছে। সংবাদ পত্রের সমালোচন স্তম্ভে লেখা আছে।—"ড্রুরী লেনের থিয়েটর। মাক্‌বেত অভিনয়। থিয়েটরের সর্ব্বাধ্যক্ষ অভিনেতার শিরোমণি শ্রীযুক্ত তম্‌লিসন্ স্বয়ং মাক্‌বেতের অভিনয় করিয়াছেন। অভিনয় কার্য্যে তিনি শিক্ষক স্থানীয়, সুতরাং তাঁহার অভিনয় সম্বন্ধে সমালোচনা বাহুল্য। অন্যান্য অভিনেতৃগণের অভিনয়ও সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হইয়াছে। আমরা এমন থিয়েটার সম্প্রদায়ের দীর্ঘস্থায়ীত্ব কায়মনে প্রার্থনা করি।"

পাঠ কোরে সন্তুষ্ট হলেম। বিবি যে সংবাদ পত্র নিত্য নিত্য গ্রহণ করেন, সে খানিও পাঠ কোল্লেম। সে খানিতে সমালোচনা আছে। "ড্রুরী লেনের গীতিনাট্য সমিতি। অভিনয় নিতান্ত মন্দ না হইলেও থিয়েটরের বন্দোবস্ত অতি জঘন্য! সর্ব্বাধ্যক্ষ যে এ কার্য্যে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ, তাহাতে অণুমাত্র সন্দেহ নাই। এমন থিয়েটার না থাকাই একান্ত মঙ্গল।"

কাগজের স্বাধীন সমালোচনা এই প্রকারই হয়ে থাকে। এ সংসারে সকলের রুচী ত সমান নয়। ঘটনা ক্রমে আর একখানা কাগজও পেলেম। কাগজের সমালোচনা অবশ্য বিশ্বাসযোগ্য নয়। থিয়েটরের কর্ত্তৃপক্ষগণ বিনামূল্যে পত্র সম্পাদকগণকে "সম্মান প্রবেশাধিকার" দিয়ে থাকেন। প্রকারান্তরে সেই সব ঘুঁসখোর সম্পাদকগণ থিয়েটর যেমনই কেন হোক না, শতমুখে সুখ্যাতির গাথা প্রকাশ করে। যদি কোনও সম্পাদক নিতান্ত বিরক্ত হয়ে ঘুণাক্ষরে একটু সত্য কথা লেখেন, থিয়েটরী অধ্যক্ষ তৎক্ষণাৎ তাঁর সম্পাদকীয় সম্মানের মস্তকে অপমানের পদাঘাত দিয়ে "সম্মান অধিকার" বন্ধ করেন। দুকথা লিখ্‌লে যদি বিনা পয়সায় ভাল মন্দ নাচতামাসা দেখা চলে, তা মন্দ কি? থিয়েটর বোলে কেন, সংসারের তাবৎ সমালোচনার মূলে এমনতর এক একটা লাভালাভের প্রমাণ প্রসঙ্গ দেখা যায়।

এক খানা কাগজের একটা খ্যাতি আছে। তারা ঐ সকল ছোট খাট প্রলোভন তত খাতিরে আনেন না। সেই কাগজই কিনে আনালেম। সত্য সমালোচনাই তাতে বেরিয়েছে। লেখা আছে, "ড্রুরী থিয়েটরের দল। তম্‌লিনসন নামক এক জন ভাড়া ও অভিনেতৃগণের বেতন ঠকান বিদ্যায় চারিপোয়া উত্তীর্ণ পাকা বদমায়েস্, এই থিয়েটরের

সর্ব্বাধ্যক্ষ, আর তাঁরই প্রায় সমধর্ম্মী ও সমকর্ম্মী রবার্ট প্রাইস কোষাধ্যক্ষ। এমন থিয়েটর পুলিশ কর্ত্তৃক নিবারণ যদি না হয়, তবে আর শান্তি রক্ষা কি? কেবল বিজ্ঞাপনী আড়ম্বরে সরল দর্শকগণের অর্থ যাহারা প্রলোভন দিয়ে আত্মসাৎ করে, তাহাদিগের নামে বঞ্চনার অভিযোগ আনায়ন করা একান্ত আবশ্যক। অতি যঘন্য অভিনয়! যেমন অভিনয়, তেমনি সাজ পোষাক, ততোধিক ব্যবস্থা বন্দোবস্ত। প্রথম দিন অভিনয় দর্শনার্থ ভয়ানক গোল উঠিয়াছিল। ঠকিয়া এখন সকলেরই চমক্ ভাঙ্গিয়াছে। আগামী সপ্তাহ হইতে থিয়েটর বন্ধ। গতবারে একটি লোকও জমে নাই! টিকিটে হাতও পড়ে নাই। রাস্তার লোক বিনামূল্যে ডাকিয়া দর্শকের স্থান পূরণ করা হইলেও, অনুগ্রহ পূর্ব্বক তাহারা সে বিরক্তিকর অভিনয় শুনে নাই।"

এই যথার্থ সমালোচনা। যে থিয়েটরের কর্ম্মাধ্যক্ষ তম্লিন্সন, কোষাধ্যক্ষ আমার ভ্রাতা, সে থিয়েটরের দুরবস্থা যা হয়েছে, তা হতেও অধিক হওয়া উচিত।

কাস্তিনের পত্র পাবার এক মাস পরে, শিববালা কিরণকুটির ত্যাগ কোরে যাবার কথা! আমারও আন্তরিক ইচ্ছা, মাতৃহীনা শিববালার অনুগমন করি, তাঁরও একান্ত ইচ্ছা, কিন্তু বিবি সমারলীর একান্ত অনুরোধে সে ইচ্ছা ত্যাগ কোত্তে হলো। বিবির সহচরী কিঙ্করী উমার বিবাহ হয়ে গেছে। সেই পদেই আমি নিযুক্ত হলেম।

বিদায়ের দিন সমাগত। কন্যাকে নিয়ে যেতে স্বয়ং শিববালার পিতা এসেছেন। গাড়ী প্রস্তুত হয়েছে। গমনের আর বিলম্ব নাই। শিববালা সজলনয়নে আমাকে আলিঙ্গন কোরে—বহুমূল্য আভরণ-পুরস্কার উপঢৌকন দিয়ে বিদায় নিলেন। স্বয়ং প্রস্তাব কোল্লেন "তুমিও আমাকে কিছু দাও মেরী। স্মরণার্থ তুমি আমাকে তোমার একখানি কেতাব দাও। বাল্যকাল হতে পুস্তক পাঠেই আমি অধিক কাল ক্ষেপণ কোরেছি, অধ্যয়নেই জীবনের এতদিন অতিবাহিত কোরেছি, এখনও তাই আমার অবলম্বন।"

দিলেম। আমার যে কখানি পুস্তক ছিল, তারই মধ্যে একখানি পুস্তক উপরে শিববালার নাম লিখে উপহার দিলেম, শিববালা বিদায় নিলেন। জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেম। যতদূর অভাগিনীকে দেখা যায়; পরিণামে দুঃখিনীর অদৃষ্টে কি হবে, ভগবান জানেন। হয় ত, আর এ জীবনে দেখা সাক্ষাৎ নাও হতে পারে; তাই এক প্রকার শেষ দেখা দেখ্‌বার জন্য জানালায় গিয়ে দাঁড়ালেম। আমাকে তদবস্থায় দেখে—রুমাল আন্দোলনে দুবার দুবার বিদায় সংকেত কোল্লেন। দেখলেম, আর দেখ্‌তে পেলেম না। গাড়ী যে কখন চোলে গেল, তা দেখ্‌তেই পেলেম না। নেত্রজলে দৃষ্টি এমন রুদ্ধ হয়ে গেল যে, করপুটে অশ্রুজল মার্জ্জন কোরে দেখি, গাড়ী নাই! শিববালা দৃষ্টির বহুদূরেই চলে গেছেন। শূন্য প্রাণে ফিরে এলেম।

প্রাণের ভয়ানক যন্ত্রণা।—রবার্ট ঘোরতর দুরবস্থায় পতিত, সারার সংবাদ পেলেম না; কান্তিনের পিতার সেই অসম্ভব প্রস্তাব; শিববালার বিদায়, এত চিন্তা।—সে মাসের মাসিক অবকাশ আর নিলেম না। যে সময় ভারতবর্ষ হতে ডাক আসে, তা জানি; সে ডাকের সময়ও এখন হয় নাই, তথাপি নিত্য নিত্য কান্তিনের পত্র প্রাপ্তির আশা বুকে নিয়ে—অতিবাহিত কোত্তে লাগ্‌লেম। আমার নিজের জন্যই যে এত উৎকণ্ঠা, তাও নয়; হেনরী ক্রফোর্ডের মৃত্যু সম্বন্ধে আনুপূর্ব্বিক বৃত্তান্ত জান্‌বার জন্যই বিশেষ ব্যাগ্র হয়ে পোড়েছি। নানা কারণে, কান্তিনের পত্রের জন্য এত আকাঙ্ক্ষা।

শতাধিক ত্রয়োবিংশ লহরী।

দুঃখের বোঝা!

শিববালা কিরণকুটির ত্যাগ কোরে গেছেন, এক মাস অতীত। এক মাস পরে দস্যুবালা অজেতার এক পত্র পেলেম, পত্র খানি অতি সংক্ষেপে। কেবল মাত্র আদেশ আছে, 'অবিলম্বে সাক্ষাৎ কর।' তাই কোল্লেম। পত্র প্রাপ্তি মাত্র তৎক্ষণাৎ যাত্রা কোল্লেম। অবশ্যই অজেতা সারার অনুসন্ধান পেয়েছেন, অবশ্যই সুসংবাদ, এই আশায় নির্ভর কোরে যাত্রা কোল্লেম। যখন যাই, তখন ধর্ম্মঘড়ির ধ্বনি গণনায় জান্‌তে পাল্লেম, বেলা ১১টা। যথাসময়ে যথাস্থানে পৌঁছিলেম। দরজায় আঘাত কোত্তেই অজেতার মাতা দরজা খুলে দিলেন, প্রবেশ কোল্লেম। মুখ দেখেই আমার বুক শুকিয়ে গেল! জিজ্ঞাসা কোর্ব্বো, দস্যুবালার জননী তখনি বোল্লেন "বড় বিষম সংবাদ মেরী, বড় নিদারুণ সংবাদ।"

অধিকতর আশ্চর্য্য জ্ঞান কোরে, সন্দেহের মোহে মুগ্ধ হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "কি সংবাদ? বলুন আপনি। গোপন কোর্ব্বেন না, অকপটে বলুন।"

"তোমার ভ্রাতা রবার্ট—রবার্ট মৃত্যু শয্যায়।"

"মৃত্যু শয্যায়? রবার্ট মৃত্যু শয্যায় আছে? কোথায়?"

মুখে কিছু প্রকাশ না কোরে ইঙ্গিতে অজেতার গৃহ নির্দ্দেশ কোল্লেন। দ্রুতপদে অগ্রসর হলেম। গিয়ে দেখলেম, অজেতার গৃহে যথার্থই রুগ্ন শয্যায় রবার্ট শায়িত! পার্শ্বে একজন দাসী সুশ্রূষা কোচ্ছে, টেবিলের উপর ঔষধ শিশি সাজান আছে, অদূরে দস্যুবালা অজেতা দাঁড়িয়ে আছেন। দ্রুতপদে অগ্রসর হয়েই অজেতার হস্ত ধারণ কোল্লেম। নেত্র

জলে অজেতার হস্তদ্বয় অভিষিক্ত কোরে রবার্টের কাছে গেলেম। অতিদুঃখ জনক আবেশে রবার্টের গাত্রে হস্ত পরামর্শ কোল্লেম। ভয়ানক উত্তাপ! অত্যন্ত জ্বর!—জ্বর মগ্ন প্রায়।

রবার্ট বোল্লে "মেরী, এসেছ তুমি?—আমি আর ত বাঁচ্‌বো না। অকৃতজ্ঞ ভাই আমি তোমাদের, চির বিদায় কালে কি বোলে তোমাদের কাছে বিদায় হব, তা ভেবেই পাচ্ছি না। বলার ত আর আমি মুখ রাখি নাই। সংসারে এসে এক দিনের জন্যও আমি এমন কিছু কাজ করি নাই, মৃত্যুকালে যার উল্লেখে শান্তি পেতে পারি। সম্মুখে আমার ঘোরতর অন্ধকার!—একটু আলোকও নাই! অতি গাঢ় অন্ধকার! যেতেই ত হবে। ঐ অন্ধকার বাসই ত আমার কর্ম্ম লেখা; মেরী, কতবার—গণনা কোত্তে গেলে হয় ত অঙ্ক শাস্ত্রে গণনার অঙ্ক পাওয়া যাবে না, আমি তোমার হৃদয়ে ততবার কষ্ট দিয়েছি। ক্ষমা কর তুমি।"

"ক্ষমা? না রবার্ট। ক্ষমা আর কি? আমি তোমার ব্যবহারে মর্ম্মাহত হয়েছি সত্য, অন্তরে অন্তরে দুঃখিত হয়েছি সত্য, তোমার মঙ্গলের জন্য সুমতির জন্য ঈশ্বর সমীপে কাতর প্রার্থনা কোরেছি সত্য, কিন্তু রাগ করি নাই। এখনও আমি প্রার্থনা করি, তুমি নিরোগ হও। আমি আত্ম পরমায়ুর বিনিময়েও ভগবানের চরণে তোমার জীবন প্রার্থনা করি।"

"আর প্রার্থনা! সময় থাকতে প্রার্থনা করি নাই, ঈশ্বরের নাম মনেও আসে নাই; মনে এসেছে যদি, উপহাসের উপহার দিয়ে বিদায় কোরেছি, এখন প্রার্থনা কি গ্রাহ্য হয়? সময় আমার সমাগত!—আর বিলম্ব—না মেরী আমার আর বিলম্ব নাই। কারও সঙ্গে সাক্ষাৎ হলো না। উইলিয়ম, বালিকা জেন,—তাদের উদ্দেশে এমন কি আমার আছে, যা রেখে যেতে পারি?—অশ্রুজল—অশ্রুজল!—জ্বলন্ত আগুণের ধারা! তবে মেরী, আমি— আর ত—"

রবার্ট নাই!—এই চিন্তা মনোমধ্যে উদয় হতেই জ্ঞান শূন্য হলেম।—পোড়ে যেতেম, গুরুতর আঘাতই পেতেম, রক্ষা হলো। অজেতা আপন ক্রোড়ে আমাকে ধারণ কোল্লেন। এই মাত্র জানি, আর জানি না। অজ্ঞান হয়ে গেলেম।

কতক্ষণ তেমন ভাবে ছিলেম, জানি না। ক্রমে ক্রমে ধীরে ধীরে চৈতন্য পেলেম। অজেতার কণ্ঠস্বর শুন্‌লেম। অজেতা যেন অতি ধীরস্বরে বোল্লেন "চৈতন্য হয়েছে। আর না, মেরী চৈতন্য পেয়েছে।"

দ্বিতীয় স্বর বোল্লে "আর একটু—এক মুহূর্ত্ত—আহা অভাগা—অভাগা রবার্ট—"

তৃতীয় স্বর অজেতার মাতার। অজেতার জননী বোল্লেন "তফাৎ তফাৎ—যাও—যাও।"

মনের মধ্যে দারুণ ধাঁদা। তাড়াতাড়ি চক্ষু উন্মীলন কোল্লেম।—যেন একটা মানুষের চেহারা—চেহারা কেন, মানুষই একটা বেরিয়ে গেল! যাবার সময় মুখ খানিও যেন দেখ্‌তে পেলেম। সে মুখ আর কার?—অবিকল আমার পিতার!—চোম্‌কে উঠ্‌লেম! রবার্টের মৃত্যু ভুলে গিয়ে—পিতার উদ্দেশে শয্যা ত্যাগ কোরে উঠ্‌লেম। বাধা পেলেম।—অজেতা বাধা দিয়ে বোল্লেন "যাও কোথা তুমি? স্থির হও।—এখন একটু প্রকৃতিস্থ হও।"

"না না। আর স্থির হবার আবশ্যক নাই। চল, বরং তুমি অন্য ঘরে চল।—বিশেষ কথা আছে।" সম্মতির অপেক্ষা না রেখে—মৃত—রবার্টের বরফের মত শীতল গণ্ডে চুম্বন কোরে, অজেতাকে বলপূর্ব্বক ধোরে নিয়ে অন্য ঘরে প্রবেশ কোল্লেম। ব্যগ্র হয়ে জিজ্ঞাসা কোল্লেম "অজেতা, ভালবাস তুমি, সেই জন্য অনুরোধে কোরে বলি, আবদার কোরে বলি, ব্যাপার টা কি, বল তুমি।"

"ব্যাপার আর কি? যা সর্ব্বদাই ঘটে, এ সংসারের নিয়মই যা, তাই যখন ঘোটেছে, তখন আর নূতন কি? জন্ম মৃত্যু, সংসারের বিধানই ত এই।"

"আমি সে কথা জিজ্ঞাসা কোচ্ছি না, আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা কোত্তে চাই, সত্যবাদী তুমি, সত্য উত্তর দিও। আমি তাঁকে স্বচক্ষে দেখেছি; স্বপ্নে নয়, নিদ্রার ঘোরে না, মনের খেয়ালে নয়, মুক্ত নেত্রেই দেখেছি, পিতার মূর্ত্তি! সেই বিষন্ন বদন, সেই কৃশ চিন্তাক্লিষ্ট শরীর। সত্য কথা বল অজেতা!—দুঃখিনীকে আর দুঃখ সাগরে ভাসিও না। আর স্তোভ বাক্যে প্রতারিত করো না।"

অনেক্ষণ গম্ভীর বদনে নীরবে অবস্থান কোরে অজেতা বোল্লেন "মেরী, আমি যা বলি, বিশ্বাস কর। সে বিশ্বাসে তোমার মঙ্গল আছে। তুমি স্বপ্ন দেখেছ; অচৈতন্য হয়েছিলে, মাথার ঠিক ছিল না, খেয়াল দেখেছ। খেয়ালে খেয়ালে কি দেখেছ, ঠিক নাই।"

"তবে তাই যদি হয়, তবে আর এক প্রশ্নের উত্তর দাও। আমি যাকে দেখেছি, সে কি তবে গ্রেহেম?"

"না। তাও নয়। জনমানবও সে ঘরে প্রবেশ করে নাই। তুমি তোমার ও মিথ্যা সন্দেহ ভুলে যাও। আমার কথা বিশ্বাস না কর, দাসীকে জিজ্ঞাসা কর, মাকে বরং জিজ্ঞাসা কর।—ঠিক তারা এই উত্তরই দিবেন। এখন রবার্টের কথা শোন। চার দিন অতীত হলো, বেলা ৯টা ১০টার সময় নরউড হতে এখানে ফিরে আস্‌ছি, একটা শুঁড়িখানায় দেখ্‌লেম, বেজায় গোল। একজন বোল্‌ছে "বাতাস কর—মাথার উপর হাওয়া কর।" দ্বিতীয় ব্যক্তি বোল্‌ছে "আরে ডাক্তার ডাক।" তৃতীয় ব্যক্তি বোল্‌ছে

"লোকটা বেজায় মাতাল হয়ে গেছে। কড়া মদের ঝোঁকে বেহুঁস্ মাতাল হয়ে গেছে।" চতুর্থ ব্যক্তি বোল্‌ছে "না না মাতাল না, মূর্চ্ছা।" একজন মোটা লোক থিয়েটরী ধরণে হাত মুখ নেড়ে কি বোল্‌ছে, তার বিন্দুবিসর্গও বুঝ্‌তে পারা যায় না, কিন্তু তার সেই অসম্বন্ধ প্রলাপের বিরাম নাই। বোল্‌ছে সবাই, এখনকার উপায় কি—সে সম্বন্ধে উপদেশ দিচ্ছে সবাই; উপদেশ দান নাকি বিনামূল্যে চলে, উপদেশ দিতে মুখের কথা ভিন্ন নাকি অর্থ ব্যয়ও নাই, শারীরিক শ্রমও নাই, তাই উপদেশ প্রচার হোচ্ছে বিস্তর, কিন্তু উপদেশ পালনের একটি লোকও দেখ্‌লেম না। অবস্থা দেখে বুঝ্‌লেম, লোকটা বিনা চিকিৎসায় মারা যায়। শুঁড়িখানায় আমাদের আপন দলেরও ৪।৫ জন লোক ছিল, তাদেরই সাহায্যে পীড়িতকে বাড়ী আন্‌লেম, তৎক্ষণাৎ ডাক্তার ডাকিয়ে চিকিৎসা করালেম। ডাক্তার ঔষধ পথ্যের ব্যবস্থা কোল্লেন বটে, কিন্তু আশা দিতে পাল্লেন না। জীবনের আশায় তিনি হতাশ হয়ে—দিতে হয় তাই ঔষধ দিলেন। লোকটা যে কে, তা তখন জানি না। রবার্টের মুখের চেহারা দেখে কেবল একটু সন্দেহ হলো। একটু সুস্থ দেখে জিজ্ঞাসা কোরে জান্‌লেম, অভাগা তোমারই ভ্রাতা। তখনি তোমাকে পত্র লিখ্‌লেম। তারপর যে ব্যাপার সংঘটিত হয়েছে, তুমি স্বয়ংই ত তা দেখেছ। তার আর বর্ণনা কর্ব্বো কি? রবার্ট অতি হতভাগা, তা না হলে—তোমার ভাই হয়ে সে এমন ভাবে মারা যাবে কেন?"

কৃতজ্ঞতা জানালেম। নয়নের অশ্রুজলে অজেতার এই ব্যবহারে কৃতজ্ঞতা জানালেম। এ সংসারে যে যেমন ... করে, ফলের অঙ্কে তা হরণ পূরণ হয়ে যায়। আমাদের মন বুঝে না, তাই কাঁদি কাটি। হাহাকার করি।

ফুরাল। রবার্টের জীবন আর নাই। দুই ভ্রাতা ও তিন ভগ্নী ছিলেম, আজ একজন তার নাই! এ সংসারে পাঁচটি ভ্রাতাভগ্নীতে ছিলেম, আজ তার একটি নাই! বিধাতার নির্ব্বন্ধ! এখন শেষ কার্য্য!—রবার্টের অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া। অজেতা সে ভার নিজেই গ্রহণ কোল্লেন। পরের চাকরী করি, অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার অসুবিধা হবে, এই ভেবে অজেতা—সে ভার স্বয়ং গ্রহণ কোল্লেন। যথা সময়ে সংবাদ দিবেন, এমন কথা স্থির কোরে—শবের গৃহে আর একবার প্রবেশ কোরে, শেষ অশ্রুবিন্দুতে মৃত শবের অভিনন্দন কোরে বিদায় হলেম। বাসায় এসে বিবিকে সমস্ত কথাই প্রকাশ কোরে বোল্লেম। সম দুঃখে দুঃখিত হয়ে বিবি আপনার কন্যার ন্যায় যত্নে প্রবোধ দিলেন।

বাসায় এসে তৎক্ষণাৎ উইলিয়মকে পত্র লিখ্‌লেম। উইলিয়মকে রবার্টের সমাধী কালে উপস্থিত হতে লিখ্‌লেম। যথাসময়ে উইলিয়ম এসে উপস্থিত। বিবি উইলিয়মকে ... গ্রহণ কোল্লেন। ভ্রাতা ভগ্নীতে এবার বড় দুঃখজনক সাক্ষাৎ। পরস্পর

পরস্পরকে নেত্রজলে অভিসিঞ্চিত কোল্লেম। পরদিনই অজেতার পত্র পেলেম।—যথাসময়ে অজেতার সঙ্গে সাক্ষাৎ কোল্লেম।—সেণ্ট গিলির পবিত্র মন্দিরের পার্শ্বে রবার্টের শব চিরদিনের মত সমাধীস্থ কোরে ফিরে এলেম।

বিবি স্বয়ং ব্যয় কোরে—উইলিয়ম ও আমার শোকপরিচ্ছদ প্রস্তুত কোরে দিলেন। সমাধীর ব্যয় ভার বহন কর্ব্বার জন্য তিনি আমাদের অনভিমতে. অজেতার নিকট লোক পাঠিয়েছিলেন। অজেতা সে সাহায্য গ্রহণে অসম্মত হয়েছেন।

রবার্ট আর নাই! সারারও অনুসন্ধান নাই! উইলিয়ম তিন চারি দিন থেকে পুনরায় মাননীয় ডাক্তারের আশ্রয়ে প্রস্থান কোল্লে।—প্রাণ পূর্ণ যাতনা, হৃদয় পূর্ণ হাহাকার নিয়ে আমিই একা পোড়ে থাক্‌লেম! বিধাতা! তোমার নিকট আমি আর কি প্রার্থনা জানাব! আমার আর আছে কি?

তৃতীয় পর্ব্ব সম্পূর্ণ।

তৃতীয় খণ্ডের গঠিত শব্দের তালিকা

পুরুষ—

Mr.	Bowline	বলীন।
„	Harry	হরি।
„	Plummers	ফুলমার।
„	Mathew	মতী।
„	Tufnell	তুফণল।
Sir	Wyndham	স্যর বিন্দুহাম।
Marquis	Visconti	মার্কুইস বিষকণ্ঠ।

স্থান—উপাধী

Kingston Grange	কিংষ্টন-নিকেতন।
W[illegible]mer	বলমার।
L[illegible]beth	[illegible]বাত।
Gu[illegible]nsy	গুরুণ[illegible]
Sunbeam Villa	কিরণকুটির।
Golden-Square	সোণাগলি (মোড়)
Admiral	[illegible]োশয়।

স্ত্রী—

Miss	Harriet	কুমারী	হরিতা
„	Jessy	„	যশী।
„	Ellen	„	অলিনা।
„	Jenetta	„	জয়ন্তী।
„	Fanny	„	ফণী।
„	Malissa	„	মলিসা।
„	Sybilla	„	শিববালা।
„	Emma	„	উমা।
Mrs.	Kingston	শ্রীমতী	কঙ্কণা।
„	Taylor	„	তরলা।
„	Mildmay	„	মলদা।
„	Sawbridge	„	স্বব্রজা।
„	Chaplin	„	চপলা।
„	Dobson	„	দেবসেনা